উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, 2020)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স', 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এর National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তেগ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপাচার্য
নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Netaji Subhas Open University

Four Year Under Graduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF)
& Curriculum and credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]
Course Type : Discipline Specific Core (DSC)
Course Title : Psychology of Learners
Course Code : NEC-ED-02

First Print : November, 2024
Print Order : SC/DTP/341. 19/11/2024

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

Netaji Subhas Open University

Four Year Under Graduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF)
& Curriculum and credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]
Course Type : Discipline Specific Core (DSC)
Course Title : Psychology of Learners
Course Code : NEC-ED-02

: বিষয় সমিতি :

: সদস্যবৃন্দ :

Dr. Atindranath Dey
Director, SoE, NSOU, Chairman (BoS)

Dr. Sibaprasad De
Professor, SoE, NSOU

Dr. K. N. Chattopadhyay
Professor, Dept. of Education, University of Burdwan

Dr. Abhijit Kr. Pal
Professor, Dept. of Education, West Bengal State University

Dr. Dibyendu Bhattacharyya
Professor, Dept. of Education, University of Kalyani

Dr. D. P. Nag Chowdhury
Professor, SoE, NSOU

Dr. Papiya Upadhyay
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Nimai Chand Maiti
Professor, SoE, NSOU

: Course Writer :
Dr. Rajab Ali Biswas
Assistant Professor
Dept. of Education, Narajole Raj College,
Narajole West Medinipur

: Course Editor :
Dr. Sibaprasad De
Professor, SoE, NSOU

: Format Editing :
Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor SoE, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত)

UG : HONOURS
PSYCHOLOGICAL
EDUCATION

Netaji Subhas Open University

Four Year Under Graduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF)
& Curriculum and credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]
Course Type : Discipline Specific Core (DSC)
Course Title : Psychological Foundation of Education
Course Code : NEC-ED-02

একক ১	❑	ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞান (Psychology of Personality)	7-29
একক ২	❑	ব্যক্তিত্বের মৌলিক তত্ত্ব (Basic Theories of Personality Development)	30-47
একক ৩	❑	ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন (Measurement of Personality)	48-37
একক ৪	❑	শি (G)	41-50
একক ৫	❑	বুদ্ধি (Intelligence)	51-55
একক ৬	❑	সৃজনশীলতা (Creativity)	56-81
একক ৭	❑	শিখন (Learning)	85-95
একক ৮	❑	শিখনের আচরণবাদি দৃষ্টিভঙ্গি (Behaviouristic Theory of Learning)	96-105
একক ৯	❑	শিখনের জ্ঞানমূলক তত্ত্ব (Cognitive Theories)	106-114
একক ১০	❑	মনোভাব (Attitude)	117-133
একক ১১	❑	ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual Difference)	134-144
একক ১২	❑	মেজাজ (Temperament)	145-160
একক ১৩	❑	মানব চাহিদা (Human Needs)	163-168
একক ১৪	❑	প্রবৃত্তি (Instinct)	169-180
একক ১৫	❑	প্রক্ষোভ (Emotion)	181-191

UNIT-1 : ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞান (PSYCHOLOGY OF PERSONALITY)

গঠন (Structure)

1.1. উদ্দেশ্য (Objectives)

1.2. ভূমিকা (Introduction)

1.3. ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞান (Psychology of Personality)

1.4. ব্যক্তিত্বের ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept & Definition of Personality)

1.5. ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য (Nature/Characteristics of Personality)

1.6. ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ভাগ (Types of Personality)

1.7. ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (Approaches Of Personality)

1.8. মানব জীবনে তাৎপর্য (Significance in Human Life)

1.9. সারাংশ (Summary)

1.10. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1.11. গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

1.1. উদ্দেশ্য (Objectives):

- ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা বুঝতে পারবে।
- ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা এবং এর বিশ্লেষণ করতে পারবে। ।
- ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এবং এর বহুমুখী প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যক্তিত্বের প্রধান ধরন চিহ্নিত করা এবং এগুলির প্রভাব আলোচনা করতে পারবে।
- ব্যক্তিত্ব বোঝার প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিগুলি তুলনা করতে পারবে।
- মানব জীবনে ব্যক্তিত্বের ভূমিকা এবং এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

1.2. ভূমিকা (Introduction):

ব্যক্তিত্ব মানবজীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা একে অপরকে মূল্যায়ন ও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। সাধারণত, আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে ভালো বা খারাপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করি, তখন অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা আচার-ব্যবহারকেই ব্যক্তিত্বের মূল কেন্দ্র হিসেবে ধরে থাকি। যেমন – ব্যক্তির শারীরিক গঠন, উচ্চতা, দেহের গঠন, বা গলার স্বর - এসব বৈশিষ্ট্য

অনেক সময় কিছু মানুষের কাছে "উচ্চ ব্যক্তিত্ব" এর প্রতীক হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু বাস্তবে, ব্যক্তিত্বের প্রকৃত মান এবং তার সামাজিক ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে শারীরিক বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। একজনের আদর্শ, মূল্যবোধ, চরিত্র এবং তার আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত গভীর মানসিক গুণাবলিই তার প্রকৃত ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। মনোবৈজ্ঞানিকভাবে, ব্যক্তিত্ব মূলত মানুষের মানসিকতা, চিন্তাধারা, এবং জীবনযাপনের পথের সমষ্টি। বাহ্যিক আচরণ বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র একটি বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র।

1.3. ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞান (Psychology of Personality)

ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব (Personality) একটি বিমূর্ত ধারণা, যা আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করি। এর ফলে, এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ বা সঠিক ধারণা বের করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। মনোবিদ আলপোর্ট (Allport) বলেছেন, "Its connoting significance is very broad, its denoting significance negligible." থর্নডাইক (Thorndike) ব্যক্তিত্ব (personality) শব্দটির প্রায় আট হাজার রকমের ব্যবহার চিহ্নিত করেছেন। সাধারণভাবে, আমরা যেকোনো অত্যন্ত রাগী ব্যক্তিকে বলি, "ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্ব আছে।" আবার কখনও বলা হয়, "লোকটির একেবারে ব্যক্তিত্ব নেই।" তবে মনোবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব আছে। তাই সাধারণভাবে ব্যবহৃত 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটির পরিবর্তে এখন আমরা 'ব্যক্তিসত্তা' শব্দটি ব্যবহার করি।

ব্যক্তিত্ব শব্দটির ইংরেজি রূপ 'Personality' যা লাতিন শব্দ 'Persona' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'মুখোশ'। গ্রিসে, নাটক মঞ্চস্থ করার সময় অভিনেতারা তাদের চরিত্র অনুসারে যে মুখোশ ব্যবহার করতেন, তাকে 'Persona' বলা হতো। অর্থাৎ, যারা নাটক দেখতে যেতেন, তারা নাটকের চরিত্রকে যেভাবে দেখতেন, সেটাই ছিল 'Persona'। এর মানে হলো, অভিনেতারা তাদের চরিত্রের মুখোশের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে ব্যক্তিত্ব তুলে ধরতেন। যদিও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থটির গুরুত্ব নেই, বর্তমানে দার্শনিক, মনোবিদ ও সমাজবিদরা ব্যক্তিত্বের নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

1.4. ব্যক্তিত্বের ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept & Definition of Personality)

ব্যক্তিত্ব বলতে সেই সকল জন্মগত ও অর্জিত মানসিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়, যা একজন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, আচরণ এবং সাধারণ জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্ধারণ করে। এটি একটি সামগ্রিক গঠন, যা একজন মানুষের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে গঠিত। ব্যক্তিত্বের মধ্যে থাকে একাধিক দিক থাকে, যেমন: আত্মবিশ্বাস, কৌতূহল, উদারতা, দায়িত্বশীলতা, সামাজিকতা, অনুভূতিশীলতা ইত্যাদি, যা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পর্ক, কাজের প্রতি মনোভাব এবং আচরণের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন মনোবিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিত্বর সংজ্ঞা দিয়েছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

- মনোবিদ **জি. ডবলু, অলপোর্ট** (G. W. Allport, 1937) ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা দিয়ে বলেন – "Personality is the dynamic organisation within the individual of those

psychophysical systems that determine his unique adjustment to the environment." অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা হল ব্যক্তির অন্তঃস্থিত জৈব-মানসিক এক গতিশীল সংগঠন যা তাকে পরিবেশের সঙ্গে অনন্যসাধারণভাবে মানিয়ে নিয়ে চলতে সাহায্য করে।

- According to **R.B. Cattell** (1950) "Personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation." (ব্যক্তিত্ব হল যা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি কী করবে তা পূর্বাভাস দেওয়ার অনুমতি দেয়)
- মনোবিদ **J.B. Watson** এর মতে – "Personality is the sum of activities that can be discovered by actual observations over a long enough period of time to give reliable information."(ব্যক্তিত্ব হল এমন কর্মকাণ্ডের সমষ্টি যা দীর্ঘ সময়কাল ধরে বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হতে পারে এবং যা নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে।)
- According to **J.P. Guilford** "An individual's personality is his unique pattern of traits." অর্থাৎ একজন ব্যক্তির পার্সোনালিটি হল তার অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্যাটার্ন।
- মনোবিদ **উডওয়ার্থের** মতে "Personality is the quality of the individual's total behaviour." (ব্যক্তিত্ব হল একজন ব্যক্তির সমস্ত গুণের সমষ্টি)
- According to **Eysenck** (1971), "Personality is the more or less stable and enduring organization of a person's character, temperament, intellect and physique, which determine his unique adjustment to the environment." অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব হল একজন ব্যক্তির চরিত্র, মেজাজ, বুদ্ধিমত্তা এবং শারীরিক গঠনের প্রায় স্থিতিশীল এবং স্থায়ী সংগঠনা, যা তার পরিবেশের অভিযোজন নির্ধারণ করে।
- According to **American Psychological Association** - Personality refers to the enduring characteristics and behaviour that comprise a person's unique adjustment to life, including major traits, interests, drives, values, self-concept, abilities, and emotional patterns. অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব হলো একজন মানুষের স্থায়ী আচরণ এবং বৈশিষ্ট্য, যা তার জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপায় গঠন করে। এর মধ্যে রয়েছে তার প্রধান গুণাবলী, আগ্রহ, প্রেরণা, মূল্যবোধ, আত্ম-মূল্যায়ন, দক্ষতা এবং আবেগের ধরন।

সংক্ষেপে, ব্যক্তিত্ব হলো একজন ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি, এবং আচরণের সমন্বিত এবং সুসংহত রূপ, যা তার জীবনযাপন ও অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

1.5. ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য (Nature/Characteristics of Personality)

1. **সমগ্রতা (Wholeness)** : ব্যক্তিত্ব একটি সামগ্রিক সংগঠন, যা মানুষের শারীরিক, মানসিক, আবেগীয় ও সামাজিক দিকের সমন্বয়ে গঠিত। এটি শুধুমাত্র বাহ্যিক আচরণ বা একক কোনো মানসিক দিকের প্রকাশ নয়, বরং এটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও সামাজিক সম্পর্কের

সমন্বয়ে তৈরি হয়। মানুষের শারীরিক গঠন, মানসিক দৃঢ়তা, আবেগীয় প্রতিক্রিয়া, এবং সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক—এই সমস্ত দিক মিলিয়েই ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। ব্যক্তি যখন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তখন তার মূল্যবোধ, চিন্তা ও আচরণে পরিবর্তন আসে, যা তার ব্যক্তিত্বের ধারাকে প্রভাবিত করে।

2. **জৈব – মানসিক সংগঠন** (Bio-psychological Organization) : ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির জৈবিক এবং মানসিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন উচ্চতা, ওজন, গঠন এবং শারীরিক শক্তি ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক দিক নির্ধারণ করে। আবার, এক্ষেত্রে মানসিক উপাদানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, বিশ্বাস এবং প্রতিক্রিয়া। এই মানসিক অবস্থা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ জীবন এবং আচরণকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার শারীরিক গঠন ও মানসিক অভিজ্ঞতার মিশ্রণে বিকশিত হয়।
3. **নিজস্বতার প্রকাশ** (Uniqueness) : প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব অনন্য, কারণ এটি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ, ধারণা ও আচরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যদিও অনেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যেমন সহানুভূতি বা আত্মবিশ্বাস, তবুও প্রতিটি ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ জগৎ আলাদা। তার চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতির প্রকাশ, এবং সৃজনশীলতা একে অপর থেকে ভিন্ন। একজন ব্যক্তি যেমন তার চিন্তা ও সমস্যার সমাধান করার পদ্ধতি আলাদা হতে পারে, তেমনি অন্যের সাথে সম্পর্ক ও সামাজিক আচরণেও তার নিজস্ব ধরন থাকতে পারে। প্রতিটি মানুষের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যই তার ব্যক্তিত্বকে বিশেষ এবং অনন্য করে তোলে।
4. **আচরনের নির্ধারক** (Determinant of Behaviour) : ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার আচরণকে প্রভাবিত করে, কারণ আমাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়া এগুলোই আমাদের বাহ্যিক আচরণে প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তিত্বই একটি ব্যক্তির আচরণ নির্ধারণ করে, যেমন তার আত্মবিশ্বাস, দয়ালুতা, সহানুভূতি এবং সামাজিক দক্ষতা। ব্যক্তিত্বের ধরন ব্যক্তির সামাজিক, পেশাগত ও পারিবারিক জীবনেও বড় প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন আত্মবিশ্বাসী ও সামাজিকভাবে সচেতন ব্যক্তি তার পেশাগত জীবনে সফল হতে পারে, আর একজন সহানুভূতিশীল ব্যক্তি তার পরিবারে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সুতরাং, ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন এবং আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।
5. **গতিশীলতা** (Dynamism) : ব্যক্তিত্ব একটি গতিশীল সংগঠন, যা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি ব্যক্তিত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন ব্যক্তি তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ শেখে, যা তার ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আনে। তাই ব্যক্তিত্ব কখনোই স্থির থাকে না, বরং ক্রমাগত বিকশিত ও পরিবর্তন হয়।
6. **বিকাশমান সত্তা** (Evolving entity) : ব্যক্তিত্বের সংগঠনটি ক্রমবর্ধমান এবং গতিধর্মী-এটি নিশ্চল বা স্থির নয়। কারণ সমাজ হল পরিবর্তনশীল; তাই পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সঙ্গতি বিধানের ক্ষেত্রে

ব্যক্তির স্বকীয়তার প্রকাশ ভঙ্গিও পরিবর্তনধর্মী হতে বাধ্য। ফলে এটি বিকাশধর্মী না হলে তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

7. **সহজাত ও অর্জিত উভয় (Innate and Acquired) :** ব্যক্তিত্বে কিছু গুণাবলি জন্মগতভাবে থাকে, যেমন কারো সহজাত আত্মবিশ্বাস বা লাজুকতা। তবে, অনেক গুণাবলি পরিবেশ এবং পরিস্থিতির প্রভাবে অর্জিত হয়, যেমন শিক্ষা, পরিবার বা সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি। এই গুণাবলি গুলি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিকতার সাথে বিকশিত হয়। তাই ব্যক্তিত্বের কিছু দিক জন্মগত, আর কিছু দিক পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়।
8. **সামাজিক প্রভাব (Social Influence) :** একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার সমাজ, পরিবার, বন্ধু গোষ্ঠী, কাজের পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এই সবকিছু মিলিয়ে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, যা তার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সংযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, একটি পরিবার বা বন্ধুর গোষ্ঠী একজন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে, যেখানে কঠোর বা প্রতিকূল পরিবেশ ব্যক্তির আচরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
9. **পর্যবেক্ষণ যোগ্য (Observable) :** ব্যক্তিত্বের কিছু আচরণগত দিক পর্যবেক্ষণ করা যায় মাত্র । যেমন ব্যক্তির আচরণ, ভাষা, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তিইত্যাদি। এগুলি থেকে আমরা ব্যক্তির মানসিকতা এবং চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তির আচরণ বা ভঙ্গি তার আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এছাড়া, ব্যক্তির শরীরী ভাষা যেমন চোখের যোগাযোগ, হাসি বা শারীরিক ভঙ্গি একজনের আবেগ এবং মনের অবস্থা প্রকাশ করে। এসব সবমিলিয়ে, একজন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলে দেওয়া যায় ।
10. **পরিমাপ যোগ্য (Measurable) :** একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা সম্ভব এবং এটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন TAT, CAT, রসা কালির অভিক্ষা, MMPI ইত্যাদি। বর্তমান যুগে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক স্কেল এবং অভীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ আরও নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা সম্ভব হয়েছে।

1.6. ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ভাগ (Types of Personality)

ব্যক্তিত্ব মানুষের স্বভাব, আচরণ এবং মানসিক গুণাবলীর সমষ্টি, যা প্রতিটি ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। এটি মূলত জেনেটিক এবং পরিবেশগত প্রভাবের ফলস্বরূপ গঠিত হয়। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ভাগ বা শ্রেণীকরণ করে তত্ত্ব আকারে প্রকাশ করেছেন । যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলি নিম্নে আলোচনা করা হল -

হিপোক্রেটিসের তত্ত্ব (Hippocrates's theory of Personality)

ব্যক্তিসত্তা হল মানুষের বিভিন্ন সংলক্ষণগুলির একটি অনন্য সংগঠন, যার ব্যাখ্যা শুধুমাত্র সংলক্ষণের ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়। তাই মনোবিদগণ ব্যক্তিসত্তার ধরনের দিক থেকে এর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে ভাগ করার চেষ্টা চলছে। এ ক্ষেত্রে হিপোক্রেটিস ছিলেন পথিকৃৎ। বিভিন্ন মনোবিদ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তিসত্তার ধরনা দিয়েছেন। যার প্রধান তত্ত্ব গুলি আলোচনা করা হল –

হিপোক্রেটিসের ধরন তত্ত্ব মানব ব্যক্তিত্বের চারটি মৌলিক ধরনকে চিহ্নিত করে, যা প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষের স্বভাব এবং আচরণ চারটি প্রধান ধরনের মধ্যে বিভক্ত করা হয়:

দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত (Sanguine)	জড়তাযুক্ত (Phlegmatic)	সহজক্রোধী (Choleric)	বিষাদপ্রবণ (Melancholic)

1) **দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত (Sanguine) :** এরা সামাজিক অনুষ্ঠানে উপভোগ করতে পছন্দ করে, নতুন বন্ধু তৈরি করতে ভালোবাসে এবং সাধারণত উচ্ছল ও প্রফুল্ল থাকে। তারা সাধারণত অত্যন্ত সৃজনশীল এবং অনেক সময় স্বপ্ন দেখে, কিছু একান্ত সময় তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত মানুষগুলি সাধারণত সংবেদনশীল, সহানুভূতিশীল এবং রোমান্টিকও হতে পারে। তবে, তারা প্রায়ই কোনো কাজ শেষ করতে struggles করে, দেরি করে এবং মাঝে মাঝে ভুলে যায়। কখনও কখনও তারা একটু তীব্র বা বিদ্রূপাত্মক হতে পারে। যখন তারা নতুন কোনো শখ বা কার্যকলাপ শুরু করে, তখন যতক্ষণ না এটি আগ্রহজনক বা মজার থাকে, তারা এতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। তারা সাধারণত কথাবার্তায় বেশ সক্রিয় এবং একেবারে সঙ্কোচবিহীন, মনে করে যে তারা যা করছে তা সঠিক। তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।
2) **জড়তাযুক্ত (Phlegmatic) :** জড়তাযুক্ত মানুষরা সাধারণত শান্ত এবং নিরব, কখনও কখনও মধুরভাবে মনোযোগী, আবার কখনও অলস এবং নিস্তেজ হয়ে থাকে। এরা সাধারণত নিজেদের সাথে খুশি এবং সদয় হয়। তারা গ্রহণশীল এবং স্নেহময় হয়। জড়তাযুক্ত মানুষরা সাধারণত শান্ত, মেধাবী, এবং প্রতিকূলতা বা পরিবর্তনের চেয়ে স্থিতিশীলতাকে পছন্দ করে। তারা ধারাবাহিক, শীতল, শান্ত, যুক্তিবাদী, কৌতূহলী এবং পর্যবেক্ষণশীল হয়, যা তাদের ভালো প্রশাসক করে তোলে। তবে, তারা অলস হতে পারে কারণ তারা সাধারণত তাড়াহুড়ো করে না বা চিন্তা করে না এবং কখনও কখনও প্যাসিভ অ্যাগ্রেসিভ হতে পারে।

3) **সহজক্রোধী (Choleric)** : এদের মধ্যে প্রচুর আক্রমণাত্মক মনোভাব, শক্তি এবং আবেগ থাকে, এবং তারা এটি অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায়। তারা অন্যান্য ব্যক্তিত্বের মানুষদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, বিশেষত জড়তাযুক্ত (Phlegmatic) ধরনের মানুষদের। অনেক বড় চরিত্রপূর্ণ সামরিক এবং রাজনৈতিক নেতারা সহজক্রোধী ছিলেন। তারা সবকিছুতে নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করে। তবে, সহজক্রোধী ব্যক্তিরা সাধারণত খুবই অগোছালো অথবা খুবই সুসংগঠিত হতে পারে। তাদের মধ্যে মাঝামাঝি কোনো অবস্থান থাকে না, তারা শুধুমাত্র এক দিক থেকে অন্য দিকে চলে। অনেকেই তাদেরকে কর্তৃত্বপরায়ণ এবং দাবিদার মনে করতে পারে। এছাড়া, নেতৃত্ব গুণাবলী এবং আত্মবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও, তারা অনেক সময় গভীর এবং আকস্মিক বিষণ্নতায় পতিত হতে পারে। তারা খুব দ্রুত মুড পরিবর্তনের প্রবণ।

4) **বিষাদপ্রবণ (Melancholic)** : বিষাদপ্রবণ মানুষদের সাধারণত অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং বিবেচনামূলক মনে করা হয়, এবং তারা সময়মতো কোনো ঘটনা অংশগ্রহণ করতে না পারলে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বিষাদপ্রবণরা সাধারণত কবিতা এবং শিল্পের মতো কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত সৃজনশীল হতে পারে এবং তারা পৃথিবীতে দুঃখ ও নিষ্ঠুরতা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন থাকে। অনেক সময় তারা পরিপূর্ণতা-প্রত্যাশী হয়ে থাকে। তারা আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাধীন। বিষাদপ্রবণ হওয়ার এক নেতিবাচক দিক হল, তারা তাদের কাজের মধ্যে এতটাই ডুবে থাকে যে তারা অন্যদের সম্পর্কে ভাবতে ভুলে যায়।

হিপোক্রেটিসের মতে, এই চারটি শারীরবৃত্তীয় তরল মানুষের আচরণ ও আবেগকে প্রভাবিত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন মানুষের স্বাস্থ্য ও রোগের প্রকৃতি তার এই চারটি তরলের ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদিও এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তবে এটি মানব আচরণের প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়

শেলডনের ব্যক্তিত্বের প্রকার (Sheldon's Types of Personality):

১৯৪০ সালে আমেরিকার মনোবিজ্ঞান William Herbert Sheldon ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিত্বের প্রকার নির্ধারণে তিনি ব্যক্তি/মানুষের শারীরিকগঠনকে গুরুত্ব দিয়েছেন বা নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি ব্যক্তির শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে যে ব্যক্তিত্বের শ্রেণী বিভাগটি দেখিয়েছেন তা হল :

Sheldon's Types of Personality

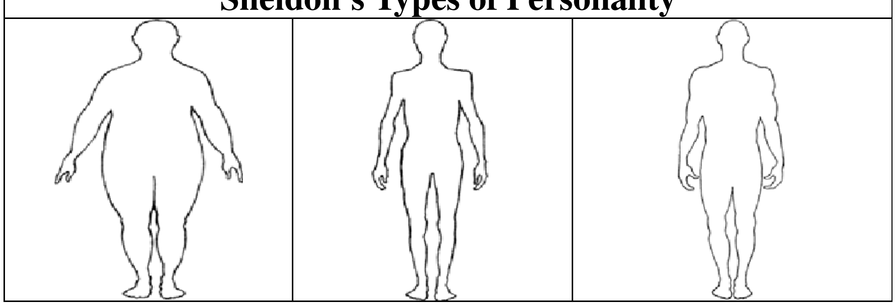

Endomorphic	Ectomorphic	Mesomorphic

শেলডনের মতে ব্যক্তির শারীরিক গঠনের সাথে তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। তার বর্ণিত ব্যক্তিত্বের ভাগগুলিতে তিনি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে ব্যক্তিত্বের আচরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নিম্নে ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ আলোচনা করা হল -

1. **এন্ডোমরফিক (Endomorphic) :** এন্ডোমরফিক ব্যক্তিরা শারীরিকভাবে গোলগাল ও নরম গঠনের হয়, যা তাদের "Barrel of fun" ধরনের মনে হতে পারে। এদের পেট অধিক স্ফীত এবং অস্থি অপরিপুষ্ট হয়, ফলে চেহারা গোলগাল এবং সারা দেহে মেদের আধিক্য দেখা যায়। এরা সাধারণত আরামপ্রিয় এবং পরনির্ভরশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে। তবে, তারা মিশুকে ও বন্ধুভাবাপন্নও হয়। তাদের ব্যক্তিত্বে আনন্দ ও ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

   ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য : দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হল-
   - এরা সাধারণত সামাজিক হয়।
   - এরা যে-কোনো বিষয় নিয়ে মজা করতে বা কৌতূহল করতে (Fun-loving) পছন্দ করে।
   - এরা খেতে ভালোবাসে।
   - এই ধরনের ব্যক্তিত্বের সহ্য ক্ষমতা অধিক হয়।
   - এরা কখনও কখনও উত্তেজিত (Even-tempered) হয়ে পড়ে।
   - এদের রসাত্মোবোধের (Sense of humore) অনুভূতি।
   - এরা উদ্বেগমুক্ত থাকতে (Relaxed) পারে।
   - এদের মধ্যে ভালোবাসার চাহিদা থাকে।
   - এদের মেজাজগত বৈশিষ্ট্যকে "ভিসেরোটনিক" বলা হয়।
2. **এক্টোমরফিক (Ectomorphic) :** এক্টোমরফিক ব্যক্তিত্বযুক্ত ব্যক্তিদের শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ এন্ডোমরফিক ব্যক্তিদের বিপরীত হয়। এক্টোমরফিক ব্যক্তিরা ক্ষীণ এবং লম্বা দেহের অধিকারী হয়, তাদের উদর স্ফীত থাকে না। এরা দ্রুত প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হলেও সামাজিক মেলামেশা এরা এড়িয়ে চলে এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়। গোপনীয়তা ও নির্জনতা তাদের পছন্দ, এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকলেও তারা দ্রুত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে।

   ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য : দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হল-

- এরা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন থাকে।
- এরা কিছুটা সংরক্ষিত ভাবে একান্তে (Private) থাকা পছন্দ করে।
- এদের ব্যক্তি সাধারণত অন্তর্মুখী হয়। (Introvert)
- এরা সামাজিক দিক থেকে উদ্বিগ্ন (Anxious) থাকে।
- এরা শিল্পী (Aristic) হয়।
- এদের প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

- এরা কিছুটা চিন্তাশীল (Thoughtful) হয়।

3. **মেসোমরফিক (Mesomorphic):** মেসোমরফিক ব্যক্তিদের শারীরিক গঠন এন্ডোমরফিক এবং এক্টোমরফিকের মাঝে অবস্থান করে। এদের কাঁধ ও বুক চওড়া এবং দেহ দৃঢ় ও শক্তপোক্ত হয়। চলাফেরায় একপ্রকার দৃঢ়তার ছাপ দেখা যায়। মেসোমরফিক লোকেরা খেলাধূলা ও ব্যায়াম করতে পছন্দ করে এবং দুঃসাহসিক কাজ বা অন্যদের উপর কর্তৃত্ব করতে আগ্রহী। মানসিকভাবে এরা সাধারণত উচ্চ মনোভাবাপন্ন হয়।

   ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য : দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হল-

   - এই ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তিরা সাধারণত অভিযান প্রিয় হয়।
   - এরা সাহসী ও কৌতূহলী হয়।
   - অন্যেরা যা চিন্তা করে বা চায় তার থেকে ভিন্ন রকম ভাবে এরা চিন্তা করে।
   - এদের মানসিকতা বিস্তৃত (Bold) হয়।
   - এরা সাধারণত প্রতিযোগিতামূলক কাজে অংশ নেয়।
   - এরা ক্ষমতা (Power) প্রত্যাশী হয়।
   - এরা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে।

ক্রেশ্চমারের ব্যক্তিত্বের ধরন (Kretschimer's type of Personality):

আর্নেস্ট ক্রেশ্চমার (Ernst Kretschmer, ১৮৮৮ - ১৯৬৪) ছিলেন একজন জার্মান মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি মানব দেহের গঠন নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। তার মতে, মানুষের দেহের গঠন, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এবং মানসিক রোগের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। তিনি দেহের গঠন অনুযায়ী ব্যক্তিত্বকে প্রধান ৩ টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এই শ্রেণীগুলি হল: পিকনিক, অ্যাথলেটিক, এবং লেপ্টোসোমাটিক ।

A. **পিকনিক (Pyknic) :** পিকনিক ব্যক্তিরা সাধারণত গোলাকার এবং মোটা শরীরের গঠন নিয়ে গঠিত। এই ধরনের মানুষের শরীরের গঠন সাধারণত মেদবহুল হয় এবং তাদের শরীরের আকার সাধারণত তুলনামূলকভাবে মাঝারি হয়। এই ধরনের মানুষদের মধ্যে মানসিক রোগের প্রবণতা বেশি থাকে, বিশেষত ম্যানিক ডিপ্রেসিভ (Manic Depressive) রোগের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Personality Traits): দৈহিক গঠন অনুযায়ী এদের ব্যস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হল-

- এরা সাধারণত সামাজিক হয়।
- এরা সর্বদা হাসি-উচ্চল থাকে।
- এরা যে-কোনো বিষয়কে সহজেই মেনে নিতে পারে।
- এরা প্রকৃতিগত ভাবে ভালো হয়।
- এরা বন্ধুত্বপ্রিয় হয়।

B. **এথলেটিক (Athletic) :** অ্যাথলেটিক শ্রেণীর মানুষদের শরীর সুগঠিত এবং শক্তিশালী হয়। এই ধরনের মানুষের শরীরের গঠন বেশি মাংসপেশীযুক্ত এবং তারা সাধারণত শারীরিকভাবে সুস্থ এবং শক্তিশালী হয়ে থাকে। এরা অন্যান্যদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকে এবং খুবই কার্যকরী, মনোযোগী, এবং কর্মঠ হয়ে থাকে। তারা কখনও কখনও অ্যামবিভার্ট (Ambivert) হতে পারে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে এক্সট্রোভার্সন এবং ইন্ট্রোভার্সনের মিশ্রণ থাকে। এই ধরনের ব্যক্তিরাও ম্যানিক ডিপ্রেসিভ রোগে আক্রান্ত হতে পারে, তবে তাদের শারীরিক গঠন তাদের মানসিক ভারসাম্যকে কিছুটা সহায়তা করে থাকে।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Personality Traits): ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে-

- এরা উদ্যমী ও শক্তিশালী হয়।
- এরা যে-কোনো কাজে আশাবাদী (optimistic) হয়।
- এরা সমস্ত রকম পরিবেশের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে।

C. **লেপ্টোসোমাটিক (Leptosmatic) :** লেপ্টোসোমাটিক ব্যক্তিরা সাধারণত অত্যন্ত চিকন, দীর্ঘ এবং পাতলা শরীরের গঠন নিয়ে থাকে। এই ধরনের মানুষদের শরীরে খুব কম মেদ থাকে এবং তাদের গঠন বেশি লম্বা এবং সরু হয়। তাঁর মতে, লেপ্টোসোমাটিক টাইপের মানুষরা সাধারণত ইন্ট্রোভার্ট এবং একাকী হয়ে থাকে। এই ব্যক্তিদের শারীরিক গঠন তাদের মানসিক দুর্বলতা এবং শীতলতা প্রদর্শন করতে পারে।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Personality Traits): দৈহিক গঠনের জন্য এদের ব্যক্তিত্বের ধরন হল-

- এরা প্রকৃতিগত ভাবে অসামাজিক হয়ে থাকে।
- এরা নিজেদেরকে আড়ালে এবং সংরক্ষিতভাবে রাখতে চায়।
- এরা সাধারণত মানসিকভাবে দুর্বল প্রকৃতির হয় ।
- এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে ।
- এরা অনেক সময় মানসিক চাপ ও উদ্বেগের শিকার হয়।

ক্রেশমারের তত্ত্ব মানব দেহের গঠন এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের একটি প্রথমিক ধারণা প্রদান করে। যদিও তার তত্ত্ব আধুনিক মনোবিজ্ঞানে পুরোপুরি গৃহীত হয়নি, তবুও তার শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে শরীরের গঠন এবং মানসিক অবস্থার মধ্যে এক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে যা পরবর্তী গবেষণায় অবদান রেখেছে।

ইয়ুং এর ব্যক্তিত্বের শ্রেণীবিভাগ (Jung's Personality Types)

কার্ল ইয়ুং (Carl Jung) ছিলেন একজন সুইস মনোবিজ্ঞানী এবং মনোরোগ চিকিৎসক, যিনি তার বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞানের (Analytical Psychology) জন্য বিশেষ পরিচিত। তিনি সিগমুন্ড ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তবে পরবর্তীতে তিনি নিজস্ব তত্ত্ব বিকশিত করেছিলেন। ইয়ুং সর্বপ্রথম অন্তর্মুখীতা (introversion) এবং বহির্মুখীতা (extroversion) এর ধারণা দেন । তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানব মন তিনটি অংশে বিভক্ত: ইগো, ব্যক্তিগত অচেতন এবং সমষ্টিগত অচেতন। ইগো আমাদের সচেতন পরিচয় প্রকাশ করে, ব্যক্তিগত অচেতন বেমালুম বা দমনকৃত স্মৃতি ধারণ করে। সমষ্টিগত অচেতন সেই অভিজ্ঞতা

ধারণ করে যা সমস্ত মানব জাতির মধ্যে সাধারণ। ইয়ুং ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা বলেন। নিম্নে আলোচনা করা হল :

1. **বহিমুখী (Extrovert):** এদের প্রাণশক্তি এত বেশি যে এরা বহির্জগতের কর্মকোলাহলেই অংশগ্রহণ করতে বেশি ভালোবাসে। এরা সবসময় প্রাণখোলা, এরা অত্যন্ত সামাজিক এবং সামাজিক যে-কোনো কাজে যোগদান করতে ভালোবাসে। এরা অত্যন্ত চটপটে এবং কাজ করতে ভালোবাসে। এরা যে কোনো পরিবেশে খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। এরা সাধারণত খুব আবেগপ্রবণ হয়।
2. **অন্তর্মুখী (Introvert):** এদের প্রাণশক্তি অন্তর্মুখী। এরা নিজেদের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসে। বর্হিজগতের প্রতি এদের আকর্ষণ নেই বললেই চলে। এরা আত্মকেন্দ্রিক, উদাসীন, স্বার্থপর, আত্মসচেতন, চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ এবং সংবেদনশীল হয়। এরা অত্যন্ত অসামাজিক হয়। নিজের মধ্যেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসে। এরা আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে কিন্তু নতুন পরিবেশে সংগতিবিধান করতে পারে না। এরা কল্পনাপ্রবণ হয় এবং দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকে।
3. **উভয়মুখী (Ambivert):** এরা অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী এই উভয় শ্রেণির মধ্যবর্তী। অর্থাৎ, এরা চরম অন্তর্মুখীও নয়। আবার চরম বহির্মুখীও নয়। এরা একদিকে যেমন আত্মসচেতন, অপরদিকে তেমনি সামাজিক। এরা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করতে পারে। বেশিরভাগ মানুষই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিত্বের সামাজিক মূল্যবোধের দিকে থেকে এরা আদর্শস্থানীয়।

1.7. ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (Approaches Of Personality):

ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ, চিন্তা ও আবেগের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যকে বোঝার চেষ্টা করে। এটি ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা **আপ্রোচ** তৈরি করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ব্যক্তিত্ব কীভাবে গঠিত হয় এবং এটি কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। মনোবিজ্ঞানীরা যখন ব্যক্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করেন তখন তারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেন। এই প্রশ্নগুলো মানুষের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য এবং তার উৎস সম্পর্কিত। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন একই পরিবারের দুই সন্তানও একে অপরের থেকে একেবারে ভিন্ন রকমের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। শুধু তাদের শারীরিক চেহারা নয়, তাদের আচরণেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

কিছু উদাহরণ ভাবুন। একটি শিশু হয়তো খুব চঞ্চল এবং মজা করতে পছন্দ করে আবার অন্যটি হয়তো শান্ত স্বভাবের এবং বই পড়তে পছন্দ করে। কখনো কখনো এমন প্রশ্ন আমাদের মনে আসে:

- কেন একই পরিস্থিতিতে একেকজন ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়?

- কেন কিছু মানুষ রোমাঞ্চকর কাজ যেমন- পাহাড়ে চড়াতে ভালোবাসে আর কেউ কেউ পড়া, টিভি দেখা বা তাস খেলায় আনন্দ পায়?
- এই ভিন্নতাগুলো কি সারা জীবন ধরে স্থায়ী হয়, নাকি এটি কেবল পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলে যায়?

এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতি তৈরি করেছেন। তারা মানুষের আচরণের বিভিন্ন মডেল বা কাঠামোর ভিত্তিতে গবেষণা করেন। এসব তত্ত্ব আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা দেয় তবে সবকিছুর উত্তর দেয় না। প্রতিটি তত্ত্ব বা পদ্ধতি আমাদের ব্যক্তিত্বের কোনো নির্দিষ্ট দিক ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, কিছু তত্ত্ব আমাদের আচরণের স্থায়ীত্ব বা ধারাবাহিকতা বোঝায় আবার কিছু তত্ত্ব আমাদের আচরণের পরিবর্তনশীলতা বা ভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করে। সহজভাবে বলতে গেলে এই গবেষণাগুলো আমাদের সাহায্য করে জানতে, কেন মানুষ একে অপরের থেকে ভিন্ন এবং কীভাবে একজন মানুষ তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রদান করে এবং মানুষের আচরণ ও গুণাবলীর বৈচিত্র্য অন্বেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

1. ব্যক্তিত্বের টাইপ দৃষ্টিভঙ্গি (Type approach of personality):

ব্যক্তিত্বের টাইপ পদ্ধতি হলো প্রাচীনতম একটি পদ্ধতি যা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষকে শ্রেণীবদ্ধ করে। এই পদ্ধতিতে মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের দলে ভাগ করা হয়, যেখানে প্রতিটি ধরণ নির্দিষ্ট আচরণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এই ধারণাটিতে নির্দিষ্ট একটি টাইপের মধ্যে থাকা ব্যক্তিরা নিয়মিত এবং পূর্বানুমানযোগ্য আচরণগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। টাইপ পদ্ধতির মূল ধারণা হলো, মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিস্তৃত এবং পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই শ্রেণীগুলি আচরণ, মেজাজ, বা শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি। টাইপ পদ্ধতির ধারণা প্রাচীন যুগে হিপোক্রেটিসের তত্ত্ব থেকে শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা এটি আরও উন্নত করেছেন।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics):

I. **পৃথক শ্রেণী (Distinct Categories):** ব্যক্তিদের এমনভাবে ভাগ করা হয় যে প্রতিটি টাইপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে।

II. **সরলতা (Simplicity):** ব্যক্তিত্বকে কয়েকটি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা হয় যা বোঝা সহজ এবং আচরণ পূর্বানুমান করা যায়।

III. **স্থিতিশীলতা (Consistancy):** টাইপ পদ্ধতি ধরে নেয় যে মানুষের আচরণ এবং বৈশিষ্ট্য সময় এবং পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে।

IV. **সাধারণীকরণ(generalization):** একটি টাইপের মধ্যে থাকা সব ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বলে মনে করা

গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস ব্যক্তিত্বের একটি টাইপোলজি বা শ্রেণীবিন্যাস প্রস্তাব করেছিলেন যা শরীরের চার প্রকারের তরল বা রসের উপর ভিত্তি করে তৈরি। তিনি মানুষকে চারটি ব্যক্তিত্বের ধরণে ভাগ করেছিলেন: **স্যাঙ্গুইন** (Sanguine), **ফ্লেগমেটিক** (Phlegmatic), **মেলানকোলিক** (Melancholic), **কোলেরিক** (Choleric)। প্রতিটি ধরণের সাথে নির্দিষ্ট কিছু আচরণগত বৈশিষ্ট্য যুক্ত ছিল। হিপোক্রেটিসের এই তত্ত্ব প্রাচীন যুগে ব্যক্তিত্ব বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল এবং এটি পরবর্তীতে ব্যক্তিত্ব গবেষণায় আরও উন্নত তত্ত্ব তৈরিতে সহায়ক হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ফ্রিডম্যান এবং রোজেনম্যান মানুষকে **টাইপ-এ** (Type-A) এবং **টাইপ-বি** (Type-B) ব্যক্তিত্বে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। এই দুই গবেষক মনস্তাত্ত্বিক ঝুঁকির কারণ শনাক্ত করার চেষ্টা করছিলেন, তখনই তারা এই ব্যক্তিত্বের ধরণগুলো আবিষ্কার করেন।

i) **টাইপ-এ (Type-A) ব্যক্তিত্ব** সম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধারণত অত্যন্ত উচ্চ প্রেরণাশক্তি সম্পন্ন, অস্থির, ধৈর্যশীলতার অভাবযুক্ত, সবসময় সময়ের অভাবে ভোগে, খুব তাড়াহুড়ো করে এবং কাজের ভারে চাপা পড়ে থাকার অনুভূতি নিয়ে থাকেন।

ii) **টাইপ-বি (Type-B) ব্যক্তিত্ব** হলো টাইপ-এ ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলোর অনুপস্থিতি। টাইপ-বি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষরা সাধারণত বেশি ধৈর্যশীল, চাপমুক্ত এবং সহজে কাজের ভার নিতে পারেন।

2. সংলক্ষন দৃষ্টিভঙ্গি (Trait Approach):

সংলক্ষন পদ্ধতি ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদানগুলো সনাক্ত করা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। এটি বিশ্বাস করে যে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত যেগুলো একধরনের "নির্মাণ ব্লক" (building blocks) হিসেবে কাজ করে। মানুষ বিভিন্ন ধরণের মানসিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে যেমন কিছু মানুষ খুবই মিশুক আবার কেউ খুব শান্ত স্বভাবের। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো মানুষকে কয়েকটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে ভাগ করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা জানি একজন ব্যক্তি খুবই মিশুক, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে তিনি সহযোগিতাপূর্ণ, বন্ধুসুলভ এবং অন্যকে সাহায্য করতে পছন্দ করেন। তার আচরণে সাধারণত সামাজিক বৈশিষ্ট্যের অন্যান্য উপাদানও পাওয়া যাবে।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষন দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Trait Approaches to Personality):

i. **জন্মগত বা অর্জিত** (Innate or Acquired): **জন্মগত বৈশিষ্ট্য**: জেনেটিকভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত (যেমন: চোখের রঙ, মেজাজ)। **অর্জিত বৈশিষ্ট্য**: অভিজ্ঞতা, শিক্ষণ বা পরিবেশের মাধ্যমে গঠিত (যেমন: অভ্যাস, দক্ষতা)।

ii. **স্থিতিশীলতা (Stable over Time):** বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং সময়ের মধ্যে স্থিতিশীল থাকে, যদিও জীবনের অভিজ্ঞতার কারণে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

iii. **আচরণকে প্রভাবিত করা (Influence Behavior):** বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন বহির্মুখী বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তি সামাজিক মেলামেশার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হন।

iv. **স্পেকট্রামের উপর ভিত্তি করে পরিমাপযোগ্য (Measured on a Spectrum):** বৈশিষ্ট্যগুলো একটি ধারাবাহিকতায় থাকে, সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ- অন্তর্মুখিতা এবং বহির্মুখিতা একটি পরিমাপযোগ্য মাত্রায় থাকে।

v. **পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য (Observable and Measurable):** বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়ই কাজের মাধ্যমে বোঝা যায় বা আচরণের ধরণ থেকে অনুমান করা যায়। ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন টুল (যেমন: Big Five) ব্যবহার করা হয়।

vi. **স্বতন্ত্র সংমিশ্রণ (Unique Combination):** প্রতিটি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের একটি স্বতন্ত্র সংমিশ্রণ থাকে যা ব্যক্তিত্ব এবং আচরণের পার্থক্য তৈরি করে।

vii. **প্রকৃতি এবং লালন-পালনের মিথস্ক্রিয়া (Interaction of Nature and Nurture):** বৈশিষ্ট্যগুলো জেনেটিক প্রবণতা (প্রকৃতি) এবং পরিবেশগত কারণ (লালন-পালন)-এর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়।

ব্যক্তিত্বের **সংলক্ষন** দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি পদ্ধতি যা ব্যক্তির চিন্তা, আবেগ এবং আচরণের ধারা নির্ধারণকারী স্থায়ী বৈশিষ্ট্যগুলি, যেগুলোকে **সংলক্ষন** (Traits) বলা হয়। **সংলক্ষন** হলো দীর্ঘস্থায়ী, সময় এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি একটি ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান, যেখানে ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট গুণাবলীর বিভিন্ন মাত্রা প্রদর্শন করতে পারেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপযোগ্য পার্থক্যের ওপর জোর দেয়, যা ব্যক্তিত্ব মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কাঠামোগুলির একটি। গর্ডন অলপোর্ট (Alport) **সংলক্ষন**কে কার্ডিনাল (Cardinal), সেন্ট্রাল (Central) এবং সেকেন্ডারি (Secondary) **সংলক্ষন** এ শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন তাদের গুরুত্ব এবং প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে। রেমন্ড ক্যাটেল (R. Cattell) পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১৬টি মৌলিক **সংলক্ষন** উপস্থাপন করেছিলেন, আর হ্যান্স আইজেনক (H. Eysenck) বহির্মুখিতা, মানসিক অস্থিরতা এবং মনস্তাত্ত্বিকতার মতো তিনটি প্রধান মাত্রার প্রস্তাব দেন। সবচেয়ে প্রভাবশালী মডেল বিগ ফাইভ বা ফাইভ-ফ্যাক্টর মডেল, যা পাঁচটি বিস্তৃত মাত্রা নির্ধারণ করে: Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism (OCEAN)।

3. মনোবিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গি: (Psychodynamic Approach):

এটি ব্যক্তিত্ব অধ্যয়নের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই মতবাদ প্রধানত সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (S. Frued) অবদানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং তার ক্লিনিকাল প্র্যাকটিসের সময় এই তত্ত্বটির বিকাশ করেছিলেন। তার কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সম্মোহন (Hypnosis) ব্যবহার করে শারীরিক এবং মানসিক সমস্যায় ভোগা মানুষদের চিকিৎসা করতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তার অনেক রোগী তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলতে চায় এবং কথা বলার পরে তারা প্রায়ই ভালো অনুভব করত। ফ্রয়েড মুক্ত-অনুষঙ্গ (Free-association) (একটি পদ্ধতি যেখানে একজন ব্যক্তিকে তার মনের সব চিন্তা, অনুভূতি এবং ধারণা মুক্তভাবে শেয়ার করতে বলা হয়), স্বপ্ন বিশ্লেষণ (Dream Analysis), এবং ভুলের বিশ্লেষণ (Error analysis) ব্যবহার করে মনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম বোঝার চেষ্টা করেছিলেন।

ব্যক্তিত্বের মনোবিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Psychodynamic Approaches to Personality):

i. **Focus on the Unconscious (অবচেতনের ওপর জোর)**: ব্যক্তিত্ব গঠনে অবচেতন মন, ইচ্ছা এবং দ্বন্দ্বের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেয়।

ii. **Early Childhood Experiences (শৈশবের অভিজ্ঞতা)**: প্রারম্ভিক জীবনের অভিজ্ঞতা বিশেষ করে পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্ক, ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ।

iii. **Dynamic Nature (গতিশীল প্রকৃতি)**: অভ্যন্তরীণ প্রেরণা (যেমন: Id, Ego, Superego) এবং বাহ্যিক চাহিদার মধ্যে চলমান দ্বন্দ্বের ফল হিসেবে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়।

iv. **Defense Mechanisms (প্রতিরক্ষা কৌশল)**: উদ্বেগ এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মোকাবিলায় মানুষ যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে,যেমন: দমন(Repression), অস্বীকার (Denial), এবং প্রতিফলন(Projection)।

v. **Psychosexual Development (মনোযৌন বিকাশ)**: ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুযায়ী বিকাশের বিভিন্ন ধাপ (ওরাল, অ্যানাল, ফ্যালিক, ল্যাটেন্সি, এবং জেনিটাল) ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রভাব ফেলে।

vi. **Holistic View of Personality (ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি)**: সচেতন এবং অবচেতন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত একটি জটিল এবং সংহত সিস্টেম হিসেবে ব্যক্তিত্বকে বিবেচনা করে।

vii. **Symbolic Interpretation (প্রতীকী ব্যাখ্যা)**: আচরণ, স্বপ্ন এবং আবেগের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতীকী অর্থ বিশ্লেষণ করে গভীর মানসিক বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা।

4. পোস্ট-ফ্রয়েডিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি (Post-Freudian Approaches)

অনেক মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের পর তার ধারণাগুলি আরও উন্নত করেছেন। কিছু মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের সঙ্গে কাজ করেছিলেন এবং পরে নিজের সাইকোঅ্যানালিটিক তত্ত্ব (Psychoanalytic Theory) এর সংস্করণ তৈরি করেন। তাদের কাজকে ফ্রয়েডের থেকে আলাদা করতে নিও-অ্যানালিটিক (Neo-Analytic) বা পোস্ট-ফ্রয়েডিয়ান (Post-Freudian) বলা হয়। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে Id-এর যৌন এবং আক্রমণাত্মক প্রবণতার

(Sexual and Aggressive Tendencies of the Id) প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং Ego-এর ধারণার বিস্তার করা হয়েছে। মানুষের সৃজনশীলতা, দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তত্ত্বগুলির কয়েকটি সংক্ষেপে এখানে বর্ণিত হয়েছে।

কার্ল জুং (Carl Jung) তার ক্যারিয়ারের শুরুতে ফ্রয়েডের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তবে পরবর্তীতে তিনি ফ্রয়েড থেকে আলাদা হয়ে নিজের তত্ত্ব তৈরি করেন। তিনি মনে করতেন যে মানুষ যৌনতা এবং আক্রমণাত্মক প্রবণতার মতো অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি উদ্দেশ্য (Aims) এবং আকাঙ্ক্ষা (Aspirations) দ্বারা পরিচালিত হয়। তিনি বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞান (Analytical Psychology) নামে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব তৈরি করেন। তার তত্ত্বের মূল ধারণা হলো- ব্যক্তিত্ব মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শক্তি এবং কাঠামোর (Competing Forces and Structures) সমন্বয়ে গঠিত হয়। যা সমাজের চাহিদা (Demands of Society) বা বাস্তবতার (Reality) সাথে নয় বরং ব্যক্তির মধ্যে (Within the Individual) ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

পোস্ট-ফ্রয়েডিয়ান দৃষ্টিভঙ্গিরর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Post-Freudian Approaches)

I. **Id-এর ভূমিকা হ্রাস (Reduced Role of the Id):** পোস্ট-ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বগুলিতে Id, যা ফ্রয়েডের তত্ত্বে যৌনতা এবং আক্রমণাত্মক প্রবণতার উৎস তার ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। এসব তত্ত্বে (Ego) এবং (Superego) এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

II. **Ego-এর বিস্তার (Expansion of Ego Concept):** ফ্রয়েডের তত্ত্বে যেখানে Ego একটি সীমিত ভূমিকা পালন করেছিল, পোস্ট-ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বগুলোতে Ego-কে আরো ব্যাপকভাবে বোঝানো হয়, যার মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং বাইরের পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক সামাল দেয়।

III. **মানবিক গুণাবলী (Human Qualities):** পোস্ট-ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বগুলি সৃজনশীলতা (Creativity), ক্ষমতা (Competence), এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা (Problem Solving Abilities) এর মতো মানবিক গুণাবলীতে বেশি গুরুত্ব দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে এই গুণাবলীরা মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

IV. **ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরীণ সংঘাত (Internal Conflicts of Personality):** পোস্ট-ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বের মধ্যে ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরীণ শক্তির (Competing Forces and Structures) মধ্যে ভারসাম্য আনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। এটি ব্যক্তির মধ্যে (Within the Individual) ব্যক্তিত্বের বিকাশকে বোঝায়।

V. **উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা (Aims and Aspirations):** কার্ল জুং (Carl Jung) এর মত তত্ত্বগুলিতে, ব্যক্তিত্ব শুধু যৌনতা বা আক্রমণাত্মক প্রবণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষের উদ্দেশ্য (Aims) এবং আকাঙ্ক্ষা (Aspirations) দ্বারা প্রভাবিত হয়।

VI. **ব্যক্তি-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (Individual-Centered Perspective):** পোস্ট-ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বগুলোতে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ কল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলোকেই প্রধান বিবেচনায় রাখা হয়। সামাজিক বা বাস্তবতার বাইরে ব্যক্তি কীভাবে তার স্বপ্ন এবং লক্ষ্য অনুসরণ করে, সে বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

VII. **ঐক্য ও ভারসাম্য (Unity and Balance):** ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে ঐক্য এবং ভারসাম্য স্থাপন করার ওপর মনোযোগ দেওয়া হয় যা ব্যক্তির উন্নতি এবং মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন।

5. ব্যক্তিত্বের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Humanistic Approach of personality):

মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (S. Frued) তত্ত্বের সমালোচনার ভিত্তিতে বিকশিত হয়। এই তত্ত্বটি মানুষের ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন এবং সম্ভাবনার দিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে। এই তত্ত্বে বিশেষ অবদান রেখেছেন দুইজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী কার্ল রজার্স (C. Rogers) এবং আব্রাহাম মাসলো (A. Maslow)। রজার্স বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের মূল চালিকা শক্তি হলো- পরিপূর্ণতা অর্জনের ইচ্ছা। তিনি বলেছিলেন মানুষ তার ক্ষমতা, প্রতিভা এবং সম্ভাবনাগুলো সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিকাশ করার চেষ্টা করে। মানুষের মধ্যে একটি সহজাত শক্তি বা প্রবণতা থাকে যা তাকে তার প্রকৃত গুণাবলী প্রকাশ করতে এবং তার প্রকৃত স্বরূপ বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে। রজার্স মনে করতেন, মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে স্ব ধারণা (Self-Concept) খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার তত্ত্বে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে: স্ব-বাস্তব (Real Self) এটি হলো ব্যক্তি বাস্তবে যা, তার প্রকৃত রূপ। স্ব-আদর্শ (Ideal Self) এটি হলো ব্যক্তি যা হতে চায় বা কেমন হতে চায়। যখন মানুষের স্ব-বাস্তব (Real Self) এবং স্ব-আদর্শ (Ideal Self) একে অপরের কাছাকাছি থাকে, তখন সে সাধারণত সুখী এবং সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু যখন এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক (অসঙ্গতি) বেশি হয়, তখন মানুষ দুঃখী এবং অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। একইভাবে, ম্যাসলো' র চাহিদার স্তরবিন্যাস (Hierarchy of Needs) দেখায় যে, শারীরবৃত্তীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনগুলো পূরণ হলে মানুষ আত্ম-সিদ্ধির (Self-Actualization) দিকে এগিয়ে যেতে পারে, যা ব্যক্তিগত বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়। যদিও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কখনও কখনও পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাবের জন্য সমালোচিত হয়। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাউন্সেলিং, শিক্ষা এবং পজিটিভ সাইকোলজির মতো ক্ষেত্রগুলিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

ব্যক্তিত্বের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কিছু বৈশিষ্ট্য হল:

I. **ব্যক্তির উপর গুরুত্ব (Focus on the individual):** মানবতাবাদী মনোবিজ্ঞান প্রতিটি ব্যক্তির অনন্য অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেয়।

II. **মুক্ত ইচ্ছা এবং স্ব-নির্ধারণ (Free will and self-determination):** এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে যে ব্যক্তিরা নিজের জীবন নির্বাচন করার এবং গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে।

III. **স্ব-সম্পূর্ণতা (Self-sufficiency):** মানবতাবাদী মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে মানুষ তাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর এবং নিজেদের সেরা সংস্করণ হওয়ার জন্য সংগ্রাম করে। এতে একজনের চাহিদা ও ইচ্ছা পূরণ করা এবং জীবনে অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া জড়িত।

IV. **ধনাত্মক মনোবিজ্ঞান (Positive Psychology):** মানবতাবাদী মনোবিজ্ঞান প্রেম, সৃজনশীলতা এবং পরোপকারিতা সহ মানব প্রকৃতির ইতিবাচক দিকগুলিতে মনোনিবেশ করে। এটি সুস্থতা এবং সুখকে বোঝার এবং প্রচার করার চেষ্টা করে।

V. **সমগ্র দৃষ্টিকোণ (Whole Perspective):** এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির সম্পূর্ণ রূপকে বিবেচনা করে যার মধ্যে রয়েছে তাদের চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট। এটি মানব অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিকের পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকার করে।

6. আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি (Behavioural Approach):

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি আচরণের অভ্যন্তরীণ কারণ বা মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করে না। বরং এটি পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য আচরণের উপর জোর দেয়। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা (Behaviourists) মনে করেন যে- মানুষ আচরণ শেখে উদ্দীপনা (Stimulus) এবং প্রতিক্রিয়া (Response) এর মাধ্যমে। এই শেখার প্রক্রিয়ায় প্রবলক (Reinforcement) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া যদি পুরস্কৃত হয় তবে সেই আচরণটি শক্তিশালী হয় এবং ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। একজন শিশুকে যখন নতুন শব্দ শেখানো হয়, তখন তাকে প্রতিবার সঠিক শব্দ উচ্চারণের জন্য প্রশংসা (যেমন, "শাবাশ!") বা পুরস্কার (যেমন, চকোলেট) দেওয়া হয়। শিশুটি প্রশংসা বা পুরস্কারের জন্য বারবার সেই শব্দটি বলার চেষ্টা করবে। এটি উদ্দীপনা (শব্দ শেখানোর চেষ্টার প্রক্রিয়া) এবং প্রতিক্রিয়া (শব্দ উচ্চারণ) এর সংযোগের উদাহরণ।

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি মূল বৈশিষ্ট্য (Main Characteristics of the Behavioural Approach to Personality):

I. **বাহ্যিক আচরণের ওপর গুরুত্ব (Focus on External Behavior):** আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি অভ্যন্তরীণ চিন্তা বা অনুভূতির চেয়ে মানুষের দৃশ্যমান আচরণের ওপর জোর দেয় যা আমরা দেখতে এবং পরিমাপ করতে পারি।

II. **শেখার প্রক্রিয়া (Learning Process):** মানুষ শেখে শর্তানুসারে (Conditioning)। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি কোনো আচরণে প্রতিক্রিয়া পাই, যেমন পুরস্কৃত হলে, আমরা তা আরও বারবার করি।

III. **প্রবলক (Reinforcement):** যখন ভালো আচরণকে পুরস্কৃত করা হয়, তখন সেই আচরণ আরও বারবার ঘটে। এটি ধনাত্মক প্রবলক (Positive Reinforcement) হতে পারে, যেমন প্রশংসা বা পুরস্কার।

IV. **পরিবেশের প্রভাব (Influence of Environment):** আচরণগত পদ্ধতির মতে, মানুষ তার পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে আচরণ শিখে। পরিবেশ পরিবর্তিত হলে, মানুষের আচরণও পরিবর্তিত হয়।

V. **ধীরে ধীরে পরিবর্তন (Gradual Change):** এই পদ্ধতি বলছে, মানুষ নতুন পরিস্থিতিতে নতুন আচরণ শিখে যা পুরানো আচরণকে বদলে দেয়। এটি ধাপে ধাপে হয়।

VI. **পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য (Empirical Data):** আচরণগত পদ্ধতি তথ্যের উপর ভিত্তি করে, যেমন আচরণের পরিমাপ এবং পর্যবেক্ষণ। এটি অভ্যন্তরীণ অনুভূতি বা চিন্তা না দেখে শুধু দৃশ্যমান আচরণ নিয়েই কাজ করে।

7. সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি (Cultural Approach):

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিত্বের বিকাশকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিতভাবে দেখে। এটি বিশ্বাস করে যে মানুষের আচরণ এবং মূল্যবোধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং মানুষের জীবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদান একে অপরকে প্রভাবিত করে। এডওয়ার্ড টেলরের সাংস্কৃতিক বিবর্তন তত্ত্ব (Edward Tylor's Theory of Cultural Evolution). টেলর এই ধারণাটি প্রস্তাব করেছিলেন যে সংস্কৃতি মানুষের উন্নতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি মনে করতেন যে, কোনো জাতি বা সমাজের সাংস্কৃতিক বৃদ্ধি তার ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং কার্যক্রম এর উপর নির্ভরশীল, যা একত্রিত হয়ে ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রাখে।

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Cultural Approach):

I. **পরিবেশের প্রভাব (Influence of Environment):** এই পদ্ধতি বিশ্বাস করে যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (Ecological Environment) এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি (Cultural Context) দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের জীবনযাত্রা, অভ্যাস, এবং আচরণ ঐ পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত।

II. **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System):** একটি সমাজের অর্থনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা (Economic Maintenance System), যেমন খাদ্য উৎপাদন, কৃষি, বা শিকার, তার সাংস্কৃতিক এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করে। এর মাধ্যমে সমাজের শ্রমবিভাগ (Division of Labour) এবং বসবাসের ধরণ (Settlement Patterns) গড়ে ওঠে।

III. **প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব (Impact of Natural Environment):** জলবায়ু (Climate), ভূমির প্রকৃতি (Terrain), এবং খাদ্যের প্রাপ্যতা (ফ্লোরা ও ফনা) মানুষের আচরণ এবং সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, শীতল অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনধারা গরম অঞ্চলের তুলনায় ভিন্ন হতে পারে।

IV. **শিশুপালন এবং শিক্ষা (Childrearing and Education):** পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, শিশুপালন এবং শিক্ষা প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। যেমন, কৃষিকাজ বা শিকার কর্মকাণ্ডে দক্ষতা শেখানোর জন্য শিশুদের শৈশবে নির্দিষ্ট দক্ষতা শেখানো হয়।

V. **সামাজিক কাঠামো (Social Structure):** মানুষের সামাজিক সম্পর্ক (Social Relationships) এবং কর্মবিভাগ (Work Division) তাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গ্রামের শ্রমবিভাগ এবং সামাজিক কাঠামো শহুরে অঞ্চলের তুলনায় আলাদা হতে পারে।

VI. **সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (Cultural Variations):** সাংস্কৃতিক পদ্ধতি বলছে যে, বিভিন্ন সমাজে বৈচিত্র্যময় মানসিকতা, মূল্যবোধ এবং আচরণগত শৈলী (Values and Behavioral Styles) দেখা যায় যা ঐতিহ্য, ধর্ম, এবং ইতিহাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

1.8. মানব জীবনে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of Personality in Human life):

শিশুর জন্মবস্থায় কোন ব্যক্তিসত্তা থাকে না। কিন্তু ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অভিযোজন করতে গিয়ে সে কতকগুলি স্বতন্ত্র আচরণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। এর ফলে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ শুরু হয়। এই ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তির বংশগতি (heredity) এবং পরিবেশের (environment) পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠে। সুতরাং, ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে, পরিবেশের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা পরিবেশ বা বিদ্যালয়, শিশুর জীবন-পরিবেশের একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। তাই তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অনেকাংশে তার বিদ্যালয় পরিবেশ বা শিক্ষা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার পার্শি নান্ (Nunn) শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বিকাশ। তিনি 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য' (individuality) বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা ব্যক্তিসত্তারই নামান্তর মাত্র। তা হলে এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তিসত্তার বিকাশ। আমাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায়ই পেশা, সামাজিক সম্পর্ক এবং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে আমাদের পছন্দগুলিকে পরিচালনা করে। মনোবিজ্ঞানে, ফ্রয়েড, ইয়ুং, আইজাঙ্ক, ক্যাটেল, বিগ ফাইভ মডেলের মতো ব্যক্তিত্ব তত্ত্বগুলি মানব আচরণের জটিলতাগুলি ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হয়েছে।

মানব জীবনের সঠিক দিক নির্ণয় ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী তার সামাজিক স্থান নির্ণয় হয়। মানবজীবনে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব আলোচিত হলো-

1) **স্বীকৃতি ও আত্মবিশ্বাস** (Recognition and Confidence) : ব্যক্তিত্ব একজন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব থাকে, তারা নিজেদের সক্ষমতা

সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং নিজের উপর আস্থা রাখতে পারে। এতে তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

2) **সামাজিক সম্পর্ক** (Social Relations) : মানুষের ব্যক্তিত্ব তার সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। যারা ইতিবাচক, সহানুভূতিশীল এবং খোলামেলা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তারা সহজে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তাদের মধ্যে ভাল যোগাযোগের দক্ষতা, সমঝোতা এবং মানবিক মূল্যবোধ থাকে যা সম্পর্ককে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

3) **সামাজিক অভিযোজন** (Social Orientation) : সমাজের সঙ্গে অভিযোজিত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। যেমন, extroverts সহজে নতুন পরিবেশে মিশতে পারে, আর introverts কিছুটা সময় নেয়। এছাড়া, ambiverts দুটি দিকই মিশিয়ে সমাজে নিজেকে সহজে মানিয়ে নিতে পারে।

4) **আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নতি** (Introspection and Self-Improvement) : ব্যক্তিত্বের একটি মূল দিক হলো আত্মবিশ্লেষণ বা নিজেকে বুঝতে পারা। যারা নিজের আচরণ ও চিন্তাভাবনা সম্পর্কে সচেতন, তারা নিজের শক্তি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে পারে। এর ফলে তারা ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

5) **কার্যক্ষমতা ও পেশাগত জীবন** (Performance and Professional Life) : শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব পেশাগত জীবনে সফলতার মূল চাবিকাঠি। এটি কর্মক্ষেত্রে নেতা হিসেবে প্রভাব ফেলে, সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা বাড়ায় এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। পেশাগত সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখাতেও ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অপরিহার্য।

6) **মানসিক সুস্থতা** (Mental health) : ব্যক্তিত্ব মানুষের মানসিক সুস্থতা ও চাপ মোকাবিলার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। আত্মবিশ্বাসী এবং ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে, এবং তারা কঠিন পরিস্থিতিতে শান্ত থাকতে পারে। এছাড়া, ব্যক্তিরা যখন নিজেদের অনুভূতিগুলিকে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে, তখন মানসিক শান্তি বজায় থাকে।

7) **নেতৃত্বের ক্ষমতা** (Leadership Skills) : একজন ভাল নেতা হতে হলে, একটি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। নেতৃত্বের জন্য আত্মবিশ্বাস, সমঝোতা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেতারা তাদের দলের সদস্যদের অনুপ্রাণিত করতে, সংগঠিত করতে এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদেরকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

8) **সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন** (Creativity and Innovation) : শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব একজন ব্যক্তিকে নতুন ধারণা, সৃজনশীল পদ্ধতি, এবং উদ্ভাবনী চিন্তা সৃষ্টি করতে উৎসাহিত করে। সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন ব্যক্তিত্বের ওপরে নির্ভর করে, যাদের মধ্যে খোলামেলা মনোভাব এবং চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা থাকে তারা নতুন এবং কার্যকরী সমাধান খুঁজে পায়।

9) **সমাজে গ্রহণযোগ্যতা** (Social Acceptance) : ব্যক্তিত্বের গুণাবলী একজন ব্যক্তিকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সততা, সহানুভূতি এবং খোলামেলা মনোভাবসহ যাদের ব্যক্তিত্ব থাকে, তারা

অন্যদের কাছে বিশ্বাস এবং সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হন। এই কারণে, তারা সমাজে ভালভাবে গ্রহণ করা হয় এবং অন্যান্যদের প্রতি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

1.8. সারাংশ (Summary)

ব্যক্তিত্ব হল মানুষের আচরণ, চিন্তা, অনুভূতি এবং সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হওয়া বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। এটি একজন ব্যক্তির বিশেষ গুণাবলী এবং আন্তঃসংযোগের ধরন প্রকাশ করে। মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিন্তু এর মৌলিক ধারণা হলো একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক আচরণে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল হতে পারে এবং মানুষের আচরণ, অনুভূতি, মনোভাব এবং মুল্যবোধ এই বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যক্তিত্বের গঠন কখনও কখনও জন্মগত এবং কখনও পরিবেশগত প্রভাব এর ফলস্বরূপ। প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নির্ভরযোগ্যতা, আবেগিক প্রতিক্রিয়া এবং সমাজিক আচরণ অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেমন- Introvert (অন্তর্মুখী), Extrovert (বহির্মুখী), এবং Ambivert (উভোমুখি)। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী তত্ত্ব যেমন সাইকোডাইনামিক, আচরণবাদী, এবং মানবতাবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা আলাদা উপায়ে ব্যক্তিত্বের গঠন এবং বিকাশ ব্যাখ্যা করে। ব্যক্তিত্ব মানব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্ব রাখে, যেমন সামাজিক সম্পর্ক, কর্মজীবন এবং মনোবিজ্ঞান। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব তার আত্মবিশ্বাস, যত্নশীলতা, এবং মানসিক সুস্থতা নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে মানুষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত হয়। ব্যক্তিত্বের প্রভাব সামাজিক দক্ষতা, পেশাগত সফলতা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের গুণমানেও দেখা যায়।

1.10. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. কীভাবে মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন? উদাহরণ দিন।
2. ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
3. ব্যক্তিত্বের বিকাশকে প্রভাবিত করে কোন কোন উপাদান?
4. ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ধরন কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
5. অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য কী?
6. আপনি কীভাবে আপনার ব্যক্তিত্বের ধরন চিহ্নিত করবেন?
7. ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বৈশিষ্ট্যসহ ব্যাখ্যা করুন।
8. মনঃসমীক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?
9. সমাজ-সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রভাব ফেলে?
10. কীভাবে ব্যক্তিত্ব একটি ব্যক্তির পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলে?

1.11. গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

- Aslan, S. (2008). Personality, temperament and psychopathology. Reviews, Cases and Hypotheses in Psychiatry, 1-2, 7–19.
- Cooper, C. (2002). Individual differences (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Ewen, R. B. (1998). An introduction to theories of personality (5th ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey.
- Larsen, R. J., & Buss, D. M. (2009). Personality psychology: Domains of knowledge about human nature (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Maltby, J., Day, L., & Macaskill, A. (2009). Personality, individual differences and intelligence (2nd ed.). Pearson Education Europe, Middle East and Africa, Canada.
- McCary, J. (1956). Psychology of personality: Six modern approaches. Logos Press.
- Unit-1.The Concept of Personality.(n.d.).Retrievedfrom https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/23506/1/Unit-1.pdf.

UNIT – 2 : ব্যক্তিত্বের মৌলিক তত্ত্ব

Basic Theories of Personality Development

2.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

2.2. ভূমিকা (Introduction)

2.3 ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব সমূহ (Theories of Personality)

2.3.1 আলপোর্টের ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণের তত্ত্ব (Allport's theory of personality traits)

2.3.2 আইজ্যাঙ্কের তত্ত্ব (Eysenck Theory)

2.3.3 ক্যাটেলের তত্ত্ব (Cattell's Theory):

2.3.4 পঞ্চ উপাদান তত্ত্ব (Five Factor Theory)

2.4 সারাংশ (Summary):

2.5 স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

2.6 গ্রন্থপঞ্জি (References)

2.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives) :

- ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব সমূহের সাথে প্রাথমিক পরিচিত হবে।
- আলপোর্টের ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণের তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বুঝতে পারবে ।
- আইজ্যাঙ্কের ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব জানতে পারবে।
- ব্যক্তিত্ব বিষয়ক ক্যাটেলের তত্ত্বটির সাথে পরিচিত হবে এবং এর শিক্ষাগত গুরুত্ব বুঝতে পারবে ।
- ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব সমূহের মধ্যে পঞ্চ উপাদান তত্ত্বের সাথে প্রাথমিক পরিচিতি পাবে ।

- ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন তত্ত্ব গুলির শিক্ষাগত গুরুত্ব জানতে পারবে ।

2.2. ভূমিকা (Introduction)

ব্যক্তিত্ব মানুষের স্বভাব, আচরণ ও মানসিক গুণাবলীর সমষ্টি, যা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। এটি জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত প্রভাবের মাধ্যমে গঠিত হয়। সাধারণত, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হলেও প্রকৃত ব্যক্তিত্ব আদর্শ, মূল্যবোধ, চরিত্র ও আচরণের ওপর নির্ভর করে। মনোবৈজ্ঞানিকভাবে, এটি মানুষের মানসিকতা, চিন্তাধারা ও জীবনযাপনের প্রতিফলন। পরিবার, শিক্ষা, সমাজ ও অভিজ্ঞতা ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ধরন তত্ত্ব (Type Theory) ও সংলক্ষণ তত্ত্ব (Traits Theory) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অধ্যায়ে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব বা Traits Theory নিয়ে আলোচনা করা হবে।

2.3 ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব সমূহ (Theories of Personality)

ব্যক্তিত্ব মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা পারস্পরিক মূল্যায়ন ও সম্পর্ক গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সাধারণত, আমরা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যেমন—শারীরিক গঠন, উচ্চতা বা গলার স্বরের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করি। তবে প্রকৃত ব্যক্তিত্ব শুধু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে না। এটি আদর্শ, মূল্যবোধ, চরিত্র ও আচরণের সমষ্টি। মনোবৈজ্ঞানিকভাবে, ব্যক্তিত্ব মানুষের মানসিকতা, চিন্তাধারা ও জীবনযাপনের পথের প্রতিফলন। বাহ্যিক আচরণ কেবল এর একটি অংশ মাত্র। প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয় অভ্যন্তরীণ গুণাবলি দ্বারা, যা সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ব্যক্তিত্ব মানুষের স্বভাব, আচরণ ও মানসিক গুণাবলীর সমষ্টি, যা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। এটি জেনেটিক ও পরিবেশগত প্রভাবের মাধ্যমে গঠিত হয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরিবার, শিক্ষা, সমাজ ও অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস ও তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তত্ত্ব গুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রধান দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা – ব্যক্তিত্বের ধরন তত্ত্ব (Type Theory of Personality) এবং ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব (Traits Theory of Personality) ।

- ❖ ব্যক্তিত্বের ধরন তত্ত্ব (Type Theory of Personality) : এই তত্ত্ব অনুযায়ী, ব্যক্তিত্বকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকার বা শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করা যায়। এই তত্ত্বে বিশ্বাস করা হয় যে প্রতিটি ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত এবং সেই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলি তার ব্যক্তিত্বকে নির্ধারণ করে।
- ❖ ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব (Trait Theory of Personality) : এই তত্ত্ব অনুযায়ী, ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত বলে মনে করা হয়। এই তত্ত্বে বিশ্বাস করা হয় যে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট গুণ থাকে, যা তার আচরণ ও ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। এই গুণগুলি পরিমাপযোগ্য এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন হতে পারে। যেমন - সামাজিকতা, সত্যবাদিতা, পরিশ্রমশীল, বিষন্নতা,

ব্যক্তিত্বের তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

তত্ত্বের ধরন	প্রধান তত্ত্বসমূহ
ব্যক্তিত্বের ধরন তত্ত্ব (Type Theory of Personality)	• হিপোক্রেটিসের তত্ত্ব (Hippocrates's Theory) • শেলডনের তত্ত্ব (Sheldon's Types of Personality) • ক্রেশ্চমারের তত্ত্ব (Kretschimer's type of Personality) • ইয়ুং-এর তত্ত্ব (Jung's Personality Types) • স্প্রেনজারের তত্ত্ব (Spranger's Theory of Personality) ইত্যাদি
ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব (Trait Theory of Personality)	• আইজ্যাঙকের তত্ত্ব (Eysenck's Theory) • অ্যালপোর্টের তত্ত্ব (Allport's theory) • ক্যাটেলের ১৬ ফ্যাক্টর তত্ত্ব (Cattell's 16PF Theory) • পঞ্চ উপাদান তত্ত্ব (Five Factor Theory) ইত্যাদি

2.3.1 আলপোর্টের ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণের তত্ত্ব (Allport's theory of personality traits):

গর্ডন অলপোর্ট (Gordon Allport) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী, যিনি ব্যক্তিত্ব মনোবিজ্ঞানের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তার ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ তত্ত্ব (Theory of Personality Traits) মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অলপোর্টের মতে, ব্যক্তিত্ব হলো একটি গতিশীল সংগঠন, যা ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান মনোদৈহিক ব্যবস্থা দ্বারা গঠিত এবং এটি তার পরিবেশের সাথে অভিযোজন ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনোবিদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অলপোর্ট এই সংলক্ষণগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের একটি সুসংগঠিত কাঠামো তৈরি করেন। অলপোর্টের মতে, সংলক্ষণ (Trait) হলো ব্যক্তির আচরণের একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যা

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এটি ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে এবং তার ব্যক্তিত্বকে গঠন করে। তিনি সংলক্ষণকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন ।

আলপোর্টের সংলক্ষণের শ্রেণিবিভাগ : (Classification of Allport's Treat Theory)

1) মূল সংলক্ষণ (Cardinal Traits) : ব্যক্তির প্রায় সব আচরণের মধ্যে যে সংলক্ষণগুলি দেখা যায় তাকে বলা হয় মূল সংলক্ষণ। এই ধরনের সংলক্ষণ সকলের মধ্যে থাকে না, কিন্তু যার মধ্যে থাকে তার মধ্যে তীব্রভাবে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন। কোনো কোনো ব্যক্তির নিকট জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া এমন পর্যায়ে চলে যায় যে সমস্ত জীবনে প্রতিটি আচরণের গতি-প্রকৃতি এই আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে মনে রাখতে হবে, এই সংলক্ষণ সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ হলেও এটা ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত ব্যক্তিত্ব নয়। যেমন - মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা, হিটলারের কর্তৃত্বপরায়ণতা ইত্যাদি। এই প্রকার সংলক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হল :
   - এটি ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সংলক্ষণ।
   - ব্যক্তি তার জীবনধারা, আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই সংলক্ষণ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন।
   - সাধারণত এটি খুব কম সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় এবং তাদের জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি হয়।
2) কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ (Central Traits) : কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ বলতে বোঝায় সেই ধরনের সংলক্ষণ যার ব্যাপ্তি মূল সংলক্ষণের মতো নাহলেও যার মধ্যে ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। এগুলি অবশ্যই মূল সংলক্ষণের মতো সাধারণধর্মী নয়। এই ধরনের কতকগুলি সংলক্ষণ ব্যক্তির নির্দিষ্ট আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সংলক্ষণগুলি সকলের মধ্যে থাকে, যেমন-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উদ্যোগী, বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ মূল সংলক্ষণের রূপ নিতে পারে যদি তা আচরণকে তীব্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন - সততা, আত্মবিশ্বাস, সহমর্মিতা, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি। এই প্রকার সংলক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হল :
   - এই প্রকার সংলক্ষণ ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি গঠন করে এবং সাধারণত প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের বেশকিছু (৫-১০ টি) প্রধান সংলক্ষণ থাকে।
   - এই সংলক্ষণগুলির মাধ্যমে ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় ।
   - অন্যরা তার চরিত্র সম্পর্কে সহজেই ধারণা করতে পারে।
3) গৌণ সংলক্ষণ (Secondary Traits) : এই সংলক্ষণগুলির বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ অপেক্ষা ব্যাপ্তি কম, অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং এদের ব্যবহারও কম। এই সংলক্ষণগুলি অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং এদের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপ্তিও কম। যেমন - কোনো ব্যক্তি বন্ধুদের সাথে হাস্যরসাত্মক,

কিন্তু শিক্ষকের সামনে গম্ভীর; কেউ মশলাদার খাবার পছন্দ করে, আবার কেউ নিরামিষভোজী ইত্যাদি। এই প্রকার সংলক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হল :

- এটি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ সংলক্ষণ ।
- এই প্রকার সংলক্ষণ নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।
- এই সংলক্ষণ অনুযায়ী ব্যক্তি তার বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের আচরণ প্রদর্শন করতে পারেন।
- এটি ব্যক্তি বিশেষের পছন্দ, রুচি, শখ বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বোঝা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংলক্ষণের এই শ্রেণিকরণ অনুমানমূলক, কোনো রাশিবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানগ্রাহ্য নয়। আলোচনা এবং সহজভাবে বোঝানোর জন্যই এই শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। আলপোর্টের মতে, ব্যক্তিভেদে সংলক্ষণগুলির তীব্রতা ও বিস্তারে তারতম্য দেখা যায়। কোনো দুটি ব্যক্তির আচরণ শতকরা একশো ভাগ সদৃশ বা একই রকম হয় না। প্রতিটি ব্যক্তিই পরিবেশের সঙ্গে নিজস্ব ভঙ্গিতে অভিযোজন করে। প্রতিটি ব্যক্তিই অভিযোজনে অনন্যতা প্রকাশ করে।

অলপোর্টের ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ তত্ত্বের শিক্ষাগত গুরুত্ব (Educational Significance of Allport's Theory of Personality Traits) :

শিক্ষা হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যেখানে ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অপরিহার্য। অলপোর্টের ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ তত্ত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, আচরণ ও শিখনশৈলী বোঝার একটি কাঠামো প্রদান করে। শিক্ষকদের জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য ও সংলক্ষণ বুঝতে পারা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি তাদের সমগ্র শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এই তত্ত্বের শিক্ষাগত গুরুত্বগুলি হল :

- **শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বোঝা (Understanding Individual Differences in Students) :** অলপোর্টের মতে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সংলক্ষণ আলাদা, যা তাদের শেখার ধরন ও একাডেমিক সাফল্যকে প্রভাবিত করে। কিছু শিক্ষার্থী Cardinal Traits দ্বারা পরিচালিত হয় (যেমন চরম পরিশ্রমী বা সৃজনশীল), আবার কিছু শিক্ষার্থী Central বা Secondary Traits অনুযায়ী আচরণ করে। এই পার্থক্য বোঝার মাধ্যমে শিক্ষকরা পার্সোনালাইজড শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।
- **শিক্ষণশৈলী নির্ধারণে সহায়ক (Determining Learning Styles) :** ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ শিক্ষার্থীদের শেখার শৈলী প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, আত্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ করতে পারে, যেখানে সংকোচপ্রবণ শিক্ষার্থীরা শ্রবণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শেখে। অলপোর্টের তত্ত্ব ব্যবহার করে, শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের সংলক্ষণ অনুযায়ী শেখার উপকরণ ও কৌশল নির্ধারণ করতে পারেন।
- **শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন (Enhancing Student-Teacher Relationships) :** শিক্ষার্থীদের সংলক্ষণ বোঝার মাধ্যমে শিক্ষকরা তাদের সাথে আরও কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। যেসব

শিক্ষার্থী সহজেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে (যেমন, যারা কম আত্মবিশ্বাসী বা অতি সংবেদনশীল), তাদের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল আচরণ ও প্রেষণা প্রদান গুরুত্বপূর্ণ। আবার, অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ও আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষার্থীদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে তাদের সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করা যেতে পারে।

- **মূল্যায়ন ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে ভূমিকা (Role in Assessment and Guidance) :** শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য বোঝার মাধ্যমে শিক্ষকরা উপযুক্ত মূল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে পারেন। অলপোর্টের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী একক ও স্বতন্ত্র, তাই তাদের মূল্যায়নও পার্থক্যপূর্ণ হওয়া উচিত। শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর না করে, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ অনুযায়ী শিখন অগ্রগতির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।
- **ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও পেশাগত উন্নয়ন (Career Planning and Professional Development) :** শিক্ষার্থীদের সংলক্ষণ ও ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পেশা নির্ধারণ করা সহজ হয়। অলপোর্টের তত্ত্ব অনুযায়ী, কিছু সংলক্ষণ অর্থনীতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা কলা ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য উপযোগী। শিক্ষক ও পরামর্শদাতারা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পেশাগত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারেন।

2.3.2 আইজ্যাঙ্কের তত্ত্ব (Eysenck Theory):

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ নিয়ে যে সমস্ত মনস্তত্ত্ববিদ গবেষণা করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জার্মান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ মনোবিদ Hans. J. Eysenck । আইজ্যাঙ্কের-এর মতে, সংলক্ষণ হল বিস্তৃত আচরণগত উপাদান, যা ব্যক্তির প্রকৃতিকে বর্ণনা করে। অর্থাৎ সংলক্ষণের দ্বারা বাস্তির আচরণগত বৈশিষ্ট্য (যেমন-ব্যক্তি শান্ত বা সহজেই উত্তেজিত) জানা সম্ভব হয়। তিনি একজন ব্যস্তির ব্যক্তিত্বকে সংলক্ষণের শ্রেণিক্রম (hierarchy of traits) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই তত্ত্বে তিনি ব্যক্তিত্বের উপাদান বিশ্লেষণের সাহায্যে সংলক্ষণের তিনটি মাত্রা সাইকোটিসিজম (Psychoticism), বর্হিমুখী বনাম অন্তর্মুখী (Extroversion vs introversion) এবং মনোবিকার (Neuroticism) ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই তত্ত্বকে PEN মডেলও বলা হয় । এই মডেলের তিনটি মাত্রা নিম্নে আলোচনা করা হল :

1) **সাইকোটিসিজম (Psychoticism):** Eysenck-এর মতে, সাইকোটিসিজম হলো ব্যক্তিত্বের এমন একটি মাত্রা যেখানে ব্যক্তি সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে অনিচ্ছুক, আবেগপ্রবণ এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়। এরা সাধারণত ঠাণ্ডা-স্বভাবের, সহানুভূতিহীন এবং নিয়মকানুনের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকে। এই ধরনের ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিরা নিঃসঙ্গ, অসংবেদী, আত্মকেন্দ্রিক, লাজুক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আবেগপ্রবণ এবং সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণে অনিচ্ছুক, দুঃসাহসিক কাজে ভীত হয়ে থাকে।

   উদাহরণ: কেউ যদি সবসময় একা থাকতে পছন্দ করে, অন্যদের প্রতি সহানুভূতি না দেখায় এবং সমাজের নিয়ম মেনে চলতে না চায়, তাহলে তার ব্যক্তিত্বে সাইকোটিসিজমের প্রবণতা থাকতে পারে।

2) **বহির্মুখী বনাম অন্তর্মুখী (Extroversion vs introversion):** বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য হল- সামাজিক, বহির্মুখী, (outgoing), সংবেদী, আশাবাদী, প্রফুল্ল ইত্যাদি। যে সমস্ত ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীরা সবসময় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, দলগত কাজে নেতৃত্ব দেয় এবং নতুন মানুষের সঙ্গে সহজেই মিশতে পারে তারা বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

   অন্যদিকে, অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য হল-শান্ত, চাপা স্বভাবের, চিন্তামূলক, শৃঙ্খলা পরায়ণ, আত্মকেন্দ্রীক ইত্যাদি। যে সমস্ত ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীরা একা থাকতে পছন্দ করে, বই পড়তে ভালোবাসে এবং সামাজিক মেলামেশায় বিশেষ সাছন্দ অনুভব করে না তারা অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

3) **মনোবিকার (Neuroticism):** Eysenck-এর মতে, মানসিক স্থিতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা স্বাভাবিক হয়ে থাকে। এরা সাধারণত শান্ত, স্থিতিশীল, স্বাবলম্বী হয়ে থাকে। অন্যদিকে মনোবিকারগ্রস্থ ব্যক্তিরা স্বাভাবিকতার বিপরীত হয়ে থাকে। এরা মেজাজী, স্পর্শকাতর, উদ্বিগ্ন স্বভাবের হয়ে থাকে। যেমন – কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষার আগে অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তা করে, সামান্য সমালোচনায় হতাশ হয়ে যায়। আবার কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী কঠিন পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা রাখে, ব্যর্থতাকে শিক্ষা হিসেবে নেয় এবং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখে।

আইজ্যাঙ্কের ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ তত্ত্বের শিক্ষাগত গুরুত্ব (Educational Significance of Eysenck's Personality Trait Theory):

Eysenck-এর ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ তত্ত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারলে শিক্ষাদানের কৌশলকে আরও কার্যকর করা সম্ভব হয়। এই তত্ত্বের তিনটি মাত্রা—সাইকোটিসিজম, বহির্মুখিতা বনাম অন্তর্মুখিতা এবং মনোবিকার—শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। নিচে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

1) বহির্মুখী শিক্ষার্থীরা সাধারণত দলগত কাজে আগ্রহী হয়, তাই তাদের জন্য আলোচনা, গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি এবং উপস্থাপনার মতো শিক্ষণ পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে।
2) অন্তর্মুখী শিক্ষার্থীরা এককভাবে কাজ করতে পছন্দ করে, তাই তাদের জন্য ব্যক্তিগত গবেষণা, রিডিং অ্যাসাইনমেন্ট ও পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।
3) উচ্চ মনোবিকারসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার আগে ভয় বা উদ্বেগে ভোগে এবং সহজেই হতাশ হয়ে পড়ে। তাই তাদের মানসিক সমর্থন দেওয়া, কাউন্সেলিং করা এবং চাপ মোকাবিলার কৌশল শেখানো জরুরি।
4) নিম্ন মনোবিকারসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা চাপ সামলাতে সক্ষম এবং আত্মবিশ্বাসী হয়, যা তাদের পরীক্ষার পারফরম্যান্সকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

5) সাইকোটিসিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা নিয়মের প্রতি উদাসীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে। এজন্য শিক্ষককে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এবং ইতিবাচক আচরণগত পরিবর্তনের কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।
6) মনোবৈকল্য বা আবেগপ্রবণ শিক্ষার্থীদের সহানুভূতির সাথে পরিচালনা করতে হবে, যাতে তারা শ্রেণিকক্ষে ইতিবাচকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।
7) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে পাঠদানের পদ্ধতি পরিবর্তন করলে তারা শিক্ষার প্রতি আরও আগ্রহী হবে।
8) বহির্মুখী শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ শিক্ষা এবং অন্তর্মুখী শিক্ষার্থীদের জন্য আত্মনির্ভরশীল গবেষণাভিত্তিক পাঠদান কার্‌যকর হতে পারে।

Eysenck-এর ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ তত্ত্ব শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বুঝতে সহায়তা করে, যা শিক্ষকেরা শ্রেণিকক্ষে কার্যকর শিক্ষাদান কৌশল গ্রহণের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এই তত্ত্ব শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় আচরণ ও মানসিক গঠন বোঝার সুযোগ দেয় এবং ব্যক্তি-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

2.3.3 ক্যাটেলের তত্ত্ব (Cattell's Theory):

ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত আমেরিকান গবেষক ও মনোবিদ রেমন্ড আর বি ক্যাটেল 1973 সালে ব্যক্তিসত্ত্বার সংলক্ষণের তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন। এই তত্ত্ব আবিষ্কার করার পূর্বে তিনি তিন ধরনের তথ্য (data) (L-data Life record) সরাসরি তথ্য, Q-data (question-naire) প্রশ্নাবলি এবং T-data (Test record) অভীক্ষা থেকে প্রশ্ন তথ্য) ব্যবহার করে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের ১৬ টি উপাদানকে নির্বাচন করেন। তাঁর মতে, এই ১৬ টি উপাদানের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের কাঠামোকে বর্ণনা করা সম্ভব।

Cattel বর্ণিত ১৬ টি সংলক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্ট। হল-

- ব্যক্তিসত্ত্বার সংলক্ষণের উপাদানসমূহ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বর্ণনা করতে সক্ষম।
- এই উপাদানসমূহ সাধারণত দ্বিমুখী ধরনের।
- ব্যক্তিসত্ত্বার উপাদানসমূহের কিছু অংশ বংশগতির প্রভাবে তৈরি হয়।
- উপাদানগুলির কিছু অংশ পরিবেশ তথা শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

Cattell's 16PF Traits: ক্যাটেলের 16 টি উপাদান হল-

১) সংযত বনাম অসংযত (Reserved vs Outgoing):

- সংযত ব্যক্তিরা সাধারণত নির্লিপ্ত, উদাসীন এবং জটিল মানসিকতার হয়ে থাকে, তারা সামাজিক মেলামেশায় অনাগ্রহী। তারা আত্মকেন্দ্রিক ও চিন্তাশীল স্বভাবের হয় এবং আবেগ প্রকাশে সংযত থাকে।

- অন্যদিকে, অসংযত ব্যক্তিরা বন্ধুভাবাপন্ন, আন্তরিক এবং সহজেই অন্যদের সঙ্গে মিশতে পারে। তারা আনন্দপ্রবণ, সামাজিক এবং নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে থাকে। সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা তাদের মধ্যে দেখা যায়।

২) কমবুদ্ধি বনাম বুদ্ধিমান (Less intelligence vs More intelligence):

- কমবুদ্ধি ব্যক্তিরা সাধারণত মূর্ত চিন্তনের অধিকারী হয়, তারা বাস্তবিক ও দৃশ্যমান বিষয়গুলোর ওপর বেশি নির্ভরশীল। তারা নতুন ধারণা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত এবং জটিল সমস্যা সমাধানে অসুবিধায় পড়ে।
- বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বিমূর্ত চিন্তনের অধিকারী, তারা যুক্তিনির্ভর ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম। তারা দ্রুত সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং নতুন ধারণা গ্রহণে আগ্রহী হয়।

৩) প্রাক্ষোভিক বিকার বনাম প্রাক্ষোভিক স্থায়িত্ব (Affected by feeling vs Emotionally stable)

- প্রাক্ষোভিক বিকারসম্পন্ন ব্যক্তিরা সহজেই ধৈর্য হারায় এবং আবেগের বশে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারা সাধারণত উদ্বিগ্ন, স্পর্শকাতর এবং মানসিক চাপের সময়ে স্থির থাকতে পারে না।
- অন্যদিকে, প্রাক্ষোভিক স্থায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা শান্ত, সুপরিণত এবং সংযত স্বভাবের হয়। তারা আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও স্থিতিশীল আচরণ বজায় রাখে। এদের ধৈর্যশীলতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

৪) প্রভুত্ব বনাম বশ্যতা (Submissive vs Dominant):

- প্রভুত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বাধীন, আত্মপ্রত্যয়ী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তারা কখনো কখনো জেদি ও আক্রমণপ্রবণ হতে পারে এবং নেতৃত্ব দেওয়ার প্রবণতা রাখে।
- বশ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধারণত নম্র, বিনয়ী ও সহযোগিতাপূর্ণ হয়। তারা অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেয় এবং সহজেই নির্দেশনা মেনে চলে। এদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের প্রবণতা বেশি থাকে।

৫) গম্ভীর বনাম উচ্ছ্বাসপ্রবণ (Serious vs Happy-go-Lucky):

- গম্ভীর ব্যক্তিরা সাধারণত স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল হয়ে থাকে। তারা যে কোনো বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে পছন্দ করে এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করে।
- অন্যদিকে, উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যক্তিরা আনন্দপ্রিয়, প্রাণবন্ত এবং চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করতে চায়। তারা সহজেই যেকোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে এবং সবকিছুকে হালকাভাবে নিতে অভ্যস্ত। তাদের স্বভাব সাধারণত মিশুক ও ইতিবাচক হয়ে থাকে।

৬) নীতি বিরুদ্ধ বনাম ন্যায়নিষ্ঠ (Expedient vs conscientious):

- নীতি বিরুদ্ধ ব্যক্তিরা সাধারণত নিয়ম-কানুন ও সামাজিক রীতিনীতিকে এড়িয়ে চলতে বা ফাঁকি দিতে চায়। তারা নিজের সুবিধা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিয়মের বাধ্যবাধকতা পছন্দ করে না।

- ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিরা সৎ, দায়িত্বশীল এবং সব ধরনের নিয়ম-নীতি মেনে চলে। তারা সততা ও নৈতিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত বিশ্বস্ত ও নৈতিকভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

৭) লাজুক বনাম দুঃসাহসী (Timid vs venturesome):

- লাজুক ব্যক্তিরা সাধারণত ভীতু, আত্মবিশ্বাসের অভাবযুক্ত এবং নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চায়। তারা সহজে সামাজিক মেলামেশায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না এবং ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলে।
- দুঃসাহসী ব্যক্তিরা নির্ভীক, উদ্যমী এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আগ্রহী হয়। তারা ঝুঁকি নিতে ভালোবাসে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন কাজে উদ্যোগী হয়। তাদের আত্মবিশ্বাস ও অভিযোজন ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।

৮) দৃঢ় মনোভাবাপন্ন বনাম নির্ভরশীল (Tough-minded vs Tender -hearted):

- দৃঢ় মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সাধারণত আত্মনির্ভরশীল, বাস্তববাদী এবং মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে থাকে। তারা কঠিন পরিস্থিতিতে স্থির থাকে এবং আবেগের চেয়ে যুক্তিকে বেশি প্রাধান্য দেয়।
- নির্ভরশীল ব্যক্তিরা সংবেদনশীল, লাজুক ও কোমল মানসিকতার হয়। তারা সহজেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে এবং অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত সহানুভূতিশীল ও দয়ালু হয়।

৯) বিশ্বাসযোগ্য বনাম সন্দেহ প্রবণ (Trusting vs Suspicious):

- বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিরা সাধারণত সহজ-সরল, আন্তরিক এবং অন্যদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে থাকে। তারা সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করে এবং হিংসা বা দ্বন্দ্বের প্রবণতা কম থাকে।
- সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিরা সাধারণত জটিল মানসিকতার হয় এবং সহজে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। তারা সবকিছুর পেছনে গোপন উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করে এবং অন্যদের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করে। এই ধরনের ব্যক্তিরা প্রায়ই অতিরিক্ত সতর্ক ও সংশয়বাদী হয়ে থাকে।

১০) বাস্তববাদী বনাম কল্পনাপ্রবণ (Practical vs Imaginative):

- বাস্তববাদী ব্যক্তিরা বাস্তবতাকে সহজেই গ্রহণ করে এবং সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা কার্যকর ও যৌক্তিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে পছন্দ করে এবং বাস্তবজগতের সাথে মানিয়ে নিতে দক্ষ।
- কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিরা স্বপ্নবিলাসী, আবেগপ্রবণ এবং সৃজনশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তারা বাস্তবের চেয়ে কল্পনার জগতে বেশি সময় কাটাতে ভালোবাসে। তাদের আচরণ সাধারণত স্বাভাবিক, সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে।

১১) আত্মপ্রত্যয়ী বনাম অবসাদগ্রস্ত (Self-assured vs Apprehensive):

- আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিরা আত্মবিশ্বাসী, স্বনির্ভরশীল এবং সংকট মোকাবিলায় সক্ষম হয়ে থাকে। তারা নিজের যোগ্যতার ওপর বিশ্বাস রাখে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়তা দেখায়।
- অন্যদিকে, অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন, অনিশ্চিত ও হতাশাগ্রস্ত থাকে। তারা সহজেই মানসিক চাপে ভেঙে পড়ে এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। এ ধরনের ব্যক্তিরা প্রায়ই ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে।

১২) কৃত্রিমতা বনাম সরলতা (Shrewd-forthright):

- কৃত্রিম স্বভাবের ব্যক্তিরা সাধারণত চতুর, ধুরন্ধর এবং কৌশলী হয়ে থাকে। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী আচরণ পরিবর্তন করতে পারে।
- সরল ব্যক্তিরা সহজ-সরল, স্বাভাবিক এবং সাদাসিধে স্বভাবের হয়। তারা খোলামেলা ও সত্যনিষ্ঠভাবে নিজেদের চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত প্রতারণা বা কৌশলের আশ্রয় নেয় না।

১৩) রক্ষণশীল বনাম উদারমনা (Conservative vs Experimenting):

- রক্ষণশীল ব্যক্তিরা সাধারণত পুরোনো ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। তারা পরিবর্তন বা নতুন কিছু গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং প্রচলিত নিয়মকানুন অনুসরণ করতে পছন্দ করে।
- অন্যদিকে, উদারমনা ব্যক্তিরা মুক্তচিন্তার অধিকারী এবং নতুন ধারণা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণে আগ্রহী। তারা পরিবর্তনকে স্বাগত জানায় এবং সৃজনশীল ও আধুনিক চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী। এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত পরীক্ষামূলক ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারার অনুসারী হয়ে থাকে।

১৪) দলের প্রতি নির্ভরতা বনাম আত্মনির্ভরতা (Group-dependent vs self-sufficient):

- দলের প্রতি নির্ভরশীল ব্যক্তিরা সাধারণত দলগত কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অন্যদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। তারা সহযোগিতা ও সমর্থনের মাধ্যমে কাজ করতে পছন্দ করে এবং সামাজিক সংযোগে আগ্রহী হয়।
- আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিরা স্বনির্ভর, স্বাধীনচেতা এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করতে পছন্দ করে। তারা একা কাজ করায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং অন্যদের ওপর নির্ভর করতে চায় না। এ ধরনের ব্যক্তিরা আত্মবিশ্বাসী ও স্ব-উদ্যোগী হয়ে থাকে।

১৫) অনিয়ন্ত্রিত বনাম নিয়ন্ত্রিত (Uncontrolled vs Controlled):

- অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিরা সাধারণত সমাজের রীতিনীতি ও শৃঙ্খলার প্রতি উদাসীন থাকে এবং নিজেদের আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ কম থাকে। তারা তাৎক্ষণিক আবেগের ভিত্তিতে কাজ করে এবং নিয়ম মেনে চলতে অনীহা প্রকাশ করে।

- নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিরা স্ব-নিয়ন্ত্রিত, দায়িত্বশীল এবং সামাজিক নিয়ম-কানুন মেনে চলে। তারা চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করে। এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত সচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রণী হয়ে থাকে।

১৬) নিশ্চিন্ত বনাম উৎকণ্ঠিত (Relaxed vs Tense):

- নিশ্চিন্ত ব্যক্তিরা সাধারণত মানসিকভাবে প্রশান্ত, উদ্বেগহীন ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে থাকে। তারা সহজেই চাপ সামলাতে পারে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে স্থির থাকে।
- অন্যদিকে, উৎকণ্ঠিত ব্যক্তিরা অতিরিক্ত চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও মানসিক চাপে ভোগে। তারা সহজেই হতাশ হয় এবং ছোটখাটো বিষয়েও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত অতিরিক্ত সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে।

ক্যাটেল তাঁর তত্ত্বে প্রাপ্ত সংলক্ষণগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন-

A. **সাধারণ সংলক্ষণ (Common Traits):** ক্যাটেলের মতে, কিছু সাধারণ সংলক্ষণ রয়েছে যা প্রায় সব সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্বেই পরিলক্ষিত হয়। যেমন- সহযোগিতা, সত্যতা, ক্রোধ ইত্যাদি।

B. **মৌলিক সংলক্ষণ (Unique Traits):** কিছু বিশেষ সংলক্ষণ রয়েছে, তা কেবল কিছু মৌলিক ব্যক্তিত্বের মানুষের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। যেমন-কর্মশক্তি, মেজাজ ইত্যাদি।

C. **প্রতীয়মান সংলক্ষণ (Surface Traits):** কিছু সংলক্ষণ থাকে যা ব্যক্তির আচরণের মাধ্যমে সম্মুখে বা বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন- কৌতূহল, সপ্রতিভতা ইত্যাদি।

D. **উৎস সংলক্ষণ (Source Traits):** এই ধরনের সংলক্ষণ ব্যক্তির অভ্যন্তরে থাকে এবং এটা বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন- আধিপত্য, আবেগ প্রবণতা ইত্যাদি।

2.3.4 পঞ্চ উপাদান তত্ত্ব (Five Factor Theory)

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হলো ব্যক্তির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, যা তার চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও কার্যকারিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং যা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে এই সংলক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়ে গবেষণার ফলে বহু তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো Big Five Factor Theory।

Big Five Factor Theory : প্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তিত্বের ধরন বিশ্লেষণে বহু গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বের উপাদান বিশ্লেষণ করে প্রায় ৩৫০০ সংলক্ষণের খোঁজ পেয়েছেন। তবে, এত সংখ্যক সংলক্ষণ থেকে ব্যক্তিত্বের মূল কাঠামো নির্ধারণের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা ৫টি প্রধান সংলক্ষণ নির্বাচন করেছেন এবং এই ভিত্তিতে Big Five Factor Model তৈরি করা হয়েছে। এই মডেলের অন্যতম প্রবর্তক Costa & McCrae। এটি মূলত Raymond Cattell-এর 16 Personality Factor তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত। এই তত্ত্ব

অনুসারে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ৫টি প্রধান উপাদান দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রতিটি উপাদানের আবার বিভিন্ন উপ-উপাদান রয়েছে।

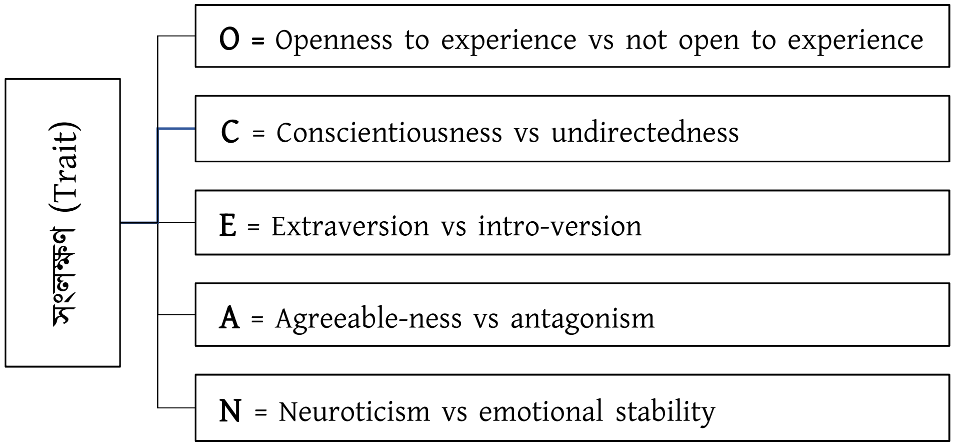

এই ৫টি প্রধান উপাদান সম্বলিত Big Five Factor-এর মডেলকে OCEAN মডেলও বলা হয়।

Basic Characteristics of Big Five Factor:

পঞ্চ উপাদান তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য :

১. উপাদানগুলি মাত্রাগত বা Dimensional: এগুলো কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাগ নয়, বরং একটানা স্কেলে অবস্থিত। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে এক প্রান্তে বা অন্য প্রান্তে না গিয়ে মাঝামাঝিও থাকতে পারেন।

২. উপাদানগুলি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে অবস্থান করে: প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বে এই উপাদানগুলির কোনো না কোনো স্তর থাকে, যদিও মাত্রার তারতম্য ঘটে।

৩. উপাদানগুলি ব্যক্তির মধ্যে আদিপ্রাপ্ত বয়স্ক সময়কালে (৪৫ বছরের পরে) স্থায়িত্ব লাভ করে: গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যক্তিত্বের এই উপাদানগুলি কৈশোর ও যৌবনে পরিবর্তনশীল থাকলেও মধ্য বয়সের পর এগুলো তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল হয়ে যায়।

৪. উপাদানগুলিকে সার্বজনীন ও শাশ্বত হিসেবে গণ্য করা হয়: বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজে এই উপাদানগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যা তাদের সার্বজনীনতা নির্দেশ করে।

৫. উপাদানগুলি আংশিকভাবে বংশগতির দ্বারা নির্ধারিত হয়: গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কিছু অংশ বংশগতির মাধ্যমে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়।

৬. উপাদানগুলির স্থায়িত্বলাভে পরিবেশেরও ভূমিকা রয়েছে: ব্যক্তিত্ব বিকাশে পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। অভিজ্ঞতা ও জীবনঘটনাগুলোও এই উপাদানগুলোর বিকাশে ভূমিকা রাখে।

এই মডেলের উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করা হল-

১) O = মুক্ত অভিজ্ঞতা বনাম বন্ধ অভিজ্ঞতা (Openness to experience vs not open to experience): যে-কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণে এই উপাদানটির দুটি বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ যে-কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মুক্ত অভিজ্ঞতা অথবা বন্ধ অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়। এবং সেই অনুযায়ী তার চারিত্রিক আচরণ বা ব্যক্তিত্বের ধরন গড়ে ওঠে।

❖ মুক্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির-
  - চিন্তা, প্রত্যক্ষণের পরিধি বিস্তৃত ও গভীর হয়।
  - এরা সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন।
  - এরা যে-কোনো ধরনের মানসিক ও পারিপার্শ্বিক জটিলতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

❖ বন্ধ অভিজ্ঞতা-র ক্ষেত্রে ব্যক্তি-
  - নমনীয় মানসিকতার অধিকারী হন।
  - ব্যক্তি যে-কোনো বিষয়কে গতানুগতিক ভাবে প্রত্যক্ষণ ও গ্রহণ করে।
  - এদের নতুনত্বের প্রতি অনীহা দেখা যায়।
  - বিষয়গত গ্রহণযোগ্যতা সংকীর্ণ হয়।

২) C = নৈতিকতা বনাম অনৈতিকতা (Conscientiousness vs undirectedness): এই তত্ত্বানুযায়ী, ব্যক্তিসত্তার দুটি ধরন হতে পারে- নৈতিকতা অথবা অনৈতিকতা। এই দুটি ধরনের যেটি ব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান, ব্যক্তি সেই অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়।

❖ নৈতিক বোধসম্পন্ন ব্যক্তি-
  - কোনো কাজ করার পূর্বে উচিত বা অনুচিত, ঠিক বা ভুল তা বিচার করে কাজ করে।
  - নিজস্ব চাহিদা পূরণে বিলম্ব হলেও, সে সময়ের অপেক্ষা করে দ্রুততার জন্য অনৈতিক ও সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেয় না।
  - যে-কোনো ধরনের প্রথা ও রীতিনীতি, আইন মেনে চলে।

❖ অনৈতিক ব্যক্তি-
  - কোনো কাজের পূর্বে ন্যায়-অন্যায়ের মূল্যায়ন করে না।
  - তারা তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।
  - এদের কর্মপরিকল্পনা নমনীয় থাকে বলে এদের কাজের স্থায়িত্ব কম থাকে এবং হালছাড়া মনোভাব দেখা যায়।
  - কদাচিৎ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৩) E = **বহির্মুখিতা বনাম অন্তর্মুখিতা** (Extraversion vs Introversion) **:** তত্ত্বানুযায়ী ব্যক্তিসত্তার এই দুটি বিপরীতমুখী ধরন হল-

❖ বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের উপাদানের কারণে-

- ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তার সামাজিকতার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়।
- এরা আচরণগত দিক থেকে অস্থিরচিত্ত হয়।
- এরা কাজে উদ্যমী ও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে।
- এরা আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে।

❖ অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের উপাদানের কারণে-

- ব্যক্তি সমাজবিমুখ ও একাকিত্ব প্রিয় হয়।
- এরা স্বাভাবিকভাবেই স্থিরচিত্ত, সতর্ক ও নিরুৎসাহী হয়।
- এদের নিজস্ব আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে।

৪) A = **গ্রহণযোগ্যতা বনাম গ্রহণযোগ্যতার অভাব** (Agreeableness vs an-tagonism)**:** এই উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের দ্বৈতমত যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ বিপরীতমুখী প্রতিযোগিতা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণকে প্রভাবিত করে। যেমন-

❖ গ্রহণযোগ্যতা যে সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে বিষয়গত গ্রহণযোগ্যতা বেশি, তারা-

- আচরণে নম্র ও ভদ্র স্বভাবের হয়।
- এদের ওপর যে-কোনো বিষয়ে আস্থা রাখা যায়।
- এরা সহযোগিতাপ্রবণ হয়।

❖ গ্রণযোগ্যতার অভাব- যে সমস্ত ব্যক্তির বিষয়গত বা পরিবেশগত গ্রহণযোগ্যতা কম তারা-

- আচরণে খিটখিটে ও গোঁয়ার ধরনের হয়।
- এদেরকে সহজে বিশ্বাস করা সম্ভব হয় না।
- এদের মধ্যে নেতিবাচক মানসিকতা রয়েছে।

৫) N = **নিউরোটিসিজম বনাম আবেগ সাম্যতা** (Neuroticism vs Emotional Stability)**:** এই উপাদানটি ব্যক্তির আচরণকে প্রাক্ষোভিক দিক থেকে প্রভাবিত করে। যেমন-

❖ নিউরোটিকরা-

- দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও মনমরা প্রকৃতির হয়।
- এরা যে-কোনো বিষয়ে নার্ভাস হয়ে পড়ে।
- এরা একটু ব্যাধি সচেতন ও চাপগ্রস্ত হয়।

❖ আবেগ সমতা রক্ষা করতে যে সমস্ত ব্যক্তিরা সক্ষম, তারা-

- আচরণে আনন্দপ্রিয় ও নিশ্চিন্ত প্রকৃতির হয়।

- এরা দৃঢ়চিত্তের অধিকারী হয়।
- এরা যে-কোনো চাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে।

শিক্ষাগত গুরুত্ব

Big Five Personality Traits তত্ত্বের উপাদানগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া, সামাজিকতা, জ্ঞান অর্জন, এবং পরিকল্পনা তৈরিতে প্রভাব ফেলে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো—

1. **সামাজিক দক্ষতা উন্নয়ন:** Extraversion বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের সামাজিকতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক। এটি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং দলগত শিক্ষণ ও সহযোগিতার দক্ষতা বাড়ায়।
2. **সফল শিখন প্রক্রিয়া:** Extraversion বৈশিষ্ট্যের ফলে শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, যা শ্রবণ, আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাকে আরও কার্যকর করে তোলে।
3. **পরিকল্পনা ও সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি:** Conscientiousness বৈশিষ্ট্যটি শিক্ষার্থীদের সঠিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করে। এটি অধ্যবসায়, সময় ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে সফলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
4. **জ্ঞান অনুসন্ধানের আগ্রহ বৃদ্ধি:** Openness to Experience বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের নতুন বিষয় জানার আগ্রহ ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে, যা তাদের গভীরভাবে শেখার ক্ষমতা বাড়ায়।
5. **শিক্ষাগত অর্জনে মানসিক স্থিতিশীলতা:** Neuroticism (নিউরোটিসিজম) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করা যায়, যা পরীক্ষার সময় উদ্বেগ কমিয়ে শেখার গুণগত মান উন্নত করতে সহায়ক।
6. **সৃজনশীল ও সমালোচনামূলক চিন্তাধারা:** Openness to Experience বৈশিষ্ট্যের ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন ধারণা গ্রহণ করতে এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়, যা তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
7. **শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ উন্নয়ন:** বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের শিক্ষার্থীদের বুঝতে পারলে শিক্ষকরা শিক্ষণ-পদ্ধতিকে আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও কার্যকর করতে পারেন, যা শিখন পরিবেশকে ইতিবাচক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে।

Big Five Factor তত্ত্বের বিভিন্ন উপাদান শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে সরাসরি প্রভাব ফেলে। এটি কেবল শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা উন্নত করে না, বরং সামাজিকীকরণ, মানসিক স্থিতিশীলতা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করতেও সাহায্য করে।

2.4 সারাংশ (Summary):

ব্যক্তিত্ব মানুষের স্বভাব, আচরণ ও মানসিক গুণাবলীর সমষ্টি, যা জেনেটিক ও পরিবেশগত প্রভাবের মাধ্যমে গঠিত হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সংলক্ষণ তত্ত্ব (Traits Theory of Personality) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গর্ডন অলপোর্ট (Allport) ব্যক্তিত্বকে তিনটি স্তরে (Cardinal, Central, Secondary traits) বিভক্ত করেছেন। হ্যান্স আইজ্যাঙ্ক (Eysenck) ব্যক্তিত্বের প্রধান তিনটি মাত্রা (Extraversion, Neuroticism, Psychoticism) নির্ধারণ করেন। রেমন্ড ক্যাটেল (Cattell) ১৬টি ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ চিহ্নিত করেন। আধুনিক পঞ্চ উপাদান তত্ত্ব (Five Factor Theory) ব্যক্তিত্বকে পাঁচটি উপাদানের (Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বোঝার মাধ্যমে কার্যকর শিক্ষণ-পদ্ধতি নির্ধারণে সহায়তা করে।

2.5 স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions) :

- আইজ্যাঙ্কের ব্যক্তিত্বের পেন (PEN) মডেল ব্যাখ্যা কর।
- ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব সমুহের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
- ব্যক্তিত্বের সংলক্ষন তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করো।
- আলপোর্টের ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। এই তথ্যের শিক্ষাগত গুরুত্ব লেখো।
- ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত আইজ্যাক এর মতবাদটির শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো ।
- ব্যক্তিত্বের পঞ্চ উপাদান তত্ত্বটি লেখ। শিক্ষার্থীদের শিখনে এই তথ্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ লেখো।

2.6 গ্রন্থপঞ্জি (References)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, I. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt. Lted. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.himl

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modem Educational Psychology", Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata,

Pal, D., Dhar, D., Das, M., and Banerjee, P. (2012). Psychology of Teaching and Learning, Rita Book Agency, Kolkata.

Ray, S. (2010). Educational Psychology, Soma Book Agency, Beniatola Lane, Kolkata.

Unit : 3 ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন (Measurement of Personality)

গঠন (Structure)

3.1 শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

3.2 ভূমিকা (Introduction)

3.3 ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের প্রকার (Personality Measurement Types)

  3.3.1 বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytical Method)

  3.3.2 প্রক্ষেপণ পদ্ধতি (Projective Method)

3.4 শিক্ষার উপর ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের প্রভাব (Impact on Education of Personality Measurement)

3.5 সারাংশ (Summary)

3.6 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

3.7 গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

3.1 শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

- শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গঠন করতে পারবে ।
- শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে ।
- ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের প্রচলিত ও জনপ্রিয় অভীক্ষাগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবে ।
- শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের প্রক্ষেপণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে ।

3.2 ভূমিকা (Introduction)

ব্যক্তিত্ব মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি, যা তার আচরণ, চিন্তাভাবনা ও মানসিক প্রবণতাকে নির্ধারণ করে। ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন (Personality Measurement) শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের

মানসিক গঠন ও শিক্ষাগত চাহিদা বুঝতে সাহায্য করে। ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের দুটি প্রধান পদ্ধতি হলো বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytical Method) ও প্রক্ষেপণ পদ্ধতি (Projective Method)। বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন করা হয়, যেখানে মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নাবলি ও পরিমাপের ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, প্রক্ষেপণ পদ্ধতিতে অবচেতন মনোভাব ও অভ্যন্তরীণ প্রবণতাকে মূল্যায়ন করার জন্য প্রকৃতির প্রতি প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের শেখার শৈলী, প্রবণতা ও শিক্ষাগত সাফল্য নির্ধারণে সহায়ক হয়। শিক্ষকরা যদি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের ধরন বুঝতে পারেন, তবে তারা শিক্ষণ-পদ্ধতিকে আরও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। সুতরাং, ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন শিক্ষার গুণগত মান (Quality Education) উন্নত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে (All-round Development) সহায়ক ভূমিকা রাখে।

3.3 ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের প্রকার (Personality Measurement Types) :

ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ব্যক্তিজীবনের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক উভয় উদ্দেশ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ব্যক্তির ব্যস্তিত্বের প্রকৃতি ও গঠনের সমস্যা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। ব্যস্তিত্বের পরিমাপের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যতাজনিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। শিক্ষার্থীদের সু-ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্যও এটি নির্দেশনা প্রদান করে। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে দুর্বল দিকগুলি যেমন সঠিকভাবে পরিমাপ করা প্রয়োজন, তেমনি তার অন্তর্নিহিত শক্তি (ego-strength) সম্পর্কেও সচেতন হওয়া জরুরি। এটি ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। নেতৃত্ব নির্বাচনে দক্ষ ব্যস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করার জন্যও ব্যস্তিত্বের পরিমাপ অত্যন্ত কার্যকর। পরিমাপের মাধ্যমে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা সম্ভব যারা পরিস্থিতি অনুযায়ী সফল নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম। এই প্রক্রিয়া ব্যক্তির স্বাস্থ্যের মান উন্নত করতে সহায়ক। ব্যক্তিত্বের পরিমাপের মাধ্যমে মানুষের বিকাশের পথ সুগম হয়। ব্যক্তিত্ব পরিমাপের বিভিন্ন কৌশল গুলি নিম্নে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল :

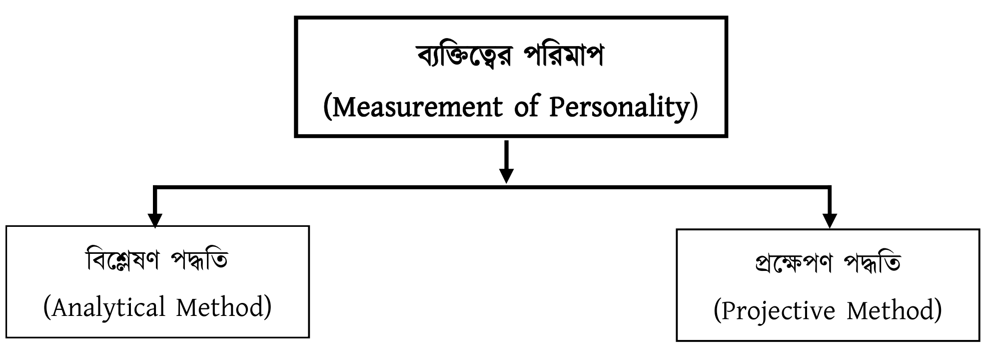

3.3.1 বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytical Method):

বিশ্লেষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল এখানে ব্যক্তিত্বের অন্তভুক্ত প্রলক্ষণগুলিকে পৃথকভাবে পরিমাপ করা হয় এবং পরে ব্যক্তির ব্যস্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হয়। বিশ্লেষণ পদ্ধতি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত।

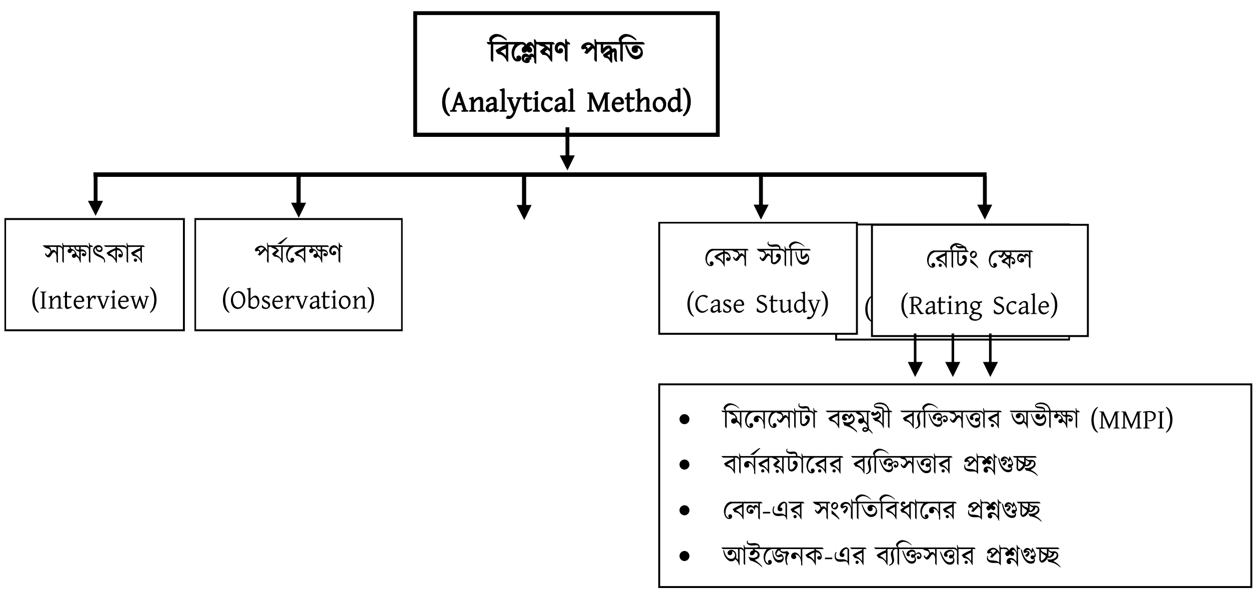

(A) সাক্ষাৎকার (Interview):

এখানে পরিমাপক সামনা-সামনি কথাবার্তার মাধ্যমে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহকরেন। সাক্ষাৎকার চার রকমের হতে পারে আদর্শায়িত (Standardised), অ-আদর্শায়িত (Non- standardised),

অংশত (Part) ও সম্পূর্ণ (Exhaustive)। প্রথম ক্ষেত্রে, ব্যক্তিকে কীভাবে এবং কী কী জিজ্ঞাসা করা হবে তা পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট থাকে না। সাক্ষাৎকারের সময়ই প্রয়োজন অনুযায়ী সব কিছু ঠিক করা হয়। বর্তমানে আদর্শায়িত উপায়টি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কারণ এক্ষেত্রে সমগ্র পরিস্থিতিটি পরিমাপকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। অ-আদর্শায়িত বা অনিয়ন্ত্রিত সাক্ষাৎকারে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে ব্যক্তিগত প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়। তৃতীয় বা অংশত ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের বিশেষ কোনো দিক পরিমাপ করা হয়, যেমন-বৃত্তি নির্বাচনে বুদ্ধি, সততা, ধৈর্য, সহনশীলতা, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি।

(A) পর্যবেক্ষণ (Observation):

ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়ন করাকেই পর্যবেক্ষণ বলে। তথ্যসংগ্রহে পর্যবেক্ষণ একটি অকৃত্রিম পদ্ধতি। প্রশ্নগুচ্ছ ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে যেসব অসুবিধা দেখা যায় তা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে অনুপস্থিত। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য অধিকতর নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য। পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট সংগঠিত এবং আধুনিক গবেষণার কৌশল এখানে ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণে সাধারণ অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি থেকে আধুনিক যান্ত্রিক ও ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় নিখুঁতভাবে তথ্যসংগ্রহ হতে পারে। পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণকে পর্যায়ক্রমে উন্নত ও বিজ্ঞানভিত্তিক করা যেতে পারে। পরীক্ষা আর কিছুই নয়, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের নিয়ন্ত্রিত শর্ত বলতে আমরা বুঝি কক্ষের নির্বাচন, যন্ত্রের নির্দিষ্টকরণ, দলভুক্ত শিশুদের নির্বাচন, বিশেষ ধরনের উদ্দীপকের উপস্থাপন এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক।

(C) প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire or Inventories):

ব্যস্তিত্ব পরিমাপের একটি পুরোনো ও বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল প্রশ্নগুচ্ছ। ব্যক্তির মনোভাব, মতবাদ, প্রলক্ষণ প্রভৃতি জ্ঞান হওয়ার উদ্দেশ্যে বিধিসম্মত উপায়ে কতকগুলি প্রশ্ন নির্বাচন করে ব্যক্তিকে উত্তর দিতে বলা হয়। খুবই সংক্ষিপ্ত আকাবে উত্তর দেওয়ার নির্দেশ থাকে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য স্কোরমান নির্ণয় করা হয়। নিম্নে কয়েকটি ব্যস্তিত্ব নির্ণায়ক প্রশ্নগুচ্ছের উল্লেখ করা হল-

a) মিনেসোটা বহুমুখী ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা (Minnesota Multiphasic Personality Inventories): এটি একটি বহুল প্রচলিত প্রশ্নগুচ্ছ। 1940 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটি প্রকাশিত। 1951 খ্রিস্টাব্দে এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অভীক্ষাটি দুটি আকারে পাওয়া যায় ব্যক্তিগত ও দলগত। দুটি অভীক্ষাই ১৬ বা তার অধিক বয়সের ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করা হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিকতা, রাজনীতি, বৃত্তি, মানসিক বিকার, যৌনতা ইত্যাদির উপর ৫৫০টি বাক্য আছে। বাক্যগুলি পৃথকভাবে এক একটি কার্ডে লেখা থাকে। পরীক্ষার্থী কার্ডগুলি নিয়ে তিনটি ভাগে ভাগ করবে। যেগুলি সে সত্য মনে করবে সেগুলি এক জায়গায়, যেগুলি মিথ্যা বলে মনে করবে

সেগুলি আর এক জায়গায় এবং যেগুলি সম্পর্কে সে মতামত দিতে পারছে না সেগুলি আর-এক জায়গায় রাখবে। প্রথম দিকে অভীক্ষাটিকে ৭টি স্কেলে ভাগ করা হয়-হাইপোকনড্রিয়া (Hs), হিস্টিরিয়া (Hy), পৌরুষত্ব নারীসুলভ (Mt), সাইকাসথেনিয়া (Pt), প্যারানইয়া (Pa), সিজোফ্রেনিয়া (Sc), সাইকোপ্যাথিক (Pd)। পরবর্তীকালে এই অভীক্ষা থেকে আরও চারটি পৃথক স্কেল গঠন করা হয়। এইগুলিকে যথার্থতা স্কেল বলে। পরে সামাজিক অন্তর্মুখীতা (Social introversion) বলে আরও একটি স্কেল যুক্ত হয়ে MMPI থেকে মোট ১২টি স্কোর মান পাওয়া সম্ভব হয়।

b) বার্নরয়টারের ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নগুচ্ছ (Bernreuter's Personality Inventories): এই অভীক্ষাটি খুবই জনপ্রিয়। তিনি এই অভীক্ষা দ্বাবা ব্যক্তিত্বের চারটি প্রলক্ষণকে পরিমাপের কথা বলেন। যথা-মনোবিকার (Neuroticism), আত্মনির্ভরতা (Seif sufficiency), কর্তৃত্ব (Dominance) এবং অন্তর্মুখীতা (Introversion)। এই অভীক্ষায় ১২৫টি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলি সংগৃহীত হয়েছে Thurstone Personality Schedule, Laird's Introversion Extroversion test, Allport's Ascendance Submission study এবং Benreuter's self sufficient scale থেকে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের তিনটি সম্ভাব্য উত্তর আছে-হ্যাঁ, না ও জানি না। অভীক্ষায় যে চারটি প্রলক্ষণ পরিমাপের ব্যবস্থা আছে তার প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক স্কোর নির্দেশক (Scoring key) আছে। মনোবিকার, আত্মনির্ভরতা, কর্তৃত্ব ও অন্তর্মুখী অভীক্ষাংশের স্কোরকে যথাক্রমে বলা হয়।

c) বেল-এর সংগতিবিধানের প্রশ্নগুচ্ছ (Bell's Adjustment Inventories):H. M. Bell এই অভীক্ষাটি প্রস্তুত করেন। এর দুটি অংশ আছে। একটি শিক্ষার্থীদের জন্য ও অপরটি বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য। এই অভীক্ষা দ্বারা অভীক্ষার্থীর অভিযোজনের ক্ষমতা ও অভিযোজন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আছে কিনা তা জানা যায়। শিক্ষার্থীদের জন্য অভীক্ষাটিতে অভিযোজনের চারটি দিকের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে, যেমন-গৃহ পরিবেশ (Home), স্বাস্থ্য (Health), সামাজিক (Social), ও প্রাক্ষোভিক (Emotional) দিক। বয়স্কদের জন্য উপরিউক্ত চারটি দিক ছাড়াও বৃত্তিমূলক অভিযোজনকে (Occupational adjustment) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

d) আইজেনক-এর ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নগুচ্ছ (Eysenck's Personality Inventories): ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক আইজেনক এই অভীক্ষাটি 1963 খ্রিস্টাব্দে বয়স্কদের জন্য প্রস্তুত করেন। 1966 খ্রিস্টাব্দে ছোটোদের জন্যও তিনি একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন যাকে বলা হয় Junior Eysenck Personality Inventory বা সংক্ষেপে JEPIT। জুনিয়রের ক্ষেত্রে মোট ৬০টি পদ আছে-২৪টি বহিমুখী (Lixtrovers), ২৪টি মনোবিকার সংক্রান্ত (Neuroticism), ১২টি মিথ্যা ধরবার জন্য। এই অভীক্ষাটি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা সম্পন্ন (80-90') এবং প্রয়োজন মতো যথার্থতার অধিকারী। উপরিউক্ত ব্যক্তিত্ব নির্ণায়ক প্রশ্নাবলি ছাড়াও আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্নাবলির উল্লেখ করাযেতে পারে,

যেমন- (ক) Guilford Zimmerman Temparament Survey (খ) California Psychological Inventory

প্রশ্নগুচ্ছ পদ্ধতির যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে তেমনি কিছু অসুবিধাও বর্তমান। সুবিধার মধ্যে প্রথমত হল প্রশ্নগুলিকে আদর্শায়িত করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ব্যপ্তির উত্তর থেকে উত্তরের প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা সম্ভব। তৃতীয়ত, একসঙ্গে অনেকের উপর পরীক্ষা করা সম্ভব। চতুর্থত, পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী সামনাসামনি থাকলে যে ধরনের লজ্জা, সংকোচ, ভয় পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব পরিমাপে বাধার সৃষ্টি করতে পারে তার অবকাশ এখানে নেই। অসুবিধার মধ্যে প্রথমত, উত্তরদাতারা অনেক সময় প্রকৃত উত্তর দেয় না। বিশেষ করে যেগুলিকে সে ক্ষতিকারক বলে মনে করে। দ্বিতীয়ত, উত্তর দেওয়ার সময় আবেগের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না, যা ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(D) কেস স্টাডি পদ্ধতি (Case Study Method):

একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের তথ্য, যেমন-সামাজিক, শারীরিক, জীবনীমূলক, পরিবেশগত, বৃত্তিমূলক ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করাকেই কেস স্টাডি বা ব্যক্তি অধ্যয়ন বলে। বিভিন্ন অভীক্ষা এবং কৌশলের সাহায্যে ব্যক্তি সম্পর্কীয় সামগ্রিক তথ্যসংগহ করাই হল কেস স্টাডি। সমগ্র ব্যক্তিকে জানতে এটি হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কেস স্টাডির উদ্দেশ্য হল তথ্যের সমস্ত উৎসকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি সম্পর্কিত সব তথ্যসংগ্রহ করা। কেস স্টাডিতে তথ্যসমূহকে এমনভাবে সংগঠিত এবং সমন্বিত করা হয় ফলে ব্যক্তি কীভাবে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা করছে তা জানা যায়। কেস স্টাডির প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে দেখা।

কেস স্টাডি ও কেস হিস্ট্রির মধ্যে অনেক সময় বিভ্রান্তি দেখা যায়। কোনো ব্যপ্তির শারীরিক, সামাজিক বা মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কিত ইতিহাসকেই কেস হিস্ট্রি (Case History) বলে। এক্ষেত্রেও ব্যক্তির বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করা এবং তা অধ্যয়ন করা হয়। কিন্তু ওই সকল তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির বিকাশ সম্পর্কীয় কোনো মন্তব্য করা হয় না। কেস স্টাডিতে সমগ্র ব্যক্তি সম্পর্কে মতামত ব্যস্ত করা হয়, ব্যস্তির ব্যক্তিত্ব কীভাবে গড়ে উঠেছে তার ব্যাখ্যা করা হয় এবং বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে পরামর্শদাতা তার উন্নত অভিযোজনে পরামর্শ দেন। এক কথায় বলা যায় Case Study এবং Cast History-কে অনেকে একই বলে মনে করেন। তবে ব্যস্তবে এর মধ্যে পার্থক্য আছে। Case study হল Case History এবং আরও কিছু।

(E) রেটিং স্কেল (Rating Scale) :

রেটিং স্কেল (Rating Scale) হল ব্যক্তিত্ব পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা আচরণ মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট গুণাবলি সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের মতামত সংগ্রহের একটি কাঠামোবদ্ধ উপায়। রেটিং স্কেল পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তিত্বের কোন বৈশিষ্ট্য কতখানি বর্তমান তা নির্ণয় করা যায়। রেটিং দু-রকমের হতে পারে—অপরের দ্বারা (Rating by Others) এবং নিজের

দ্বারা (Self Rating)। এটি বিবৃতিমূলক হতে পারে, আবার সংখ্যাগতও হতে পারে । যেখানে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করেও বিচার করা যায়। সাধারণত রেটিং স্কেল তিন, পাঁচ বা সাত (3, 5, 7) অবস্থান বিশিষ্ট হয়, যা ব্যক্তি বা বিষয় নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের রেটিং স্কেল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তির যে রেটিংগুলি পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করা হয় এবং এই রেটিংগুলির ভিত্তিতে মানসিক বৈশিষ্ট্যের লেখচিত্র (Profile Chart) তৈরি করা হয়। এটি ব্যক্তিত্ব গবেষণা, শিক্ষাক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি।

উদাহরণ: "শিক্ষার্থীর নেতৃত্বদানের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য রেটিং স্কেল"। একজন শিক্ষক তার শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বদানের দক্ষতা মূল্যায়ন করতে নিম্নলিখিত **পাঁচ স্তরের রেটিং স্কেল** ব্যবহার করতে পারেন:

শিক্ষার্থীর নাম	**দুর্দান্ত (5)**	**ভালো (4)**	**গড় (3)**	**দুর্বল (2)**	**খুবই দুর্বল (1)**
অর্পিতা	□				
রাহুল				□	
সৌম্য		□			
পায়েল	□				
নীরা			□		

ব্যক্তিত্ব পরিমাপে বর্তমানে একাধিক আদর্শায়িত রেটিং স্কেল প্রচলিত আছে। তারই কয়েকটি হল-

১. ভাইনল্যান্ড সামাজিক পরিণমন পরিমাপক স্কেল (Vineland Social Maturity Scale) মূলত মানসিক রোগগ্রস্তদের জন্য তৈরি হলেও স্বাভাবিক ব্যক্তিদের উপরও প্রয়োগ করা হয়। এতে মোট **১১৭**টি পদ রয়েছে, যা শৈশব থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়স শ্রেণিতে সাজানো। দৈনন্দিন জীবন ও দায়িত্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন নির্বাচন করা হয় এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ করা হয়। এটি চারটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত—আত্মনির্ভরতা, স্বনির্ভরতা, সামাজিকতা ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা। স্কোরের ভিত্তিতে সামাজিক বয়স নির্ণয় করা হয় এবং সময়গত বয়স দিয়ে ভাগ করে সামাজিকাঙ্ক (SQ) নির্ধারণ করা হয়।

২. উইটেনবর্ন মানসিক রোগ সম্পর্কিত স্কেল (Wittenborn Psychiatric Rating Scale) মানসিক রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত একটি অভীক্ষা, যেখানে ৫২টি আচরণমূলক পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই স্কেলে চরম উৎকণ্ঠা, উত্তেজিত অবস্থা, বিষণ্ণতা, প্যারানইয়া, প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া, কনভার্সন হিস্টিরিয়া, হেবেফ্রেনিক সিজোফ্রেনিয়া ও আতঙ্ক প্রবণতা ইত্যাদি মানসিক রোগ মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিটি মানসিক রোগের জন্য পৃথক স্কোরমান রয়েছে। এই স্কেলটি মানসিক রোগগ্রস্তদের আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রোগ নির্ণয়ে সহায়ক। এটি মানসিক রোগ গবেষণা ও চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

৩. ফেলস্ মাতাপিতার আচরণ সম্পর্কিত স্কেল (Fells Parents Behaviour Scale) ব্যক্তিত্ব গঠনে গৃহ পরিবেশ ও বিশেষভাবে মাতাপিতার ভূমিকা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে মোট ৩০টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত

রয়েছে, যা শিশুর প্রতি মাতাপিতার আচরণকে মূল্যায়ন করে। সাধারণত, অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। গৃহে অশান্তি, পারিবারিক সামাজিকতা, শিশুকেন্দ্রিকতা, আইনকানুনের কঠোরতা ও শিশুদের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই স্কেল শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশে পারিবারিক প্রভাব নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রেটিং পদ্ধতি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক না হওয়ায় ব্যক্তিত্ব নির্ধারণে একমাত্র উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এই পদ্ধতি ব্যাবহারে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এর প্রধান ত্রুটিগুলি হলো **Hallo effect** (পূর্বধারণার প্রভাব), **Generosity Error** (উপকারমূলক রেটিং), **Regression effect** (মাঝামাঝি রেটিংয়ের প্রবণতা) এবং **Logical error** (ভুল পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন)। বিচারকের অভিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতা রেটিংয়ের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ। তাসত্ত্বেও বর্তমানে মনোবিজ্ঞান তথা গবেষণায় এই পদ্ধতি সর্বাধিক জনপ্রিয় ।

3.3.2 প্রক্ষেপণ পদ্ধতি (Projective Method)

সাধারণ Projection বা প্রক্ষেপণ বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের উপস্থাপনাকে। ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবচেতন মনের প্রক্ষোভ, জটিলতা, সমস্যা, চাহিদা ইত্যাদি অন্যান্যদের সামনে উপস্থাপনকেই প্রক্ষেপণ বা projection বলা হয়। প্রক্ষেপণ অভীক্ষা পদ্ধতি হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপের এক ধরনের অভীক্ষা পদ্ধিতি, যেখানে ব্যক্তির অবচেতন মনের প্রক্ষোভ, জটিলতা, সমস্যা, চাহিদা ইত্যাদিকে অন্যান্যদের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা হয়।

ব্যক্তির অবচেতন মনের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, ভয়, সন্দেহ, মনোভাব, যোগ্যতা ইত্যাদির পরিমাপক হিসেবে প্রক্ষেপণ অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের অভীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির নিকট থেকে অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক ও অসংগঠিত উদ্দীপক উপস্থাপন করে তার প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করা হয়। এরূপ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করা হয়। প্রক্ষেপণ অভীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল-

(i) ব্যক্তিকে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য পরিস্থিতিতে রেখে তার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হয়।

(ii) ব্যক্তিকে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রণোদিত করা।

(iii) প্রতিফলন অভীক্ষাগুলি নির্দিষ্ট গঠন গত নির্দেশ না থাকায় ব্যক্তির স্বাধীন প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সুযোগ থাকে।

(iv) অভীক্ষার্থী কল্পনাশক্তির বাধাহীন প্রয়োগ করতে পারে এবং তার অপ্রকাশিত মানসিক দিকগুলি প্রতিফলিত হয়।

(v) এই অভীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক ও অখণ্ড পরিমাপ করা সম্ভব হয়, নির্দিষ্ট গুণের পরিবর্তে সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষিত হয়।

(vi) অভীক্ষার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ মানসিক উপাদান যেমন বিভিন্ন ধারণা, ইচ্ছা, রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

(vii) সাধারণত ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা তত্ত্বের প্রতিফলন ধারণার উপর ভিত্তি করে এই অভীক্ষাগুলি ব্যাখ্যা করা হয়।

(viii) এই অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার গভীর ও অন্তর্নিহিত দিকগুলি নির্ধারণ করা যায়, যা সচেতন পরীক্ষায় পাওয়া কঠিন।

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রক্ষেপণ অভীক্ষার সাধারণ শ্রেণীবিভাগ নিচে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হল :

প্রক্ষেপণ পদ্ধতি
(Projective Method)

- **সংযোগ মূলক**
  - a) সব্দ অনুসঙ্গ
  - b) রর্সা ইঙ্কব্লট অভীক্ষা
- **নির্মাণ মূলক**
  - a) TAT
  - b) CAT
- **নির্বাচন মূলক**
  - a) ছবি নির্বাচন অভীক্ষা
  - b) চিত্র বিন্যাস অভীক্ষা
- **সম্পূর্ণকরণ**
  - a) বাক্য সম্পূর্ণ করণ
  - b) যুক্তি সম্পূর্ণ করণ
- **প্রকাশ ধর্মী**
  - a) ড্র ম্যান অভীক্ষা
  - b) ঘর, মানুষ আঁকার অভীক্ষা
  - c) টয় ওয়ার্ল্ড অভীক্ষা

এখানে উল্লেখযোগ্য প্রধান কয়েকটি প্রক্ষেপণ অভীক্ষার আলোচনা করা হল :

A) রর্সা কালির ছাপের অভীক্ষা: (Rorchach Ink Blot Test) :

প্রতিফলনের অভিক্ষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় অভীক্ষা হল রর্সা কালির ছাপের অভীক্ষা । সুইস মনস্তত্ত্ববিদ **হারমান রর্সা** (Harmann Rorschach (1884-1922) অভীক্ষাটি তৈরি করেন। অভীক্ষাটি ব্যক্তির মানসিক বিশৃঙ্খলা (Mental Disorder) নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল । এই অভীক্ষায় রসার্ক অর্থবিহীন কালির ছাপ সম্বলিত ১০টি কার্ডের ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। অভীক্ষায় ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকে কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন-

- অভীক্ষার্থী চিত্রের কোন অংশ বা পুরো চিত্রটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছে, তা মূল্যায়ন করা হয়।
- চিত্রের আকার, গঠন, গাঢ়ত্ব, ছায়া, চলন ইত্যাদির ভিত্তিতে ব্যাখ্যার ধরন বিশ্লেষণ করা হয়।
- অভীক্ষার্থী চিত্রটিকে কীসের সঙ্গে তুলনা করছে—ব্যক্তি, প্রাণী, প্রকৃতি, বস্তু বা কল্পনাপ্রসূত কিছু।
- প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া সাধারণ না ব্যতিক্রমধর্মী, সেটি বিশ্লেষণ করা হয়।

অভীক্ষার কার্যপ্রণালী : অভীক্ষার ১০ টি কালির ছাপ সম্বলিত কার্ড ছিল, যার মধ্যে ৫ টি কালো ও ধূসর বর্ণের, ২ টি কালো ও লাল বর্ণের এবং বাকি ৩ টি অন্যান্য বর্ণের । অভীক্ষাটিকে নির্দিষ্ট পর্যায় অনুসারে প্রয়োগ করা হয়, যথা -

1. কার্ডের ছবিগুলিকে ব্যক্তির নিকট একটি নির্দিষ্ট ক্রমে এবং একক সময়ে একটিই উপস্থাপন করা হয়। পরীক্ষণীয় ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী একটি কার্ড দেওয়া হয় এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়— "তুমি এর মধ্যে কী দেখতে পাচ্ছ?" বা "কীরকম তোমার লাগছে?"
2. প্রতিক্রিয়া করার জন্য ব্যক্তিকে সময় দেওয়া হয় এবং একই বিষয়ের উপর তার ইচ্ছানুযায়ী একাধিক প্রতিক্রিয়াকে গ্রহণ করা হয়। তাকে কার্ডটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য উৎসাহিত করা হয়।
3. অভীক্ষার্থী যে উত্তর দেয়, তা লিখে রাখা বা টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।
4. প্রতিটি কার্ড প্রদর্শনের পর বিষয়বস্তুর বা প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা হয়।

চিত্র : অর্থবিহীন কালির ছাপ

স্কোরিং বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Scoring analysis and decision making):

এই অভীক্ষার স্কোর তৈরির জন্য প্রতিক্রিয়াগুলিকে সংকেতযুক্ত করা হয় এবং চারটি ভাগে ভাগ করে স্কোরিং করা হয়- (a) স্থান, (b) বিষয়, (c) মৌলিকত্ব, (d) নির্ধারক।

যেমন- (a) স্থান বা Location বলতে বোঝায়।

W- কার্ডের সামগ্রিক দর্শনকে বোঝায়।

w = কার্ডের না দেখা বিষয়কে নির্দেশ করে।

D= সামজিক বর্ণনাকে নির্দেক করে। ইত্যাদি

(b) বিষয় বা content বলতে প্রতিক্রিয়ার বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়।

(c)মৌলিকত্ব বা Originality হল প্রতিক্রিয়ার অভিনবত্ব। অর্থাৎ, একই কার্ড দেখে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া যখন প্রত্যেকের থেকে পৃথক বা অভিনব হয় তখন চিহ্ন দ্বারা প্রতিক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়।

(d) নির্ধারক বা determinant বলতে কালির ছাপের রূপ, রং, গতি, ছায়া (shade) কে বোঝানো হয়, যার ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়াকে চিহ্নযুক্ত করা হয় স্কোরিং-এর জন্য। এই অভীক্ষার মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীর সুপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

B) Thematic Appreciation Test (T.A.T) ও Children Appreciation Test (C.A.T) :

এখানে বহু অর্থবোধক বাস্তব ছবিকে উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নির্দেশ অনুযায়ী ওই ছবিটিকে কেন্দ্র করে গল্প গঠন করতে বলা হয়। এই ধরনের অভীক্ষার মধ্যে Thematic Appreciation Test (T.A.T) ও Children Appreciation Test (C.A.T) উল্লেখযোগ্য। মনোবিদ মারে এই অভীক্ষাটি প্রস্তুত করেন। এখানে মোট ১৯টি কার্ড আছে যার মধ্যে একটি একেবারে সাদা। বাকিগুলিতে বহু অর্থযুক্ত বাস্তব ছবি আছে। অভীক্ষার্থীকে উক্ত ছবির প্রেক্ষিতে একটি কাহিনি লিখতে বলা হয় যার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা থাকবে। সবশেষে সম্পূর্ণ সাদা কার্ডটি দেওয়া হয় যেখানে একটি ছবি কল্পনা করে কাহিনি লিখতে বলা হয়। অনুমান করা হয়, কল্পিত ছবিটিকে কেন্দ্র করে কাহিনি গঠন করার সময় অভিজ্ঞার্থী নিজের চিন্তাভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মানসিক দিকগুলি অবচেতনভাবে প্রকাশ ঘটায়। Ruth Strong-এর মতে, 'To some extent, the he reads into the pictures his own experience the responses made in the test situation also reveal the person's attitudes and ways of thinking in the situations."

শিশুদের জন্যও মারে এই ধরনের একটি অভীক্ষা গঠন করেন। একেই C.A.T. বলা হয়। এখানে মানুষের ছবির পরিবর্তে জন্তু-জানোয়ারের ছবি ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য সব T.A.T.-এর ন্যায়।

	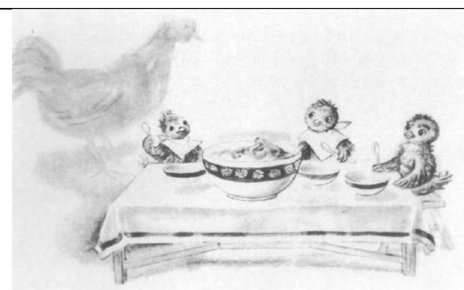
Thematic Appreciation Test (T.A.T)	Children Appreciation Test (C.A.T)

T.A.T. বা C.A.T-এর ছবিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়-

(১) ছবিগুলি কোনো স্থান-কাল নির্দেশ করে না।

(২) ছবিগুলি সুস্পষ্ট কোনো অর্থ বহন করে না।

(৩) ছবিগুলি কোনো গল্প সূচনা করে মাত্র।

(৪) ছবিগুলি এমনভাবে অঙ্কিত হয়েছে যাতে গল্পের আঙ্গিক সাধারণ মাপের।

(৫) শিশুরাও যাতে ছবিগুলির সাথে একাত্ম হতে পারে সেইভাবে ছবিগুলিকে নির্বাচন করা হয়েছে।

Thematic Apperception Test (T.A.T) ও Children Apperception Test (C.A.T) হল প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিত্বের অবচেতন দিকগুলি নিরূপণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এই অভীক্ষাগুলি গল্পের মাধ্যমে অভীক্ষার্থীর মানসিকতা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতাগুলি উদ্ঘাটিত করে। T.A.T.-এর ছবি ও গল্পে ব্যক্তির নিজস্ব ভাবনা প্রকাশ পায়, যা তার ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণে সহায়ক। শিশুদের জন্য নির্মিত C.A.T. তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝতে সহায়ক, যা শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য মূল্যায়নে অপরিহার্য। এই অভীক্ষাগুলি মানসিক দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলী চিহ্নিত করতে সহায়ক।

3.4 শিক্ষার উপর ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের প্রভাব (Impact on Education of Personality Measurement) :

ব্যক্তিসত্তার বিশ্লেষণ ও পরিমাপের ক্ষেত্রে গভীরতা অনুশীলন (Depth Analysis) একটি গুরুত্বপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুসারীরা মনে করেন, অবচেতন মন মানুষের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তি। এই অবচেতন মন বিশ্লেষণের জন্য তাঁরা বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছেন, যেমন মুক্ত অনুষঙ্গ, স্বপ্ন বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। পরবর্তীকালে মারে এই পদ্ধতিগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এসব পদ্ধতি আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বা শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তার গভীর বিশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

A. **রাশি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Statistical scientific analysis and measurement of personality):** আজকাল ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য রাশিবিজ্ঞানের কৌশল (statistical analysis) ব্যবহার করা হয়। বিশেষভাবে উপাদান বিশ্লেষণ (factor analysis) পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন উপাদান নির্ণয় করার চেষ্টা আধুনিক মনোবিদরা করেছেন। এই ধরনের পদ্ধতিকে আমরা পরিপূর্ণ পদ্ধতি বলতে পারি না কারণ, উপাদান বিশ্লেষণের জন্য ব্যক্তিকে কোন না কোন আদর্শায়িত অভীক্ষা দিতে হয়। এই অভীক্ষার স্কোরকে রাশি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। তাই এই ধরনের ব্যক্তিসত্তার অনুশীলন পদ্ধতিকে সহায়ক পদ্ধতি (auxiliary method) বলা যেতে পারে।

B. **জীবন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Observing life situations and measuring personality):** ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ও অভীক্ষা কৃত্রিম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করার চেষ্টা করে। তাই অনেক মনোবিদ ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য সংক্ষিপ্ত জীবন পরিবেশ (Miniature life situation) সৃষ্টি করে, তার মধ্যে অনুশীলন করার কথা বলেছেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তিসত্তাকে প্রকৃতভাবে অনুশীলন করতে হলে তাকে তার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিচার করতে হবে। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিসত্ত্বার বিভিন্ন সংলক্ষণকে অনুশীলন করার জন্য, একটি বিশেষ সময়ে তার প্রাত্যহিক কাজ লক্ষ্য করা হয়; এই অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তির আচরণের

সামঞ্জস্যতা (consistency) সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। অনেক সময় একটি ক্ষুদ্রাকারের কর্মপরিস্থিতি সৃষ্টি করে, ব্যক্তিসত্তার প্রতিক্রিয়ার অনুশীলন করে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

C. **পরীক্ষণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Testing and measurement of personality):** অনেক মনোবিদ ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি (laboratory Experiment) প্রয়োগ করে থাকেন। এইসব পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার সংবেদনগত ও অনুভূতিমূলক দিক বিশেষভাবে অনুশীলন করা যায়।

D. **অনুমান ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Assumptions and measurements of personality):** অনেক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের (prediction) ব্যবহার করা হয়। তবে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অনুমান নির্ভর বলে এর থেকে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং এই পদ্ধতি থেকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তার উপর নির্ভর করা যায় না।

E. **আদর্শ টাইপ ও ব্যক্তিত্ব পরিমাপ (Ideal Type and Measurement of Personality):** এ ছাড়া, ব্যক্তিসত্তার টাইপ (type) অনুশীলন করে, অনেক সময় তাকে পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। ব্যক্তিকে আদর্শ টাইপের (ideal type) দিক থেকে শ্রেণিবিভাগ করার মধ্যে যে বিভিন্ন তরুটি আছে, সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

F. **গভীরতা বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Depth analysis and Measurement of Personality):** ফ্রয়েড (Freud) এবং তাঁর অনুগামী মনোবিদগণ ব্যক্তিসত্তা অনুশীলনের জন্য বিশেষ ধরনের এক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যাকে বলা হয় গভীরতা অনুশীলন (depth analysis)। এই মত অনুযায়ী, ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের মূলে আছে অবচেতন মন (unconscious mind)। এই অবচেতন মনকে অনুশীলন করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। যেমন-বিশেষ ধরনের সাক্ষাৎকার (psychiatric interview), মুক্ত অনুষঙ্গ (free association), স্বপ্ন বিশ্লেষণ (dream analysis), সম্মোহন (hypnotism) ইত্যাদি। পরবর্তী কালে মনোবিদ মারে (Murry), এইসব পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

গভীরতা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যক্তিত্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে অবচেতন মানসিক প্রক্রিয়া অনুধাবন করে ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষের আচরণের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানে এই পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও এই পদ্ধতির বিভিন্ন দিক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে, ব্যক্তিসত্তার গভীরতর বিশ্লেষণে এই পদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

3.5 সারাংশ (Summary) :

এই অধ্যায়ে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা মূলত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও প্রক্ষেপণ পদ্ধতিতে বিভক্ত। বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন করা হয়, যেখানে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ব্যক্তি তার চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশ করে, যা তার ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণে সাহায্য করে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে পরীক্ষক সরাসরি ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করেন। প্রশ্নগুচ্ছ পদ্ধতিতে ব্যক্তির মানসিক গঠন ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করা হয়। প্রক্ষেপণ পদ্ধতিতে ব্যক্তির অবচেতন মানসিকতা ও লুকায়িত প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়। এই পদ্ধতির মধ্যে রসার্কের ইঙ্ক-ব্লট অভিক্ষা ও থিমেটিক অ্যাপারসেপশন অভিক্ষা (TAT) গুরুত্বপূর্ণ। রসার্ক পরীক্ষায় অর্থহীন কতগুলি ছবির ওপর ভিত্তিকরে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে তার অবচেতন মানসিক প্রবণতা বোঝার চেষ্টা করা হয়। TAT পরীক্ষায় প্রদত্ত চিত্রের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি যে গল্প রচনা করে, তা তার মানসিক গঠনের প্রতিফলন ঘটায়।

অধ্যায়ের শেষাংশে ব্যক্তিত্ব অভীক্ষার শিক্ষাগত তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্তিত্ব পরিমাপ শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রবণতা, শেখার ধরন ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়, যা তাদের শিক্ষামূলক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

3.6 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. ব্যাক্তিত্ব পরিমাপের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।

২. রর্সাকের ইঙ্কব্লট অভীক্ষার বর্ণনা দাও।

৩. ব্যাক্তিত্ব পরিমাপের বিশ্লেষণ পদ্ধতি কি ? এর শ্রেণীবিভাগ গুলি আলোচনা করো ।

৪. ব্যাক্তিত্ব পরিমাপের প্রক্ষেপণ পদ্ধতির ধারণা দাও । এই পদ্ধিতির বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করো ।

৫. সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ধারণা লেখো ।

৬. প্রশ্নগুচ্ছের ধারণা দাও, প্রশ্নগুচ্ছের কয়েকটি ধরন লেখো ।

৭. রেটিং স্কেল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো ।

3.7 গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, I. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt. Lted. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.himl

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modem Educational Psychology", Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata,

Pal, D., Dhar, D., Das, M., and Banerjee, P. (2012). Psychology of Teaching and Learning, Rita Book Agency, Kolkata.

Ray, S. (2010). Educational Psychology, Soma Book Agency, Beniatola Lane, Kolkata.

Unit : 5 বুদ্ধি (Intelligence)

5.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

5.2. ভূমিকা (Introduction)

5.3. বুদ্ধির ধারণা এবং সংজ্ঞা (Concet and Definations of Intelligence)

5.4. বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Intelligence)

5.5 বুদ্ধির তত্ত্ব সমূহ (Theory of Intelligence)

5.5.1 বুদ্ধির দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Two Factor Theory of Intelligence)

5.5.2 থর্নডাইকের বহু-উপাদানের তত্ত্ব (E. L Thorndike's Multi-factor theory of Intelligence):

5.5.3 গিলফোর্ডের বুদ্ধির ত্রি-মাত্রিক তত্ত্ব (Three Dimension theory of Intelligence)

5.6 বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test) এবং বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার (Uses of Intelligence Test)

5.7. সারাংশ (Summary):

5.8. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

5.9. গ্রন্থপঞ্জি (References)

5.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

- শিক্ষার্থীরা বুদ্ধি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গঠন করতে পারবে ।
- শিক্ষার্থীরা বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে ।
- স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি জানতে পারবে ।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে বুদ্ধির তত্ত্বের গুরুত্ব গুলি জানতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের প্রক্ষেপণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে ।
- বুদ্ধির পরিমাপ ও তার বিভিন্ন পদ্ধতি গুলির সাথে পরিচিত হবে ।
- শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে ।

5.2. ভূমিকা (Introduction)

বুদ্ধি (Intelligence) মানুষের একটি মৌলিক মানসিক ক্ষমতা, যা জ্ঞানার্জন, সমস্যা সমাধান এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা নির্দেশ করে। এটি ব্যক্তির চিন্তা, যুক্তি, এবং বোধগম্যতার প্রতিফলন। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা মানুষের মানসিক দক্ষতাকে বুঝতে সহায়তা করে। এই অধ্যায়ে বুদ্ধির ধারণা, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব, থর্নডাইকের বহু-উপাদান তত্ত্ব, এবং

গিলফোর্ডের ত্রি-মাত্রিক তত্ত্ব। এছাড়াও, বুদ্ধি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত অভীক্ষা (Intelligence Test) এবং এর শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

5.3 বুদ্ধির ধারণা এবং সংজ্ঞা (Concet and Definations of Intelligence)

আমরা সাধারণত "বুদ্ধি" শব্দটি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। যেমন - বুদ্ধি বেশি হলে পরীক্ষায় ভালো ফল হবে, সবার বুদ্ধি সমান হয় ন, সুকৌশলে বা সফলভাবে কেউ কাজ করলে বলি তার বুদ্ধি আছে ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বা পরিবার-পরিজনের গুণী ব্যক্তিরা আলোচনা সাপেক্ষে বুদ্ধির কথা বলে । তবে, বুদ্ধির বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আলাদা হতে পারে এবং মনোবিদদের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধও রয়েছে। বিভিন্ন মনোবিদ পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধির ধারণা দিয়েছেন। বলা হয়, পৃথিবীতে যতজন মনোবিজ্ঞানী আছেন, ততটি বুদ্ধির সংজ্ঞা রয়েছে। প্রত্যেক মনোবিদ বুদ্ধির কিছু গুণ বা কার্যকারিতার ওপর জোর দিয়েছেন। তবে, সকলেই একমত যে বুদ্ধি একটি অত্যন্ত জটিল মানসিক ক্ষমতা এবং এটি ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা।

বুদ্ধির সংজ্ঞা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা প্রদান করেন। মনোবিদ পিন্টনার বুদ্ধির সংজ্ঞাগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যা বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগী। এই চারটি শ্রেণী হলো: (১) জৈবিক সংজ্ঞা, (২) শিক্ষামূলক সংজ্ঞা, (৩) মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত সংজ্ঞা, এবং (৪) পরীক্ষা নির্ভর সংজ্ঞা। নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হল -

জৈবিক সংজ্ঞা (Biological definition):

- মনোবিজ্ঞানী William Stern বলেছেন, "It is a general mental adaptability to new problems and condition of life." অর্থাৎ জীবনের নতুন সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করার সাধারণ মানসিক ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।
- মনোবিদ Wells বলেছেন, "Intelligence means precisely the property of so recombining our behaviour pattern as to act better in novel situation." অর্থাৎ মনের যে গুণের দ্বারা আমাদের আচরণ ধারাগুলি কিছুটা বদল করে কিছুটা গুছিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে আরও ভালভাবে প্রতিক্রিয়া করা যায় তাই হল বুদ্ধি।
- মনোবিজ্ঞানী Paterson-এর মতে "Intelligence seems to be a biological mechanism by which the effects of a complexity of stimuli are brought together and given a somewhat unified effect in behaviour." অর্থাৎ বুদ্ধি হল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোনো জটিল উদ্দীপকগুলিকে একত্র করে তার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া করা যায়।

- মনোবিদ Edwards বলেছেন -"Capacity for variability and versatility of response" অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বহুমুখী প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলে।

এই প্রকার সংজ্ঞাগুলিতে মানুষের অভিযোজনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

শিক্ষামূলক সংজ্ঞা (Educational Definition)

- Buckingham বলেছেন, "Intelligence is the ability to learn" অর্থাৎ শেখার ক্ষমতাই হল বুদ্ধি
- মনোবিজ্ঞানী Colvin এর মতে "An individual possesses intelligence in so far as he has learned or can learn to adjust himself to his environment." একজন ব্যক্তির ততখানিই বুদ্ধি আছে যতখানি সে শিখেছে অথবা যতখানি তার পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করার জন্য সে শিখতে পারে।
- মনোবিজ্ঞানী Hollingworth বলেছেন, "An intelligent person learns how to do and how to get what is wanted." একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কীভাবে করতে হবে এবং কী চাওয়া হচ্ছে তা বুঝে শিখে ফেলে।

এই সংজ্ঞাগুলিতে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অর্জন, পরিবেশ, পরিস্থিতি থেকে শেখার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত সংজ্ঞা (Definition based on mental capacity)

- আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet) ১৯৬৩ সালে বুদ্ধির পরিমাপ করতে গিয়ে বলেছেন যে, বুদ্ধি হল একটি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা, যার মধ্যে রয়েছে বিমূর্ত বস্তুর বিচার, উত্তম উপলব্ধি, স্বচ্ছ চিন্তাধারা, কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য চিন্তা-ভাবনা যুক্ত করা এবং আত্মসমালোচনা করার ক্ষমতা।
- মনোবিদ টারম্যান (Terman) বলেছেন, "An individual is intelligent in propor- tion as he is able to carry on abstract thinking." অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি তার বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতার সমানুপাতী।
- মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক (E. L. Thorndyke) এর মতে "অনুষঙ্গ বা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগসাধনের ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।"
- ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী চার্লস স্পিয়ারম্যান (Spearman) বলেছেন, "Intelligence is a general intellectual capacity"-বুদ্ধি হল সাধারণ মানসিক ক্ষমতা।
- মনোবিদ ক্যাটেল (R. B. Cattell) বলেছেন, "Intelli- gence is a capacity to acquire capacities."-বুদ্ধি হল এমন ক্ষমতা যা অন্য ক্ষমতা অর্জন করতে সাহায্য করে।

এখানে ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি আসলে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতার সমষ্টি।

পরীক্ষানির্ভর সংজ্ঞা (Experimental Definition)

- মনোবিদ বলার্ড (Ballard) বুদ্ধি সম্পর্কে বলেছেন, "A relative general efficiency of the mind measured under similar conditions of knowledge, interest and habituation."-একই ধরনের জ্ঞান, আগ্রহ ও পরিবেশের মধ্যে মনের আপেক্ষিক ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলা হয়।
- মনোবিজ্ঞানী পিয়েরন (Pieron) বুদ্ধির ধারণা দিয়ে বলেছেন, "Intelligence does not exist in the mental mechanism, it is only an effect a functional resultant under certain defined condition, a behaviour value."-বুদ্ধি কোনো মানসিক কৌশল নয়, নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে আচরণের মূল্যমান নির্ণয়করণই হল বুদ্ধি।

এখানে বুদ্ধির কার্যকারিতা এবং পরীক্ষামূলক ফলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোন একটি সংজ্ঞা বুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। তবে, বুদ্ধির সংজ্ঞা দেওয়ার চেয়ে তার বিবরণ দেওয়া মনোবিজ্ঞানীদের কাছে বেশি প্রাধান্য পায়, কারণ বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে পারস্পরিক বিরোধও নেই। মনোবিজ্ঞানী স্টোডার্ড (Stoddard) বুদ্ধির একটি বিশদ বিবরণ দিয়ে বুদ্ধির ৯ টি বৈশিষ্ট্য বা গুণ উল্লেখ করেছেন, যা হল- কাঠিন্য (Difficulty), জটিলতা (Complexity), বিমূর্ততা (Abstractness), পরিমিত প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা (Economy), উদ্দেশ্যমুখী অভিযোজনের ক্ষমতা (Adaptiveness to a goal), সামাজিক মূল্য (Social value), সৃজনধর্মিতা (Creativeness), একাগ্রতা (Concentration) এবং প্রাক্ষোভিক রোধ (Emotional Resistance)। এই গুন বা বৈশিষ্ট্য গুলি একত্রে বুদ্ধি সম্পর্কিত একটি গ্রহণযোগ্য ধারণা দিয়ে তিনি বলেন - কঠিন, বিমূর্ত, জটিল পরিস্থিতিতে প্রাক্ষোভিক শক্তির রোধকে অতিক্রম করে একাগ্রতার সঙ্গে অল্প পরিশ্রমে সামাজিক মূল্যসম্পন্ন উদ্দেশ্যমুখী সৃজনমূলক কাজ করার ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।

5.4 বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Intelligence)

বুদ্ধির সংজ্ঞা গুলিকে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে মনোবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধির প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই বুদ্ধির সর্বজন গ্রাহ্য এবং নির্দিষ্ট সংজ্ঞাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া যায় না। তাই বুদ্ধির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করলে বুদ্ধি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা সম্ভব। বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যের প্রধান দিক গুলি হল -

- বুদ্ধি হল একপ্রকার মৌলিক মানসিক ক্ষমতা, যা ব্যক্তির কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

- বুদ্ধি ব্যক্তি কে যেকোনো ধরনের নতুন অথবা পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। মনোবিদ উইলিয়াম স্টার্ন মতে - জীবনের নতুন সমস্যা বা পরিস্থিতির সাথে অভিযোজন করার সাধারন ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।
- বুদ্ধি হল বিমুর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা। যা ব্যক্তিকে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপলব্ধি ও তাৎপর্য নির্ণয়ে সাহায্য করে।
- বুদ্ধি মানুষের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি উন্নত করতে সাহায্য করে, যেমন চিন্তন, বিচার করণ, অনুকরণ ইত্যাদি।
- মনোবিদগণের মতে বুদ্ধি জন্মগত ও অর্জিত উভয় প্রকারের হতে পারে।
- বুদ্ধি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতার নীতি কে অনুসরণ করে থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি বিভিন্ন ধরনের হয়।
- আধুনিক মনোবিদগণের মতে বুদ্ধি বহু সংখ্যক উপাদান নিয়ে গঠিত।
- অন্যান্য মানসিক বৈশিষ্ট্য গুলির মত বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করে ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

5.5 বুদ্ধির তত্ত্ব সমূহ (Theory of Intelligence) :

বুদ্ধি মানুষের মানসিক দক্ষতা, চিন্তা-ভাবনা, এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার প্রতিফলন। এটি ব্যক্তির জ্ঞানার্জন, যুক্তি, এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা নির্দেশ করে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির প্রকৃতি ও গঠন বোঝার জন্য নানা তত্ত্ব প্রদান করেছেন। এই তত্ত্বগুলি বুদ্ধির বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্যকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে। যেমন, কিছু তত্ত্ব বুদ্ধিকে একক ক্ষমতা হিসেবে দেখে, আবার কিছু তত্ত্ব একে বহুমুখী ক্ষমতার সমন্বয় বলে বিবেচনা করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বুদ্ধির তত্ত্ব হলো:

a) দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (চার্লস স্পিয়ারম্যান, ১৯০৪)
b) বহু-উপাদান তত্ত্ব (ই. এল. থর্নডাইক, ১৯২৭)
c) ত্রি-মাত্রিক তত্ত্ব (জে. পি. গিলফোর্ড, ১৯৬৭)
d) বহুমুখী বুদ্ধি তত্ত্ব (হাওয়ার্ড গার্ডনার, ১৯৮৩)
e) ত্রি-স্তরীয় বুদ্ধি তত্ত্ব (রবার্ট স্টার্নবার্গ, ১৯৮৫)

5.5.1 বুদ্ধির দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Two Factor Theory of Intelligence)

ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী চার্লস স্পীয়ারম্যান ১৯০৪ সালে তাঁর বুদ্ধি স্পর্কিত দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি 'American journal of psychology' তে "General Intelligence objectivity determined and measured" প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সমস্ত বুদ্ধিগত প্রক্রিয়ার মধ্যে দুটি উপাদান রয়েছে। যার একটি উপাদান হল সাধারণ ক্ষমতা (general ability) যাকে 'G' উপাদান('G' factor) বলা হয়, আর

অপর উপাদানটি হলো বিশেষ ক্ষমতা(specific ability) যাকে 'S' উপাদান (S factor) বলা হয়। 'G' উপাদান হচ্ছে ব্যক্তির সাধারণ শক্তি বা ক্ষমতা যা সমস্ত কাজের মধ্যে বর্তমান থাকে।একজন ছাত্র যদি দ্রুত নতুন জ্ঞান গ্রহণ এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়, তবে তার সাধারণ ক্ষমতা(G factor)শক্তিশালী।যেমন নতুন ভাষা শিখতে দক্ষ ব্যক্তি সাধারণভাবে অন্য বিষয়ও দ্রুত শিখতে পারে।

আর 'S' উপাদান হচ্ছে ব্যাক্তির একটি বিশেষধর্মী শক্তি বা ক্ষমতা যার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষতা দেখাতে পারে। যেমন-সংগীত, ফুটবল খেলা, প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম বিশেষ ক্ষমতা বা 'S' উপাদান আছে। কোন বিশেষ একটি বিষয়ে আমাদের বুদ্ধি নির্ভর করে 'G' ও 'S'-এর সম্মিলিত শক্তির উপর। অর্থাৎ স্পিয়ারম্যানের মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা দু প্রকার - সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ও বিশেষ মানসিক ক্ষমতা। এই কারণেই স্পিয়ারম্যানের মানসিক ক্ষমতার মতবাদকে দি উপাদান তত্ত্ব বা Two Factor theory বলা হয়।

A. সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা General Mental Ability : এই মানসিক উপাদানের সাহায্যে মানুষ সমস্ত বৌদ্ধিক কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এটি পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বজায় রাখে।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

i) **জন্মগত:** G ফ্যাক্টর একটি সহজাত ক্ষমতা যা ব্যক্তি জন্মগতভাবেই পেয়ে থাকে। এটি কোনো প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত নয়।

ii) **সর্বজনীন:** এই ফ্যাক্টর প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। এটি সর্বজনীন ক্ষমতা, যা প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে কমবেশি ভূমিকা পালন করে।

iii) **চিন্তা, স্মৃতি এবং শেখার ক্ষমতা নির্দেশ করে:** G ফ্যাক্টর ব্যক্তির চিন্তা করার দক্ষতা, স্মৃতি ধরে রাখার ক্ষমতা, এবং নতুন বিষয় শেখার সামর্থ্যকে চিহ্নিত করে।

iv) **সাধারণ মানসিক শক্তি:** এটি একটি সামগ্রিক মানসিক শক্তি যা সব ধরনের মানসিক কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

v) **সমস্ত কাজেই প্রয়োজন:** ব্যক্তির প্রত্যেক কার্যক্রমে G ফ্যাক্টরের ভূমিকা অপরিহার্য। G ছাড়া কোনো কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

vi) **G বেশি হলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি:** যেসব ব্যক্তির G ফ্যাক্টরের পরিমাণ বেশি, তাদের জ্ঞানার্জন ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।

vii) **পরিমাণে বৈষম্য:** বিভিন্ন ব্যক্তির G ফ্যাক্টরের পরিমাণে পার্থক্য থাকে, যা তাদের মানসিক ক্ষমতার ভিন্নতা নির্দেশ করে।

viii) **অপরিবর্তনীয়:** G ফ্যাক্টর একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য, যা প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিবর্তন হয় না। এটি ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার নির্ধারিত অংশ।

ix) **সঞ্চালনশীল:** যাদের G ফ্যাক্টর বেশি, তারা এক বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। এটি তাদের বুদ্ধিমত্তার বহুমুখীতা নির্দেশ করে।

x) **বিকাশশীল:** বুদ্ধির এই উপাদান সাধারণত কৈশোরকাল পর্যন্ত বিকশিত হয়। এই বিকাশ আচরণ এবং মানসিক সক্ষমতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

xi) **অভিযোজনের মাধ্যমে প্রকাশিত:** G ফ্যাক্টর পরিবেশের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়ার দক্ষতা প্রদর্শন করে। অভিযোজনের সফলতা এই ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

xii) **মৌলিক ক্ষমতার সমষ্টি:** এই ফ্যাক্টর একাধিক মৌলিক মানসিক ক্ষমতার সমন্বয়ে গঠিত। এটি একক নয়, বরং একটি সম্মিলিত শক্তি।

B. বিশেষ মানসিক ক্ষমতা বা Special Mental Ability :

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) : এই মানসিক উপাদান বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

i) **নির্দিষ্ট দক্ষতার প্রতীক:** 'S' উপাদান কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট দক্ষতা বা ক্ষমতাকে নির্দেশ করে, যেমন সংগীত, ক্রীড়া, বা ভাষা শিক্ষার দক্ষতা।

ii) **একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন বিশেষ ক্ষমতা থাকতে পারে:** একজন ব্যক্তির একাধিক বিশেষ দক্ষতা থাকতে পারে, এবং এগুলোর পরিমাণ ব্যক্তি বিশেষে কম বা বেশি হতে পারে।

iii) **নির্দিষ্ট কাজে প্রযোজ্য:** 'S' উপাদান কোনো নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী বিশেষ শক্তি। এটি নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে প্রয়োগ করা যায় না।

iv) **ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য:** বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 'S' উপাদানের পরিমাণে পার্থক্য দেখা যায়, যা তাদের দক্ষতা এবং ক্ষমতার ভিন্নতা নির্দেশ করে।

v) **বিশেষ প্রকৃতির:** নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন। যেমন, অঙ্ক করার জন্য অঙ্কের বিশেষ ক্ষমতা এবং সংগীতের জন্য সংগীতের বিশেষ দক্ষতা দরকার।

vi) **অর্জিত ক্ষমতা:** 'S' উপাদান সহজাত নয়; এটি পরিবেশ থেকে শেখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ব্যক্তির প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা এর বিকাশে সহায়ক।

vii) **সব কাজে এক রকম নয়:** 'S' উপাদানের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন টাইপ করার জন্য এক ধরনের বিশেষ দক্ষতা এবং লেখার জন্য আরেক ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন।

viii) **পেশাগত সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ:** ব্যক্তির পেশাগত সাফল্যের জন্য নির্দিষ্ট মানসিক দক্ষতা প্রয়োজন। যেমন, একজন শিক্ষকের জন্য সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষ দক্ষতা আবশ্যিক।

ix) **সংখ্যাধিক্য:** ‘S’ উপাদান একক নয়; এটি বহু সংখ্যক। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ‘S’ উপাদান বিদ্যমান থাকে।

x) **নিরপেক্ষতা এবং গুণগত মান নির্ধারণ করে:** এক প্রকার বিশেষ মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে আরেক প্রকারের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। এটি ব্যক্তির নির্দিষ্ট কাজের গুণগত মান নির্ধারণের সহায়ক।

xi) **G এবং S এর যৌথ ভূমিকা:** G এবং S উপাদানের সমন্বয়েই মানসিক কাজের সম্পাদন হয়। G ফ্যাক্টর সামগ্রিক মানসিক শক্তি দিলেও S ফ্যাক্টর নির্দিষ্ট কাজের দক্ষতা প্রদান করে।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের জ্যামিতিক চিত্র (Geometric diagram of two-factor theory):

স্পিয়ারম্যানের তত্ত্ব অনুসারে, কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া দুটি উপাদানের উপর নির্ভর করে: **G ফ্যাক্টর** এবং **S ফ্যাক্টর**। G ফ্যাক্টর হলো সাধারণ মানসিক ক্ষমতা, যা প্রতিটি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সর্বজনীন। অন্যদিকে, S ফ্যাক্টর হলো নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতা। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল :

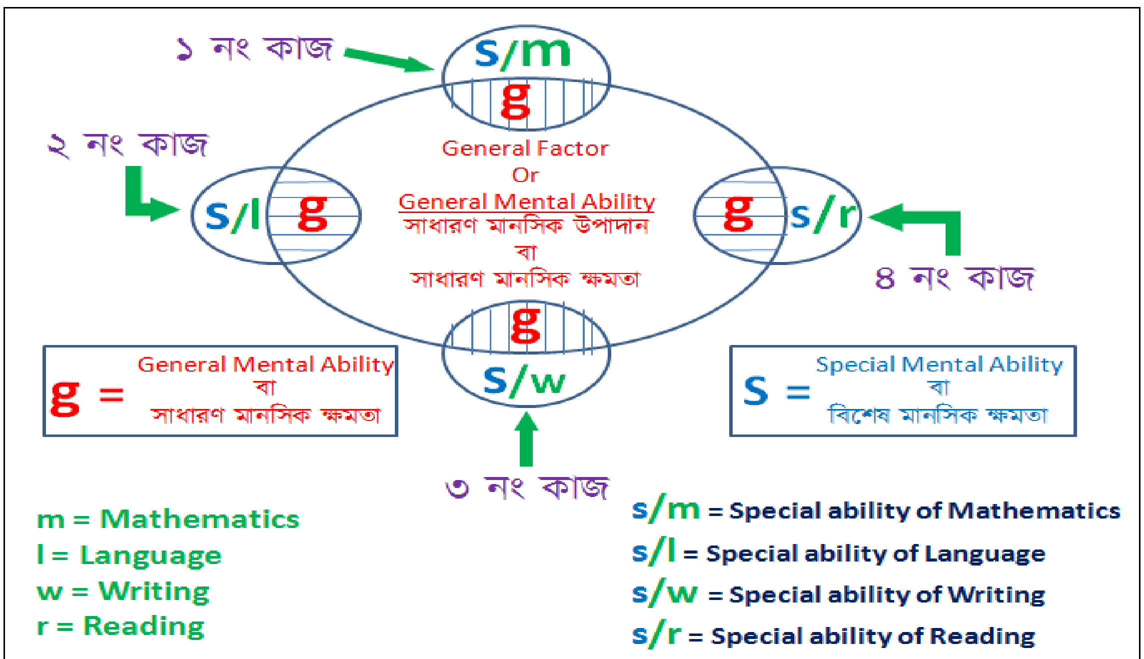

চিত্র : স্পিয়ারম্যানের দ্বি উপাদান তত্ত্বের জ্যামিতিক উপস্থাপন

(Source : https://lifeonedu.blogspot.com/2017/10/spearmans-two-factor-theory.html)

স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে সহজে বোঝানো যায়। চিত্রে ব্যক্তির সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা General Mental Ability (G)-এর পূর্ণ আধারটিকে একটি বড় উপবৃত্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিশেষ মানসিক ক্ষমতাগুলো বা Special Mental Abilities (S) এক

একটি ছোট উপবৃত্তের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বড় উপবৃত্তটি পুরো মানসিক ক্ষমতার সাধারণ অংশ (G) নির্দেশ করে, যা প্রতিটি কাজে বিদ্যমান। ছোট উপবৃত্তগুলো বিভিন্ন নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ মানসিক ক্ষমতা (S) চিহ্নিত করে।

বিশেষ মানসিক ক্ষমতার উদাহরণ

- **গাণিতিক কাজ (s/m):** ১ নং কাজের উপবৃত্তটি গাণিতিক বিশেষ মানসিক ক্ষমতা নির্দেশ করে, যা অঙ্ক কষার জন্য প্রয়োজন।
- **ভাষা সংক্রান্ত কাজ (s/l):** ২ নং কাজের উপবৃত্তটি ভাষা সংক্রান্ত বিশেষ মানসিক ক্ষমতা নির্দেশ করে, যা কথা বলা বা ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজন।
- **লেখা সংক্রান্ত কাজ (s/w):** ৩ নং কাজের উপবৃত্তটি লেখা সংক্রান্ত বিশেষ মানসিক ক্ষমতা নির্দেশ করে, যা লেখালেখির দক্ষতার জন্য প্রয়োজন।
- **পঠন সংক্রান্ত কাজ (s/r):** ৪ নং কাজের উপবৃত্তটি পঠন সংক্রান্ত বিশেষ মানসিক ক্ষমতা নির্দেশ করে, যা পড়ার দক্ষতার জন্য প্রয়োজন।

G এবং S-এর সম্পর্ক

- প্রতিটি ছোট উপবৃত্তে কিছুটা G (সাধারণ মানসিক ক্ষমতা) এবং কিছুটা S (বিশেষ মানসিক ক্ষমতা) অন্তর্ভুক্ত।
- G সকল কাজে অভিন্ন এবং সব ধরনের মানসিক কার্যক্রমে সমানভাবে প্রয়োগ হয়।
- S একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো মিল নেই এবং প্রতিটি S নির্দিষ্ট কাজের জন্যই প্রযোজ্য।

এই জ্যামিতিক উপস্থাপনা থেকে বোঝা যায় যে G একটি সর্বজনীন শক্তি, যা সব কাজের ভিত্তি, এবং S হলো নির্দিষ্ট দক্ষতার প্রকাশ যা প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয়।

সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ও বিশেষ মানসিক ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য (Difference between General Mental Ability and Special Mental Abilities) :

পার্থক্যের ক্ষেত্র	সাধারণ মানসিক ক্ষমতা (G)	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা (S)
1) সংজ্ঞা	এই মানসিক উপাদানের সাহায্যে মানুষ সমস্ত বৌদ্ধিক কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এটি পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বজায় রাখে।	এই মানসিক উপাদান বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধিক কাজে ব্যবহৃত হয়।
2) স্বরূপ	সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধি সাধারণধর্মী।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা বিশেষধর্মী।
3) সংখ্যা	সাধারণ মানসিক ক্ষমতা একক ক্ষমতা,	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সংখ্যায় বহু।

	এটি সকল প্রকার কাজে অপরিহার্য।	
4) প্রকৃতি	সাধারণ মানসিক ক্ষমতা জন্মগত।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা কিছুটা জন্মগত, কিছুটা অর্জিত।
5) অভীক্ষা	সাধারণ মানসিক ক্ষমতা পরিমাপের জন্য বুদ্ধি অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। এর সূচক হল বুদ্ধ্যঙ্ক।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা পরিমাপের জন্য প্রবণতা অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। এটি সূচকহীন।
6) বয়সের প্রভাব	সাধারণ মানসিক ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বিকাশলাভ করে।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে বয়সের সীমারেখা নেই।
7) কর্মভেদে পরিবর্তন	সাধারণ মানসিক ক্ষমতার পরিমাণ কর্মভেদে পরিবর্তনশীল।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতায় কর্মভেদে প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে।
8) সর্বজনীনতা	সাধারণ মানসিক ক্ষমতা সর্বজনীন।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সর্বজনীন নয়।
9) বণ্টন	সাধারণ মানসিক ক্ষমতা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত হয়।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত হয় না।
10) অনুশীলন	সাধারণ মানসিক ক্ষমতা অনুশীলনসাপেক্ষ নয়।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা অনুশীলনসাপেক্ষ।
11) বিশেষজ্ঞ তৈরি	সাধারণ মানসিক ক্ষমতা কর্মনিপুণ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তৈরি করতে পারে না।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সহায়তায় কর্মনিপুণ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তৈরি করতে পারে।
12) অভিজ্ঞতার ব্যবহার	সাধারণ মানসিক উপাদান পূর্বের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন কর্মে সঞ্চালনের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা পূর্বের অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সঞ্চালনে খুব কম ব্যবহৃত হয়।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের গাণিতিক ব্যাখ্যা (Mathematical explanation of the two-component theory):

প্রশিবিজ্ঞানের সাহায্যে অভীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে স্পীয়ারম্যান দেখেছিলেন যে সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ককে তিনি একটি সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেছিলেন। এই সূত্রটি হল-

$$rap \times rbq - raq \times rbp = 0$$

স্পীয়ারম্যান এই সূত্রটিকে টেট্রাড সমীকরণ (Tetrad equation) বলা হয়, কারণ এই সূত্রটিতে 4টি (tetrad = a group of four) অভীক্ষার ফলের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এই সূত্রটির বাঁ দিকটিকে বলা হয়

টেট্রাড পার্থক্য (tetrad difference)। এখানে টেট্রাড পার্থক্য শূন্য হওয়ার জন্য স্পীয়ারম্যান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে উপরি উক্ত চারটি অভীক্ষার মধ্যে প্রত্যেকটিতে একটি সাধারণ শক্তি ও একটি বিশেষ শক্তি আছে।

সমালোচনা ও সংশোধন (Criticism and Correction): ব্যালার্ড (Ballard), থর্ণডাইক (Thorndike), টম্পসন (Thompson), প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্বের মধ্যে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে বুদ্ধির 'G' এবং 's' এই দুটি উপাদানের সাহায্যে সবরকম বৌদ্ধিক কাজের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁদের এই সমালোচনার ফলে স্পীয়ারম্যান পরবর্তীকালে (১৯২০) তাঁর দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি সংশোধন করে ঐ দুটি উপাদানের সঙ্গে আরও একটি দলগত উপাদান (group factor) যোগ করেন। এই দলগত উপাদানটি 'g'-এর মত সবক্ষেত্রে বর্তমান থাকে না, আবার 's'-এর মত কোন একটি কাজের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়।

স্পীয়ারম্যান তাঁর বুদ্ধির দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি সংশোধিত করার পরও টম্পসন, থার্সটোন, প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ এই তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত বলে মেনে নিতে পারেননি। মনোবিজ্ঞানী টম্পসনের মতে আমাদের বুদ্ধিমূলক সব কাজের মধ্যেই যে সাধারণ শক্তি বর্তমান থাকে একথা বলা যায় না। মনোবিজ্ঞানী থার্সটোন বলেছেন যে বিভিন্ন প্রকার বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও স্পীয়ারম্যানের বুদ্ধির সাধারণ শক্তি ('g') কিংবা দলগত উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তাঁর মতে আমাদের বুদ্ধির মূলে সাতটি প্রাথমিক মানসিক শক্তি বর্তমান আছে। স্পীয়ারম্যানের বুদ্ধির তত্ত্বটির এইসব সমালোচনাগুলির যথার্থতা স্বীকার করে নিলেও একথা সত্য যে স্পীয়ারম্যানের বুদ্ধির দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে বুদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছে।

শিক্ষাগত তাৎপর্য(Educational significance)

স্পিয়ারম্যানের দ্বি উপাদান তত্ত্বের (Two-Factor Theory of Intelligence) শিক্ষাগত তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষমতা এবং শিক্ষাণ পদ্ধতিকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। এই তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি দিক থেকে প্রাসঙ্গিক। নিচে এর শিক্ষাগত তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

1. **সার্বিক বুদ্ধিমত্তার মূল্যায়ন(Evaluation of general intelligence):** স্পিয়ারম্যানের তত্ত্ব অনুযায়ী, সাধারণ মানসিক ক্ষমতা(g-factor) শিক্ষার্থীদের সার্বিক বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি। শিক্ষার্থীর সাধারণ বুদ্ধিমত্তা মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তাদের শেখার সামর্থ্য এবং জটিল বিষয় বুঝতে পারার ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা পান।

2. **নির্দিষ্ট দক্ষতার মূল্যায়ন(Evaluation of specific ability):** এস-ফ্যাক্টর (s-factor) শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ে বা দক্ষতায় বিশেষ প্রতিভা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ অঙ্কে ভালো হতে পারে, কেউবা সঙ্গীত বা শিল্পকলায় পারদর্শী হতে পারে। শিক্ষার্থীর এই বিশেষ দক্ষতা চিহ্নিত করে তাদের সেই বিষয়ে উৎসাহিত করা যেতে পারে, যা তাদের স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ক।
3. **পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা(Curriculum planning):** পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় শিক্ষার্থীর সাধারণ ক্ষমতা ও বিশেষ ক্ষমতা উভয়কেই বিবেচনা করা উচিত। পাঠ্যক্রম এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে সাধারণ বুদ্ধি উন্নয়নের পাশাপাশি বিশেষ দক্ষতা বিকাশের সুযোগ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞান, অঙ্ক এবং ভাষার সাধারণ দক্ষতা তৈরির পাশাপাশি সৃজনশীল বিষয়গুলো (যেমন সঙ্গীত, চিত্রকলা) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
4. উপযুক্ত **শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন(Identification of appropriate teaching method):** উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা। এই তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি বৈষম্যের দিকটি বিবেচনা করে উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি সহজে নির্ণয় করা যায়। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে এই স্পিয়ারম্যানের দ্বি উপাদান তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
5. **মূল্যায়ন ও পরীক্ষা(Evaluation and Examination):** শিক্ষার্থীর দক্ষতা এবং জ্ঞান পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে g-ফ্যাক্টর এবং s-ফ্যাক্টরের ধারণা খুবই কার্যকর। একাধিক ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাধারণ এবং নির্দিষ্ট বুদ্ধিমত্তা উভয়ই মূল্যায়ন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি যৌথ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে সাধারণ বুদ্ধি (যেমন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা) এবং নির্দিষ্ট দক্ষতা (যেমন সঙ্গীত বা ক্রীড়া) উভয়কে মূল্যায়ন করা উচিত।
6. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ(Teachers training):** শিক্ষকদের শেখানো উচিত কীভাবে শিক্ষার্থীদের সাধারণ ক্ষমতা ও বিশেষ ক্ষমতা চিহ্নিত করা যায় এবং তাদের শিখন ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শিক্ষাদান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শিক্ষার্থী সাধারণ বুদ্ধিমত্তায় দুর্বল হয়, তবে তাদের জন্য অতিরিক্ত সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা উচিত।
7. **প্রতিভা চিহ্নিতকরণ(Talent identification):** বিশেষ ক্ষমতা (S-factor) ব্যবহার করে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা যায় এবং তাদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ বা সুযোগ তৈরি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সঙ্গীতে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সঙ্গীত ক্লাস রাখা যেতে পারে।
8. **শিখনের বৈচিত্র্য (Diversity of learning):** স্পিয়ারম্যানের তত্ত্ব শিখন ক্ষমতার বৈচিত্র্যেকে গুরুত্ব দেয়। যে শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষমতা এবং আগ্রহ বিভিন্ন, তাদের জন্য শিখন পরিবেশ এবং শিক্ষণ পদ্ধতিকে বৈচিত্র্যময় করা দরকার।
9. **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী নির্বাচন(Selection of co-curricular activities):** এই তত্ত্বের মাধ্যমে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী নির্বাচন করা সহজ হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কি ধরনের পারদর্শিতা বা সক্ষমতা রয়েছে তা জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে সাহায্য করে।

10. **দুর্বল শিক্ষার্থীদের সহায়তা(Help for weak students):** যে সকল শিক্ষার্থীদের সাধারণ ক্ষমতা (G-factor) দুর্বল, তাদের আরও মনোযোগ এবং সহায়তা দেওয়া উচিত। বিশেষ ক্ষমতায় (S-factor) দুর্বল শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়গুলোতে অতিরিক্ত উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।
11. **মানসিক ক্ষমতা নির্ণয়(Determination of mental ability):** শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা নির্ণয় করা যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা কিভাবে ও কতটা শিখতে পারবে তা বোঝা সম্ভব হয়।

স্পিয়ারম্যানের দ্বি উপাদান তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাধারণ এবং বিশেষ দক্ষতা চিহ্নিত করার একটি কার্যকর কাঠামো প্রদান করে। এটি শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাদানের কৌশল নির্ধারণে সাহায্য করে এবং শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে শিক্ষা আরও কার্যকর, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এবং প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়।

5.5.2 **থর্নডাইকের বহু-উপাদানের তত্ত্ব** (E. L Thorndike's Multi-factor theory of Intelligence):

স্পিয়ারম্যানের দ্বি উপাদান তত্ত্বের একজন বড় সমালোচক ছিলেন ই. এল. থর্নডাইক (১৯২৬)। তিনি মনে করতেন যে স্পিয়ারম্যানের গবেষণাগুলো সাধারণ বুদ্ধি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তিনি সাধারণ বুদ্ধি বা একক কোনো ক্ষমতার ধারণাকে মানতে চাননি। থর্নডাইক বলেছিলেন যে বুদ্ধি একক কিছু নয় বরং এটি অনেক ভিন্ন দক্ষতার সমন্বয়ে তৈরি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের বুদ্ধি সাধারণতা খুঁজে না দেখে, বরং কীভাবে তারা বুদ্ধিদীপ্তভাবে বিভিন্ন কাজ করে, সেটাই বোঝা উচিত। তার মতে, বুদ্ধি সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোনো ব্যক্তির মধ্যে নয়, বরং কাজের ধরণে লুকিয়ে থাকে। মানুষ বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়। কেউ জটিল কাজ করতে পারে, আবার কেউ সহজ কাজেই দক্ষ। একইভাবে, তারা কত ধরনের কাজ করতে পারে, তা তাদের দক্ষতার পরিসরও ভিন্ন করে তোলে। থর্নডাইকের মতে, বুদ্ধি অনেকগুলো দক্ষতা বা প্রতিভার সমষ্টি। তবে, থর্নডাইকের এই মত যে "সাধারণ বুদ্ধি" বলে কিছু নেই, তা সঠিক নয়। কারণ, কিছু কাজের মধ্যে এত বেশি মিল থাকে যে সেগুলোকে বিশেষ শ্রেণিতে ভাগ করা সুবিধাজনক, যেমন গণিতের যুক্তি, ধারণা, শব্দের অর্থ, বা উপমা বোঝা।

থর্নডাইক বলেছিলেন যে আমাদের মানসিক দক্ষতা একটিমাত্র সাধারণ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। বরং প্রতিটি মানসিক কাজ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্ষমতা প্রয়োজন। তিনি বুদ্ধিমত্তার চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই চারটি বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে বোঝা যায় একজনের মানসিক ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে।

1. **স্তর (Level):** কোনো ব্যক্তি কতটা কঠিন কাজ সমাধান করতে পারে সেটাই তার "স্তর"। সহজ কাজ থেকে শুরু করে কঠিন কাজ পর্যন্ত এটি নির্ধারণ করে। যেমন- একজন ছাত্র সাধারণ গণিত

সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারলে তার স্তর একটু সহজ হতে পারে, কিন্তু জটিল অঙ্ক সমাধান করলে তার স্তর বেশি বলে ধরা হবে।

2. **পরিসর (Range):** একটি নির্দিষ্ট স্তরে ব্যক্তি কতগুলো কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটি শিশু যদি সাধারণ অঙ্ক করতে পারে, তবে সে কতগুলো এমন অঙ্ক করতে পারবে সেটি তার পরিসর।
3. **ক্ষেত্র (Area):** ব্যক্তি মোট কত ধরনের পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে পারে। এটি তার দক্ষতার সামগ্রিক পরিধি বোঝায়। ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে কতভাবে সাড়া দিতে পারে, সেটাই তার "ক্ষেত্র"। এটি তার দক্ষতার সামগ্রিক বিস্তৃতি বা পরিধি বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ শুধু গাণিতিক সমস্যা সমাধানে দক্ষ নয়, বরং বিজ্ঞান, ভাষা বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও দক্ষ হলে তার ক্ষেত্র বিস্তৃত বলে ধরা হবে।
4. **গতি (Speed):** কোনো কাজ বা প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যক্তি কত দ্রুত সাড়া দিতে পারে। ব্যক্তি কোনো কাজ সম্পন্ন করতে বা প্রশ্নের উত্তর দিতে কত দ্রুত সাড়া দিতে পারে, সেটাই তার "গতি"। এটি বোঝায় যে কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করার সময় কতটা কম লাগে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ছাত্র যদি অঙ্কের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করতে পারে, তবে তার গতি বেশি বলে ধরা হবে। গতি দক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ এটি কাজের মান এবং সময় ব্যবস্থাপনার ওপর প্রভাব ফেলে।

এই চারটি বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে বোঝা যায় একজনের মানসিক ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে।

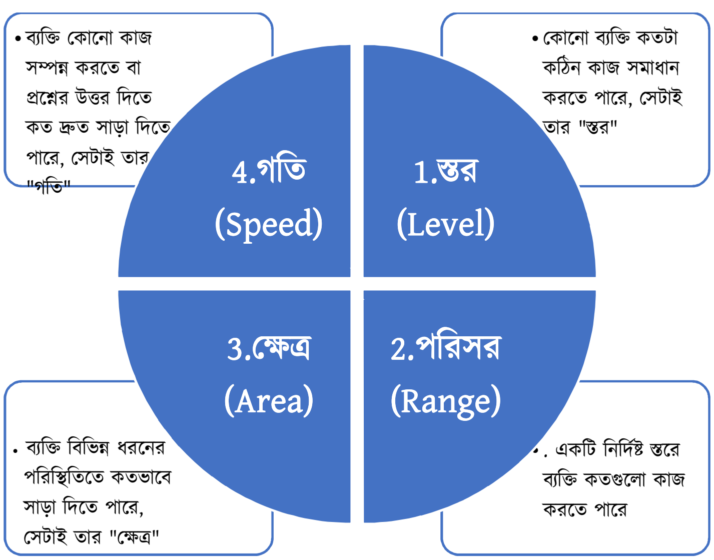

থর্নডাইকের বহু-উপাদান তত্ত্বের উপাদান (Elements of Thorndike's Multi-factor Theory of intelligence):

থর্নডাইক বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছেন:

1. **সামাজিক বুদ্ধি (Social Intelligence):** সামাজিক বুদ্ধি হলো এমন একটি ক্ষমতা যা মানুষকে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়া এবং সঠিকভাবে, সম্পর্ক স্থাপন পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এটি এক ধরনের দক্ষতা, যা বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করে। একজন নেতা তার দলের সদস্যদের প্রয়োজন বোঝেন এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজ পরিচালনা করেন।

এই বুদ্ধির মধ্যে রয়েছে:

- **মানুষের আবেগ বোঝার ক্ষমতা:** অন্যদের অনুভূতি ও আবেগ সঠিকভাবে বুঝতে পারা। যেমন, কেউ দুঃখিত বা উদ্বিগ্ন হলে তা বুঝতে পারা।
- **যোগাযোগের দক্ষতা:** স্পষ্ট ও কার্যকরভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করা এবং অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা।
- **সম্পর্ক বজায় রাখা:** দীর্ঘমেয়াদে আন্তরিক ও ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং জটিলতাগুলি মেটানোর ক্ষমতা।
- **সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া:** যে কোনো সামাজিক পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে উপযুক্ত আচরণ করা।
- মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ: অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের কারণ বোঝা এবং তার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।

2. **বাস্তবিক বুদ্ধি/ যান্ত্রিক বুদ্ধি (Concrete Intelligence/ Mechanical Intelligence):** বাস্তবিক বুদ্ধি হলো এমন একটি ক্ষমতা, যা বাস্তব জীবনের বস্তু ও পরিস্থিতি বোঝা, তাদের সঙ্গে কাজ করা এবং সেগুলি সমাধান করার দক্ষতা প্রকাশ করে। এটি চিন্তা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। শারীরিক বস্তু, যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিগত সিস্টেম বোঝা এবং পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়। একজন মিস্ত্রি একটি যন্ত্রের সমস্যা চিহ্নিত করে তা মেরামত করতে সক্ষম হন। এটি প্রায়শই প্রকৌশল, কারিগরি দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত।

এই বুদ্ধির মধ্যে রয়েছে:

- **বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি:** এটি বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
- **ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার:** বাস্তবিক বুদ্ধি বস্তু ও পরিবেশ বোঝার জন্য দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্পর্শ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে।
- **ব্যবহারিক দক্ষতা:** এটি কাজ করার সময় সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহারিক কৌশল প্রয়োগ করে।

3. **বিমূর্ত বুদ্ধি (Abstract Intelligence):** বিমূর্ত বুদ্ধি এমন এক ধরনের ক্ষমতা, যা তত্ত্ব, ধারণা, প্রতীক এবং বিমূর্ত বিষয় বুঝতে ও তাদের সঙ্গে কাজ করতে সাহায্য করে। এটি বাস্তব বস্তু বা পরিবেশ নয়, বরং চিন্তাধারা, যুক্তি এবং তাত্ত্বিক ধারণার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। একজন গণিতবিদ জটিল গাণিতিক তত্ত্ব বোঝা এবং প্রয়োগ করা।

এই বুদ্ধির মধ্যে রয়েছে:

- **যুক্তি ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা:** বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সমাধান খুঁজে বের করা।
- **ধারণা ও প্রতীক বোঝার ক্ষমতা:** সংখ্যা, শব্দ, চিহ্ন বা বিমূর্ত ধারণা থেকে অর্থ নির্ণয় করা।
- **সমস্যা সমাধানে তাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ:** বাস্তবিক বস্তু ছাড়াই সমস্যার মডেল তৈরি করা বা তত্ত্ব ব্যবহার করা।
- **উপমা ও যুক্তি:** বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করা এবং তাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

বুদ্ধির শ্রেণি (Types of Intelligence)	**বৈশিষ্ট্য (Characteristics)**
1. **সামাজিক বুদ্ধি** (Social Intelligence):	➢ মানুষের আবেগ বোঝার ক্ষমতা ➢ সম্পর্ক বজায় রাখা ➢ স্পষ্ট ও কার্যকরভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করা ➢ সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া
2. **বাস্তবিক বুদ্ধি/ যান্ত্রিক বুদ্ধি** (Concrete Intelligence/ Mechanical Intelligence):	➢ বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ➢ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ➢ ব্যবহারিক দক্ষতা
3. **বিমূর্ত বুদ্ধি** (Abstract Intelligence)	➢ যুক্তি ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ➢ ধারণা ও প্রতীক বোঝার ক্ষমতা ➢ সমস্যা সমাধানে তাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ

থর্নডাইকের বহুগুণ তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Implications of Multifactor Theory by Thorndike):

থর্নডাইক তার বুদ্ধির মাল্টি-ফ্যাক্টর তত্ত্বে যে তিনটি উপাদান যথা বিমূর্ত বুদ্ধি, যান্ত্রিক বুদ্ধি এবং সামাজিক বুদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। এই উপাদান গুলি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও স্তর

পরিমাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা তথা চিন্তন ক্ষমতা ইত্যাদি বাড়ানো যেতে পারে, তাছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন রকম সামাজিক গুণাবলীরও বিকাশ ঘটানো সম্ভব। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

1. **ভিন্নধর্মী শিক্ষাদান (Differentiated Instruction):** শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধি রয়েছে যা বোঝার মাধ্যমে শিক্ষকদের উচিত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা। যেমন- সামাজিক কাজ, হাতে-কলমে কার্যক্রম, এবং বিমূর্ত সমস্যা সমাধান।
2. **সার্বিক বিকাশ (Holistic Development):** পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচনা করা উচিত যাতে সামাজিক, বাস্তব এবং বিমূর্ত বুদ্ধির সমান বিকাশ ঘটে যাতে শিক্ষার্থীরা সবদিক থেকে সমৃদ্ধ হয়।
3. **শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষণ (Student-Centered Learning):** প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনন্য দক্ষতা চিহ্নিত করে তা বিকাশে সহায়তা করা উচিত, এক ধাঁচের পদ্ধতি এড়ানো প্রয়োজন।
4. **শিখনের ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical Applications in Learning):** যেসব শিক্ষার্থীর বাস্তব বুদ্ধি বেশি, তাদের জন্য হাতে-কলমে কার্যক্রম এবং পরীক্ষার উপর জোর দেওয়া যেতে পারে। সামাজিক বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য দলগত কাজ এবং সহযোগিতামূলক কার্যক্রম উপযোগী।
5. **মূল্যায়নের বৈচিত্র্য (Assessment Diversity):** সাধারণত পরীক্ষাগুলি বিমূর্ত বুদ্ধির উপর জোর দেয়। থর্নডাইকের তত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত যেমন- ব্যবহারিক কার্যক্রম এবং দলগত প্রকল্প।
6. **সহযোগি ও সহপাঠী শিক্ষণ (Collaboration and Peer Learning):** শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ দিলে তাদের সামাজিক বুদ্ধি বাড়ে এবং অন্য বুদ্ধির ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটে।

থর্নডাইকের বহুগুণ তত্ত্বকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মাধ্যমে শিক্ষকেরা এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গতিশীল শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পারেন, যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষমতাকে বিকশিত করে।

5.5.3 গিলফোর্ডের বুদ্ধির ত্রি-মাত্রিক তত্ত্ব (Three Dimension theory of Intelligence)

আমেরিকার দক্ষিণ-ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Southern California) অধ্যাপক ও মনোবিদ জে. পি. গিলফোর্ড (J.P. Guilford) এবং তাঁর সহকর্মীরা বুদ্ধির প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায় 30 বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করে 1966 খ্রিস্টাব্দে তাঁর যুগান্তকারী বুদ্ধির ত্রি-মাত্রিক তত্ত্ব (Three Dimensional theory of Intelligence) প্রকাশ করেন। তিনি উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির (Factor Analysis) উপর ভিত্তি করে বুদ্ধির সংগঠন তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেন। পঞ্চাশের দশকে গবেষণা শুরু করে তিনি 1979 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গবেষণার ফলাফলের প্রায় 48 টি বিবরণী প্রকাশ করেন। তিনি দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে উপাদান বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে বুদ্ধির ৪০ টি উপাদান আবিষ্কার করেন। এই উপাদানগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও কিছু কিছু

সদৃশ্য রয়েছে। এই সদৃশ্যের ভিত্তিতে তিনি উপাদানগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন এবং বুদ্ধির তিনটি মাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

বুদ্ধির মাত্রা (Dimension of Intelligence)

গিলফোর্ডের মতে, বুদ্ধি তিনটি মাত্রায় বিভক্ত, যা একে অপরের থেকে পৃথক। প্রতিটি মাত্রা প্রক্রিয়া, বিষয়বস্তু এবং উৎপাদন বা ফলাফলের ভিত্তিতে আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এই তিনটি মাত্রা হলো:

A) প্রক্রিয়াগত মাত্রা (Operational Dimension)
B) বিষয়বস্তুগত মাত্রা (Content Dimension)
C) উৎপাদনগত বা ফলাফলের মাত্রা (Product Dimension)

গিলফোর্ডের মতে, প্রতিটি মাত্রা একটি অপরটি থেকে পৃথক। উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে এই পার্থক্যকে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করা যায়। প্রতিটি মাত্রার অন্তর্গত বুদ্ধিমূলক উপাদানগুলি নিম্নরূপ-

বুদ্ধির তিনটি মাত্রা		
প্রক্রিয়াগত মাত্রা (Operation)	**বিষয়বস্তুগত মাত্রা (Content)**	**ফলাফলের মাত্রা (Product)**
1) প্রজ্ঞা (Cognition) 2) স্মৃতি (Memory) 3) অপসারী চিন্তন (Divergent Thinking) 4) অভিসারী চিন্তন (Convergent Thinking) 5) মূল্যায়ন (Evaluation)	1) দৃষ্টিগত (Visual) 2) শ্রবণগত (Auditory) 3) সাংকেতিক (Symbolic) 4) বিমূর্ত বা আদর্শগত (Semantic) 5) আচরণগত (Behavioural)	1) একক (Unit) 2) শ্রেণী (Class) 3) সম্পর্ক (Relation) 4) প্রণালী (System) 5) রূপান্তর বা পরিবর্তন (Transformations) 6) তাৎপর্য নির্ণয় (Implication)

A) প্রক্রিয়াগত মাত্রা (Operational টimension) :

মনোবিদ গিলফোর্ডের মতে প্রক্রিয়াগত মাত্রা হলো ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি। যে সমস্ত মানসিক দিয়ে আমাদের বউ ঠিক আচরণ সম্পন্ন করতে সাহায্য করে তাই হল প্রক্রিয়াগত মাত্রা। তিনি এই মাত্রাকে প্রধান পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সেগুলি হল -

1) **প্রজ্ঞা (Cognition):** প্রজ্ঞা হলো শিখন প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানগত বিষয়ে অনুধাবন করতে পারে। এটি শিক্ষার এমন একটি প্রক্রিয়া যা বুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করে। প্রজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ ও তার যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হয়। যেমন শিক্ষার্থী গণিত শিখতে গিয়ে যখন সূত্র বুঝে তা সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করে ।

2) **স্মৃতি (Memory):**স্মৃতি হলো মানসিক প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর, যা জ্ঞানকে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে সহায়ক। শিক্ষার্থীরা স্মৃতির মাধ্যমে পুরনো তথ্য মনে করতে সক্ষম হয়। এটি আমাদের শেখা বিষয়গুলো মনে রেখে সেগুলো ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। স্মৃতি ছাড়া কোনো শিক্ষাগত প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায় না। উদাহরণ, শিক্ষার্থী বাংলা ব্যাকরণে পূর্বে শেখা 'সমাস' এর নিয়ম মনে করে পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লেখে।

3) **অপসারী বা কেন্দ্রাপসারি চিন্তন (Divergent Thinking):** এই চিন্তন সৃজনশীলতার বিকাশে বিশেষভাবে কার্যকর। এতে ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে শেখে। অপসারী চিন্তনের ফলে নতুন ধারণার উদ্ভব ও সৃজনশীল সমাধানের পথ খুলে যায়। সৃজনশীল কাজের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন - বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা একটি শিল্প প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে কাগজ, কাঠ, ও প্লাস্টিক ব্যবহার করে একটি অভিনব ভাস্কর্য তৈরি করে।

4) **অভিসারী বা কেন্দ্রানুগ চিন্তন (Convergent Thinking):** অভিসারী চিন্তন হলো বিভিন্ন তথ্যের (যুক্তির) ভিত্তিতে একক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া। এটি কোনো নতুন অনুসন্ধানের সুযোগ না দিলেও সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান সুত্র খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। এখানে বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে হয়। বিভিন্ন প্রকার জানা তথ্যের সঠিক প্রয়োগই অভিসারী চিন্তনের বৈশিষ্ট্য।

5) **মূল্যায়ন (Evaluation):** মূল্যায়ন হলো জানা, স্মরণ করা ও উৎপাদিত তথ্যের যথার্থতা বিচার। এটি বুদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মাত্রা। বিভিন্ন সমাধানের মধ্যে সঠিকটি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। নৈর্ব্যক্তিকতা ও নির্ভুলতার বিচার এই প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য।

B) বিষয়বস্তুগত মাত্রা (Content Dimension) :

বৌদ্ধিক কার্য প্রতিক্রিয়া পরিচালনার জন্য যে উদ্দীপকগত উপাদান গুলির প্রয়োজন হয় সেগুলিকে বিষয়বস্তু বলা হয়। প্রকৃতি অনুযায়ী বিষয়বস্তুকে পাঁচটি মাত্রায় বিভক্ত করেন । মাত্রা গুলি হল -

1) **দৃষ্টিগত (Visual):** দৃষ্টিগত বিষয় হলো চক্ষু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গৃহীত তথ্য। এটি শিক্ষার্থীদের দৃশ্যমান উপাদান থেকে জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে। যেমন- চার্ট, মানচিত্র, ছবি বা ভিডিও ক্লিপ ব্যবহার করে বিষয়বস্তু সহজে বোঝা যায়। প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থাপত্যকলা, বা বিজ্ঞানের চিত্ররূপিত উপস্থাপনাও এর উদাহরণ। দৃষ্টিগত বিষয় শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি ও চিন্তাভাবনা আরও সৃজনশীল করে তোলে।

2) **শ্রবণগত (Auditory):** শ্রবণগত বিষয় হলো কর্ণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত শব্দ বা সুর। এটি শিক্ষার্থীদের তথ্য সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সংগীত শিক্ষার্থী শাস্ত্রীয় সংগীতের তালে তাল মেলানোর জন্য শ্রবণ ক্ষমতা ব্যবহার করে। বক্তৃতা, আলোচনা, গল্প বলা

বা কোনো ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রবণগত শিক্ষণ পদ্ধতি শ্রোতার মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক।

3) **সাংকেতিক (Symbolic):** প্রতীকরূপী বিষয়বস্তু হলো বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্নের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ। চিহ্নগুলি নিজে অর্থবহ না হলেও নির্দিষ্ট নিয়মে তাদের অর্থ উপলব্ধি হয়। যেমন- বর্ণমালা, সংখ্যা, রাস্তার সিগন্যাল বা গণিতের চিহ্ন (+, -, ×) প্রতীকরূপী বিষয়বস্তু। এগুলি শিখতে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ও নির্ভুল প্রয়োগ দক্ষতা প্রয়োজন। এই ধরনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন জটিল বিষয়কে সহজে বোঝাতে সহায়তা করে।

4) **বিমূর্ত বা আদর্শগত বিষয়বস্তু (Semantic):** বিমূর্ত বিষয়বস্তু ভাষাগত বা ভাবগত বিষয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটি শ্রেণিকক্ষের কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর বা বিতর্কের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীদের কাছে কোনো সমস্যা ব্যাখ্যা করেন, তখন এটি ভাষাগত বিষয়। বিষয়টি শুধু তথ্য প্রদান নয়, বরং তথ্যের মর্ম বোঝার প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত। এই পদ্ধতি শেখা ও যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করে।

5) **আচরণগত (Behavioural):** আচরণগত বিষয় ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও সামাজিক আচরণকে নির্দেশ করে। এটি Thorndike-এর মতে সামাজিক বুদ্ধির একটি অংশ। যেমন- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ বা সহযোগিতামূলক মনোভাব। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সম্পর্ক ও মানসিক সংযোগ গড়ে তোলে। ব্যক্তির মানসিক এবং সামাজিক দক্ষতার উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

C) ফলাফলের মাত্রা (Product Dimension):

গিলফোর্ডের তত্ত্ব অনুযায়ী বুদ্ধির বিষয়বস্তুগত মাত্রা এবং প্রক্রিয়াকরণ গত মাত্রা গুলি পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করা বা একটি ফলাফল পাওয়ার বৌদ্ধিক প্রক্রিয়াকে ফলাফলের মাত্রা বলা হয়। দীর্ঘ গবেষণার পর মনোবিদ গিলফোর্ড এর ছয় ধরনের মাত্রার কথা বলেছেন, যথা -

1) **একক (Unit) :** একটি বিস্তারিত ও বৃহত্তর বিষয়ের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন অংশ হল এক একটি একক। এই উপাদানের মাধ্যমে ব্যক্তি বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রয়োজনীয় একক নির্বাচন করতে পারে এবং বিভিন্ন একক গুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

2) **শ্রেণী (Class) :** একাধিক ধারণা বা বৈশিষ্ট্য যখন একটি সাধারন নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ হয় তখন তাকে শ্রেণী বলা হয়। বুদ্ধির এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে শিশু পরিবেশের উদ্দীপক গুলির মধ্যে শ্রেণীকরণ করতে পারে। যেমন - আম, জাম, আপেল, লেবু ইত্যাদি হলো ফল। ফোন, ল্যাপটপ, প্রজেক্টার ইত্যাদি হলো বৈদ্যুতিক যন্ত্র। আবার বই, খাতা, পেন, পেন্সিল ইত্যাদি হলো পড়াশুনোর উপকর।

3) **সম্পর্ক (Relation) :** একাধিক তথ্য বা বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও বই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষমতা এই উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এমনকি বিভিন্ন বিষয়ের সাথে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের কি সম্পর্ক বা কোথায় পার্থক্য আছে তা অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

4) **প্রণালী (System) :** এই মানসিক ক্ষমতার সাহায্যে শিশু বিভিন্ন প্রক্রিয়াগত দিক গুলি উপলব্ধি করতে পারে। কোন অ্যাক্টিভা সমগ্র প্রক্রিয়া কিভাবে পরিচালিত হয় তা অনুধাবন করতে পারে।

5) **রূপান্তর বা পরিবর্তন (Transformations):** পূর্বে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে কোন বিষয় সম্পর্কিত তথ্য উপযোগী হিসেবে পরিবর্তন করতে পারে। এই ক্ষমতার মাধ্যমে যেকোনো তথ্য নতুনভাবে গ্রহণ করে অর্থবাহ করে তোলে।

6) **তাৎপর্য নির্ণয় (Implication) :** এই ক্ষমতার মাধ্যমে শিশু যেকোনো ধরনের তথ্যের সম্ভাব্যতা নির্ণয় বা তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা প্রকাশ করে। সেই সাথে এই ক্ষমতার মাধ্যমে শিশু একটি নির্দিষ্ট বিষয় কি ধরনের প্রত্যাশা করতে পারে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

মনোবিদ গিলফোর্ড মানসিক ক্ষমতার এই তিনটি মাত্রা (প্রক্রিয়াগত মাত্রা, বিষয়বস্তুগত মাত্রা, উৎপাদনগত বা ফলাফলের মাত্রা) এবং প্রতিটি মাত্রার অন্তর্ভুক্ত পর্যায়গুলি একটি মডেলের মাধ্যমে প্রকাশ করেন যা, Structure of Intellect বা SOI মডেল নামে পরিচিত। মডেলের প্রধান তিনটি মাত্রা একটি ঘনকের তিনটি তলে প্রতি স্থাপন করে তার সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঘনকের চিত্ররূপটি নিচে দেওয়া হল :

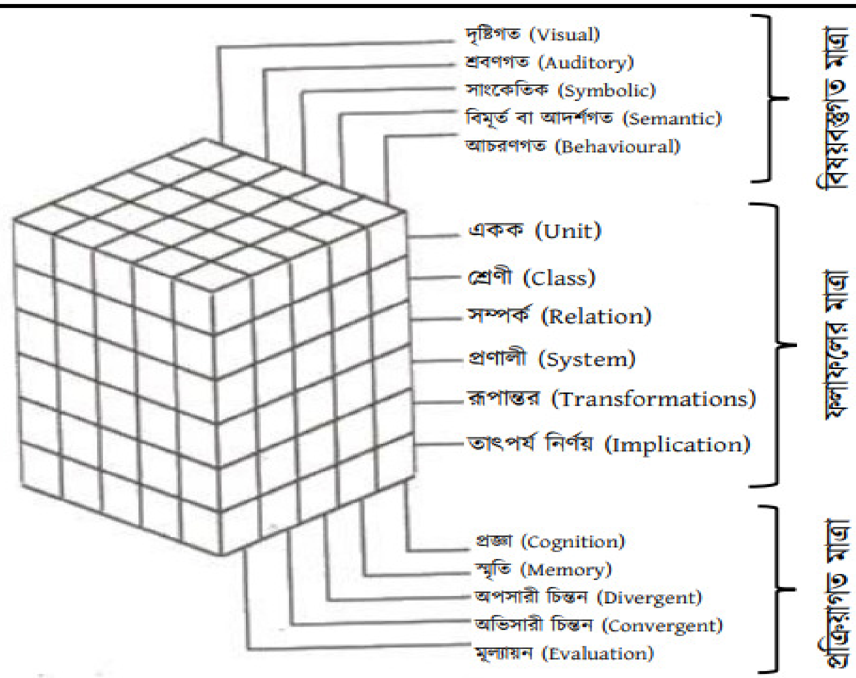

চিত্র : Structure of Intellect বা SOI মডেল (Source : https://yaseeredu.blogspot.com/2015/06/guilfords-theory-of-

structure-of.html?m=1)

গিলফোর্ডের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance of Guilford's Theory)

SOI (Structure of Intellect) মডেল, জে. পি. গিলফোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত, বুদ্ধি ও মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে শ্রেণিকরণ করার একটি আধুনিক পদ্ধতি। এটি মানুষের বৌদ্ধিক গুণাবলীকে ৩টি মাত্রায় (অপারেশন, কন্টেন্ট, প্রোডাক্ট) ভাগ করে 150 টি বুদ্ধিগত উপাদান নির্ধারণ করেছে। এই মডেল শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিগত দক্ষতা চিহ্নিত করে শিক্ষা, গবেষণা এবং সমস্যাসমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। SOI মডেল শিক্ষার আধুনিক ধারণা ও শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখনের জন্য একটি কার্যকরী কাঠামো প্রদান করেছে। শিক্ষায় এর তাৎপর্য গুলি হল :

- **বুদ্ধির শ্রেণিকরণ**: SOI মডেল বুদ্ধিকে ৩টি মাত্রায় ভাগ করেছে—অপারেশন (5), কন্টেন্ট (4), এবং প্রোডাক্ট (6), যা শিক্ষার প্রক্রিয়াকে সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত করে।
- **শিক্ষার্থীর দক্ষতা চিহ্নিতকরণ**: বিভিন্ন অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শক্তি ও দুর্বলতা নির্ধারণ করা যায়।
- **পাঠক্রম উন্নয়ন**: শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও শিখন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পাঠক্রম তৈরি করা যায়।
- **সৃজনশীলতার বিকাশ**: মডেলটি সৃজনশীলতা ও সমস্যাসমাধানের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।
- **বুদ্ধি পরিমাপের পদ্ধতি**: 150 টি বৌদ্ধিক উপাদানের পরিমাপ শিক্ষার্থীদের শেখার ফলাফল উন্নত করে।
- **উচ্চতর চিন্তনের বিকাশ**: এই মডেল শিক্ষার্থীদের উচ্চতর চিন্তন ও তথ্য আবিষ্কারের দক্ষতা উন্নত করে।
- **নির্দিষ্ট অভ্যাস ও দক্ষতার শিক্ষা**: শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট অভ্যাস ও দক্ষতার বিকাশে কার্যকর।
- **সংশোধনী ব্যবস্থা**: দুর্বল উপাদান চিহ্নিত করে উপযুক্ত রিমিডিয়াল কৌশলের মাধ্যমে তা উন্নত করার সুযোগ প্রদান।
- **শিক্ষার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি**: SOI মডেল শিক্ষা, বুদ্ধি এবং শিখনকে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সাধারণ ধারণা থেকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত স্তরে উন্নীত করেছে।

SOI মডেল শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী অবদান। এটি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিগত শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে কার্যকর পাঠক্রম এবং শিক্ষণ কৌশল প্রবর্তন করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, উচ্চতর চিন্তন এবং সমস্যাসমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। SOI মডেল শিক্ষাকে আরও ফলপ্রসূ ও লক্ষ্যনির্ভর করে তুলতে বিশেষভাবে কার্যকর।

5.6 বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test) :

প্রাচীনকালে বুদ্ধির পরিমাপের জন্য কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা না থাকলেও বুদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনার শুরুর দিকে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল। যেমন:

1. **ফ্রেনোলজি (Phrenology)**: এই মতবাদ অনুযায়ী, ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাণ তার মাথার খুলির আকৃতি এবং আকারের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করা হত। ফ্রেনোলজিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মাথার খুলির বাইরের অংশ পর্যবেক্ষণ করে এই ক্ষমতাগুলি পরিমাপ করা যায়।
2. **ফিজিয়গনামি (Physiognomy)**: এই মতবাদে ব্যক্তির মুখের আকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যকে তার বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্ত করা হত। ধারণা করা হত যে মুখের গঠন এবং অভিব্যক্তি থেকে ব্যক্তির চরিত্র এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব।
3. **গ্রাফোলজি (Graphology)**: এই মতবাদ অনুসারে, ব্যক্তির হাতের লেখার ধরন এবং শৈলী থেকে তার বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করা সম্ভব বলে মনে করা হত। গ্রাফোলজিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে হাতের লেখা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা প্রতিফলিত করে।

তবে, মনোবিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে বুদ্ধিকে একটি প্রধান মানসিক ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয় এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুদ্ধি পরিমাপের চেষ্টা করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে, **বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test)**-এর ধারণা উদ্ভাবিত হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, বুদ্ধির অভীক্ষা হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানীয় ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়।

ফরাসি মনোবিদ ও চিকিৎসক **অ্যালফ্রেড বিনে (Alfred Binet)** ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুদ্ধির অভীক্ষার ধারণা প্রবর্তন করেন। তিনি ফ্রান্সের সরকারের অনুরোধে একটি পদ্ধতি তৈরি করেন যার মাধ্যমে স্কুলের শিশুদের মধ্যে যারা শিক্ষাগত সহায়তা প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি এবং তার সহযোগী **থিওডোর সাইমন (Théodore Simon)** একটি পরীক্ষা পদ্ধতি তৈরি করেন, যা **বিনে-সাইমন স্কেল** নামে পরিচিত। এই পরীক্ষাটি শিশুদের বয়স অনুযায়ী তাদের জ্ঞানীয় দক্ষতা মূল্যায়ন করত এবং এটি বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ) গণনার ভিত্তি হয়ে ওঠে।

বুদ্ধির অভীক্ষার প্রকারভেদ (Types of Intelligence Test):

1) **ব্যক্তিগত বাচনিক পরীক্ষা (Individual Verbal Test):** ব্যক্তিগত বাচনিক পরীক্ষা হল বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের একটি পদ্ধতি, যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজনের ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা মূল্যায়ন করা হয়। এই পরীক্ষায় ভাষা ব্যবহার করা অপরিহার্য, কারণ পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর মৌখিক বা লিখিত

আকারে প্রদান করতে হয়। এই ধরনের পরীক্ষা সাধারণত নিম্নবয়সী শিশু, শিক্ষিত ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী, কারণ এটি তাদের ভাষাগত দক্ষতা এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতা পরিমাপ করতে সাহায্য করে। উদাহরণ:

a) Standord-Binet Test of Intelligence,
b) Wechsler Intelligence Scale for Children (Verbal Scale)

2) **ব্যক্তিগত অবাচনিক পরীক্ষা (Individual Non-Verbal Test):** এই বৃদ্ধির অভীক্ষাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয়। এটি সেই বান্তির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যিনি পরীক্ষার ভাষা পড়তে এবং লিখতে অক্ষম এবং এটি ছোট বাচ্চাদের জন্যও। এতে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যেমন-সঠিকভাবে ছবি সম্পূর্ণ করা, ব্লক, কিউব ইত্যাদি সেট করা। এটি এক ধরনের কর্মক্ষমতা পরীক্ষা এবং ভাষার দক্ষতার ছাড়া বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করার জন্য এটি উপযুক্ত। উদাহরণ :

a) Wechsler Intelligence Scale for Children (Performance Scale),
b) Pintour Peterson's Scale

3) **দলগত বাচনিক অভিক্ষা (Group Verbal Test):** এই ধরনের বুদ্ধির পরীক্ষায় একত্রে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপরে অভীক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব। পরীক্ষা পরিচালনার আগে অভীক্ষার্থীদের তাদের পেন্সিল এবং কলম প্রস্তুত করার জন্য সতর্ক করা হয়। এখানে পরীক্ষার উত্তরের সময়সীমা প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রায় সমান। এই ধরনের অভীক্ষা শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিক্ষিত গোষ্ঠীর জন্য প্রয়োগ করা হয়। তবে পরীক্ষাগুলি অর্থের পাশাপাশি সময় সাশ্রয় করে। উদাহরণ:

a) Jalota's Scale of Intelligence
b) Desai's Verbal Group Test of Intelligence
c) CIE Verbal Group Test of Intelligence
d) Samoohika Buddhi Parikshan

4) **দলগত অবাচনিক অভিক্ষা (Group Non-Verbal Test):** এই বিভাগে, একটি গ্রুপে অভীক্ষা পরিচালিত হয়। নিরক্ষর, ভাষা বুঝতে অসমর্থ এমন অনেকে অভীক্ষায় অংশ নেয়। এই ক্ষেত্রে দলগতভাবে ভাষাবর্জিত অভীক্ষা নেওয়া হয়। উদাহরণ:

a) Raven's Progressive Matrices Test
b) Cattle's Culture Free Test
c) Pinter Patterson Scale of Performance Test
d) Bhatia's Battery of Performance Test

বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার (Uses of Intelligence Test) :

১. **কর্মী নিয়োগ (Employee Recruitment):** বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন হয়। তাই কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া প্রশাসনিক উচ্চপদ যেমন ম্যানেজার, আইপিএস অফিসার প্রভৃতিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহৃত হয়।

২. **প্রতিবন্ধী বা ব্যতিক্রমী শিশুদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Disabled or Exceptional Children):**
প্রতিবন্ধী বা ব্যতিক্রমী শিশুদের চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধ্যাংক আগে থেকে জানা থাকলে তাদের শিক্ষাদান সহজ হয়ে যায়। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী তাদের বুঝতে ও পাঠদান করতে পারেন।

৩. **নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Guidance and Counseling):** শিক্ষার্থীদের আচরণগত, ব্যক্তিগত বা শিক্ষাগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শদান প্রয়োজন। বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি স্তর নির্ধারণ করে উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হয়।

৪. **শিক্ষা ও মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা (Educational and Psychological Research):** শিক্ষা ও মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির মাত্রা অনুযায়ী গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বুদ্ধি ও শেখার সম্পর্ক বা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

৫. **শিখন অক্ষম শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Learning-Disabled Students):** শিখন অক্ষম শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার করা হয়। সাধারণত, যেসব শিক্ষার্থীর বুদ্ধ্যাংক ৭০ বা এর নিচে, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

৬. **শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of Students):** শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির মাত্রা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করা হলে শিক্ষাদান সহজ হয়। বুদ্ধির অভীক্ষা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে তাদের উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

৭. **বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (Vocational Guidance):** বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রেও বুদ্ধির অভীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে যে, একজন ব্যক্তি কোন পেশার জন্য উপযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনা নিয়োগের জন্য **আর্মি আলফা ইন্টেলিজেন্স টেস্ট** এবং **আর্মি বিটা ইন্টেলিজেন্স টেস্ট** ব্যবহার করা হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, বুদ্ধির অভীক্ষা এমন একটি পরিমাপ যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির কতটা বুদ্ধি রয়েছে বা কোনো ব্যক্তি কতটা বুদ্ধিমান তা সহজে নির্ণয় করা যায়। প্রাচীনকালে বুদ্ধির পরিমাপের কোনো

অভীক্ষা প্রচলিত ছিল না। ১৯০৫ সালে বিনের বুদ্ধির অভিক্ষার আবিষ্কারের পর থেকে বুদ্ধির পরিমাপের প্রাথমিক সূচনা হয় এবং এখনো পর্যন্ত বুদ্ধির পরিমাপের অনেক নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা আবিষ্কার হয়েছে।

5.7. সারাংশ (Summary):

অর্থাৎ বলা যায়, বুদ্ধি (Intelligence) হল মানুষের জ্ঞানার্জন, সমস্যা সমাধান এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মানসিক দক্ষতা। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, যা এর প্রকৃতি ও কার্যকারিতা বুঝতে সাহায্য করে। বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের চিন্তা-ভাবনা, যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। আলোচ্য অধ্যায়ে বুদ্ধির তত্ত্বসমূহের মধ্যে স্পিয়ারম্যানের **দ্বি-উপাদান তত্ত্ব** (Two-Factor Theory), থর্নডাইকের **বহু-উপাদান তত্ত্ব** (Multi-Factor Theory) এবং গিলফোর্ডের **ত্রি-মাত্রিক তত্ত্ব** (Three-Dimensional Theory) উল্লেখযোগ্য। এই তত্ত্বগুলি বুদ্ধির গঠন ও বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test) মানুষের বুদ্ধি নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা মূল্যায়ন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শনাক্তকরণ এবং কর্মক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী নির্বাচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

5.8. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

১. বুদ্ধির ধারণা ও সংজ্ঞা দাও ।

২. বুদ্ধি কাকে বলে ? বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য গুলি লেখো ।

৩. স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো ।

৪. দ্বি-উপাদান তত্ত্বে উল্লিখিত সাধারণ উপাদান ও বিশেষ উপাদানের বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করো ।

৫. শিক্ষা ক্ষেত্রে স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বের গুরুত্ব গুলি লেখো ।

৬. বুদ্ধি সম্পর্কিত থর্নডাইকের বহু-উপাদানের তত্ত্বটি আলোচনা করো ।

৭. গিলফোর্ডের বুদ্ধির ত্রি-মাত্রিক তত্ত্বটি চিত্র সহযোগে ব্যাখ্যা করো ।

৮. বুদ্ধির অভীক্ষার বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো ।

৯. শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার গুলি লেখো ।

5.9. গ্রন্থপঞ্জি (References)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt, Lted. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modern Educational Psychology", Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata

Pal, D., Dhar, D., Das, M., and Banerjee, P. (2012). Psychology of Teaching and Learning, Rita Book Agency, Kolkata.

Ray, S. (2010). Educational Psychology, Soma Book Agency, Beniatola Lane, Kolkata.

UNIT-6 সৃজনশীলতা(CREATIVITY)

গঠন (Structure)

1.1. উদ্দেশ্য (Objectives)

1.2. ভূমিকা (Introduction)

1.3. সৃজনশীলতার ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept & Definition of Creativity)

1.4. সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Creativity)

1.5. সৃজনশীলতার উপাদান (Factors of Creativity)

1.6. সৃজনশীলতা লালন-পালন (Nuture of creativity)

1.7. সৃজনশীলতা পরিমাপ (Measurement of Creativity)

1.8. সৃজন ক্ষমতা বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা (role of teacher in developing creativity)

1.9. সৃজনশীলতার শিক্ষাগত গুরুত্ব (Educational Significance of Creativity)

1.10. সারাংশ (Summary)

1.11. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1.12. গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

1.1. উদ্দেশ্য (Objectives)

- সৃজনশীলতার সংজ্ঞা এবং এর ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- সৃজনশীল চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত এবং এর ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কিভাবে মৌলিকতা, নমনীয়তা এবং সমস্যা সমাধান সৃজনশীলতার সাথে সম্পর্কিত তা আলোচনা করতে পারবে।
- সৃজনশীলতার লালন-পালন কিভাবে করা যেতে পারে তার বিভিন্ন পদ্ধতি গুলো আলোচনা করতে পারবে।
- সৃজনশীলতা লালন-পালনে উৎসাহ, সমর্থন এবং স্বাধীনতার ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারবে।
- সৃজনশীলতা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শিক্ষকেরা কীভাবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা উৎসাহিত এবং বিকাশ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শিক্ষাগত প্রক্রিয়ায় সৃজনশীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

1.2. ভূমিকা (Introduction)

দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব দেখা যায়। কেউ অসাধারণ নৃত্য করতে পারে, কেউ সুমিষ্ট কণ্ঠে মন জুড়ানো গান গাইতে পারে, কাউকে আবার সৃষ্টিকর্তা চিত্র অঙ্কনের এমন প্রতিভা দিয়েছেন যে সে তার চিন্তন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তার বিভিন্ন অঙ্কনের মাধ্যমে। কারো আবার অভিনয় দক্ষতা দর্শকের

মনে গভীর ছাপ ফেলে। অনেক ব্যক্তিকেই দেখা যায় যে যেকোনো বিষয়ে জানার গভীর আগ্রহ। অর্থাৎ এইসব ব্যক্তিরা তাদের প্রতিভা প্রকাশের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করে থাকে। তাহলে প্রশ্ন হল এমন প্রতিভা কি সবার মধ্যে বিদ্যমান? সবাই কি তার প্রতিভা দিয়ে নিজেকে সমাজের মধ্যে জনপ্রিয় রূপে গড়ে তুলতে পারে ? হ্যাঁ অবশ্যই পারে। তবে সবাই একই রকম ভাবে প্রতিভা প্রকাশ করতে পারে না। তার অন্যতম কারণ হলো সৃজনশীলতা। যার সৃজনী ক্ষমতা অনুশীলন করার প্রবণতা যত বেশি সে তত বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। যেমন- শ্রেয়া ঘোষাল, অরিজিৎ সিং, মাইকেল জ্যাকসন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিরাট কোহলি,মেসি ইত্যাদি জনপ্রিয় সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। কারণ এদের সৃজনী ক্ষমতা ব্যাপক। তাহলে এই সৃজনশীলতা কী? তা জেনে নেওয়া দরকার। সৃজনশীলতা হল একটি বিস্ময়কর ক্ষমতা বা প্রতিভা যা একজন ব্যক্তিকে জীবনের সবচেয়ে জটিল সমস্যা সমাধান করতে এবং জীবনকে আরামদায়ক করতে সাহায্য করে। সৃজনশীলতা হলো নতুন ধারণা, সমাধান এবং সম্ভাবনা তৈরি, আবিষ্কার ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা।

1.3. সৃজনশীলতার ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept & Definition of Creativity)

সৃজনশীলতা হল নতুন এবং আলাদা ধারণা তৈরি করার ক্ষমতা। এটি কল্পনা, আগ্রহ এবং নতুন কিছু শেখার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করে। সৃজনশীল মানুষ সাধারণত বিভিন্ন উপাদানকে একত্রিত করে নতুন কিছু সৃষ্টি করে। এটি শুধু শিল্পে নয়, সমস্যা সমাধান এবং অন্য যেকোনো কাজে প্রযোজ্য। সৃজনশীল হতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়, ভুল থেকে শেখা প্রয়োজন এবং চেষ্টা করতে হবে। এটি এমন একটি পরিবেশে ভালোভাবে বেড়ে ওঠে যেখানে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা যায়। সৃজনশীলতা আমাদের প্রচলিত ধারণা চ্যালেঞ্জ করে এবং আমাদের নতুন কিছু শিখতে সহায়ক হয়। এটি আমাদের সংস্কৃতি, জীবনযাপন এবং সমাজে নতুনত্ব আনে। সৃজনশীলতা একটি দক্ষতা, যা চর্চা এবং উৎসাহের মাধ্যমে আরও উন্নত করা যায়।

সৃজনশীলতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে: নতুনত্ব (Novelty) এবং উপযোগিতা (Usefulness) (Shalley et al., 2004)।

নতুনত্ব (Novelty): এই দিকটি একটি ধারণার মৌলিকতা বা নতুনত্বের উপর কেন্দ্রীভূত। কোনো কিছু সৃজনশীল হতে হলে তা পূর্বে যা হয়েছে তার থেকে আলাদা হতে হবে। নতুনত্ব মানে হল প্রচলিত পদ্ধতিগুলি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন কিছু চিন্তা করা বা তৈরি করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি নতুন ধরণের স্মার্টফোন অ্যাপ তৈরি করা যা আগে কেউ ভাবেনি তা নতুনত্বের একটি উদাহরণ। এটি নতুন এবং উদ্ভাবনী কিছু বিশ্বে নিয়ে আসে।

উপযোগিতা (Usefulness): যদিও নতুনত্ব গুরুত্বপূর্ণ, তবুও সৃজনশীলতা কার্যকর এবং উপকারী হতে হবে। কোনো ধারণা যতই মৌলিক হোক সেটি সৃজনশীল নয়, যদি তা কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ না করে বা কোনো সমস্যা সমাধান না করে। উপযোগিতা হল সৃজনশীল ধারণার মূল্য এবং বাস্তব জীবনে এর ব্যবহারিকতা।

উদাহরণস্বরূপ, একটি নতুন অ্যাপ হয়তো নতুন, কিন্তু যদি এটি মানুষের কোনো কাজে সহায়তা না করে বা তাদের জীবন উন্নত না করে, তবে তার উপযোগিতা নেই। সৃজনশীলতা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা নতুনত্ব এবং উপযোগিতা দুটি দিককেই একত্রে ধারণ করে, যা গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনা তৈরি করতে সাহায্য করে।

Stein (1974): "Creativity is a process which results in novel work that is accepted as tenable or useful or satisfying to a group of people at the same point in time." অর্থাৎ "সৃজনশীলতা হল একটি প্রক্রিয়া যা নতুন কাজের ফলে সৃষ্ট, যা একদল মানুষের কাছে কোন একটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অথবা উপযোগী।"

Papalia and Old (1987): "Creativity is the ability by which an individual creates new things, views problems in a new way, and solves them in innovative ways." অর্থাৎ"সৃজনশীলতা হল সেই ক্ষমতা যার দ্বারা ব্যাক্তি নতুনভাবে সৃষ্টি করে, সমস্যাকে নতুনভাবে দেখে এবং অভিনব উপায়ে সমাধান করে।"

Spearman (1931): "Creativity is the power of the human mind to create new contents by transforming relations and thereby generating new correlates." অর্থাৎ "সৃজনশীলতা হলো মনের এক শক্তি যা নতুন সম্পর্ক আদান প্রদানের মাধ্যমে নতুন বিষয় সৃষ্টি করে।"

Ausubel: "A creative person possesses a rare and original power that gives them qualitatively new ideas in a specific field, which differentiates them from others in that field." অর্থাৎ "একজন সৃজনশীল ব্যক্তি বিরল এবং মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী যা বিশেষ ক্ষেত্রে তাকে গুণগতভাবে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারা দেবে যা ওই ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে পৃথক।"

Kaufman and Sternberg (2010): "Creativity is the ability to produce work that is both novel and appropriate within a given social context." অর্থাৎ "সৃজনশীলতা হল এমন কাজ উৎপন্ন করার ক্ষমতা যা নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন এবং উপযুক্ত।"

De Bono (1992): "Creativity is the act of turning new and imaginative ideas into reality." অর্থাৎ "সৃজনশীলতা হল নতুন এবং কল্পনাপ্রবণ ধারণাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করার কাজ।"

উপরিয়ক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে, সৃজনশীলতা হল নতুন এবং উপযোগী ধারণা তৈরি করার ক্ষমতা যা প্রচলিত সীমানার বাইরে চিন্তা করে। এটি বিদ্যমান জ্ঞানকে নতুন এবং প্রাসঙ্গিক সমাধান হিসেবে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া, যা শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসা এবং সমস্যা সমাধানে প্রযোজ্য। সৃজনশীলতা নতুনত্ব এবং কার্যকারিতার সমন্বয়, যেখানে ধারণাগুলি উদ্ভাবনী এবং কার্যকরী হতে হবে। এটি এমন

পরিবেশে বৃদ্ধি পায় যা অনুসন্ধান, ঝুঁকি গ্রহণ এবং মুক্তমনোভাবকে উৎসাহিত করে, এবং একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বে অগ্রগতি এবং অভিযোজনকে চালিত করে।

1.4. সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Creativity)

সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপভাবে আলোচনা করা হলো:-

1. নমনীয়তা (Flexibility): সৃজনশীলতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নমনীয়তা। নমনীয়তা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা ভাবনা করা, যেকোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে নিজেকে দ্রুত পরিবর্তন করা ইত্যাদি। অর্থাৎ সৃজনশীল ব্যক্তিরা কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে ও পরিবর্তন করতে পারে।

2. ইতিবাচক মনোভাব (Positive attitude): সৃজনশীল চিন্তাভাবনার জন্য ইতিবাচক মনোভাব অপরিহার্য, কারণ এই ইতিবাচক মনোভাবই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করে। ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করতে ও কৌতুহল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি নেতিবাচক মনোভাব সে তার চারপাশের পরিবেশকে নিয়ে মুক্তমনের চিন্তাভাবনা করতে পারে না।

3. সৃজনশীলতা অভিনব (Creative is Innovative): সৃজনশীলতা হল একটি অভিনব প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির নতুনত্ব সৃষ্টি করতে প্রেরণা যোগায়। উপস্থিত কোন অভিজ্ঞতা কে নিয়ে কোন অভিনব কিছু করা অথবা নতুন ভাবে বিষয়কে পুনর্গঠিত করাই হলো সৃজনশীলতা। সৃজনশীল ব্যক্তি সর্বদা কিছু নতুনত্ব করে থাকে।

4. সৃজনশীলতা একটি ক্ষমতা (Creativity is a power): প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ক্ষমতা রয়েছে, যার মাধ্যমে সে সৃজনশীল কার্য সম্পাদন করতে পারে। মনোবিদরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু নতুনত্ব তৈরি করার প্রবণতা আছে এবং এই প্রবণতার মাধ্যমে ব্যক্তি সৃজনশীল কার্য সম্পাদন করে। যেমন গান কবিতা অংকন ইত্যাদি একটি প্রবণতার ফল। অর্থাৎ সৃজনশীলতা হল ক্ষমতা।

5. বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (Related to Intelligence): গবেষণায় দেখা গেছে যে যারা সৃজনশীল ব্যক্তি তাদের IQ স্তর ভালো। যারা বহুমুখী চিন্তনের অধিকারী, যারা নতুনত্ব কিছু করার প্রবণতা রাখে, যাদের কৌতুহল প্রবণতা বেশি, তাদেরকেই আমরা সৃজনশীল ব্যক্তি বলি। অর্থাৎ বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

6. প্রতিক্রিয়ার ক্ষিপ্রতা (Fluency of response): সৃজনধর্মী ব্যক্তিরা যেকোনো পরিস্থিতিতে খুব দ্রুত উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করতে পারে। এদের প্রতিক্রিয়া করার ক্ষিপ্রতা সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক

বেশি।প্রতিক্রিয়ার ক্ষিপ্রতা সৃজনশীল ব্যক্তির মানসিক নমনীয়তা এবং সমস্যা সমাধানে গতিশীল চিন্তার ক্ষমতাকে প্রকাশ করে।

7. **ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা (Risk-taking Ability):** ব্যর্থতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নতুন কিছু চেষ্টা করার সাহস বা ক্ষমতা। উদ্ভাবনের জন্য ঝুঁকি নেওয়া প্রয়োজন, কারণ এর মাধ্যমেই নতুন কিছু অর্জন সম্ভব হয়। সৃজনশীল ব্যক্তিরা সর্বদা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে। এর ফলে তারা নতুন কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

8. **সমস্যা সমাধানের দক্ষতা (Problem-solving Skills):** সৃজনশীলতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের দক্ষতা। এটি জটিল সমস্যার সৃজনশীল এবং কার্যকর সমাধান খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা ব্যাক্তির কাজের দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা বাড়ায়।

সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো মানুষের চিন্তা, উদ্ভাবন, এবং সমস্যার সমাধান করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। সৃজনশীলতার চর্চা এবং বিকাশের মাধ্যমে একটি ব্যক্তি শুধু নিজেকে নয়, তার চারপাশের পরিবেশকেও সমৃদ্ধ করতে পারে।

1.5. **সৃজনশীলতার উপাদান** (Factors of Creativity)

সৃজনশীলতার উপাদান গুলি নিম্নরূপ ভাবে আলোচনা করা হলো.

1. **সাবলীলতা(Fluency):** সৃজনশীলতার প্রধান উপাদান হল সাবলীলতা। সাবলীলতা বলতে বোঝায় চিন্তন প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্রুততা। আবার বলা যায়, স্বাধীন প্রচেষ্টাহীন এবং সহজ চিন্তা করার ক্ষমতাই হলো সাবলীলতা। একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি যত বেশি সংখ্যক ধারণার জন্ম দিতে পারে তার সাবলীলতা তত বেশি। যেহেতু ভাষাকে আশ্রয় করেই চিন্তন প্রক্রিয়া সক্রিয় হয় সেই জন্য ভাষার সঠিক উৎকর্ষ সৃজনশীলতার লক্ষণ।

2.**মৌলিকত্ব (Originality):** সৃজনশীলতার আরেকটি প্রধান উপাদান হল মৌলিকত্ব। মৌলিক অর্থ বলতে বোঝায় কোন কাজে বা সৃষ্টিতে নিজস্বতা যা আগে কেউ করেনি। অর্থাৎ ব্যক্তি কোন কাজে অন্যদের তুলনায় কতখানি নিজস্বতা ও অন্যরকম চিন্তা করে তাই হল ব্যক্তির মৌলিকতা। সৃজনশীলতায় মৌলিকত্ব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নতুন ধারণা, উদ্ভাবন, এবং অভাবনীয় সমাধান তৈরি করার ভিত্তি স্থাপন করে। এটি মানুষের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা এবং সৃষ্টিশীল কাজকে আলাদা করে।

3. **বিস্তৃতি (Elaboration):** সৃজনশীলতার অন্যতম উপাদান হলো বিস্তৃতি। সৃজনশীল ব্যক্তি সব সময় অভিনব কিছু করার ক্ষমতা প্রকাশ করে থাকে, যা সাধারন শিক্ষার্থীরা পারে না। একটি ধারণার পরিবর্তন করে

ধারণাটির সমস্ত অংশকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করতে পারে। বিস্তৃতি ধারণাকে স্পষ্ট, কার্যকর এবং বাস্তবায়নযোগ্য করতে সাহায্য করে।

4.নমনীয়তা (Flexibility): সৃজনশীল ব্যক্তি সব সময় নমনীয় প্রকৃতির হয়। এই ধরনের ব্যক্তিরা খুব সহজে এক ধারণা থেকে অন্য ধারনায় বিচরণ করতে পারে।সৃজনশীল কাজের ক্ষেত্রে নমনীয়তা একধরনের মানসিক প্রবাহ সৃষ্টি করে, যা নতুন ধারণা উদ্ভাবন এবং সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করে।

5.কৌতুহল (Curiosity): সৃজনশীল ব্যক্তি সব সময় কৌতুহল প্রবণ হয়। ব্যক্তির কৌতূহল প্রবণতা নতুন কিছু আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে।কৌতূহল মানুষের অন্তর্নিহিত উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে এবং তাকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পথে চালিত করে। সৃজনশীলতা তখনই প্রস্ফুটিত হয়, যখন মানুষ কৌতূহল থেকে নতুন চিন্তা বা ধারণা অনুসন্ধান করে।

6.পরিবর্তনশীলতা (Adaptability): পরিবর্তনশীলতা হলো সৃজনশীল ব্যক্তির সেই ক্ষমতা যার মাধ্যমে সে পূর্বের কোন ধারণাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে উপস্থাপন করে। আবার যুক্তির মাধ্যমে ধারণাকে পরিবর্তন করে আরো ব্যাপক রূপ দিতে পারে। পরিবর্তনশীলতা এমন এক মানসিক দক্ষতা, যা ব্যক্তিকে গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসে ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

1.6. সৃজনশীলতা লালন-পালন (Nuture of creativity)

সৃজনশীলতা লালন-পালন শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের নতুন চিন্তা, সমস্যা সমাধান, এবং ভবিষ্যতের জন্য উদ্ভাবনী ধারণা তৈরি করতে সহায়ক। সৃজনশীলতা শুধুমাত্র একটি শিল্পকলার গুণ নয়, এটি একটি কার্যকরী এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা যা সব ধরনের শিক্ষা এবং পেশায় প্রয়োগ করা যায়। সৃজনশীলতার লালন-পালন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা নিজেদের দক্ষতা এবং প্রতিভা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। একজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ ও সফল ব্যক্তিত্ব রূপান্তর করার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা অন্যতম হিসাবে কাজ করে। এই সৃজনশীলতা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সুপ্ত প্রতিভা গুলোকে প্রকাশ করতে ও সেগুলোর মাধ্যমে জীবনকে উপভোগ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সৃজনশীলতার লালন পালনের উপর বেশ জোর দেওয়া হয়। লালন পালনের বিভিন্ন দিক গুলি নিম্নরূপ ভাবে আলোচনা করা হলো।

1.সৃজনশীল পরিবেশ তৈরি করা (Providing a Creative Environment): শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা উন্নীত করতে একটি সৃজনশীল পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি উজ্জ্বল এবং রঙিন শ্রেণিকক্ষ, যেখানে পোস্টার, চার্ট এবং শিল্পকর্ম রয়েছে, তা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং সৃজনশীল চিন্তাকে

উৎসাহিত করতে পারে। শিক্ষকেরা শ্রেণিকক্ষকে আকর্ষণীয় এবং দৃশ্যমানভাবে মনোমুগ্ধকর করে তোলার মাধ্যমে ইতিবাচক ও উদ্দীপনামূলক পরিবেশ তৈরি করতে পারেন, যা সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে।

2. **সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা (Encouraging Collaboration):** সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা উন্নীত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যখন শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে কাজ করে, তারা একে অপরের সঙ্গে ধারণা বিনিময় করতে পারে, একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারে এবং উদ্ভাবনী সমাধান বের করতে পারে। শিক্ষকরা দলগত প্রকল্প এবং অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে পারেন। এটি শিক্ষার্থীদের দলগত দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে এবং শ্রেণিকক্ষের মধ্যে এক ধরনের সম্প্রদায়বোধ সৃষ্টি করে।

3. **প্রযুক্তির সংযোজন (Integrating Technology):** শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতাকে উন্নীত করতে প্রযুক্তি একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে। প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জন্য নিজেদের প্রকাশ করার এবং নতুন ধারণা অনুসন্ধান করার নতুন উপায় সরবরাহ করে। শিক্ষকরা পাঠক্রমে প্রযুক্তিকে সংযুক্ত করতে পারেন, যা শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং সম্পদে প্রবেশাধিকার দেয় এবং তাদের শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করে।

4. **বহির্গামী কার্যক্রমে উৎসাহিত করা (Promoting extracurricular activities):** বহির্গামী কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরেও সৃজনশীলতা অন্বেষণ করার সুযোগ দেয়। শিল্পকলা, সংগীত এবং নাটক শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ক্ষমতা প্রকাশ করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিক্ষকরা ক্লাব এবং সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তাদের আগ্রহ ও আবেগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে বহির্গামী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে পারেন।

5. **স্বাধীন চিন্তাধারায় উৎসাহ দেওয়া (Encouraging independent thinking):** স্বাধীন চিন্তাধারার উৎসাহ হলো সৃজনশীলতা বিকাশের একটি শক্তিশালী কৌশল। এটি শিক্ষার্থীদের নিজেদের মতো করে চিন্তা করার স্বাধীনতা দেয়, যা তাদের উদ্ভাবনী এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। স্বাধীন চিন্তাধারা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের মনের দ্বার উন্মুক্ত করে না, বরং তাদের কৌতূহল, আত্মবিশ্বাস এবং নতুন ধারণা তৈরির ক্ষমতাও বাড়ায়। সুতরাং শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে চিন্তা করার মত স্বাধীনতা প্রদান করবেন।

6. **কৌতূহলে উৎসাহিত করা(Encourage curiosity)** : শিক্ষকদের উচিত এমন একটি নিরাপদ এবং সহায়কপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা যেখানে শিক্ষার্থীরা নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতে, তাদের আগ্রহ অন্বেষণ করতে এবং কৌতূহল প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে ও গভীরভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত

করলে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনী ক্ষমতা আরো বিকশিত হয়। খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনভাবেই শিক্ষার্থীদের কৌতুহল কমে না যায়।

7. সু-অভ্যাস গঠন (Developing good habit): সৃজনশীলতা শুধুমাত্র একটি প্রতিভা নয়, এটি একটি দক্ষতা যা সময়ের সাথে বিকাশ লাভ করে এবং সুস্থ অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে এটি আরও শক্তিশালী হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য সুস্থ অভ্যাস গঠন করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অভ্যাসগুলো তাদের চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করতে নিয়মিত নতুন ধারণা অনুসন্ধান, আত্মবিশ্বাসের বিকাশ, সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণ এবং সঠিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত। এই অভ্যাসগুলি সৃজনশীলতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।

৪.**সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা** **(Encouraging Creativity and Innovation)**: সৃজনশীলতা হল উদ্ভাবন এবং অগ্রগতির চালিকা শক্তি। শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে, স্কুল শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে, সমস্যা সমাধান করতে এবং নতুন সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে সক্ষম করে তোলে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত রচনা বা নাট্যপ্রতিভা প্রদর্শনের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদেকে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে, ঝুঁকি নিতে এবং তাদের অনন্য সৃজনশীল কণ্ঠস্বর গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়। সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলে, স্কুল শিক্ষার্থীদের সফলভাবে বেড়ে উঠতে প্রস্তুত করা হয়।

9.ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং সুস্থতা (Personal development and wellbeing): শিক্ষাগত সাফল্যের বাইরেও, শিল্প শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সৃজনশীল অভিব্যক্তির মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা তাদের আত্মবিশ্বাস, সহনশীলতা এবং আত্ম-ক্ষমতার অনুভূতি বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থীদের শিল্প প্রতিভা এবং আগ্রহ লালন-পালন করে, স্কুল তাদেরকে পরিপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ জীবন যাপনে সাহায্য করে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বিকাশ ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে পারলে তাদের সৃজনী ক্ষমতাকে পরিচর্চা করা সম্ভব।

10.মস্তিষ্কঝঞ্ঝা (Brainstorming): শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনী ক্ষমতা বিকশিত করতে চাইলে তাদের মধ্যে সমসামূলক পরিস্থিতি উপস্থাপন করতে হবে। এমন একটি সমস্যামূলক পরিস্থিতি হলো মস্তিষ্কঝঞ্ঝা। এই মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা হলো এমন একটি সৃজনশীল চিন্তন ক্ষমতা বিকাশের মাধ্যম যেখানে ছোট ছোট দলে ভাগ করে একটি সমসামূলক পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করা হয়, যার সমাধান সেই গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যদের করতে হয়। অর্থাৎ মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা পদ্ধতির মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনী ক্ষমতা লালন পালন করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সৃজনশীলতা লালন-পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তার গভীরতা, সমস্যা সমাধান এবং উদ্ভাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে

সহায়তা করে। সৃজনশীলতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আরও আত্মবিশ্বাসী, সহানুভূতিশীল এবং উদ্ভাবনী হয়ে উঠতে পারে। তাই, শিক্ষকদের এবং অভিভাবকদের উচিত শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করা এবং তাদের সেই প্রক্রিয়াকে অনুপ্রাণিত করা।

1.7.সৃজনশীলতা পরিমাপ (Measurement of Creativity)

সকল মানুষই সৃজন ক্ষমতার অধিকারী, তবে এর বন্টন সমান নয়। কারো মধ্যে সৃজনী ক্ষমতা অধিক থাকে, কারো মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম থাকে। তাই সৃজন ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিদগণ এই ক্ষমতাকে পরিমাপ করারও চেষ্টা করেছেন। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে সৃজনশীলতা সর্বদা উচ্চ বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সৃজনশীল তাকে সামগ্রিকভাবে পরিমাপ করার জন্য বহুবিধ কৌশল ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে আছে বর্তমান প্রচলিত সৃজনশীলতা পরিমাপক অভীক্ষা এবং বহুবিধ ও অভিক্ষামূলক কৌশল। অভিক্ষামূলক কৌশলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা, প্রবণতার অভিক্ষা, আগ্রহ অভীক্ষা, মূল্যবোধ পরিমাপক অভীক্ষা, প্রতিফলন অভিক্ষা, ইত্যাদি। আরো অভিক্ষামূলক কৌশলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, রেটিং স্কেল ইত্যাদি।

সৃজনশীলতা পরিমাপক অভীক্ষা (Creativity measurement test)

আধুনিককালে মনোবিদগণ সৃজন ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য নানা ধরনের অভীক্ষা প্রস্তুত করেছেন এবং তা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু সৃজন ক্ষমতা সম্পর্কে সর্বসম্মত ধারণার অভাব থাকায় নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সৃজন ক্ষমতা পরিমাপক অভীক্ষায় ভুল বা ঠিক বলে কিছু নেই । কারণ কোন একজনের সিদ্ধান্ত যা সঠিক তা অন্যের ক্ষেত্রে সঠিক নাও হতে পারে।

- Torrance (টরেন্স) নির্মিত সৃজনশীলতার অভীক্ষার মধ্যে অবাচনিক ও বাচনিক উভয় ধরনের কার্যাবলী আছে যা ব্যক্তিকে সম্পন্ন করতে হয়। এই অভিক্ষাটি সাফল্যের সঙ্গে Kindergarten শিশুর থেকে স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অবাচনিক কার্যবলি(Nonverbal functions)

Torrance অবাচনিক সৃজনশীল চিন্তন পরিমাপের জন্য অবাচনিক অভিক্ষা হিসাবে -

1. চিত্র সম্পূর্ণকরণ (Picture completion)
2. বৃত্তির কাজ(circle task)
3. সমান্তরাল লাইন অভিক্ষা(Parallel lines test)

প্রস্তুত করেন। এই অভিক্ষাগুলি নিম্নে আলোচিত হল -

1.চিত্র সম্পূর্ণকরণ(Picture completion): এখানে দশটি অসম্পূর্ণ ছবি দেওয়া হয় সেগুলি মাত্র কয়েকটি রেখার দ্বারা অঙ্কিত। বলা হয় প্রয়োজন মত রেখা ব্যবহার করে অসম্পূর্ণ কৌতূহল, উদ্দীপক, বস্তু বা ছবি অঙ্কন করতে। অনেক সময় ছবিকে কেন্দ্র করে নামকরণসহ একটি সম্পূর্ণ গল্প তৈরি করতে বলা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতগুলো ছবি অঙ্কন করতে পারে, তার দ্বারা ক্ষিপ্রতা, কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিত্রগুলিকে কতগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তার দ্বারা নমনীয়তা এবং প্রতিক্রিয়ার নতুনত্বের প্রকৃতি বিচার পরিমাপ করা হয়।

2.বৃত্তের কাজ (Circle task): বৃত্তের কাজ একটি সৃজনশীল মূল্যায়ন পদ্ধতি, যা শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিভিন্ন দিক পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এখানে শিক্ষার্থীর প্রধান অঙ্কন উপাদান হলো বৃত্ত, যা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে নতুন এবং বৈচিত্র্যময় চিত্র আঁকতে বলা হয়।এটি শিক্ষার্থীদের চিন্তার প্রসারতা, নমনীয়তা, এবং নতুন ধারণা সৃষ্টির ক্ষমতা উন্নত করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু সৃজনশীল নয়, বরং উদ্ভাবনী এবং সমস্যার সমাধানে দক্ষ হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীদের ছবির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে যাদের ছবির মধ্যে বিশেষ কিছু নতুন জিনিসের ছবি দেখা যায় তাদের স্বকীয়তা বেশি বলা হবে এবং বৃত্তে যত বেশি সম্ভব ভাব যুক্ত করা হয়েছে তা দেখে অগ্রসরন ক্ষমতা বিচার করা হবে।

3. সমান্তরাল লাইন (Parallel line): এই অপেক্ষায় লাইন থাকে। অভিকার জোড়াগুলি দিয়ে কোন করতে বলা হয়।

বাচনিক কার্যাবলী (Verbal functions)

এক্ষেত্রে এমন সব কাজ দেওয়া হয় যেখানে ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য। বাচনিক কর্মে যে সমস্ত কাজগুলি দেওয়া হয় সেগুলি ভাষা ব্যবহার করে সমাধান করতে হয়। এই অপেক্ষায় যে বাচনিক কাজগুলি দেওয়া হয় সেগুলি হল -

1. উৎপাদকের উন্নতি সংক্রান্ত(Product improvement task): এখানে কোন খেলনা, যন্ত্র বা এইপ্রকার কোন বস্তুকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কিভাবে এটিকে আরো আকর্ষণীয় বা আরো উন্নত করা যায় বা নতুন কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরো সুলভ করা যায় কিনা ইত্যাদি। অভিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপেক্ষিতে সাবলীলতা, নমনীয়তা, তীব্রতা, স্বকীয়তা ইত্যাদি সৃজনক্ষমতার উপাদান গুলিকে পরিমাপ করা যায়।

2.টিনের পাত্রের অস্বাভাবিক ব্যবহার(unusual use of Tin cans): এখানে ব্যক্তি বা অভিক্ষার্থীকে ফেলে দেওয়া তিনের পাত্রকে কত রকম ভাবে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে সুপারিশ করতে বলা হয়। অভিক্ষার্থী কত কম সময়ে কত বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার করতে পারে তা দেখে সৃজন ক্ষমতার উপাদানগুলি পরিমাপ করা হয়।

3.চিন্তাধারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (Asking type): অভীক্ষার দিকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তার মনোভাব বা চিন্তা ধারা সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হয়। আর চিন্তা ধারা সেই বিষয়ে সম্পর্কিত অন্যান্য চিন্তাধারা থেকে পৃথক কিনা সে সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হয়। তারপর নানা দিক বিচার করে শিক্ষার্থীর চিন্তা কে সামগ্রিকভাবে বিচার করা হয়।

4.ফল সম্পর্কে অনুমান (Guess consequences): এখানে শিক্ষার্থীকে কয়েকটি প্রকল্প বলা হয়। তারপর অভিক্ষার থেকে সেই প্রকল্পগুলি থেকে ভবিষ্যতে কেমন ফল পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। অভিক্ষার্থীর উত্তর বিচার করে তার অনুমান ক্ষমতা ও স্বকীয়তা বিচার করা হয়।

► **গেজেল এবং জ্যাকসন-এর সৃজনশীলতার অভীক্ষা (Getzel and Jackson's Creativity Test):**

Getzel এবং Jackson সৃজনশীলতার পরিমাপ করার জন্য এই অভীক্ষাটি উদ্ভাবন করেছেন। এই অভীক্ষায় যে পাঁচ প্রকার সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল-

(১) শব্দানুষঙ্গ (Word-association);
(২) বস্তুর ব্যবহার (Use of things);
(৩) লুকানো আকৃতি (Hidden-shape);
(৪) উপকথা (Fables); এবং
(৫) সমস্যা প্রস্তুত করা (Make-up problem)।

(1) শব্দানুষঙ্গ (Word-association): এই জাতীয় অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীদের এমন কতকগুলি শব্দ দেওয়া হয় যেগুলির অনেকগুলি অর্থ আছে। অভীক্ষার্থীরা একটি শব্দের কতকগুলি অর্থ বলতে পারে তার উপর তাদের নম্বর নির্ভর করে।

(2) বস্তুর ব্যবহার (Use of Things) : এই জাতীয় অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীকে দুরকম বস্তু বা দ্রব্য (পেনসিল, পেপার ক্লিপ, ইট, টুথপিক ও এক টুকরো কাগজ) দেওয়া হয় এবং সেগুলিকে কতরকমভাবে ব্যবহার করা যায় অভীক্ষার্থীকে তা উল্লেখ করতে বলা হয়। প্রতিটি বস্তুর ব্যবহারের বৈচিত্র্যের উপর নম্বর নির্ভর করে।

(3) লুকানো আকৃতি খোঁজা (Searching Hidden-shape): এই জাতীয় অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীকে প্রথমে একটি সরল চিত্র দেখানো হয়। তারপর তাকে ৪টি জটিল চিত্র দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় এই জটিল চিত্রগুলির কোল্টিতে ঐ সরল চিত্রটি আছে।

(৪) উপকথা সম্পূর্ণকরণ (Completion of Fables): এই অভীক্ষায় চারটি উপকথা দেওয়া আছে, যেগুলির শেষ লাইনটি নেই। অভীক্ষার্থীদের কাহিনীগুলিকে এমন বাক্যের দ্বারা শেষ করতে বলা হয়েছে যাতে সেগুলি যথাক্রমে হাস্যোদ্দীপক (humourous), করুণ (sad), এবং নীতিজ্ঞানমূলক (moralist) হয়।

(৫) সমস্যা প্রস্তুত করা (Make-up problem) : এই অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীকে কতকগুলি তথ্য দেওয়া হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে তাকে সমাধানের উপযোগী কতকগুলি সমস্যা প্রস্তুত করতে বলা হয়।

সৃজনক্ষমতা নির্ণায়ক অভীক্ষাগুলির দ্বারা সাধারণত ছাত্রদের যেসব বিশেষত্বগুলি পরিমাপ করা হয় সেগুলি হল (১) সাধারণ মানসিক সক্ষমতা;

(২) ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য

(৩) প্রতিক্রিয়ার স্বকীয়তা

(৪) প্রতিক্রিয়ার ক্ষিপ্রতা

(৫) সমস্যার অভিনব সমাধানের ক্ষমতা

(৬) সৃজনমূলক কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা; ইত্যাদি।

পরিশেষে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমানে ছাত্রদের সৃজনক্ষমতা পরিমাপের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা যেসব অভীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করেছেন সেগুলির ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা (reliability) সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

1.8. সৃজন ক্ষমতা বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of teacher in developing Creativity)

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা লালন ও বিকাশে শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একটি সৃজনশীল পরিবেশ তৈরি করে এবং কার্যকর কৌশল ব্যবহার করে, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল সম্ভাবনাকে অন্বেষণ করতে সহায়তা করতে পারেন। সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

1. স্বাধীন মতামতের প্রতি গুরুত্ব (Importance of Independence Opinion): শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বিদ্যালয় পরিবেশে আলোচনা ও সমালোচনা করে থাকে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজন ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে চাইলে অবশ্যই তাদের স্বাধীন মতামতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। স্বাধীন মতামত প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজের সৃজনী ক্ষমতা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পারে।

2. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি (Increase self-confidence): গবেষণায় দেখা গেছে বেশিরভাগ সৃজনধর্মী শিক্ষার্থী লাজুক প্রকৃতির হয়। সৃজনধর্মী কার্যকলাপ অনেক সময় প্রকাশ করতে চায় না। শিক্ষক সিজন ধর্মী শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ করে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন।

3. উৎসাহদান (Encouragement): শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন প্রকার মৌলিক কাজ চিন্তাভাবনা প্রকাশ ঘটলে শিক্ষক সেগুলি বিকাশের জন্য উৎসাহ দান করবেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে উৎসাহ প্রদানের মধ্য দিয়ে তার যে কোন সিজনে ধর্মী কাজকে বিকাশ করতে সহায়তা করা হয়।

4. মস্তিষ্কঝঞ্ঝা (Brainstorming): শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজন ক্ষমতা প্রকাশ ঘটতে চাইলে তাদের সামনে সমসামূলক পরিস্থিতি উপস্থাপন করতে হবে। এমন একটি পরিস্থিতি হল মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা। শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে একটি সমস্যামূলক বিষয় উপস্থাপন করা হয়, যার সমাধান শিক্ষার্থীরা নিজেরাই করে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষক ছোট দলে ভাগ করে মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনী ক্ষমতা বিকাশ করতে সাহায্য করা হয়।

5. শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ (Learning environment of classroom): শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষণের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাধীনতা, শিক্ষার্থীকে উৎসাহ প্রধান ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বহিঃপ্রকাশের সহায়ক।

6. অভিযোজনের সাহায্য করা (Help in adjustment): সৃজনশীলতা বিকাশের প্রক্রিয়ায় অভিযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষার্থীদের চাহিদা, দক্ষতা এবং চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করার জন্য শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। অভিযোজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নতুন পরিস্থিতিতে সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে ও কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়।

7. চিন্তাশক্তির বিকাশ (development of Thinking ability): সৃজনশীলতার সঙ্গে উন্নত ধরনের চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সেইজন্য শৈশবকাল থেকেই যাতে ছাত্রদের উপযুক্ত চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ ঘটে তারজন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে যাতে নতুন নতুন ভাবনার (idea) সৃষ্টি হয় এবং তারা যাতে কোন সমস্যার নতুন ধরনের সমাধান করতে পারে তারজন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

8.কল্পনা এবং মৌলিকতা উদ্বুদ্ধকরণ(Inspiring Imagination and Originality): শিক্ষকরা কল্পনা এবং মৌলিকতা উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চিন্তাযুক্ত পাঠ, খোলামেলা প্রশ্ন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন করার মাধ্যমে শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করেন। তাদেরকে নির্ধারিত সমাধানগুলির বাইরে ভাবতে উৎসাহিত করে, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের চিন্তা এবং ধারণায় মৌলিকতার অনুভূতি তৈরি করতে সাহায্য করেন।

9.সমালোচনামূলক চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানের প্রশিক্ষণ (Nurturing Critical Thinking and Problem-Solving): সৃজনশীল চিন্তা সমালোচনামূলক চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে, বিভিন্ন সমাধান বিবেচনা করতে এবং জটিল সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা তৈরি করতে গাইড করেন। এটি কেবল তাদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে উন্নত করে না, বরং তাদের জীবনভর অমূল্য দক্ষতা প্রদান করে।

এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে ছাত্রদের সৃজনীর ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর জন্য ও শিক্ষিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

1.10. সারাংশ (Summary)

সৃজনশীলতা হল নতুন ধারণা বা সমাধান তৈরি করার ক্ষমতা যা প্রচলিত চিন্তা-ধারার বাইরে বিদ্যমান। এটি বিদ্যমান জ্ঞানকে নতুন, উদ্ভাবনী এবং প্রাসঙ্গিক সমাধানে রূপান্তরিত করে। সৃজনশীলতা শুধু শিল্পে নয়, এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন বিজ্ঞান, ব্যবসা, এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায়। সৃজনশীলতার কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নতুনত্ব, মৌলিকতা, উপযোগিতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা। সৃজনশীল মানুষ সাধারণত কল্পনা, স্বাধীন চিন্তা এবং ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা রাখে। তারা সাধারণ ধারণাগুলোর বাইরে চিন্তা করতে সক্ষম এবং প্রথাগত পদ্ধতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে। সৃজনশীলতার বিকাশে বিভিন্ন উপাদান কাজ করে, যেমন: ব্যক্তিগত গুণাবলী (যেমন কল্পনা, মনোযোগ, ধৈর্য), পরিবেশ (যেমন- উদার পরিবেশ এবং উৎসাহ), এবং প্রেষণা। এসব উপাদান একত্রে সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত করে এবং উদ্ভাবন তৈরিতে সহায়তা করে। সৃজনশীলতা পরিবেশ এবং শিক্ষা দ্বারা লালিত হয়। একটি উদার, উৎসাহজনক এবং সমর্থনশীল পরিবেশ সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। শিশুদের মাঝে সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য উন্মুক্ততা এবং স্বাধীন চিন্তার সুযোগ প্রদান গুরুত্বপূর্ণ। সৃজনশীলতা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়, যেমন divergent thinking tests (যেখানে একটি সমস্যা থেকে বহু সমাধান বের করার ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়) এবং originality and usefulness assessments। সৃজনশীলতা একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা সহজে পরিমাপ করা কঠিন। সৃজনশীলতা শিক্ষার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সৃজনশীলতা শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের নতুন ধারণা গ্রহণ এবং বাস্তব জীবনে সৃজনশীল সমাধান খোঁজার ক্ষমতা বাড়ানো যায়, যা তাদের ভবিষ্যত জীবনে সহায়ক হতে পারে।

1.11. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. সৃজনশীলতার সংজ্ঞা কী? এর মূল উপাদানগুলো কী কী?
2. সৃজনশীলতা কীভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সহায়ক হতে পারে?
3. সৃজনশীলতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
4. সৃজনশীলতা বিকাশে প্রধান উপাদানগুলো কী কী?
5. সৃজনশীলতা বিকাশে কোন উপাদানটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন এবং কেন?

6. সৃজনশীলতার বিকাশে পরিবেশ কীভাবে ভূমিকা রাখে?
7. সৃজনশীলতা পরিমাপের কোন পদ্ধতিগুলি আপনি জানেন এবং সেগুলি কীভাবে কার্যকর হতে পারে?
8. একজন শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করতে পারেন?
9. শিক্ষক হিসেবে আপনি কীভাবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ও সমস্যা সমাধানে সহায়ক হতে পারেন?

1.12. গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

- Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology. Vikas Publishing House, Pvt, Ltd. New Delhi.
- Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology. Vikas Publishing House.
- Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology. Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.
- Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. HarperCollins.
- Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5(9), 444–454. https://doi.org/10.1037/h0063487
- Indira Gandhi National Open University (IGNOU). (n.d.). Unit-10: Creativity and Innovation. Retrieved from https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/65131/3/Unit-10.pdf
- Passi, B. K., & Kumar, U. (1996). Manual for Passi Usha Test of Creative Problem Solving Ability. Agra: National Psychological Corporation.
- Plucker, J. A., Beghetto, R. A., & Dow, G. T. (2004). Why isn't creativity more important to educational psychologists? Potentials, pitfalls, and future directions in creativity research. Educational Psychologist, 39(2), 83–96.
- Rogers, C. R. (1961). On becoming a person: A therapist view of psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin.
- Runco, M. A. (2007). Creativity: Theories and themes: Research, development, and practice. Elsevier.
- Shalley, C. E., Zhou, J., & Oldham, G. R. (2004). The effects of personal and contextual characteristics on creativity: Where should we go from here? Journal of Management, 30(6), 933-958.

- Sternberg, R. J. (2006). The nature of creativity. Creativity Research Journal, 18(1), 87-98.
- Torrance, E. P. (1965). Rewarding creative behaviour experiments in classroom creativity. NJ: Prentice-Hall Inc.
- Wallach, M. A. (1970). Creativity. In P. Mussen (Ed.), Carmichael's Handbook of Child Psychology (pp. 1211-72). New York: John Wiley & Sons Inc.

Unit : 7 শিখন (Learning)

7.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

7.2. ভূমিকা (Introduction)

7.3. শিখন : ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and definitions of Learning)

7.4. শিখনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Learning)

7.5. শিখনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান (Factors Influence of Learning)

7.5.1 পরিবেশগত উপাদান সমূহ (Environmental Factors)

7.5.2 মনোবিজ্ঞানিক উপাদান সমূহ (Psychological Factors)

7.6. সারাংশ (Summary):

7.7. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

7.8. গ্রন্থপঞ্জি (References)

7.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

এই অধ্যায়ের প্রধান শিখন উদ্দেশ্য গুলি হল -

1. শিক্ষার্থীরা শিখন এর ধারণাটি সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
2. তারা শিখন এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
3. শিক্ষার্থীরা শিখনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবে।
4. শিক্ষার্থীরা শিখনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানিক উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবে।

7.2. ভূমিকা (Introduction)

প্রত্যেক প্রাণীকেই তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পরিবেশের পরিবর্তনশীল শক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এর জন্য তাকে নানাবিধ আচরণ সম্পন্ন করতে হয়, যেগুলি প্রকৃতি পূর্ব থেকে তাকে প্রদান করে। এসব আচরণকে মনোবিজ্ঞানে প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলা হয়, যা প্রাণীকে মৌলিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। তবে, পরিবেশের জটিলতা ও পরিবর্তনের কারণে এই সহজাত আচরণগুলির সীমাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং প্রাণীকে নতুন আচরণ শিখতে হয়। এটি শিখন প্রক্রিয়ার সূচনা। শিখন, যা জীবনব্যাপী চলে, আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে গভীর প্রভাব ফেলে। মানুষের ক্ষেত্রে শিখন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এ ছাড়া আমাদের প্রাথমিক শারীরবৃত্তীয় আচরণগুলিও কার্যকর হতে পারে না। শিখন আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, এবং এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি দিকের অংশ। এই অধ্যায়ে আমরা শিখন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব আলোচনা করবো ।

7.3. শিখন : ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and definitions of Learning)

শিখনের ধারণা (Concept of Learning): শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো শিখন (Learning)। আমরা সাধারণত বাচ্চাদের বলে থাকি শিক্ষক মহাশয় কেমন শিখিয়েছেন, কি শেখাচ্ছেন, বিষয়টি থেকে তুমি কি শিখলে ? ইত্যাদি বিষয়গুলি। অর্থাৎ সংকীর্ণ ধারণা অনুযায়ী শিখন কথাটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক হিসাবে মনে করা হয়। কিন্তু সার্বিকভাবে দেখলে শিখন হলো সারা জীবনব্যাপী চলা একটি গঠনমূলক মানসিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারি। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য শিখন অপরিহার্য। কারণ পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে ব্যক্তির আচরণ (Behaviour) পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় এবং অভিযোজনের উপযোগী আচরণ আয়ত্ত করতে হয়। এইভাবে ব্যক্তি কখনো নতুন আচরণ আয়ত্ত করে আবার কখনো পুরাতন আচরনের পরিবর্তন ঘটায়। আচরণ পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে সহজ ভাবে শিখন বলা হয়। ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতায় তাকে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার জন্য এবং নতুন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য সাহায্য করে। তাই বলা যায় অতীতের অভিজ্ঞতা (Past Experience) ও প্রশিক্ষণ (Training) এর প্রভাবে আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায়ই হল শিখন।

শিখনের সংজ্ঞা (Definitions of Learning):

বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিখনকে (Leaming) সংজ্ঞায়িত করেছেন, সেগুলি হল-

- **গার্ডনার মারফির (Gardener Murphy)** মতে "The term learning covers every modification in behaviour to meet environmental requirements." অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের প্রয়োজনে আমাদের আচরণগত পরিবর্তনকেই শিখন হিসাবে অভিহিত করা যায়।
- বিশিষ্ট **মনোবিদ থর্নডাইক** বলেছেন - "Learning is due to the connection of both stimulus and response." অর্থাৎ শিখন হল উদ্দীপক ও প্রতিকার মধ্যে যথাযথভাবে সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া।
- **এইচ. পি. স্মিথ (H. P. Smith)**-এর মতে "Learning is the acquisition of new behaviour or the strengthening or weakening of old behaviour as the result of experience."- অর্থাৎ শিখন হল নতুন আচরণবিধি শেখা এবং পুরনো আচরণবিধির সংহতিসাধন বা শিথিলকরণ।
- বিশিষ্ট **মনোবিদ বার্নাড** বলেছেন – "Leaming is the modification of behaviour through practice" অর্থাৎ শিখন হল অনুশীলনের মাধ্যমে আচরণের পরিবর্তন সাধন ।
- মনোবিদ **উডওয়ার্থ (Woodworth)** বলেছেন-"Any activity can be called learning so far as it develops the individual (in any respect, good or bad) and makes him alter behaviour and experiences different from what that would otherwise have been."- অর্থাৎ যে-কোনো কাজকেই শিখন বলা যায় যদি তা ব্যক্তির বিকাশ ঘটায়, সে ভাল বা খারাপ যে-কোনো দিকেই হোক, যার ফলে সে তার আচরণের পরিবর্তন ঘটায়, যে পরিবর্তন বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাগুলি না ঘটলে কখনও সম্ভব হত না।
- **কিংসলে এবং গ্যারি (Kingsley and Gary)** বলেছেন- "Learning is the process by which behaviour (in the broader sense) is originated or changed through practice or training"- অর্থাৎ শিখন হল একপ্রকার প্রক্রিয়া যার দ্বারা আচরণ সৃষ্টি হয় অথবা অনুশীলন অথবা প্রশিক্ষণের দ্বারা পরিবর্তিত হয়।
- **ক্রো এবং ক্রো-র (Crow and Crow)** মতে "Learning is the acquisition of habits, knowledge and attitudes. It involves new ways of doing things and it operates on an individual's attempts to overcome obstacles or to adjust to new situations. It represents progressive changes in behaviour. It enables him to satisfy interests to attain a goal."-অর্থাৎ শিখন হল অভ্যাস, জ্ঞান ও মনোভাব অর্জন করা। শিখনের মধ্যে কোনো কাজ করার নতুন পদ্ধতিকে, কোনো বাধা অতিক্রম করতে ব্যক্তির প্রচেষ্টা অথবা নতুন পরিস্থিতিতে

অভিযোজনের ক্ষমতাকেও ধরা হয়। আচরণের উন্নত ধরনের পরিবর্তনকেও শিখন বলে। কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর যে আগ্রহ তাকেও শিখন বলা যায়।

সাধারণ কথায় শিখন হল - অভিজ্ঞতার প্রভাবে মানুষের আচরণের যে পরিবর্তন হয় তাকে শিখন বলে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরন ধারার পরিবর্তন সাধিত হয়, অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়, জ্ঞান এবং চিন্তন দক্ষতার বিকাশ সাধিত হয়, নতুন পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করতে ব্যক্তির সক্ষম হয়, ব্যক্তির কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়, নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন হয় প্রভৃতি।

7.4 শিখনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Learning)

শিখন মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সহায়তা করে। শিখনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

1) **লক্ষ্যাভিমুখী প্রক্রিয়া (Goal Oriented Process):** শিখনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি লক্ষ্যাভিমুখী প্রক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই আমরা শিখি। ব্যক্তির মধ্যে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হলে ব্যক্তি তার সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অবশেষে সে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায়। সুতরাং শিখন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে সম্পন্ন হয় না, এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক ও লক্ষ্যাভিমুখী প্রক্রিয়া।
2) **আচরণের পরিবর্তন (Changes of Behaviours):** শিখনের ফলে ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন ঘটে এবং সে নতুন আচরণ সম্পাদন করার যোগ্যতা অর্জন করে। বস্তুত ব্যক্তি ও পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে তার আচরণ ধারার মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাই হল শিখন। এইক্ষেত্রে ব্যক্তির পুরাতন আচরণটি পরিবর্তিত হয়ে যায়।
3) **অভিযোজনে সাহায্য করা (Helping of Adaptation):** সমাজ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে টিকে থাকতে হলে সার্থকভাবে অভিযোজন করা দরকার। এইজন্য ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের আচরণ শিখনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হয়। এর ফলে জন্মগত প্রবণতাগুলির উন্নতি সাধন হয় কিংবা নতুন আচরণ ধারা গঠিত হয়। আর পরিবেশের তাগিদ অনুযায়ী উপযুক্ত আচরণ আয়ত্ত করা সম্ভব হলেই সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করা সহজ হবে। এইক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণকে উপযুক্তভাবে পরিবর্তিত করা এবং সেই আচরণকে সুদৃঢ় করার প্রক্রিয়াই হল শিখন।
4) **অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাব (Influence by Past Experience):** শিখনের মূল ভিত্তি হল অতীত অভিজ্ঞতা। বর্তমান কাজের মধ্যে যে দক্ষতা প্রকাশ পায় তা প্রধানত অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। অতীতের এক যা একাধিক কাজের প্রভাব শিখনলব্ধ ক্রিয়াকে সক্রিয় করে।

5) **অনুশীলন মূলক প্রক্রিয়া (Practice Oriented Process):** শিখন অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। পুরাতন আচরণ বর্জন করে নতুন আচরণ আয়ত্ত করার সময় ব্যক্তিকে নতুন আচরণটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বারবার অনুশীলন করতে হয়। অভ্যাস ছাড়া শিখন কখনও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই শিশু যখন পাঠ্যপুস্তকের নতুন কিছু বিষয় আয়ত্ত করতে চায়, তখন তাকে বারংবার ওই একই কাজ অনুশীলন করতে হয়।

6) **ক্রমপরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া (Changeable Process):** শিখন একটি ক্রমপরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। প্রচেষ্টার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে শিখনের মাত্রাও তত পরিবর্তন হয়ে উন্নততর হবে। যদিও শিখন-মাত্রার এই ধারাবাহিকতা সব সময় একই থাকে না, তবুও এটি সত্য যে প্রচেষ্টার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শিখনের হার বৃদ্ধি পাবে।

7) **জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া (Knowing Process) :** শিখনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া। কারন শিখনের ফলে ব্যক্তি পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে পরিবর্তিত বা নতুন নতুন জ্ঞান সহজে আয়ত্ত করতে পারে। নতুন নতুন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই ব্যক্তি নতুন বিষয় সম্পর্কে শেখে।

8) **আগ্রহ ও প্রেষণা নির্ভর (Interest and Motivation Oriented):** শিখন হলো আগ্রহ ও প্রেষণা নির্ভর প্রক্রিয়া। কোন কিছু শেখার জন্য ব্যক্তির মধ্যে যদি প্রেষণা না থাকে অথবা ব্যক্তি যদি সেই বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী না হয় তাহলে সে সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। তাই শিখন এর জন্য আগ্রহ, প্রেষণা ইচ্ছা শক্তি ইত্যাদির প্রয়োজন।

9) **পরিণমনের সাথে সম্পর্কিত (Relating to Maturation):** স্বাভাবিকভাবে শারীরিক বৃদ্ধির ফলে শিশুর মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যায় তাকে বলে পরিণমন। উপযুক্ত পরিণমন না ঘটলে শিখন সম্ভব হতে পারে না। তাই শিশুর শিখনের জন্য উপযুক্ত পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এটি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। যেমন-শিশুর পেশি উপযুক্তভাবে পরিপুষ্ট হওয়ার আগে তাকে সাঁতার শেখাতে গেলে সেই প্রচেষ্ট। কখনও কার্যকরী হবে না। তাই শিশুর শিখন অনেকাংশে পরিণমনের উপর নির্ভরশীল।

10) **সমস্যা কেন্দ্রীক প্রক্রিয়া (Problem Oriented Process):** সমস্যা ছাড়া কখনও শিখন সংঘটিত হতে পারে না। এটি হল শিখনের একটি অপরিহার্য শর্ত। কারণ সমস্যামূলক পরিস্থিতির চাপেই ব্যক্তি শিখতে বাধ্য হয় এবং পুরাতন আচরণ পরিবর্তন করে নতুন আচরণ আয়ত্ত করে। সমস্যা না থাকলে ব্যক্তি শেখার কোনও তাগিদ অনুভব করত না। তাই প্রত্যেক শিখনের জন্য একটি সমস্যামূলক পরিস্থিতি অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়।

11) **সর্বজনীন প্রক্রিয়া (Universal Process):** শিখন শুধু উন্নত প্রাণী হিসাবে মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীব মাত্রেই শেখে। যদিও ইতর প্রাণী তাদের জন্মগত আচরণের মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে

অভিযোজন করতে পারে, তথাপি নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য তারাও শিখতে বাধ্য হয়। তা না হলে তাদের অস্তিত্ব বিঘ্নিত হবে। তাই শিখন একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া।

7.5 শিখনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান (Factors Influence of Learning) :

শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া হওয়ায় শিক্ষার্থীর মানসিক ও পরিবেশ গত বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় । নিম্নে উপাদান গুলি বিস্তারিত আলোচনা করো -

7.5.1 পরিবেশগত উপাদান সমূহ (Environmental Factors):

শিখনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশগত উপাদানগুলি শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবিত করে। এই উপাদানগুলির প্রতি মনোযোগ দিয়ে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, উভয়ই শিখন প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে পারে। শিখনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশগত উপাদানগুলি হল -

১. শিক্ষণ পরিবেশ (Learning Environment)

শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত আলো, তাপমাত্রা, শব্দের স্তর এবং আসবাবপত্রের সঠিক ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের শেখার পরিবেশকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। একটি শান্ত, সুসজ্জিত এবং উজ্জ্বল শ্রেণীকক্ষ শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও শেখার গতি বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়।

২. পারিবারিক পরিবেশ (Family Environment)

একটি সহানুভূতিশীল এবং সমর্থনশীল পরিবার শিক্ষার্থীদের শেখার জন্য প্রেরণা এবং উৎসাহ প্রদান করে। যখন পরিবারের সদস্যরা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী থাকে এবং তাদের শিখন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে, তখন শিক্ষার্থী বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং সৃজনশীলভাবে শিখতে সক্ষম হয়।

৩. সামাজিক পরিবেশ (Social Environment)

সহপাঠী এবং বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা, সমবায় এবং সামাজিক সম্পর্ক শিখন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। একটি সুস্থ সামাজিক পরিবেশ ছাত্রদের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা এবং একে অপরকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করে, যা শেখার মান বৃদ্ধি করে।

৪. শিক্ষকের প্রভাব (Teacher's Influence)

শিক্ষক বা শিক্ষিকার মনোভাব এবং শ্রেণীকক্ষে সহায়ক পরিবেশ শিখনে প্রভাব ফেলে। একটি সহানুভূতিশীল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং তাদের শিখনে সহায়তা করে, যা পরবর্তীতে ছাত্রদের সাফল্যে ভূমিকা রাখে।

৫. শ্রেণীকক্ষের আকার ও স্থান (Classroom Size and Space)

শ্রেণীকক্ষের আকার এবং স্থান শিখন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোট শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো যোগাযোগ সম্ভব হয়, এবং একে অপরের সাথে আলোচনা বা প্রশ্নোত্তর সহজতর হয়। ভাল সজ্জিত এবং সঠিক আকারের শ্রেণীকক্ষ শেখার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।

৬. অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment)

শিক্ষার্থীদের আর্থিক অবস্থা শিখনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধা থাকলে শিক্ষার্থীরা সহজেই প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী যেমন বই, প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে, যা তাদের শিখনকে সহায়ক করে। অর্থনৈতিক সমস্যা শিক্ষার্থীদের শেখার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

৭. প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technological Environment)

প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। ইন্টারনেট, কম্পিউটার, অনলাইন ক্লাস এবং ডিজিটাল শিক্ষা মাধ্যম শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করেছে। প্রযুক্তিগত সুবিধা শিক্ষার্থীদের দ্রুত শিখতে এবং নতুন বিষয় সম্পর্কে সহজে তথ্য পেতে সাহায্য করে।

7.5.2 মনোবিজ্ঞানিক উপাদান সমূহ (Psychological Factors):

শিখনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী মানসিক বা মনোবিজ্ঞানিক উপাদানগুলি শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উপাদানগুলো শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা, মনোযোগ, আবেগ, অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা এবং চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে শিখনের গতি এবং কার্যকারিতা প্রভাবিত করে। মানসিক উপাদানগুলো যেমন স্মৃতি, মনোযোগ, প্রেরণা, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তন, অনুভূতি ইত্যাদি; এগুলি শিখনে দক্ষতা এবং আগ্রহ বাড়াতে সহায়ক হয়। এর কয়েকটি প্রধান উপাদান নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

(A) মনোযোগ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরার পথে বিভিন্ন সময়ে মনোযোগ বা ‘Attention’ শব্দটি শুনতে পাই। যেমন - মনোযোগ দিয়ে পড়লে ভালো রেজাল্ট হবে, রেল স্টেশনে শুনি - 'মনোযোগ সহকারে শুনবেন', শিক্ষক মহাশয় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শোনার কথা বলেন ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন কিছু শেখার জন্য মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য। তাই বলা হয় শিখনের নির্ধারক গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হলো মনোযোগ। সাধারণভাবে মনোযোগ বলতে কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে একান্তভাবে সচেতন হওয়াকে বোঝায়। মনোবিদ্যার ধারণা অনুযায়ী মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থাকে স্থিমিত করে একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি অর্পণ করার প্রক্রিয়াকে মনোযোগ বলা হয়।

মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) এর মতে ব্যক্তির মনের 3 টি অবস্থা থাকে, যথা চেতন মন (Conscious Mind) প্রাক চেতন মন (Pre-conscious Mind) এবং অবচেতন মন (Unconscious Mind) । মনোযোগ প্রক্রিয়ার বিশেষ মুহূর্তে ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের (Stimulus) মধ্য

থেকে একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপক চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে বা চেতন মনের কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়াকে মনোযোগ বলা হয়।

মনোযোগের সংজ্ঞা

বিভিন্ন মনোবিদগণ পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে মনোযোগের সংজ্ঞা দিয়েছেন। খ্যাতনামা কয়েকজন মনোবিদের সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো –

- বিশিষ্ট মনোবিদ ভুক্ত (Wound) এবং টিচেনার (Titchener) বলেছেন – "মনোযোগ হল কেন্দ্রীভূত চেতনা।"
- মনোবিদ রস (Ross) বলেছেন – "মনোযোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা চিন্তার বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে মনের সামনে উপস্থিত করে।"
- মনোবিদ কোলম্যান এর মতে – "কোন নির্দিষ্ট উদ্দীপক, প্রত্যক্ষণ, ধারণা, চিন্তা বা কর্মকে সচেতনতার কেন্দ্রে ধরে রাখাই হল মনোযোগ।"
- মনোবিদ উডওয়ার্থ (Woodworth) বলেছেন – "মনোযোগ হল অনেকগুলো উদ্দীপকের মধ্যে থেকে কোনো একটি বিশেষ উদ্দীপকে নির্বাচন করার প্রক্রিয়া।"
- মনোবিদ স্টাউট (Stout) বলেছেন, "মনোযোগ হল ইচ্ছামূলক মানসিক সক্রিয়তা যা মানুষের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে।"
- মনোবিদ ম্যাকডুগাল (McDougall) বলেছেন, "মনোযোগ হল এমন এক প্রকার মানসিক সক্রিয়তা যা আমাদের প্রত্যক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।"
- মনোবিদ ফ্লেচার (Fletcher) বলেছেন, "মনোযোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে পরিবেশের পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়গুলি থেকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে নির্বাচন করে এবং অবশিষ্টগুলিকে বর্জন করে।"

সুতরাং মনোযোগ হল সচেতন লক্ষ্যাভিমুখী মানসিক প্রক্রিয়া। যে মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা প্রত্যক্ষণ লব্ধ বিভিন্ন বিষয়গুলি মনের বা চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে, তাকেই মনোযোগ বলা হয়।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Attention)

1. **নির্বাচনধর্মী প্রক্রিয়া (Selective Process):** মনোযোগ হল নির্বাচনধর্মী প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মনোযোগের ক্ষেত্রে নির্বাচিত বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমাদের চারপাশে অসংখ্য বস্তু বা বিষয় রয়েছে। কিন্তু আমরা সব কিছুতেই মনোযোগী হই না। আমাদের যেটা প্রয়োজন বা যে বিষয়টি আমাদের মনকে আকর্ষণ করে সেই বিষয়কে আমরা গুরুত্ব আরোপ করি। তাই মনোবিদগণ মনোযোগকে নির্বাচনধর্মী বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছেন।

2. **কেন্দ্রানুগ প্রক্রিয়া (Centralized Process):** মনোযোগ হল কেন্দ্রানুগ প্রক্রিয়া। যখন কোনো বস্তু বা বিষয় ব্যক্তির মনের কেন্দ্রে অনুভূতি জাগ্রত করে তখন সেই বস্তু বা বিষয়ের প্রতি ব্যক্তি মনোযোগী হয়। মনোবিদ টিচেনার বলেছেন বস্তু যখন কেন্দ্রীয় চেতনা স্তরে অবস্থান করে তখন বস্তু সম্পর্কে আমরা সচেতন হই বা মনোযোগী হই।
3. **পরিবর্তনশীল (Changeable):** মনোযোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি পরিবর্তনশীল। কারণ কোনো বিষয়ের প্রতি আমরা অধিক্ষন মনোযোগ দিতে পারি না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কোনো শিক্ষার্থী এক মনে পড়াশোনা করছে। কিন্তু হঠাৎ বাইরে প্রচন্ড শব্দ শোনা গেল। তখন মনোযোগ সেই শব্দের দিকে ধাবিত হয়। তাই মনোযোগ সর্বদা পরিবর্তনশীল বিষয়।
4. **উদ্দীপক নির্ভর (Stimulus Oriented):** মনোযোগ উদ্দীপক নির্ভর প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মনোযোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উদ্দীপক নির্ভরতা। কোনো উদ্দীপকের যত বেশি শক্তিশালী বা যত বেশি তীব্রতা থাকে সেই উদ্দীপকের প্রতি ব্যক্তির মনোযোগ তত বেশি গভীরতা লাভ করে।
5. **সীমাবদ্ধ প্রকৃতির (Limited in Nature):** মনোযোগ সীমাবদ্ধ প্রকৃতির। কারণ একই সময়ে কোনো ব্যক্তি অধিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারব না। যেমন- একসঙ্গে পড়া ও খাওয়া এই দুই কাজ সম্ভব নয়। কারণ এক্ষেত্রে খাওয়া ও পড়া দুটি আলাদা কাজ পড়ার জন্য যেমন মনোযোগ লাগে তেমনি খাওয়ার জন্য মনোযোগ লাগে। তাই এটি নির্দিষ্ট দিকে সীমাবদ্ধ। তবে অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। তবে সেই সংখ্যা খুবই কম।
6. **প্রচেষ্টামূলক (Effortful):** মনোযোগ হল প্রচেষ্টা মূলক। অর্থাৎ ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর মনোযোগ দেবে সেই প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে মনোযোগ সংগঠিত হয়। তাই মনোবিদ ম্যাকডুগাল বলেছেন শিখনের প্রচেষ্টা হল মনোযোগ।
7. **চঞ্চল প্রকৃতির (Fierce Nature):** মনোযোগ চঞ্চল প্রকৃতির। অর্থাৎ কোনো বিষয়ের প্রতি আমরা বহুক্ষণ ধরে মনোযোগী হতে পারি না। মনোযোগের এই চঞ্চলতা দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা মনোযোগের বিচলন ও মনোযোগের বিদলন। মনোবিদগণ মনোযোগের চঞ্চলতা পরিমাপ করার জন্য 'Madandise' নামক যন্ত্রটি ব্যবহার করেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে- মনোযোগের চঞ্চলতা ৪ থেকে 12 সেকেন্ড অন্তর ঘটে থাকে।

শিক্ষায় মনোযোগের গুরুত্ব (Importance of Attention in Education)

শিক্ষায় মনোযোগের গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিহার্য, কারণ এটি শিক্ষার মান উন্নত করতে এবং ছাত্রদের শেখার দক্ষতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

1. শিখনকে উন্নত করে (Improves Learning Process): মনোযোগ ছাত্রদের শেখার প্রক্রিয়াকে সহজ এবং কার্যকর করে। যখন ছাত্ররা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শিখে, তখন তারা দ্রুত এবং গভীরভাবে বিষয়টি বুঝতে পারে।
2. ভালো স্মৃতিশক্তি তৈরি (Enhances Good Retention Power): মনোযোগ শিক্ষার্থীদের স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে। তারা যে বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে শিখে, তা তারা সহজে মনে রাখতে পারে এবং এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

3. গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য (Facilitates Deep Understanding): মনোযোগের মাধ্যমে ছাত্ররা বিষয়বস্তুতে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারে। এটি তাদের চিন্তা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বাড়ায়, এবং তারা বিষয়টির মৌলিক দিকগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে।
4. জ্ঞানমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি (Boosts Cognitive Skills): মনোযোগ বৃদ্ধি করলে ছাত্রদের চিন্তা করার এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা উন্নত হয়। তারা সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধান করতে পারে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।
5. সৃজনশীলতা বৃদ্ধি (Enhances Creativity): মনোযোগ ছাত্রদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। যখন তারা কোনো বিষয় শিখতে মনোযোগ দেয়, তখন তারা নতুন ধারণা এবং সমাধান বের করতে পারে।
6. শিক্ষক শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া উন্নত করে (Enhances Teacher-Student Interaction): মনোযোগশীল ছাত্ররা শিক্ষককে ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং শিক্ষকের দেওয়া তথ্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এটি শিক্ষকের সাথে ছাত্রদের সম্পর্ক উন্নত করে এবং ক্লাসে অংশগ্রহণের আগ্রহ বাড়ায়।
7. আত্মবিশ্বাস বাড়ায় (Increases Confidence): মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি শিখে ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তারা যখন বিষয়টি পুরোপুরি বুঝতে পারে, তখন তাদের আত্মবিশ্বাসি হয়ে ওঠে এবং তাদের শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ে।
8. শ্রবণ ও পড়ার দক্ষতার উন্নতি (Improves Listening and Reading Skills): মনোযোগ শিক্ষার্থীদের শ্রবণ এবং পড়ার দক্ষতা উন্নত করে। ছাত্ররা যখন মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে বা পাঠ্যবই পড়ে, তখন তারা বিষয়টি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চিহ্নিত করতে পারে।
9. মানসিক বিক্ষিপ্ততা হ্রাস (Reduces Mental Distractions): মনোযোগের মাধ্যমে ছাত্ররা পরিবেশের অন্যান্য বিবিধ উদ্দীপকের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে। এটি তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী করে তোলে এবং শিখতে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি কমিয়ে আনে।
10. নির্দিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্রীকরণ (Brings Mental Peace and Focus): মনোযোগ ছাত্রদের মনে শান্তি এবং স্থিরতা আনে। তারা তাদের মনোযোগ একমাত্র পড়াশোনায় কেন্দ্রীভূত রাখতে সক্ষম হয়, যা তাদের শেখার ক্ষেত্রে আরও সফল করে তোলে।

(B) পরিণমন (Maturation)

যে সমস্ত উপাদানগুলি শিখনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে অন্যতম হলো পরিণমন (Maturation)। সাধারণ অর্থে পরিণমন হল 'বেড়ে ওঠা' বা বৃদ্ধি পাওয়া। শিশু জন্মের পর যখন ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে তখন তার মধ্যে নানান পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তন পরিণমনের ফলে ঘটে। মনোবিদদের মতে, পরিণমন হল বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশের (Development) এমন একটি প্রক্রিয়া যা কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ (Training) এবং অনুশীলন (Practice) ছাড়াই ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়। এই পুরোপুরি শিখন নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া। এটি ব্যক্তির জীবনে স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে। শিখনে পরিণমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করে। নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিণমন না ঘটলে শিখন সম্ভব নয়। এই অর্থে পরিণমনকে শিখনের প্রস্তুতিও বলা যায়। পরিণমনের অভাব ঘটলে শিক্ষার্থীদের শিখনক্রিয়া ব্যাহত হয়।

পরিণমনের সংজ্ঞা (Defination of Maturation):

মনোবিদগণ পরিণমনের একাধিক সংজ্ঞা দিয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

- বিশিষ্ট মনোবিদ স্কিনারের (B.F. Skinner) মতে - পরিনমন হলো এমন এক ধরনের বিকাশ যা পরিবেশ এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলেও মোটামুটি ভাবে নিয়মিত সংঘটিত হয়।
- মনোবিদ বিগি ও হান্ট (M.L. Biggie and M.P. Hunt) এর মতে - "Maturation is a development process within which a person from time-to-time manifests different traits, the. 'Blue prints' for which have been carried in his cells from time of conception." অর্থাৎ পরিনমন হল এমন একটি বিকাশ গত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, এটি হলো এক ধরনের 'ব্লু প্রিন্ট' যা শিশু গর্ভধারণের সময় তার কোষে বহন করে।
- মনোবিদ McGeoch বলেছেন - পরিণমন হল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তে জৈবিক কারণে ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন।
- মনোবিদ গেটস (Gates) এর মতানুজায়ী - "Maturation is the growth that proceeds regularly within a wide range of environmental conditions or that takes place without special conditions of stimulation such as training or practice." পরিণমন হল সেই ধরনের বৃদ্ধের প্রক্রিয়া যেখানে নিয়মিতভাবে পরিবেশগত অবস্থার বিস্তৃত পরিবেশের মধ্যে এগিয়ে যায় এবং যা প্রশিক্ষণ বা অনুশীলন ছাড়াই ঘটে।
- থম্পসনের (Godfrey Thomson) এর মতে - যে বৃদ্ধিজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু একজন পরিণত মানুষরূপে গড়ে ওঠে এবং যে প্রক্রিয়াটি বাহ্যিক প্রভাব যা উপাদান ছাড়াই শারীরিক পরিবর্তন ঘটায় তা-ই হল পরিণমন।

সুতরাং, শিখন ও অনুশীলন নিরপেক্ষ যে জৈবিক প্রক্রিয়া প্রাণীর মধ্যে সহজাত সম্ভাবনাগুলির বৃদ্ধি ঘটায় এবং আচরণে পরিবর্তন আনে, তাকেই পরিশমন বলে।

(1) **বিকাশের প্রক্রিয়া (Developmental Process):** পরিনমন হলে একটি বিকাশের প্রক্রিয়া অর্থাৎ পরিণমনের বৈশিষ্ট্য হল এটির মাধ্যমে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীদের শারীরিক বিকাশ সম্পন্ন হয়।

(2) **স্বাভাবিক প্রক্রিয়া (Normal Process):** পরিণমূলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কোন ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক বা মানসিক ও প্রভাব ছাড়াই এটি পরিবর্তিত হতে

থাকে। ব্যক্তিকে স্বাভাবিকভাবে সুস্থতা থাকার জন্য পরিণমনের গুরুত্ব অপরিহার্য। তবে ব্যক্তির অসুস্থতার কারণে পরিণমন প্রক্রিয়া বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

(3) **সহজাত ও জৈবিক (Innate and Biological):** পরিণমন হল ব্যক্তির জন্মগত জৈবিক প্রবণতা। অর্থাৎ শিশু এটি নিয়ে জন্ম হয় এবং দৈহিকভাবে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

(4) **সার্বজনীন প্রক্রিয়া (Universal Process):** পরিণমন হল একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া কারণ পৃথিবীতে মানুষ সহ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। মানব শিশু জন্মের পর প্রথমে মাথা তোলার চেষ্টা করা, উঠে বসার চেষ্টা করা, দাঁড়াতে শেখা এবং হাঁটতে শেখা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি হলো পরিণমনের ফল।

(5) **ধারাবাহিকতা (Continuity):** পরিণমন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, অর্থাৎ এটা একেবারে হঠাৎ ঘটে না, বরং সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে। ছোট পরিবর্তনগুলি একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং পরবর্তীতে বড় পরিবর্তনে পরিণত হয়।

(6) **বৈষম্য (Individual Differences):** মানুষের পরিণমন একেবারে সমানভাবে ঘটে না। একেকজন মানুষের পরিণমনের গতির ভিন্নতা থাকতে পারে। যেমন, একেকজন শিশু শারীরিক বা মানসিকভাবে একটু আগে বা পরে পরিণত হয়।

শিখন ও পরিণমনের সম্পর্ক (Relationship between Learning and Maturation): শিখন এবং পরিণমন এই দুটিই বিকাশমূলক প্রক্রিয়া, যার ফলে ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন ঘটে। শিশুর জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে এই দুই প্রক্রিয়াই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিণমন হল একটি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া। এটি সহজাত এবং অভ্যন্তরীণ। তাই বাহ্যিক পরিবেশ এটিকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে না। অন্যদিকে শিখন হল এক প্রকার শর্তসাপেক্ষ, বিকাশমূলক মানসিক প্রক্রিয়া। এটি প্রেষণা, চাহিদা, মনোযোগ, আগ্রহ, অনুশীলন এবং পরিণমনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর সাহায্যে শিশু জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করে। প্রক্রিয়া দুটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উভয়ই উভয়ের ওপর নির্ভরশীল। শিখনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল পরিণমন। যথাযথ পরিণমন ছাড়া শিখন অসম্ভব। পরিণমন প্রক্রিয়াটি শিখনের সীমারেখা নির্ধারণ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শিখনও পরিণমনের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে, যেমন- দৈহিক অনুশীলন দৈহিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই বলা যায়, শিখন এবং পরিণমন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং উভয়েই শিশুর জীবন- বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং, শিশুর শিখন শুরু করার আগে তার পরিণমনের স্তর সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিণমন ঘটলে তবেই তার শিখনের কাজটি শুরু করা উচিত। শিশুর জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে শিখনের ভূমিকাও অপরিসীম। এই কারণে অনেক শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেছেন পরিণমন ও শিখন দুটি পরস্পরবিরোধী ধারণা নয়। বরং শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য এই দুটিই প্রয়োজন।

(C) আগ্রহ (Interest)

শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অনুরাগ বা আগ্রহ। আগ্রহ ছাড়া শিখন সম্পন্ন হতে পারে না। আগ্রহ হলো ব্যক্তির এমন একটি অভ্যন্তরীণ মানসিক অবস্থা যা ব্যক্তিকে কোন বিষয়, বস্তু বা কাজের প্রতি মনোযোগী করে তোলে। আগ্রহ হলো একটি স্থায়ী মানসিক সংগঠন। পরিবর্তনশীল সামাজিক ও মানসিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যক্তির আগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন। ব্যক্তির চাহিদা থেকে আগ্রহ সৃষ্টি হয় সেই আগ্রহ পূরণ করার জন্য ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করতে চায়।

আগ্রহের সংজ্ঞা (Definition of Interest):

- বিশিষ্ট মনোবিদ ম্যাকডুগাল বলেছেন- "Interest is a latent attention," অর্থাৎ আগ্রহ হল সুপ্ত মনোযোগ।
- মনোবিদ Crow and Crow বলেছেন আগ্রহ হলো এক ধরনের প্রক্ষোভমূলক শক্তি, যা ব্যক্তিকে কোনো ব্যাপ্তি, বিষয় বা কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করে বা নিজের কাজের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে।
- মনোবিদ জোন্স বলেছেন- আগ্রহ হলো কাল্পনিক বা বাস্তব কোনো বস্তু বা অবস্থার প্রতি আনন্দের অনুভূতি, যা ব্যক্তিকে কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করে।

অর্থাৎ আগ্রহ হল একটি স্থায়ী মানসিক সংগঠন, যা ব্যক্তির সুপ্ত মনোযোগকে গতিশীল করে তাকে বস্তুধর্মী কর্ম সম্পাদনের দিকে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে।

আগ্রহের শিক্ষাগত গুরুত্ব (Importance of Interest in Education):

শিক্ষা ক্ষেত্রে আগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ আগ্রহ ছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রেণী শিক্ষণে বা গৃহ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি আগ্রহ না থাকে, তাহলে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। আগ্রহ হলো মনোযোগে ব্যক্তিগত নির্ধারক যা শিক্ষার্থীকে কোন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাই শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা অবশ্যই প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন -

1) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।
2) শিশুদের আগ্রহ অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা প্রয়োজন
3) আগ্রহের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
4) শিশুরা যাতে শিখন এর প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হতে পারে তার জন্য শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দেয়া উচিত।

5) বয়স অনুযায়ী আগ্রহের পরিবর্তন ঘটে। তাই বিভিন্ন বয়সের উপযোগী পাঠ্যক্রম নির্বাচন সহপাঠক্রমের কার্যাবলী নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী পরিচালনা করা উচিত।

(D) প্রেষণা (Motivation):

প্রেষণা (Motive) বা প্রেষণা ক্রিয়া (Motivation) কথাটি আমরা সাধারণভাবে যেমন বহু অর্থে ব্যবহার করি, তেমনি মনোবিদ্যায় এর কোন একক অর্থ ও তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অভিধানেও আমরা এই শব্দের বরকম অর্থ দেখতে পাই। তাই প্রেষণা বা প্রেষণ ক্রিয়া বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসার জন্য নোরাস্তা (Nobraska) বিশ্ববিদ্যালয়ে 1958 সালে বিশ্বের সকল মনোবিদগণের এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। কিন্তু এই আলোচনাচক্রের বিবরণ এত দীর্ঘ যে, তার দ্বারা প্রেষণা বা প্রেষণ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমরা এখানে তাই প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রেষণা ও প্রেষণ প্রক্রিয়ার এক কার্যকরী সংজ্ঞা গঠনের চেষ্টা করব। এই কার্যকরী সংজ্ঞা আমাদের শিখন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করলেই যথেষ্ট। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যে কোন ধরনের আচরণ সম্পাদন করার পর আমরা তার ব্যাখ্যার জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রবণতাকে নির্দেশ করি। যেমন, ধরা যাক একটি শিশু কাঁদছে। আমরা অনুমান করি তার খিদে পেয়েছে, তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি। খাওয়ানোর ফলে যদি তার কান্না বন্ধ হয়, তা হলে এই পর্যায়ে আমরা অনুমান করি, ক্ষুধার তাড়নায় (Hunger drive) শিশুটির কান্নার আচরণ দেখা দিয়েছিল এবং খাওয়ার পর সেই আড়নার নিবৃত্তি হয়েছে। ক্ষুধা এখানে এক ধরনের তাড়না (Drive)। কিন্তু, এ রকম অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে, শিশুরা অনেক সময় ক্ষুধা পেলেও খাদ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে। খেলায় মেতে থাকে। আবার বয়স্ক মানুষ খাদ্য গ্রহণের জন্য, ক্ষুধার তাড়নার অপেক্ষা করে না, সময়মত খাদ্যগ্রহণ করে। তাই তার এই ধরনের আচরণ ব্যাখ্যা করার পক্ষে শুধুমাত্র জৈবিক তাড়নাই (Organic need) যথেষ্ট নয়। এই শ্রেণীর আচরণের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মনোবিদগণ আরও দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রবণতা বা মানসিক স্থায়ী অবস্থার কথা বলেছেন, তাদেরই বলা হয় প্রেষণা (Motive)।

প্রেষণার সংজ্ঞা (Defination of Motivation):

- ❖ ক্রো এবং ক্রো (L. D. Crow and A. Crow - 1962) বলেছেন, "Motivation is considered with the arousal of the interest in learning and to that extent is basic to learning." অর্থাৎ প্রেষণা শিখনের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলে এবং যার জন্য প্রেষণাকে শিখনের মূল বলা যায়।
- ❖ স্কিনার (C. F. Skinner, 1947) বলেছেন, "Motivation is school learning involves arousing, persisting, sustaining and directing desirable behaviour." অর্থাৎ প্রেষণা হল এমন এক ধরনের শিখন যা কাম্য আচরণগুলি জাগ্রত করে, বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আচরণগুলি ধরে রাখে, দীর্ঘস্থায়ী করে এবং সেগুলিকে পরিচালনা করে।

- ❖ মনোবিদ উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) বলেছেন, প্রেষণা হল ব্যক্তির একটি অবস্থা বা গতি যা তাকে কোনো আচরণের জন্য এবং কোনো লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রযুক্ত করে। (A motive is a set which predisposes the individual for certain activities and for seeking certain goals).
- ❖ গিলফোর্ড (J. P. Guilford, 1950) বলেছেন, "A motive is any particular internal factor of condition that tends to initiate and sustain activity." অর্থাৎ প্রেষণা হল যে-কোনো অন্তর্নিহিত উপাদান বা শর্ত যার প্রবণতা হল কর্মক্ষমতার সূচনা করা এবং দীর্ঘস্থায়ী করা।
- ❖ মনোবিদ অ্যাটকিনসন (Atkinson) বলেছেন, প্রেষণা এমন একটি প্রবণতার অভিব্যক্তি যা এক বা একাধিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে।
- ❖ মনোবিদ ম্যাসলো (Maslow) প্রেষণার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, প্রেষণা হল একটি সদা বিদ্যমান অবিরাম, অস্থির ও জটিল বিষয় যা জৈবিক অবস্থার একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। (Motivation is constant, never ending, fluctuating and complex and that it is an almost universal characteristic of particularly every organismic state of affairs).
- ❖ মনোবিদ সুইফট্ (Swift) এই প্রক্রিয়ার যে সংজম দিয়েছেন, তা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Motivation is a dynamic process initiating and directing behaviour, continuous but fluctuating in intensities, and aimed at satisfaction of his individuals needs", অর্থাৎ ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য যে পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া তার আচরণধারাকে সতত নিয়ন্ত্রণ করে, তাই হল প্রেষণ প্রক্রিয়া।

পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রেষণা হল ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ মানসিক উদ্দীপনা যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তির বিশেষ উদ্দীপনার প্রতি উদ্দেশ্য মুখি আচরণ জাগ্রত করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভ্যন্তরীণ ইচ্ছা শক্তি। সাধারণ অর্থে প্রেষণা হলো সেই ইচ্ছাশক্তি যা ব্যক্তির কোন কাজকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে লক্ষ্যের অভিমুখে নিয়ে যায়। অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে প্রেষণাও হল উদ্দেশ্যমুখী আচরণের সম্পাদনের প্রবণতা (Motives are set or state of the individual which disposes him for some goal directed behaviour)। এই অর্থে শ্লেষণ ক্রিয়া (Motivation) হল এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার প্রেষণার সঙ্গে যুক্ত বস্তুকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়।

প্রেষণার প্রকৃতি (Nature of Motivation):

(1) প্রেষণা কর্মে উদ্বুদ্ধ করে।

(ii) প্রেষণা আচরণ নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) প্রেষণা বহু আচরণের মধ্যে নির্দিষ্ট আচরণ বাছাই করতে পারে।

(iv) প্রেষণা একটি ব্যক্তিগত চাহিদা থেকে শুরু হয়। এই চাহিদা জৈবিক, মানসিক বা সামাজিক হতে পারে।

(v) ব্যক্তি তার চাহিদা পূরণের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সক্রিয়তাই প্রেষণা প্রক্রিয়ার গতি নির্ধারণ করে।

(vi) প্রেষণা ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্যমুখী আচরণে প্রবৃত্ত করে।

(vii) প্রেষণা উদ্দেশ্যমুখী বলে, যে-কোনো ধরনের প্রেষণাযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে।

(viii) প্রেষণা খুব সরল প্রক্রিয়া নয়। যে-কোনো বিশেষ মুহূর্তে ব্যক্তির প্রেষণা বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিতে কাজ করে।

(ix) প্রেষণা জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। চাহিদার তাড়নায় ব্যক্তির দৈহিক বা মানসিক যে পরিবর্তন ঘটে প্রেষণার ফলে চাহিদার নিবৃত্তিতে সেই ভারসাম্য ফিরে আসে। এই অবস্থাকে বলা হয় স্থিতাবস্থা।

(x) প্রেষণার একটি বাধ্যতামূলক ক্ষমতা (Compelling tendency) আছে। এই ক্ষমতা নির্ধারিত হয় চাহিদার প্রকৃতি ও লক্ষ্যের দ্বারা।

প্রেষণা চক্র (Motivation Cycle) : প্রেষণা প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে প্রধান চারটি পর্যায় বা স্তর লক্ষ্য করা যায়। পর্যায়গুলি ধাপে ধাপে ক্রম অনুযায়ী আবর্তিত হয়। অর্থাৎ একটি পর্যায় সম্পন্ন হলে তবেই দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পর্যায় গুলি হল –

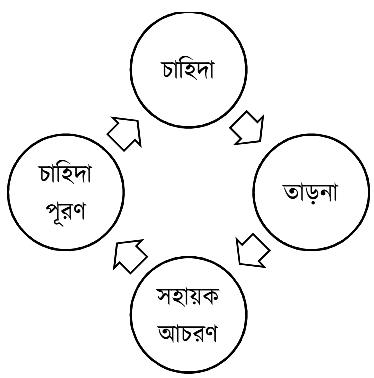

চিত্র: প্রেষণা চক্র

1. **চাহিদা (Needs) :** প্রেষণা চক্রের প্রথম ধাপ হলো অভাববোধ থেকে সৃষ্ট চাহিদা। কোন বস্তুর প্রতি প্রাপ্তির ইচ্ছা শক্তি থেকে অভাব সৃষ্টি হয়, ফলে ব্যক্তি সেই কাজের প্রতি তাড়িত হয়। চাহিদা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন - শারীরিক চাহিদা মানসিক চাহিদা সামাজিক চাহিদা জ্ঞানমূলক চাহিদা ইত্যাদি। আক্ষরিক অর্থে ক্ষুধা তৃষ্ণা অভ্যন্তরীণ ইচ্ছা স্বীকৃতি পাওয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা স্বাধীনতা ইত্যাদি কে বোঝায়।

2. **তাড়না (Drive) :** কোন বস্তুর প্রাপ্তি, কাজের ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি থেকে যে অভাব বোধ তৈরি হয়, তা পূরণের জন্য ব্যক্তির মধ্যে অস্বস্তিকর অনুভূতি সৃষ্টি হয়। যা তাকে সেই কাজটির জন্য তাড়িত করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় তাড়না। এই অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ব্যক্তির আচরণ সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে।

3. **সহায়ক আচরণ (Gosl Oriented Behaviour) :** প্রেষণা চক্রের তৃতীয় ধাপ বা পর্যায় হল সহায়ক আচরণ। চাহিদাকে কেন্দ্র করে, তা পরিপূরণের জন্য ব্যক্তির মধ্যে তাড়না সৃষ্টি হয়। সেই চাহিদা পূরণ করতে ব্যক্তিকে বাহ্যিকভাবে কর্ম সম্পাদন করতে হয়। এই কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়াকেই আচরণ বলা হয়। এটি যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্য মুখী হয়।

4. **চাহিদা পূরণ (Need Satisfaction) :** প্রেষণার চক্রে সর্বশেষ স্তর বা পর্যায় হল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণ। অর্থাৎ অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়াকে বোঝায়। সঠিকভাবে লক্ষ্য পূরণ হলে ব্যক্তির তাড়না দূর হয় এবং ব্যক্তি তৃপ্তি অনুভব করে। লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ধরনের প্রেষণা প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে।

মানুষের যে কোন প্রকার কাজের পিছনে পেছনের এই চক্রটি আবর্তিত হয়। সমস্ত কাজের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে প্রেষণা প্রধান ভূমিকা পালন করে । তবে মানুষের চাহিদার শেষ নেই তাই প্রেষণা কখনো থেমে থাকে না। প্রেষণা চক্রের মাধ্যমে একটি চাহিদা পূরণ হওয়ার পর মুহূর্তে নতুন বিষয় বা কাজের প্রতি চাহিদা জাগে এবং প্রেষণা শুরু হয়। অর্থাৎ এই চক্রটি কখনো থেমে থাকে না, জন্মের পর থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এটি ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয়।

প্রেষণার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Motivation) : প্রেষণার প্রকারভেদ নিয়ে বিভিন্ন মনোবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। তবে সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে প্রেষণাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

1. **শরীরবৃত্তীয় বা জৈবিক প্রেষণা** (Biological or Physical Motivation): ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য যে উপাদানগুলি প্রয়োজন, এগুলি অর্জন করার জন্য যে প্রেষণা গুলি সরাসরি সাহায্য করে তাকে শারীর বৃত্তীয় প্রেষণা বা জৈবিক প্রেষণা বলা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে দৈহিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে যে প্রেষণার সৃষ্টি হয় তাই হলো শারীর বৃত্তীয় প্রেষণা। যেমন - আলো বাতাস ক্ষুধা নিদ্রা তৃষ্ণা যৌনতা ইত্যাদি। জৈবিক প্রেষণা ব্যক্তির আচার-আচরণ এবং কর্ম প্রভৃতিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য এই প্রেষণা পরিতৃপ্তি হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এই প্রেষণা গুলি ব্যক্তিকে দৈহিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

2. **ব্যক্তিগত প্রেষণা** (Personal Motivation): ব্যক্তির ব্যক্তিগত দিক বলতে সাধারণত মানুষিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগত দিক কে বোঝায়। ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার জন্য যে প্রাথমিক প্রেষণা প্রয়োজন, সেগুলি পরিতৃপ্তি হলে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক চাহিদা সৃষ্টি হয় । ব্যক্তিগত প্রেষণার কতগুলি দিক হলো - আগ্রহ মনোযোগ

মূল্যবোধ আত্মসচেতনতা ইত্যাদি। মনোবিদ ম্যাসলো বলেন - ব্যক্তির প্রাথমিক প্রেষণা পূরণ হলে ব্যক্তিগত প্রেষণা জাগে।

3. **সামাজিক প্রেষণা (Social Motivation):** সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ কোন না কোন সমাজে বসবাস করে। সমাজের মধ্যে তার সমস্ত রকমের চাহিদা পূরণ করে। সমাজ জীবনে সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে - নিরাপত্তা ভালোবাসা আত্ম প্রতিষ্ঠার সহযোগিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য গুলি অবশ্যই প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্য গুলি থেকে ব্যক্তির মধ্যে যে প্রকার প্রেষণা সৃষ্টি হয় সেগুলিকে সামাজিক প্রেষণা বলে। এই প্রকার প্রেষণা ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, যা ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক বিকাশে সাহায্য করে। ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সামাজিক প্রেষণা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এই প্রকার প্রেষণার প্রভাবে ব্যক্তি সামাজিক পরিস্থিতির সাথে ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া করার ইচ্ছা শক্তি সৃষ্টি করতে পারে।

অন্য একপ্রকার অনুযায়ী প্রেষণাকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। নিম্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হলো -

A. **অভ্যন্তরীণ প্রেষণা (Intrinsic Motivation):** ব্যক্তি যখন নিজের সন্তুষ্টির জন্য নিজে থেকে কোন আচরণ সম্পাদনের তাগিদ অনুভব করে এবং সেই তাগিদ থেকে সৃষ্ট প্রেষণা কে অভ্যন্তরীণ প্রেষণা বলা হয়। এই প্রকার প্রেষণার পিছনে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ কৌতুহল এবং চাহিদা কাজ করে। ফলের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রেষণা সবচেয়ে বেশি জরুরী ।

B. **বাহ্যিক প্রেষণা (Extrinsic Motivation):** কোন কিছু পাওয়ার আশায় যখন ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে তাগিদ অনুভব করে তখন সে বাইরের কোন উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে কোন কিছু পাওয়ার আশায় ব্যক্তি যখন কোন কাজের প্রতি তাগিদ অনুভব করে, সেই তাগিদ থেকে সৃষ্ট প্রেষণাকে বাহ্যিক প্রেষণা বলা হয়। যেমন কোন পুরস্কার পাওয়ার আশায় , প্রশংসা পাওয়ার জন্য, কাউকে খুশি করার জন্য ইত্যাদি হলো বাহ্যিক ভাবে প্রেষণা সৃষ্টিকারী উদ্দীপক ।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রেষণার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Intrinsic and Extrinsic Motivation):

নং	অভ্যন্তরীণ প্রেষণা (Intrinsic Motivation)	বাহ্যিক প্রেষণা (Extrinsic Motivation)
1.	ব্যক্তি যখন অভ্যন্তরীণ তাগিদ অনুযায়ী কোন কাজের প্রতি তাড়িত হয় তখন তাকে অভ্যন্তরী প্রেষণা বলা হয়।	ব্যক্তি যখন কোন কিছু পাওয়ার লোভে কোন কাজের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তখন তাকে বলা হয় বাহ্যিক প্রেষণা]

2.	এখানে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ চাহিদা কৌতুহল প্রবণতা আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রধান উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।	এখানে বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন বস্তুগত বা অবস্তুগত উদ্দীপক ব্যক্তির প্রেষণা সৃষ্টির কাজ করে । যেমন পুরস্কার, প্রশংসা ইত্যাদি।
3.	এই প্রকার প্রেষণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়।	এই প্রকার প্রেষণা বাহ্যিকভাবে জোর করে সৃষ্টি করা হয়।
4.	এই প্রেষণা খুব বেশি কার্যকরী ও সুদূর প্রসারী হয়।	এই প্রকার প্রেষণা খুব বেশি কার্যকরী ও সুদূরপ্রসারী হয় না।
5.	এই প্রেষণার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, বোধ উপলব্ধি, প্রয়োগ দক্ষতা ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিকাশ গুলি একসাথে ঘটে।	অভ্যন্তরী প্রেষণার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র মুখস্ত করনের মাধ্যমে নম্বর প্রাপ্তি হয় মাত্র। তাই এর মাধ্যমে জ্ঞানমূলক দিকের বিকাশ ঘটে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণার গুরুত্ব (Importance of Motivation in Education):

1) প্রেষণা শিক্ষার্থীদের ক্লাসে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, তারা আরও মনোযোগ দিয়ে বিষয়বস্তু শিখতে আগ্রহী হয়।
2) প্রেষণার ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি উৎসাহিত হয়, এটি তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং ফলাফলের মান উন্নত করে।
3) প্রেষণা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম।
4) প্রেষণা একটি ইতিবাচক মানসিক তাড়না সৃষ্টি করে, যা ছাত্রদের মানসিক শান্তি ও উন্নতির জন্য সহায়ক হয়।
5) প্রেষণা শিক্ষার্থীদের নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির জন্য উৎসাহিত করে।
6) এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি করে।
7) প্রেষণা শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে। তারা জানে যে শুধুমাত্র পরিশ্রম ও অনুশীলনেই সাফল্য আসে।
8) প্রেষণা ছাত্রদের মনোবল জোরদার করে, তাদের বাধার মুখেও এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে।
9) প্রেষণা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তা এবং উদ্ভাবন করতে উৎসাহিত করে। এটি তাদের নতুন ধারণা তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।
10) প্রেষণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। এটি তাদের নিজেদের সেরা সংস্করণে উন্নতি করতে প্রেরিত করে।

(E) স্মরণক্রিয়া বা স্মৃতি (Memorization):

মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র সচেতন স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়। অবচেতন মনও অনেকাংশে মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক ঘটনা আমাদের অবচেতন মনে জমা হয় এবং মাঝে মাঝে তা সচেতন মনে আসে, কিন্তু সর্বদা চেষ্টা করে অবচেতন মন থেকে ঘটনাগুলিকে চেতন স্তরে নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। মনের এই অবচেতন স্তর থেকে পূর্ব অভিজ্ঞতাকে চেতন স্তরে পুনরুদ্রেক করছি হল স্মরণক্রিয়া (Memory)। মনোবিদ্যায় 'স্মৃতি' বলতে কোনো গুণকে বোঝায় না, 'স্মরণ ক্রিয়াকে বোঝানো হয় (Process of memory)। Bentley এবং তাঁর অনুগামীরা মনে করেন মানুষ যে অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করে তা মস্তিষ্কে একটি ছাপ রেখে যায়। এই মনোবিজ্ঞানীরা ধারণাক্রিয়াকে (Retention) একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া (Physiological Process) বলে মনে করেন। কিন্তু Bartlett, Prion, Gibson এবং আরও কিছু মনোবিজ্ঞানী স্মৃতিকে একটি মানসিক প্রক্রিয়া (Mental Process) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন স্মৃতি অনেকাংশেই অনুরাগ (Interest), প্রেষণা (Motivation) প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়ারই একটি শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি (Physiological Basis) বর্তমান। এটি স্মৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই স্মৃতিকে একটি জৈব-মানসিক প্রক্রিয়া (Psycho-physoilogical Activity) বলে মনে করা হয়। স্মৃতি আসলে কী? সে সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের যেসব মতামতকে ব্যক্ত করেছেন সেগুলিকে আমরা স্মৃতির সংক্ষা বলে থাকি।

স্মৃতির ধারণা (Concept of Memory):

সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাকে পুনরায় মনের মধ্যে যথাসম্ভব অবিকল জাগিয়ে তোলার ক্ষমতাকে স্মৃতি বলে এবং এই প্রক্রিয়াকে স্মরণক্রিয়া বলা হয়। তবে স্মৃতিকে কোনো একটি বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। স্মৃতিকে তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন-

- প্রচলিত অর্থে (Conventional Meaning): প্রচলিত সাধারণ অর্থে স্মৃতিকে একটি গুণবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমরা বলি, শ্যামলের স্মৃতি খুব প্রখর, ও একবার শিখলে আর সহজে ভোলে না বা কমলের একেবারেই স্মৃতিশক্তি নেই, ও কিছুই মনে রাখতে পারে না।
- প্রাচীন ধারণা (Traditional Concept): প্রাচীনকালে স্মৃতিকে একপ্রকার মানসিক শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হত, বলা হত, স্মৃতি মনের একটি ভান্ডার। এই ভান্ডারে আমাদের অভিজ্ঞতার ছাপগুলি জমা হয়।
- মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে (Psychological Meaning): মনোবিজ্ঞানে স্মৃতিকে কোনো গুণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, স্মৃতি বলতে স্মরণক্রিয়াকেই বোঝায়।
- আধুনিক অর্থে (Modern Meaning): স্মরণক্রিয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূচনা করেন। মনোবিদ এবিংহস (Ebbinghaus) বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা স্মরণক্রিয়ার যে বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা এখানে আলোচনা করা। মনোবিজ্ঞানী দের মতে স্মৃতি হল :

  - ❖ মনোবিদ স্টাউট (Stout) বলেছেন, "পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে আদর্শগতভাবে তাকে পুনরায় মনে করার প্রক্রিয়াই হল স্মৃতি।"
  - ❖ মনোবিদ উডওয়ার্থ (Woodworth)-এর মতে, "যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা পূর্বে শেখা কোনো বিষয়কে একইভাবে পরবর্তীকালেও সম্পাদন করতে পারি, তাই হল স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া।"

- ❖ মনোবিদ টেলফোর্ড (Telford) বলেছেন, "শিখনের ফলে আচরণের পরিবর্তন হয়, আর সেই পরিবর্তনকে ধারণ করে রাখার প্রক্রিয়াই হল স্মৃতি।"
- ❖ মনোবিদ রস্ (Ross) বলেছেন, "যে জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক হয়, তাই হল স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া।" মনোবিদ্ রস্ প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে স্মৃতির সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তিনি স্মৃতিকে শিখনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেননি বরং স্মরণক্রিয়ার মধ্যে শিখন প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করেছেন। কারণ, শিখনের উদ্দেশ্য হল আচরণের পরিবর্তন দ্বারা ভালো ফল পাওয়া, আর যার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতার পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংরক্ষণ। সুতরাং স্মরণক্রিয়ার অন্তর্গত হল-শিখন, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক।

স্মৃতির উপাদানসমূহ (Factors of Memory):

1. **সাংকেতিকীকরণ (Encoding):** সাংকেতিকীকরণের মাধ্যমে কোনো তথ্য অনেক বেশি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থপূর্ণ তথ্য স্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত হয়, এর ফলে ব্যক্তি কোনো নতুন অভিজ্ঞতাকে তার অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করে যা তাকে পরবর্তীকালে কোনো নতুন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে, অর্থাৎ এটি একটি অভিজ্ঞতা সপ্তয়নের প্রক্রিয়া। এটি একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়াও বটে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই মনের মধ্যে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার স্থিরীকরণ (Fixation) ঘটে। কোনো বিষয়ে তথ্যের সাংকেতিকীরণ না ঘটলে তাকে স্মরণ করার কোনো প্রশ্নই আসে না।
2. **ধারণা (Storage):** কোনো বিষয় যদি আমাদের মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হয় তাহলে তাকে স্মরণ করা সম্ভব নয়। আবার আমরা যা কিছু শিখি তার পুরোটাই আমাদের স্মৃতিতে রাখতে পারি না। নির্দিষ্ট সময় পরে আমাদের মন যেটুকু সংরক্ষণ করে রাখতে পারে, তাই হল ওই সময়ের মধ্যে ধারণের পরিমাণ। যে মানসিক প্রক্রিয়া এই ধারণা সাহায্য করে, তাই হল ধারণ ক্রিয়া সাধারণ অর্থে একেই আমরা স্মৃতিশক্তি বলে থাকি।
3. **পুনরুদ্রেক (Retrieval):** পুনরুদ্রেক হল সেই সব মানসিক প্রক্রিয়া যেগুলি শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ উদ্দীপকের অবর্তমানে, মানসিক কল্পের সাহায্যে পুনরায় চেতনায় আনতে সাহায্য করে। অর্থাৎ সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাকে পুনরায় মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। কোনো বিষয়বস্তু শিখনের পর তার কতটুকু সংরক্ষিত আছে তা নির্ভর করে, যতটুকু পুনরুদ্রেক করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ধারণ ক্রিয়ার অস্তিত্ব নির্ভর করে পুনরুদ্রেকের উপর।

পুনরুদ্রেক দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। এই দুটি প্রক্রিয়া হল- (a) অভিভাবন প্রক্রিয়া (Process of Suggestion) এবং (৮) অনুষঙ্গের নিয়ম (Law of Association)।

শিখনে স্মরণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব (Importance of Memorization in Learning) :

শিক্ষায় স্মরণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের শিখন এবং তথ্য ধারণের একটি মূল প্রক্রিয়া। স্মরণ প্রক্রিয়ার প্রধান গুরুত্ব গুলি হলো:

1) স্মরণ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের শেখা বিষয়গুলো দীর্ঘকাল মনে রাখতে সাহায্য করে। এটি শিক্ষার্থীদের তথ্য ধরে রাখতে এবং পুনরায় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকতে সহায়তা করে।

2) স্মরণ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়গুলো বুঝতে সহজ করে। যত বেশি কিছু মনে রাখা যায়, তত বেশি গভীরভাবে বিষয়টি বোঝা সম্ভব হয়।
3) স্মরণ দক্ষতা উন্নত হলে পরীক্ষার প্রস্তুতি ও ফলাফলেও উন্নতি হয়। শিক্ষার্থীরা দ্রুত এবং সঠিকভাবে উত্তর দিতে সক্ষম হয়।
4) স্মরণ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের দ্রুত সমস্যা সমাধান করতে সহায়তা করে। তারা আগের শেখা তথ্য এবং ধারণাগুলি স্মরণ করে সমস্যা সমাধান করতে পারে।
5) স্মরণ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শেখার প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। তারা শুধুমাত্র পড়াশোনার মাধ্যমে তথ্য মনে রাখার চেষ্টা করে।
6) স্মরণ প্রক্রিয়া ছাত্রদের দীর্ঘমেয়াদী শিখন নিশ্চিত করে। এটি তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য মনে রাখতে সহায়ক।
7) স্মরণ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের মনোযোগ এবং একাগ্রতা উন্নত করে। তারা বেশি সময় ধরে একসাথে শিখতে এবং মনে রাখতে সক্ষম হয়।
8) স্মরণ প্রক্রিয়া মানসিক বিকাশে সহায়ক। এটি তাদের স্মৃতি শক্তি, চিন্তা করার ক্ষমতা এবং জ্ঞানীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
9) স্মরণ প্রক্রিয়া তথ্য সংগ্রহের সহজ উপায় তৈরি করে। এটি পরীক্ষায় বা অন্য সময় দ্রুত তথ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে।

(F) চিন্তন (Thinking) :

যেসব মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের জ্ঞান আহরণে বিশেষভাবে সাহায্য করে বা আমাদের শিখনে সহায়তা করে, তাদের মধ্যে চিন্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তন শুধুমাত্র শিখন প্রক্রিয়ার পরিচালনায় সহায়তা করে তাই নয়, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য মানসিক সংগঠনে সাহায্য করে। চিন্তালব্ধ জ্ঞানের বা শিখনের প্রয়োগের সম্ভাব্যতা অনেক বেশী। তাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে বা শিক্ষা মনোবিদ্যায় চিন্তন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দার্শনিকগণ মনে করেন, চিন্তন (Thinking) মনের অস্তিত্বের পরিচায়ক। প্রাচীন দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, চিন্তন প্রক্রিয়া মানুষকে অন্যান্য ইতর প্রাণী থেকে পৃথক করে রেখেছে। চিন্তনের অস্তিত্বের কথা বিচার করে দার্শনিকগণ মানুষের অভিজ্ঞতার জগৎকে দু'ভাবে ভাগ করেছেন। একটি হল সংবেদনগত নিতান্তই বস্তুময় জগৎ; অপরটি হল চিন্তার জগৎ বা চিন্ময় জগৎ। এই দ্বিতীয় জগতেই সে বিমূর্ত চিন্তার সাহায্যে বিশ্ব প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং, চিন্তনের প্রকৃত কাজ হল ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে, ইন্দ্রিয়াতীতলোকে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা। কিন্তু এই চিন্তন-ক্রিয়ার স্বরূপ কি?

চিন্তনের স্বরূপ (Nature of Thinking) :

সাধারণ অর্থে যে কোন জ্ঞানদায়ক অবগতিকে (Cognition) আমরা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করি। সুতরাং এই ধারণা অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ (Perception), স্মৃতি (Memory), কল্পন (Imagination) ইত্যাদি

যে কোন জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াকেই আমরা চিন্তন বলতে পারি। যেমন, দার্শনিক লক্ (Lock) চিন্তনকে এক বিশেষ ধরনের প্রত্যক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন- "Thought is the perception of the agreement and disagreement of ideas" অর্থাৎ, বিভিন্ন ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করার প্রক্রিয়াই হল চিন্তন। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষ থেকে সাধারণ ধারণায় আসা যায়, যুক্তির দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়, সম্বন্ধের আবিষ্কার ও সমস্যার সমাধান করা যায়, তাকেই বলা হয় চিন্তনক্রিয়া (Thinking)। অনেক সময়ে তাই মনোবিদ্যায় চিন্তনের প্রতিশব্দ হিসেবে ভাবনার বিস্তার (Elaboration) কথাটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু চিন্তনের এটি সংকীর্ণ অর্থ। সব জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াকে চিহ্ন বলা যায় না। সুতরাং, চিন্তা কি, তা জানতে হলে এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার।

1) চিন্তন ও প্রত্যক্ষণ (Thinking and Perception): চিন্তন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা বিমূর্ত ধারণা বা কল্পনা (Image) নিয়ে কাজ করে, যেখানে বাস্তব বস্তুর উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। এর মাধ্যমে আমরা বিশেষ কিছু ধারণা বা অভ্যন্তরীণ ছবি তৈরি করি, যা প্রত্যক্ষণের থেকে আলাদা। প্রত্যক্ষণ (Perception) বস্তুনির্ভর এবং উদ্দীপকের সাহায্যে ঘটে, যেখানে আমরা সরাসরি বাস্তব বস্তুর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। চিন্তন সাধারণত বিমূর্ত বিষয়াবলি নিয়ে কাজ করে এবং এর জন্য বাস্তব উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় না। এভাবে, চিন্তন ও প্রত্যক্ষণে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

2) চিন্তন ও সামগ্রিক জ্ঞান (Thinking and Complete Knowledge): এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, চিন্তনের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এর দ্বারা কোন বিশেষ এক শ্রেণীর বস্তু সম্পর্কে আমরা সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করি। কোন বস্তু সম্পর্কে আমরা যখন চিন্তা করি, তখন ঐ বস্তুর কোন গুণ (Quality), ভাব (Characteristic) বা অর্থকে (Context) বিশ্লেষণ করি। 'বস্তুর অর্থ' বলতে তার পরিবেশগত তাৎপর্যকে বোঝায়। অন্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বিচারকরে তাকে একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত করি। এইভাবে বস্তুর যে অর্থ বা গুণবোধ হয়, তা ঐ জাতীয় সব বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মনোবিদ্গণ তাই বলেছেন, চিন্তনের বিষয়বস্তু সব সময়ই সাধারণ প্রকৃতির (General) হয় এবং প্রত্যক্ষণের বস্তুর মত তা স্থান কালের গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, একেবারেই মুক্ত।

3) চিন্তন ও বিমূর্তজ্ঞান (Thinking and Abstract Knowledge): চিন্তন বাস্তব বস্তুর সমস্ত অংশ একসাথে ভাবার পরিবর্তে তার বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে, যা প্রত্যক্ষণে সম্ভব নয়। যেমন, ফুলের সৌন্দর্য চিন্তায় আলাদা করে বুঝা যায়, যদিও বাস্তবে ফুলের অংশগুলো আলাদা করে দেখা যায় না। মনোবিদ Koffka বলেছেন, চিন্তনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা বস্তুকে বাস্তবিকভাবে না দেখে তার সম্পর্কে বিমূর্ত (Abstract) চিন্তা করতে পারি। চিন্তনে আমরা (Symbol) বা (Sign) ব্যবহার করি, যা মূর্ত বস্তুর প্রতিস্থাপন করে।

4) চিন্তন ও বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া (Thinking and Analytical-Synthetical Process): চিন্তনে, বস্তুর বিভিন্ন গুণকে বিচ্ছিন্ন করে বিমূর্ত অবস্থায় দেখা সম্ভব হয়, বিশ্লেষণ ক্রিয়ার মাধ্যমে (Analytic process)। এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা চিন্তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার কোন বস্তুর বিশেষ গুণ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পেতে হলে তাকে শুধু বিশ্লেষণ করলেই চলবে না, তাদের সংযুক্তিকরণ বা সংশ্লেষণ (Synthesis) করা প্রয়োজন কারণ, বিচ্ছিন্ন গুণগুলিকে বিচার করে তাকে আবার বস্তুর মধ্যে আরোপ করাই হল চিন্তার ধর্ম। সুতরাং, চিন্তনে বিশ্লেষণ (Analysis) এবং সংশ্লেষণ (Synthesis) এই দুধরনের প্রক্রিয়াই পর্যায়ক্রমে কাজ করে।

5) চিন্তন ও উদ্দেশ্য (Thinking and Objectives) : চিন্তন সবসময় (Purposive) বা উদ্দেশ্যমুখী, যার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে সম্পূর্ণতার দিকে এগোনো হয়। (Gestalt Psychologists) এই বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ চিন্তন একটি সমস্যা সৃষ্টি করে এবং তা আমাদের অতীত জ্ঞান থেকে (Gap) সৃষ্টি হয়। চিন্তনের কাজ হলো সেই (Gap) পূরণ করে নতুন জ্ঞান অর্জন করা। এই প্রক্রিয়ায়, চিন্তন শুধুমাত্র জ্ঞানলাভ নয়, বরং ব্যবহারিক (Practical) উপযোগিতাও পূর্ণ করতে পারে।

সবশেষে, বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চিন্তা মনের এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়া (Mental process)। সুতরাং মনের সক্রিয়তা চিন্তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষণ, কল্পন ইত্যাদি প্রক্রিয়াতেও মন সক্রিয় থাকে কিন্তু চিন্তনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ইচ্ছা-প্রণোদিত মনোযোগের (Volitional attention) প্রয়োজন হয়। কল্পনার জন্য এ ধরনের মনোযোগের কোন প্রয়োজন হয় না। উদ্দেশ্যের পথে মনকে বিশেষভাবে সক্রিয় করতে না পারলে, চিন্তনের দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মনোবিদ বার্টন (Burton) চিন্তনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাঁর এই সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, "Thinking results when there is persistant effort to examine the evidence with supports and belief, solution or conclusion which is suggested for acceptance together with the implications and further conclusions of the evidence."

(G) প্রক্ষোভ (Emotion)

যখন আমরা বহুদিন পর প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করি, তখন আমরা উচ্ছ্বাসে ভরে উঠি। যখন একটি ছোট শিশু তার বাবার কাঁধে উঠে খেলতে চায়, তখন সে ভালোবাসা এবং নির্ভরতার প্রকাশ করে। আবার, পরীক্ষার পরে শিক্ষক যদি বলেন, "তুমি খুব ভালো করেছ," তখন আমাদের মনে গর্বের অনুভূতি জাগে। তেমনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের আবেগ প্রকাশ পায়। ধরুন, আপনি একটি সুন্দর সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন- এটি আনন্দের প্রকাশ। আবার, রাস্তায় আচমকা একটি কুকুর তাড়া করলে আপনার মনে ভয় সৃষ্টি হয়। অথবা যদি একটি প্রতিযোগিতায় আপনার নাম ঘোষণা করা হয়, তখন আপনি উত্তেজিত ও গর্বিত বোধ করতে পারেন।

প্রক্ষোভের তিনটি মৌলিক দিক রয়েছে, যা আমাদের অনুভূতি এবং আচরণে প্রকাশিত হয়। এগুলি হল জ্ঞানগত দিক, শারীরবৃত্তীয় দিক এবং আচরণগত দিক। প্রতিটি দিককে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য আমরা বিভিন্ন উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি।

দিক (Aspect)	**বিবরণ (Description)**	**উদাহরণ (Example)**
জ্ঞানগত দিক	চিন্তা, মূল্যায়ন এবং মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে আবেগ সৃষ্টি হয়।	পরীক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন অনুভব করা।
শারীরবৃত্তীয় দিক	শরীরের শারীরিক প্রতিক্রিয়া যেমন হার্টের গতি বাড়ানো, ঘাম হওয়া।	রাগের সময় হার্টের গতি বাড়ানো বা পেশী শক্ত করা।

আচরণগত দিক	আবেগের ফলস্বরূপ বাহ্যিক কাজকর্ম বা আচরণ প্রকাশ পায়।	সুখের অনুভূতিতে হাসা বা দুঃখিত হলে কাঁদা।

প্রক্ষোভের সংজ্ঞা (Definitions of Emotion):

- ❖ Ekman, P. (1992) "Emotions are brief, but intense, mental and physiological responses to significant situations that prepare individuals to respond to specific challenges." অর্থাৎ " প্রক্ষোভ হলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করে।"
- ❖ James, W. (1884). "Emotions result from the perception of physiological reactions to stimuli." অর্থাৎ "প্রক্ষোভ শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলির উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত হয়।"
- ❖ Cannon, W. B., & Bard, P. (1927). "Emotions and physiological responses occur simultaneously but independently." অর্থাৎ "আবেগ এবং শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া একসঙ্গে ঘটে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে।"
- ❖ Schachter, S., & Singer, J. E. (1962). "Emotions are the result of both physiological arousal and cognitive interpretation of that arousal." অর্থাৎ "প্রক্ষোভ শারীরিক উত্তেজনা এবং সেই উত্তেজনার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ।"

প্রক্ষোভের সংজ্ঞা গুলি বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে, প্রক্ষোভ হলো একটি জটিল মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি আমাদের অনুভূতি, শারীরিক পরিবর্তন, চিন্তা এবং আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এটি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা দ্বারা উদ্ভূত হয় এবং সুখ, দুঃখ, রাগ, ভয়, ঘৃণা এবং বিস্ময়ের মতো মৌলিক আবেগ বা অপরাধবোধ, লজ্জা এবং গর্বের মতো সামাজিক আবেগের রূপে থাকতে পারে।

প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Emotion):

১. সার্বজনীন প্রকৃতি (Universal Nature): কিছু মৌলিক প্রক্ষোভ যেমন আনন্দ, দুঃখ, রাগ, ভয়, বিস্ময় এবং ঘৃণা সর্বত্র অনুভূত হয়, যা মানবজাতির অভিন্ন আবেগ প্রকাশের ক্ষমতাকে তুলে ধরে (Ekman, 1999)।

২. জটিলতা (Complexity): প্রক্ষোভগুলি সরল (যেমন সুখ বা দুঃখ) থেকে জটিল (যেমন ঈর্ষা বা কৃতজ্ঞতা) পর্যন্ত হতে পারে। এগুলি প্রায়ই বিভিন্ন অনুভূতির মিশ্রণ এবং সময়ের সঙ্গে বিকশিত হয়।

৩. অভিযোজনমূলক কার্যকারিতা (Adaptive Function): প্রক্ষোভগুলি পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলোর প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন, ভয় যুদ্ধ বা পালানোর প্রতিক্রিয়া সক্রিয় করে, আর ভালবাসা সামাজিক বন্ধন ও যত্নশীলতা বাড়ায় (Darwin, 1872)।

৪. মানসিক মূল্যায়ন (Cognitive Appraisal): প্রক্ষোভের উৎপত্তি এবং তীব্রতা একটি পরিস্থিতির মানসিক মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। মানসিক মূল্যায়ন একটি ঘটনার অর্থ এবং গুরুত্ব নির্ধারণ করে, যা আমাদের আবেগের ধরন ও তীব্রতাকে প্রভাবিত করে। (Lazarus, 1991)।

৫. ভিন্ন তীব্রতা (Varied Intensity): প্রক্ষোভের তীব্রতা মৃদু থেকে তীব্র হতে পারে এবং এটি পরিস্থিতি বা ঘটনার গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। সামান্য বিরক্তি তীব্র রাগে রূপ নিতে পারে বা মৃদু সন্তুষ্টি গভীর আনন্দে

পরিণত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোট প্রশংসা একটি হালকা আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের স্বীকৃতি গভীর সন্তুষ্টির অনুভূতি দেয়।

৬. উদ্দীপক ঘটনাগুলি (Triggering Events): প্রক্ষোভগুলি সাধারণত নির্দিষ্ট ঘটনা, স্মৃতি বা চিন্তার দ্বারা উদ্দীপিত হয়। বাহ্যিক উদ্দীপনা (যেমন, একটি সদয় কাজ) বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া (যেমন, একটি প্রিয় মুহূর্তের স্মৃতি) আবেগময় প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে।

৭. শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া (Physiological Responses): প্রক্ষোভ শরীরের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে, যেমন হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, হরমোনের পরিবর্তন এবং সংবেদনশীলতার বৃদ্ধি। এই শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়াগুলি প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাৎক্ষণিক হয় (Levenson, 2014)।

৮. প্রকাশ ও যোগাযোগ (Expression and Communication): প্রক্ষোভ মৌখিক এবং অ-মৌখিক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যেমন মুখের অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর। এই প্রকাশগুলো আমাদের আবেগের অবস্থা অন্যদের বোঝাতে সাহায্য করে।

৯. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (Subjective Experience): প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতাগুলি খুবই ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে কেন একই পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে (Mesquita & Walker, 2003)।

১০. প্রেষণাদায়ক ভূমিকা (Motivational Role): প্রক্ষোভগুলি আচরণের জন্য অনুপ্রেরণা দেয়, যা ব্যক্তির লক্ষ্য বা প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, রাগ সংঘাত সমাধানের জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারে, আর দুঃখ সাহায্যের জন্য অন্যদের কাছে যেতে প্ররোচিত করতে পারে (Izard, 2007)।

১১. সাংস্কৃতিক প্রভাব (Cultural Influence): কিছু প্রক্ষোভ সার্বজনীন হলেও, সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং মূল্যবোধ আবেগের অভিজ্ঞতা, প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে। প্রতিটি সংস্কৃতি অনুযায়ী মানুষের অনুভূতি প্রকাশের ধরন ভিন্ন হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যটি দেখায় কিভাবে জীববিদ্যা এবং সংস্কৃতি একসঙ্গে মিলে আবেগময় জীবনে প্রভাব ফেলে।

১২. সময়গত গতিশীলতা (Temporal Dynamics): প্রক্ষোভগুলি স্থির নয়; সময়ের সঙ্গে এগুলির পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক ভয় স্বস্তিতে পরিণত হতে পারে, বা সাময়িক রাগ দীর্ঘমেয়াদী ক্ষোভে রূপ নিতে পারে। এটি অনুভূতির গতিশীল প্রকৃতিকে চিত্রিত করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের গুরুত্ব (Educational Significance of Emotion):

প্রক্ষোভ শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের প্রেরণা, মনোযোগ এবং জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করে। ইতিবাচক প্রক্ষোভ যেমন আনন্দ এবং আগ্রহ, সম্পৃক্ততা, সৃজনশীলতা এবং স্মৃতিধারণ উন্নত করে, যা ভালো শেখার ফলাফল তৈরি করে। বিপরীতে, নেতিবাচক প্রক্ষোভ যেমন উদ্বেগ এবং হতাশা মনোযোগ কমিয়ে দেয়, প্রেরণা হ্রাস করে এবং কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস এবং কাজের মূল্যবোধকেও প্রভাবিত করে, যা তাদের শেখার প্রতি মনোভাব গড়ে তোলে। শিক্ষাগত পরিবেশে প্রক্রিয়াগুলিকে বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ, যাতে একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা শিক্ষাগত সফলতা এবং প্রাক্ষোভিক সুস্থতা উভয়ই সমর্থন করে।

1. জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব (Influence on Cognitive Processes): প্রক্ষোভ মনোযোগ, স্মৃতি এবং সমস্যার সমাধানের দক্ষতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ইতিবাচক প্রক্ষোভ যেমন কৌতূহল ও আনন্দ বৃদ্ধি করে, যেখানে উদ্বেগের মতো নেতিবাচক আবেগ জ্ঞানীয় কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় (Goleman, 1995)।
2. প্রাক্ষোভিক বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা (Role in Emotional Intelligence): Goleman (1995)-এর মতে, প্রাক্ষোভিক বুদ্ধিমত্তা প্রাক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করা, এবং মানসিক স্থিতিশীলতা গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ প্রাক্ষোভিক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভালো শিক্ষাগত সাফল্য এবং আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।
3. প্রেষণাদায়ক এবং সম্পৃক্ততার উপর প্রভাব (Impact on Motivation and Engagement): Pekrun (2006)-এর Control-Value Theory অনুসারে, আনন্দের মতো প্রাক্ষোভ অন্তর্নিহিত প্রেরণা বৃদ্ধি করে, যেখানে ক্লান্তি এবং উদ্বেগের মতো প্রাক্ষোভ সম্পৃক্ততা হ্রাস করে। শিক্ষার্থীরা যেসব শিক্ষণ কার্যক্রমের প্রতি ইতিবাচক অনুভব করে তারা সাধারণত বেশি সময় ধরে মনোযোগী থাকে এবং ভালো ফলাফল করে।
4. শিক্ষার সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক প্রসঙ্গ (Social and Emotional Context of Learning): Vygotsky (1978)-এর মতে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় প্রাক্ষোভিক সমর্থন জ্ঞানমূলক বিকাশকে উন্নীত করে। সহযোগী এবং আবেগপূর্ণ সহায়ক পরিবেশে শিক্ষণ শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি ঘটায়।
5. সমগ্র বিকাশের উন্নয়ন (Enhancement of Holistic Development): Immordino-Yang & Damasio (2007)-এর মতে, প্রাক্ষোভ বিচার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে জড়িত, যা সমগ্র শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। প্রক্ষোভের যত্ন নিলে শিক্ষার্থীরা সমালোচনামূলক চিন্তাধারা এবং সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক পরিপক্কতা অর্জন করে।
6. স্ট্রেস এবং মোকাবিলা কৌশল (Stress and Coping Mechanisms): শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভজনিত চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং সেগুলো সামলানোর উপায় শেখানো তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং শিক্ষাগত সাফল্য বাড়ায়। প্রাক্ষোভ সম্পর্কে সচেতন শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ এবং সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পারেন।
7. সহপাঠীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব (Impact on Peer Interactions): প্রাক্ষোভ সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা, সহযোগিতা এবং সংঘাত মেটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইতিবাচক প্রাক্ষোভিক পরিবেশ এবং দলগত কাজ কার্যকর যোগাযোগকে উৎসাহিত করে।

8. শিক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical Applications in Pedagogy): শ্রেণিকক্ষে প্রাক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং সহানুভূতিশীল যোগাযোগের মতো কার্যক্রম যোগ করা শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভিক সুস্থতা বাড়াতে সহায়ক।

7.6. সারাংশ (Summary):

শিখন একটি বহুমাত্রিক এবং জটিল প্রক্রিয়া, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এটি শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক মানসিক প্রক্রিয়া, যা প্রতিটি মানুষের আচরণ, দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিখন মানুষের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং তার মাধ্যমে পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য নতুন নতুন আচরণ এবং দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

শিখনের প্রক্রিয়া যেমন লক্ষ্যাভিমুখী এবং আচরণের পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি এটি অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবে গঠিত হয়। এটি অনুশীলন, আগ্রহ, প্রেরণা এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ক্রমপরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। বিভিন্ন পরিবেশগত এবং মনোবিজ্ঞানিক উপাদান শিখনের গতি এবং কার্যকারিতা প্রভাবিত করে। শিক্ষণ পরিবেশ, পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষক প্রভাব, অর্থনৈতিক অবস্থা, এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি, এসব সবই শিখনের প্রক্রিয়াকে আরও প্রভাবিত ও উন্নত করে।

তাছাড়া, শিখন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর উপর নয়, বরং সমগ্র সমাজের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই একটি উপযুক্ত এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা শেখার আগ্রহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে। এই সমস্ত উপাদানগুলো যদি সঠিকভাবে সংহত করা যায়, তবে শিখনের প্রক্রিয়া সফল এবং কার্যকরী হয়ে ওঠে, যা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিখন প্রক্রিয়া, আসলে, মানুষের অস্তিত্ব এবং জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অপরিহার্য এবং সমগ্র মানব সমাজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রক্রিয়া।

7.7. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

1. শিখনের ধারণা দাও ।
2. শিখন কাকে বলে ? এর বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করো।
3. শিখনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান গুলি আলোচনা করো
4. পরিবেশগত উপাদান শিখন কে কিভাবে প্রভাবিত করে লেখ ?
5. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত উপাদান গুলি শিখন কে কিভাবে প্রভাবিত করে ?
6. শিখনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে মনোযোগের গুরুত্ব আলোচনা করো ।
7. শিখনে ব্যক্তির প্রক্ষোভ ও চিন্তন প্রক্রিয়া কি ভূমিকা পালন করে ?
8. পরিণমন বলতে কী বোঝ ? এখনো পরিনমনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।
9. আগ্রহের ধারণা দাও । শিখনের উপর আগ্রহের প্রভাব আলোচনা করো।

7.8. গ্রন্থপঞ্জি (References)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt, Lted. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/perspective.htm

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. Oxford University Press.

Levenson, R. W. (2014). The autonomic nervous system and emotion. Emotion Review, 6(2), 100–112.

Horton D.L. and Turnage T.W. (1976) "Human Learning", Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Zimmerman, Barry J., and Dale H. Schunk. Educational psychology: a century of contributions, p328. Routledge, 2003.

Pal, D., Dhar, D., Das, M., & Banerjee, P. (2012). Psychology of Teaching and Learning. Rita Book Agency.

Ray, S. (2010). Educational Psychology. Soma Book Agency, Beniatola Lane, Kolkata.

Ghosh, A. (2001). Psychology Related to Education. Educational Enterprise, Ramnath Majumdar Street, Kolkata.

Islam, N. (2017). Outline of Educational Psychology. Sridhar Prakashani, Bidhan Sarani, Kolkata.

Unit : 8 শিখনের আচারনবাদি দৃষ্টিভঙ্গি (Behaviouristic Theory of Learning)

8.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

8.2. ভূমিকা (Introduction)

8.3. শিখনের আচারনবাদি দৃষ্টিভঙ্গি (Behaviouristic Aspect of Learning)

8.3.1 প্রচেষ্টা ভুলের মতবাদ বা সংযোজনবাদ (Trial and Error ro Connectionism Theory)

8.3.2 অনুবর্তন তত্ত্ব (Conditioning Theory):

(1) প্রাচীন অনুবর্তন বা নিষ্ক্রিয় অনুবর্তন (Classical Conditioning) এবং

(2) সক্রিয় অনুবর্তন বা সক্রিয় বা অপারেন্ট অনুবর্তন (Operant Conditioning)

8.3.3 প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব ও সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Classical Conditioning and Operant Conditioning)

8.4. সারাংশ (Summary):

8.5. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

8.6. গ্রন্থপঞ্জি (References)

8.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

- শিক্ষার্থীরা শিখনের আচারনবাদি দৃষ্টিভঙ্গির ধারণাটি সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- প্রচেষ্টা ভুলের মতবাদ বা সংযোজনবাদ সম্পর্কে জানতে পারবে ।
- সংযোজনবাদী তত্ত্ব হিসবে থর্নডাইকের পরীক্ষা সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে পারবে।
- শিখনের অনুবর্তন তত্ত্ব গুলির সাথে পরিচিত হবে।
- শিখনের প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শিখনের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে ।

8.2. ভূমিকা (Introduction)

আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান তথা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আচরণবাদ অন্যতম প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি। মনোবিদ জন বি. ওয়াটসন (John B. Watson) কে আচরণবাদের জনক বলা হয়। তিনি **১৯১৩** সালে প্রকাশিত "Psychology as the Behaviorist Views It" নামক প্রবন্ধে আচরণবাদ সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করেন। এই ধারণা অনুযায়ী, ব্যক্তি বা প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক অবস্থা

বিচার করা হয়। আচরণবাদের মাধ্যমে মনোবিজ্ঞান শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ এবং আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আলোচ্য অধ্যায়ে মনোবিজ্ঞানের আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হল ।

8.3 শিখনের আচারনবাদি দৃষ্টিভঙ্গি (Behaviouristic Aspect of Learning)

মনোবিজ্ঞানে আচরণবাদ (Behaviorism) একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা আচরণের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, মনোবিজ্ঞান শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ নিয়ে আলোচনা করা উচিত, কারণ আচরণই হল একমাত্র বিষয় যা সরাসরি পরিমাপযোগ্য এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধ্যয়নযোগ্য। আচরণবাদের মূল ধারণা হল যে পরিবেশগত উদ্দীপনা (Stimuli) এবং তার প্রতিক্রিয়া (Response)-এর মধ্যকার সম্পর্কই আচরণ নির্ধারণ করে। এই তত্ত্ব অনুসারে, মানব আচরণ শেখার (Learning) মাধ্যমে গঠিত হয় এবং এটি পরিবেশগত প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্দীপক (Stimulus) এবং প্রতিক্রিয়াকে (Response) উপস্থাপন করে আচরণের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এই ধারণা অনুযায়ী, শিখন হলো আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

আচরণবাদী মনোবিদগণ প্রাণীর আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন এবং তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু তত্ত্ব হল: প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব (Classical Conditioning Theory), সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব (Operant Conditioning Theory), প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব (Trial and Error Theory) ইত্যাদি।

8.3.1 প্রচেষ্টা ভুলের মতবাদ বা সংযোজনবাদ (Trial and Error ro Connectionism Theory)

সংযোজনবাদী তত্ত্ব (Connectionism)

মনোবিদ এর মতে প্রাণীর জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে। শিখনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের সাথে প্রতিক্রিয়ার সমন্বয় প্রয়োজন। মনোবিদ থর্নডাইকের মতে উদ্দীপকের সাথে প্রতিক্রিয়ার সংযোগই হল শিখন। তাই শিখন এর এই কৌশল কে সংযোজনবাদ বলা হয়।

প্রচেষ্টা ভুলের তত্ত্ব (Theory of Trail and Error)

এই ধারণা অনুযায়ী প্রাণী বারবার চেষ্টা করার মাধ্যমে শিখবে। যেকোনো ধরনের সমস্যা মূলক পরিস্থিতিতে প্রাণী বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে। এইভাবে বারবার চেষ্টা করতে করতে একটি নির্দিষ্ট সময় সে শিখে যাবে। প্রচেষ্টার সংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পাবে সময়ের পরিমাণ তত কম প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ প্রথম বা দ্বিতীয়

প্রচেষ্টায় যত সময় প্রয়োজন হবে, পরবর্তী প্রচেষ্টাতে অত বেশি সময় প্রয়োজন হবে না। তিনি প্রচেষ্টা সংখ্যা এবং সময়ের পরিমাণ একটি লেখচিত্র আকারে উপস্থাপন করেন। এটি সময় লেখচিত্র বা 'Time Curve' নামে পরিচিত ।

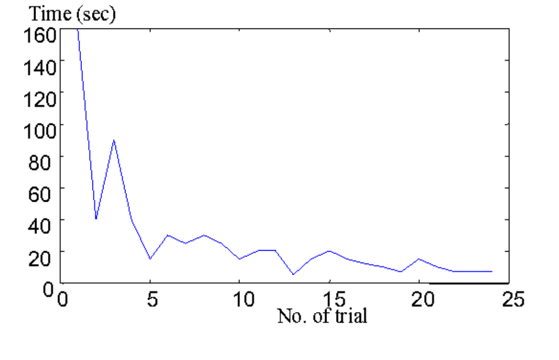

চিত্র : সময় লেখচিত্র (Time Curve)

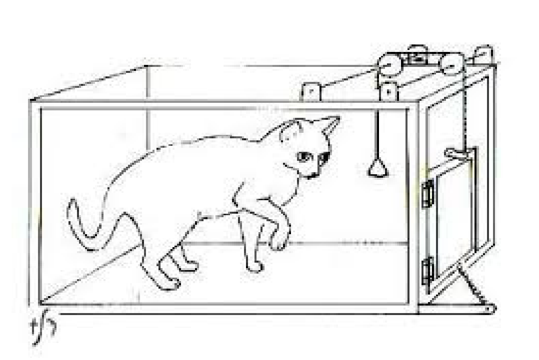

চিত্র : 'পাজল বক্স' (Puzzle Box)

থর্নডাইকের পরীক্ষা (Experiment of Thorndike's)

প্রখ্যাত আমেরিকান মনোবিদ থনডাইক হলেন প্রচেষ্টা ভুলের তত্ত্ব বা সংযোজনবাদী তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার "Animal Intelligence" নামক গ্রন্থে এই তত্ত্ব টি প্রকাশ করেন। তার এই তত্ত্বে তিনি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা বলেন। তাই তার তত্ত্বকে সংযোজনবাদী তত্ত্ব বা S-R Bond Theory বলা হয়।

পরীক্ষন (EXperiment):

পরীক্ষা কার্যের জন্য তিনি বিশেষভাবে নির্মিত একটি বাক্স ব্যবহার করেন, যাকে তিনি নাম দেন 'পাজল বক্স' (Puzzle Box) এবং তিনি বিভিন্ন ধরনের ইতর প্রাণী নিয়েপরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেন, যার মধ্যে বিড়ালের পরীক্ষাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরীক্ষা কার্যের সময় তিনি বাক্সের বাইরে খাদ্য বস্তু রাখা থাকে এবং ইতর প্রাণী হিসাবে একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে বাক্সের মধ্যে ছেড়ে দেন।

পর্যবেক্ষণ (Observation):

থর্নডাইক পরীক্ষা পরিস্থিতিতে একটি ক্ষুধার্ত বেড়ালকে বেরিয়ে আসার প্রতিক্রিয়া অনুশীলন করালেন।

- প্রথম ধাপ: তিনি একটি ক্ষুধার্ত বেড়ালকে puzzle box-এ রাখলেন এবং বাইরে কিছু খাবার দিলেন।
- দ্বিতীয় ধাপ: খাবার দেখামাত্র বিড়ালটি উদ্দেশ্যহীনভাবে ছোটাছুটি করতে করতে হঠাৎ বোতামে চাপ দেয় ও দরজা খুলে যায় এবং সে খাদ্য গ্রহণ করে।
- তৃতীয় ধাপ: এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলে দেখা যায় বারবার প্রচেষ্টা ভুলের মাধ্যমে বিড়ালটি সঠিক পদ্ধতিটি নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করছে। দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় বিড়ালটি ভুল আচরণের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে।

- চতুর্থ ধাপ: বিড়ালটির পুনরাবৃত্তির সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেয়েছিল সমস্যাসমাধানের জন্য তত কম সময় লেগেছিল। থর্নডাইক বিড়ালটি পুনরাবৃত্তির সংখ্যার সঙ্গে সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ে সম্পর্ক দেখতে একটি লেখচিত্র ব্যবহার করেন।

সিদ্ধান্ত (Conclusion)

থর্নডাইক পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন যে, বিড়ালটি বারবার চেষ্টা করার পর ২৪ তম প্রচেষ্টায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে তার শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। থর্নডাইক এই পর্যবেক্ষণ থেকে বুঝতে পারেন যে, পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে প্রাণী সঠিক প্রতিক্রিয়া শিখে নেয়।

সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রাণি কী ধরনের আচরণ করবে এবং কীভাবে শিখন লাভ করবে সেই সংক্রান্ত তিনটি মুখ্য সূত্র এবং পাঁচটি গৌণ সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

A. থর্নডাইকের মুখ্য সূত্র (Praimary Law) হল –

  ১. প্রস্তুতির সূত্র (Law of readiness)

  ২. ফললাভের সূত্র (Law of effect)

  ৩. অনুশীলনের সূত্র (Law of exercise)

(১) প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness): থর্নডাইক শিখনের মুখ্য সূত্রে প্রাণির দৈহিক প্রস্তুতির কথা বলেছেন।তাঁর মতে, উদ্দীপক ও তার উপযোগী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যক্তির দৈহিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। যখন শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি থাকে তখন শিখন তৃপ্তিদায়ক হয়, আর যখন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতির অভাব ঘটে তখন শিখন বিরক্তি উৎপাদন করে। অর্থাৎ সংযোগ স্থাপনের জন্য যদি ব্যক্তি প্রস্তুত থাকে তাহলে সংযোগ স্থাপন করতে দিলে সে তৃপ্তিবোধ করবে। আর ব্যক্তির যদি প্রস্তুতি না থাকে, সেক্ষেত্রে বিরক্তিবোধ করবে।

শিক্ষাগত তাৎপর্য

- দৈহিক প্রতিক্রিয়ার জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, সেটি পুরোপুরি পরিণমনের উপর নির্ভর করে।
- মানসিক প্রস্তুতি পরিণমন দ্বারা প্রভাবিত হলেও শিক্ষক/শিক্ষিকা মানসিক প্রস্তুতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষক বা শিক্ষিকা মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে বিষয়সম্পর্কিত অন্যান্য আলোচনা শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

(২) ফললাভের সূত্র (Law of Effect): উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপিত হয় তা যদি সুখকর হয় তবে ওই সংযোগটি দৃঢ় হয়। কিন্তু যদি ওই সংযোগের ফল বিরক্তিকর হয় তবে ওই সংযোগটি শিথিল

হয়। থর্নডাইকের ফলাফলেরর সূত্রটি অন্যান্য সমস্ত সূত্র থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দীপক - প্রতিক্রিয়া সংযোগকারী বন্ধন কেবলমাত্র সুখকর বা বিরক্তিকর অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল নয়। তৃপ্তি বা বিরক্তির মাত্রা নির্ধারিত হয় বন্ধনের দ্বারা। ১৯৩২ সালে তিনি ফলাফলের সূত্রটি পরিমার্জিত করেন ও বলেন যে পুরস্কার বা শাস্তি কখনো কখনো বন্ধনকে সংহতিকরণে সাহায্য করে এবং শিক্ষার জন্য সাহায্য করে।

শিক্ষাগত তাৎপর্য

- শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর কাছে সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক হবে।
- পাঠ্যবিষয় যদি শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য হয় তাহলে শিখন তৃপ্তিদায়ক হয়।
- পাঠ্যবিষয়বস্তুর সাথে যদি শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের মিল থাকে তবে তা অর্থপূর্ণ হয় ও শিখুন সুখদায়ক হয়।
- পাঠ্যবিষয় যেন শিক্ষার্থীর দৈহিকও মানসিক ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- বিষয়বস্তুকে সহজ থেকে কঠিন করে সাজালে শিক্ষার্থীর সাফল্যের পরিমাণ বাড়ে ও ফল তৃপ্তিদায়ক হয়।

(৩) অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise): অনুশীলন সূত্রের মূল কথা হল, বারংবার চর্চা করলে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দৃঢ় হয় এবং অনুশীলনের অভাব হলে সে সংযোগ শিথিল হয়ে যায়। এই সূত্রটি দু-ভাগে বিভক্ত—

ব্যবহারের সূত্র: অন্যান্য অবস্থা ঠিক থাকলে কোন উদ্দীপক ও প্রতিকার মধ্যে যদি বারবার সংযোগ স্থাপন করা হয়, তবে সেই সংযুক্তি দৃঢ় হয়।

অব্যবহারের সূত্র: উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল কোন সংযোগ স্থাপিত না হলে সংযুক্তিক্রমে শিথিল হয়ে যায়। থর্নডাইকের ভাষায়, বন্ধনের বা সংযোগের শক্তি - অভ্যাসের হার, আরোপিত গুরুত্বহীন অভ্যাস বা চর্চার স্থায়িত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক এবং প্রাথমিক সংযোগ স্থাপন ও পরবর্তী প্রচেষ্টার মধ্যবর্তী সময়কালের ব্যস্ত সমানুপাতিক হয়। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই অনুশীলনের সূত্রটি শিখনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক। শিশু মনোযোগ, আগ্রহ, প্রেষণা এবং অর্থ উপলব্ধি ছাড়া কেবল যান্ত্রিকভাবে অনুশীলন করে কোন কিছু শিখতে পারে না। তাছাড়া সব ক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রয়োজনও হয় না এবং অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত কু অভ্যাস দূর করাও যায় না।

শিক্ষাগত তাৎপর্য

- শিক্ষার্থীদের প্রচুর সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা অর্জিত জ্ঞানকে পুনরাবৃত্তি করতে পারে।
- শিক্ষক মাঝে মাঝে পুরনো পাঠ থেকে কিছু বিষয় অভ্যাস করাবেন, না হলে শিখন-দুর্বল হয়ে যেতে পারে।
- বর্ণমালা, নামতা ইত্যাদি শিখনের সময় অনুশীলনের উপর গুরত্ব দেওয়া উচিত।
- গর্নডাইকের মত অনুসারে নিম্নশ্রেণিতে অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

B. **থর্নডাইকের গৌণ সূত্র (Secondary Law) :** থর্নডাইকের শিখন কৌশলেপ্রাণী ভুল প্রচেষ্টা বর্জন করে সঠিক উপায় বা রাস্তা বা শিখনকে আয়ত্ত করে। তিনি শিখন কৌশলের কয়েকটি গৌণ সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল -

(১) মানসিক প্রস্তুতির সূত্র (Law of Mental Conditions): যে কোন কাজ করার সময় সেই কাজের প্রতি আমাদের মানসিক প্রস্তুতির দরকার হয় অর্থাৎ যে কোন কাজের ক্ষেত্রে তার পূর্ব শর্ত হলো ইতিবাচক মানসিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রেষণা, আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধি ইত্যাদির দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে হয়। মানসিকভাবে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীকে যে কোন কাজের প্রতি প্রস্তুত থাকতে হয়। একেই মানসিক প্রস্তুতি সূত্র বলা হয়।

শিক্ষাগত তাৎপর্য

- শিক্ষক/শিক্ষিকা ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মীবৃন্দের সহযোগিতা শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের প্রতি ধনাত্মক মনোভাব এবং উপযুক্ত মানসিক অবস্থা (Mental set) সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
- প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তা (emotional security) শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থাকে উপযুক্তভাবে তৈরি করে।

(২) বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple Response): প্রচেষ্টা ও ভুলের শিখন কৌশলে প্রাণী যতক্ষণ না সঠিক প্রতিক্রিয়াটি বা আচরণটি আয়ত্ত করতে পারে ততক্ষণ একই উদ্দীপকের প্রতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। অর্থাৎ প্রাণী ভুল প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে সঠিক আচরনটি গ্রহণ করার জন্য বারংবার একই উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে। একেই বহুমুখী প্রতিক্রিয়া সূত্র বলে। যেমন শিক্ষার্থী কোন কিছু শেখার সময় বিভিন্ন যুক্তি, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে শেখে বা জ্ঞান অর্জন করে।

শিক্ষাগত তাৎপর্য

- শিক্ষার্থী যাতে বহুমুখী চিত্তন করতে পারে সে ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য করা উচিত।
- শিক্ষার্থীকে বহুমুখী চিন্তনের ও ভুল প্রচেষ্টার সুযোগ দিতে হবে।

(3) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Partial Response): থনডাইকের এই সূত্র অনুযায়ী প্রাণী কোন কোন সমস্যার সমাধানে বা কোন উদ্দীপকের প্রতি সামগ্রিকভাবে প্রতিক্রিয়া করে না, বরং তার অংশ বিশেষের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে সমস্যার সমাধান করে। যেমন - শিক্ষার্থী একটি রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর আয়ত্ত করার সময় সামগ্রিকভাবে মুখস্ত না করে এক একটি পয়েন্টকে মুখস্ত করে।

শিক্ষাগত তাৎপর্য

- শিখন পরিস্থিতির অংশগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, সেটার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবগত করা উচিত।

- কোনো বিষয়ের কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকলে সেটির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করানো উচিত, তাহলে শিখন সহজ হবে।

(৪) উপমানের সূত্র (Law of Analogy): এক্ষেত্রে প্রাণী কোনো সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সে তখন পূর্বের কোন অবস্থা সম্পর্কে মিল খোঁজার চেষ্টা করে এবং পূর্বে যেভাবে সমস্যা সমাধান করেছিল বর্তমানে সেভাবে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করে। শিখনের এই ধরনের সূত্র কে বলা হয় অপমানের সূত্র।

শিক্ষাগত তাৎপর্য

- শিক্ষার্থী যখন নতুন বিষয় পড়বে তখন পুরনো ধারণার সাথে ওই বিষয়টির সাদৃশ্য কোথায় আছে, সেটা দেখানো উচিত।
- শিক্ষার্থীকে জানা থেকে অজানা জ্ঞানের দিকে নিয়ে যেতে হবে। জীবনের কোনো অবস্থার সাথে যদি পাঠ্যবিষয়ের কোনো মিল থাকে, তবে সেটিও ব্যাখ্যা করে দেওয়া উচিত।

(৫) অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালন সূত্র (Law of Association Shifting): থর্নডাইক এই সূত্রে বলেছেন, প্রাণী যখন কোন উদ্দীপকের উপযোগী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় তখন মূল উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত গৌণ উদ্দীপকগুলিও সেই একই প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

শিক্ষাগত তাৎপর্য

- শিশুরা যে সমস্ত অভ্যাস, মনোভাব, আগ্রহ ইত্যাদি অর্জন করে, সেগুলি যেন তারা বড়ো হয়ে প্রয়োগ করতে পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে।
- শিক্ষক/শিক্ষিকার দায়িত্ব হল এমন অভ্যাস বা মনোভাব গঠন করা, যা তারা ভবিষ্যতে প্রয়োগ করতে পারবে।

8.3.2 অনুবর্তন তত্ত্ব (Conditioning Theory):

অনুবর্তন (Conditioning) কথাটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে কোন ধরনের অভ্যাস (habit) বা অর্জিত মানসিক বৈশিষ্ট্যকেই আমরা অনুবর্তিত প্রক্রিয়া (Conditioned response) হিসেবে বিবেচনা করি। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক প্যাডলভের পর থেকে অনুবর্তনের উপরে নানা রকম পরীক্ষা আজও চলছে। পদ্ধতি হিসেবে অনুবর্তন (Conditioning as method) সরলতম পরিস্থিতিতে প্রাণীর আচরণের প্রকৃতি অনুশীলন করে অর্থাৎ, এক ধরনের শিখনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুশীলন করে। অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপক পরিস্থিতির (Relatively controlled stimulus situation) মধ্যে প্রাণী কিভাবে শিক্ষা করে তাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে অনুবর্তনের তত্ত্বের মধ্যে। তবে এ কথা বললেও বর্তমানে ভুল হবে কারণ অনুবর্তন তত্ত্বের বহু পরিবর্তন হয়েছে। প্যাভলভের পরবর্তীকালেও হাল, (Hull), স্কিনার (Skinner) প্রভৃতি এই নীতির অনেক পরিবর্তন করে শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাই অনুবর্তনকে (Conditioning) হিলগার্ড এবং মাকুইস (Hillgard and Marquis) দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্যালতের পদ্ধতিকে তাঁরা বলেছেন, অনুবর্তনের প্রাচীন

পদ্ধতি (Classical conditioning) এবং তাঁর পরবর্তী পদ্ধতিগুলিকে বলেছেন, সক্রিয় অনুবর্তন (Instrumental conditioning)।

প্রত্যেক প্রাণীর কতকগুলি বিশেষ উদ্দীপকের (Stimulus) সাপেক্ষে বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়া (Response) করার ক্ষমতা রয়েছে। যেমন খাবারের উপস্থিতিতে ক্ষুধার্ত প্রাণীর লালাক্ষরণ শব্দে গ্রাণীর মধ্যে সজাগ ভাব-এই ধরনের প্রতিক্রিয়াগুলি প্রাণীর সহজাত। এখানে উদ্দীপক হল স্বাভাবিক উদ্দীপক, যেমন খাদ্য এবং প্রতিক্রিয়াগুলি হল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (লালাক্ষরণ)। যদি কোনো নিরপেক্ষ উদীপককে (Conditioned/Neutral Stimulus) স্বাভাবিক উদ্দীপকের (Unconditioned Stimulus) সাথে বারবার উপস্থাপিত করা হয় তবে একসময়ে দেখা যাবে ওই স্বাভাবিক উদ্দীপকের সাথে যুক্ত প্রতিক্রিয়াটি ওই নিরপেক্ষ উদ্দীপকটির সাথে যুক্ত হয়। বলা হয়, নিরপেক্ষ উদ্দীপকটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটানোর শক্তি লাভ করেছে এবং সেই সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপকটিকে উপস্থাপন করা মাত্রই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনাকেই অনুবর্তন ক্রিয়া (Conditioned response) বলে। মনোবিদ ড্রিভার বলেন, "স্বাভাবিক উদ্দীপক ছাড়া অন্য কোনো উদ্দীপক, বন্ধু বা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটানোর প্রতিক্রিয়াই হল, অনুবর্তন (Conditioning)" অনুবর্তন প্রতিক্রিয়া দু-ধরনের হতে পারে-

1. প্রাচীন অনুবর্তন বা নিষ্ক্রিয় অনুবর্তন (Classical Conditioning) এবং
2. সক্রিয় অনুবর্তন বা সক্রিয় বা অপারেন্ট অনুবর্তন (Operant Conditioning)

1) প্রাচীন অনুবর্তন (Classical Conditioning):

প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ আইভান প্যাভলভ (Ivan Pavlov)। তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। সাধারণ যুক্তিতে, প্রাণীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া একটি স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্যাভলভ প্রাণীর শিখন প্রসঙ্গে একটু ভিন্নমত পোষণ করেছেন, প্রাণী স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করলেও বারবার চেষ্টা বা পুনরাবৃত্তির সহায়তায় অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম উদ্দীপকের দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মনোবিদ প্যাভলভ এই ধরনের শিখনকে প্রাচীন অনুবর্তন বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রাণী যখন স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্তে কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক উদ্দীপকের দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাই হলো প্রাচীন অনুবর্তন। অর্থাৎ যখন কোন স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে একটি কৃত্রিম বা বিকল্প উদ্দীপক বারংবার উপস্থাপন করার ফলে স্বাভাবিক উদ্দীপকটি কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং স্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো, কৃত্রিম উদ্দীপক দ্বারা একই প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যা প্যাভলভের প্রাচীন অনুবর্তন বা সাপেক্ষীকরণ বা অনুবর্তন বলে।

প্যাভলভের পরীক্ষা (Pavlov's Experiment):

প্রাণী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যিক উদ্দীপনা সংগ্রহ করে এবং বহির্জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। প্যভলভের মতে, যেকোনো প্রাণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট কিছু উদ্দীপক থাকে। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগের মাধ্যমে শিখন ঘটে। উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন প্রাচীন অনুবর্তন শিখন কৌশলের মূলনীতি। তাঁর মতে, স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সংযোগ পূর্বনির্ধারিত। রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ আইভান প্যাভলভ প্রবর্তিত অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি প্রাচীন অনুবর্তন নামে পরিচিত। প্যভলভের তত্ত্বটি বোঝার জন্য তাঁর কুকুরের ওপর যে পরীক্ষা করেছিলেন তা জানা প্রয়োজন।প্রাচীন অনুবর্তনের পরীক্ষাটি আলোচনা করা হল।-

উপকরণ (Elements): প্যাভলভের অনুবর্তন প্রাচীন অনুবর্তন শিখন কৌশলের পরীক্ষার জন্য যেসকল উপকরণ ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হল — একটি ক্ষুধার্ত কুকুর, কিছু খাদ্যবস্তু, একটি ঘণ্টা, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ।

পরীক্ষামূলক পরিস্থিতি (Experimental Conditions): প্যভলভের শিখন কৌশল তত্ত্বের পরীক্ষায়, পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে কিছু খাবার দেওয়া হলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কুকুরের লালাক্ষরণ দেখা যাচ্ছে। তিনি কুকুরের লালাক্ষরণের পরিমাণ পরিমাপেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। পরীক্ষাগারে কুকুরটির গলায়, বুকে ও কোমরে চামড়ার বেল্ট তিনি এমনভাবে পরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে কুকুরটির মুখনিঃসৃত লালার পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। কাচের একটি পাত্রটির সঙ্গে **কাইমোগ্রাফ** (Kymograph) যুক্ত করে দেন যার সাহায্যে লালার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করেন। প্যাভলভ অন্য একটি কক্ষ থেকে পেরিস্কোপের সাহায্যে সম্পূর্ণ ক্রিয়াটি লক্ষ করতেন।পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে কুকুরের সামনে খাদ্যবস্তু দেওয়ার পূর্বে কুকুরটিকে সচেতন করার জন্য ঘন্টাধ্বনি শোনানো হয়। ঘন্টাধ্বনি শেষ হওয়ার পূর্বেই খাদ্যবস্তু দেওয়া হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পুনরাবৃত্তি করার পর দেখা গেল, ঘণ্টাধ্বনি শোনামাত্র কুকুরের লালাক্ষরণ হচ্ছে। সাধারণত, ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে লালাক্ষরণের কোনো সম্পর্ক নেই। ঘন্টাধ্বনির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল সজাগভাব। তাই প্রথম প্রথম ঘণ্টাধ্বনি শোনামাত্র কুকুরটির মধ্যে সজাগ ভাব দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষাটির বারবার করার ফলে ঘণ্টাধ্বনি উদ্দীপকের সঙ্গে লালাক্ষরণ যুক্ত হল। প্যাভলভ এই প্রক্রিয়াকে অনুবর্তিত আবর্তক্রিয়া বলে অভিহিত করেন যা বর্তমানে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া নামে পরিচিত।

পর্যবেক্ষণ (Observation): প্যাভলভ কুকুরের ওপরে যে পরীক্ষা করেছেন তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে সেগুলি হল -

- প্রথমত প্যভলভ কুকুরটির সামনে কিছু খাদ্যবস্তু রেখে দেখলেন যে কুকুরের মধ্যে লালক্ষরণ হচ্ছে। এখানে খাদ্যবস্তু হল স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং লালাক্ষরণ হল তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।
- এর পরবর্তী সময়ে প্যাভলভ পরীক্ষাগারে কুকুরের সামনে খাদ্যবস্তু উপস্থাপনের পূর্বে কিছুক্ষণ ঘণ্টাধ্বনি দিতে থাকলেন এবং ঘণ্টাধ্বনি শেষ হওয়ার পূর্বমূহুর্তে খাদ্যবস্তু উপস্থাপন করতে থাকলেন।লক্ষ করা গেল যে, ঘন্টাধ্বনি কারণে কুকুরের মধ্যে সজাগ ভাব দেখা গেল। এখানে ঘণ্টাধ্বনি স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং কুকুরের সজাগভাব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

- প্যাভলভ খেয়াল করলেন যে, ঘণ্টাধ্বনি শেষ হওয়ার ঠিক পূর্বমূহূর্তে খাদ্যবস্তু উপস্থাপনের ফলে কুকুরের লালাক্ষরণ হচ্ছে।অর্থাৎ ঘন্টাধনী শেষ হওয়ার আগেই কুকুরের সামনে খাদ্যবস্তু উপস্থাপন করার ফলে, খাদ্য বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত লালাক্ষরণ প্রতিক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছে।

এইভাবে সমস্ত ঘটনাটি পুনরাবৃত্তি করলে দেখা যায় যে, খাদ্যবস্তু উপস্থাপনের পূর্বে ঘণ্টাধ্বনির দেওয়ার সাথে সাথে কুকুরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লালাক্ষরণ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ঘণ্টাধ্বনি হল অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম উদ্দীপক এবং লালাক্ষরণ হল তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

সিদ্ধান্ত (Conclusion): উক্ত পরীক্ষা থেকে শারীরতত্ত্ববিদ প্যাভলভ সিদ্ধান্তে আসেন যে, স্বাভাবিক উদ্দীপক হিসেবে খাদ্যবস্তুর পরিবর্তে ঘণ্টাধ্বনি স্বরূপ কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক উদ্দীপকের দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ যখন কৃত্রিম উদ্দীপকের দ্বারা যদি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যায়, তখন তাকে অনুবর্তন বলা হয়। প্যাভলভের পরীক্ষার ভিত্তিতে কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। যেমন - ঘণ্টাধ্বনি অনুবর্তিত উদ্দীপক এবং লালাক্ষরণ অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া, খাদ্যবস্তু অনাবর্তিত উদ্দীপক এবং সজাগভাব অনাবর্তিত প্রতিক্রিয়া। প্যাভলভ তার এই প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন অনুবর্তিত-আবর্ত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Reflex Response) যা বর্তমানে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response) নামে খ্যাত।সুতরাং সর্বশেষে একথা বলা যায়, প্রাণীর একটি উদ্দীপকের দ্বারা যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটে তা অপর কোনো উদ্দীপকের সাথে যুক্ত হয়। অর্থাৎ নতুন একটি উদ্দীপক - প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাই বর্তমানে অনুবর্তনমূলক শিখন প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীন অনুবর্তন কৌশলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Classical Conditioning)

অনুবর্তন মূলক কৌশলে যখন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে একটি স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্তে অন্য একটি কৃত্রিম বা বিকল্প উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, তখন তাকে প্রাচীন অনুবর্তন বলে। প্রাচীন অনুবর্তন শিখন কৌশলের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রাচীন অনুবর্তন শিক্ষণ কৌশলে বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নরূপ।–

1. **উদ্দীপক নির্দিষ্টকরণ:** অনুবর্তন প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে যদি একাধিক গৌণ উদ্দীপক যুক্ত থাকে, তাহলে কোন উদ্দীপকটি অনুবর্তিত হবে তা নির্ভর করবে প্রাণীর ওপর। খাদ্যবস্তু দেওয়ার আগে যদি ঘণ্টাধবনি ছাড়াও কুকুরটিকে স্পর্শ করা বা আলো জ্বালানো হত, সেক্ষেত্রে কুকুরটির উপর ভিত্তি করে স্থিরিকৃত হত কোন উদ্দীপকে অনুবর্তন ঘটবে।
2. **অপানুবর্তন :** অনুবর্তন প্রক্রিয়াকে বন্ধ হয়ে যাওয়াকে সাধারণত অপানুবর্তন বলে। কৃত্রিম বা অনুবর্তিত উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপস্থাপন ঘটালে অনুবর্তন প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ব্যাপী যদি অনাবর্তীত বা স্বাভাবিক উদ্দীপক (খাদ্যবস্তু) না দেওয়ার ফলে প্রাণী অথা কুকুরের অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া বা লালাক্ষরনের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকবে এবং একসময় বন্ধ হয়ে যাবে। একেই অপানুবর্তন বলা হয়। অর্থাৎ অপানুবর্তন যাতে না হয় তার জন্য ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মাঝে মাঝে স্বাভাবিক উদ্দীপক অর্থাৎ খাদ্যবস্তু উপস্থাপন করতে হবে। অপানুবর্তন হওয়ার পরে পুনরায় যদি দু-একবার খাদ্য দেওয়া হয়, তাহলে অনুবর্তন প্রতিক্রিয়া ফিরে আসবে।

3. **অনুবর্তিত উদ্দীপকের পূর্বে উপস্থাপন:** যে উদ্দীপকের অনুবর্তন করা হবে সেই উদ্দীপকটিকে স্বাভাবিক উদ্দীপকের ঠিক পূর্বেই উপস্থাপন করতে হবে। এই কারণে প্যাভলভের পরীক্ষায় ক্ষুধার্ত কুকুরকে খাবার দেওয়ার পূর্বে ঘণ্টাধনির ব্যবস্থা করা হতো।
4. **স্বাভাবিক উদ্দীপক অধিক শক্তিশালী:** অনুবর্তিত উদ্দীপকের চেয়ে স্বাভাবিক উদ্দীপকের শক্তি বেশি হওয়া প্রয়োজন। প্যভলভের পরীক্ষায় কুকুরের লালাক্ষরণের ক্ষেত্রে বলা যায়, কৃত্রিম উদ্দিপক ঘণ্টাধ্বনি অপেক্ষা স্বাভাবিক উদ্দিপক খাদ্যবস্তু বেশি শক্তিশালী হওয়ার কারণে লালাক্ষরণ ঘটাতে সক্ষম।
5. **উদ্দীপকের পুনোরাবৃত্তি:** পুনরাবৃত্তি অনুবর্তনের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। অনুবর্তন প্রক্তিয়ায় স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বা নিরপেক্ষ উদ্দীপককে একই ক্রমে বারবার উপস্থাপন করা প্রয়োজন যতক্ষণ না অনুবর্তন প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ কৃত্রিম উদ্দীপকের রেশ থাকতেই স্বাভাবিক উদ্দীপক উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।
6. **উদ্দীপকের সামান্যীকরণ:** কুকুরের লালাক্ষরণের কারণ হিসেবে ঘণ্টাধ্বনিকে বোঝাণ হয়েছে। কিন্তু ঘণ্টাধ্বনির অনুরূপ কোনো শব্দেও কুকুরের লালাক্ষরণ ঘটে থাকে। এই বিষয়টিকে উদ্দীপকের সামান্যীকরণ (Generalisation) হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।
7. **উদ্দীপকের পৃথকীকরণ:** অনুবর্তন প্রতিয়ার দ্বারা প্রাণী বিভিন্ন উদ্দীপকের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে। প্যাভলভেত্ত্বে এই বিষয়কে উদ্দীপকের পৃথকীকরণ বলা হয়েছে।
8. **অনুবর্তনের স্বতঃস্ফূর্ততা:** অপানুবর্তনের পরে যদি ঘটনাটিকে পুনরায় পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে আনা হয়, তাহলে অনুবর্তনের প্রতিক্রিয়াটি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। একে অনুবর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাবর্তন বলে।

প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের নীতি :

প্যাভলভের প্রাচীন অনুবর্তন শিখন কৌশলে বা তত্ত্বের বেশ কিছু নীতি রয়েছে সেগুলি হল -

1. **অনুবর্তিত উদ্দীপকঃ** প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব অনুসারে, যে কৃত্রিম উদ্দীপক (ঘন্টাধ্বনি) একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (লালা ক্ষরণ) ঘটতে সহায়তা করে, তাই হলো অনুবর্তিত উদ্দীপক।
2. **অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াঃ** তত্ত্ব অনুসারে, নতুন পরিস্থিতিতে অর্থাৎ ঘন্টার ধ্বনির প্রভাবে যে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লালা ক্ষরণ দেখা যায়, সেই প্রতিক্রিয়াকে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া বলা হয়। অর্থাৎ অনুবর্তন মূলক প্রক্রিয়ায় যে প্রতিক্রিয়াটি কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তাই হলো অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া।
3. **অনাবর্তীত উদ্দীপকঃ** প্যাভলভীয় পরীক্ষা অনুযায়ী, খাদ্যবস্তু হলো অনবর্তীত উদ্দীপক কারণ খাদ্যবস্তু অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপক একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
4. **অনাবর্কিত প্রতিক্রিয়াঃ** প্যাভলাভের পরীক্ষায়, কুকুরের সজাগ ভাব হলো অনাবর্তিত প্রতিক্রিয়া কারণ সজাগ ভাব একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ ঘন্টার ধ্বনির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল সজাগ ভাব।
5. **সাংগঠনিক কাঠামোঃ**

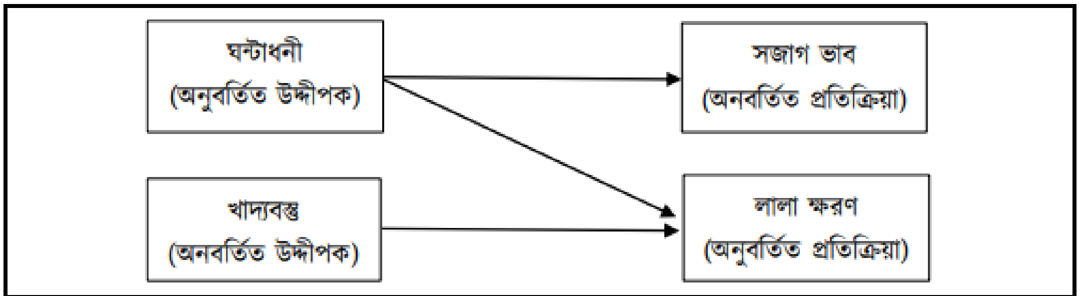

চিত্র : প্রাচীন অনুবর্তনের সাংগঠনিক কাঠামো

6. **পুনঃসংযোজন বাদঃ** অনুবর্তন প্রক্রিয়াকে বজায় রাখা বা সক্রিয় রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে অনাবর্তিত উদ্দীপকের উপস্থাপন একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ প্যাভলভের পরীক্ষা অনুযায়ী, ঘন্টার ধ্বনির র সাথে সাথে খাদ্যবস্তু উপস্থাপন করলে লাল ক্ষরণ প্রক্রিয়াটি বন্ধ হবে না। একে সংযোজন বাদ বলে।
7. **অপানুবর্তনঃ** অনুবর্তন বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় অপানুবর্তন। তত্ত্ব অনুসারে সংযোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক অনুবর্তন চিরস্থায়ী নয়। প্রাণীর একবার অনুবর্তন হয়ে যাওয়ার পর যদি অনুবর্তিত উদ্দীপকে উপস্থাপনের সাথে সাথে অনাবর্কিত উদ্দীপক না দেওয়া হয় অর্থাৎ ঘন্টার ধ্বনির সাথে মাঝে মাঝে খাদ্যবস্তু না দিলে অনুবর্তন প্রক্রিয়া তথা কুকুরের লালাক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। একে অপানুবর্তন বলে।
8. **বিয়োগাত্মক অনুবর্তনঃ** অনেক সময় অনুবর্তন প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির ফলে অর্থাৎ খাদ্যবস্তু ছাড়া ঘন্টার ধ্বনির দ্বারা লালাক্ষরণ প্রক্রিয়াটি বারবার করার ফলে প্রাণী কৃত্রিম উদ্দীপক তথা অনুবর্তিত উদ্দীপকের প্রতি আগ্রহ লোক পায় এবং তা বর্জন করতে প্রয়াস করে। এই প্রক্রিয়াকে বিয়োগাত্মক অনবর্তন বলে।
9. **সংযোগাত্মক অনুবর্তনঃ** এখনো বিশেষ উদ্দিপক্ষ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কৃত্রিম সংযোগ স্থাপনকে সংযোগাত্মক অনুবর্তন বলে। প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের পরীক্ষায় অস্বাভাবিক উদ্দীপকের তথা অনুবর্তিত উদ্দীপকের সাথে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তথা অনবর্তিত প্রতিক্রিয়া বা লালাক্ষরন সংযোগ স্থাপন করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের গুরুত্বঃ

আধুনিক জীবনমুখী, গতিশীল, সমাজকেন্দ্রীক শিক্ষায় শিশুর শিখন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। শিশুর শিখন প্রক্রিয়াকে সহজ সরল করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বের বা শিখন কৌশলের আবির্ভাব হয়েছে। প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব শিশুর শিখন বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্বের যে ভূমিকা গুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল -

1. **সুঅভ্যাস গঠন :** শিশু বা শিক্ষার্থীর মধ্যে সু অভ্যাস কি গড়ে তোলা শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য। প্রাচীন অনুবর্তন শিখন কৌশল শিশুর শিখনে বানান অশুদ্ধিকরণ, নামটা ভুলে যাওয়া,খারাপ শব্দ প্রয়োগ প্রভৃতি দূর করে শিশুর সু-অভ্যাস গঠনে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ শিশুর সু অভ্যাস গঠনে এই তত্ত্ব বিশেষ তাৎপর্য। যেমন— সকালে ঘুম থেকে ওঠা, দাঁত মাজা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, পোশাক পরিধান করা, প্রাতরাশ গ্রহণ কর্ পড়তে বসা ইত্যাদি।

2. **ভাষা বিকাশ :** ভাষা হল সমস্ত যোগাযোগের মাধ্যম। শিশুর ভাষা যাতে সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। অনেক সময় শিশুর ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো একটি বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে কোনো শব্দকে সংযোগ করে দেওয়া হয়। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানো হল - শৈশবে শিশুকে একটি ফল হিসেবে 'আম' দেখিয়ে শিশুকে মুখে 'আম' কথাটি বারবার উচ্চারণ করতে বলা হয়। এবং শিশু পরবর্তীতে ঐ ফলকে দেখে 'আম' শব্দই উচ্চারণ করে যা অনুবর্তনের মাধ্যমে শিখে। এইভাবে অনুবর্তনের মাধ্যমে শিশু অনেক শব্দ শেখে।
3. **শিখন দক্ষতা বৃদ্ধি :** শিখনের ক্ষেত্রে শিশুকে অনেক বেশি দক্ষতা পূর্ণ করে করে তুলতে প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব বিশেষ সহায়ক। যেমন - লেখা, পড়া, বানান মুখস্থ করা, অঙ্ক কষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাচীন অনুবর্তন শিখন কৌশল সহায়তা করে। তাই শিশুর শিখন দক্ষতা বাড়াতে অনুবর্তন পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।
4. **প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঘটানো :** প্রতিটি শিশুর মধ্যে রাগ, ভয়, ভালোবাসা, স্নেহ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি রয়েছে। এগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটানো শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। অনুবর্তন শিখন কৌশলে সহায়তায় শিশুর জীবনে প্রক্ষোভমূলক বিকাশ ঘটাতে বা জটিল প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং তার সুষ্ঠ বিকাশ হয়।
5. **আচার-আচরণের প্রভাব :** শিক্ষার্থী আচরণ ধারার পরিবর্তন হলো শিখন। এক্ষেত্রে প্রাচীন অনুবর্তন শিখন কৌশল প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। যেমন, শিক্ষক-শিক্ষিকার কথাবার্তা, শব্দ ব্যবহার, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন অভ্যাস, রুচি, মার্জিত আচরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুবর্তিত হয় এবং তাদের আচার-আচরন মার্জিত করে গড়ে তোলা।
6. **ইতিবাচক মনোভাব গঠন :** শিশুদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব দূর করে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা, মনোভাব গঠন করতে প্রাচীন অনুবর্তন শিখন কৌশল বিশেষভাবে সহায়ক। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক ভাবনা চিন্তা গড়ে তুলতে এবং আত্মবিশ্বাস জাগেত করতে এই শিখন কৌশল সাহায্য করে।

2) শিখনের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব (Operent Conditioning of Learning) :

শিখনের প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বে প্যাভলভ বলেন - প্রাণী জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া করে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট উদ্দীপক উপস্থাপন করলে প্রাণী নির্দিষ্ট রকমের প্রতিক্রিয়া করে। এই ধারণার সমালোচনা করে মনোবিদ স্কিনার (Burrhus Frederic Skinner) তার সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের ধারণা দেন।

বিশিষ্ট আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী স্কিনার (B.F. Skinner, 1904 - 1990) সর্বপ্রথম "National Academy of Science" নামক পত্রিকায় "The Concept of the Reflex in the Description of the Behaviour" শিরোনামে অপারেন কন্ডিশনিং তত্ত্বের ধারণা দেন। ১৯৩৫ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Science and Human Behaviour" এ তার তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তার মতে প্রাণী এমন কিছু আচরণ করে যার জন্য কোন ধরনের উদ্দীপক প্রয়োজন হয় না। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তিনি প্রাণীর আচরণকে দুটি ভাগে ভাগ করেন :

- যে প্রকার আচরণগুলির নির্দিষ্ট বস্তুধর্মী উদ্দীপকের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় তাকে তিনি রেসপন্ডেন্ট (Respondent) বলে অভিহিত করেন। যেমন প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বে ক্ষুধার্ত কুকুরের আচরণ হলো রেসপন্ডেন্ট ।
- অপরদিকে যে আচরণ গুলি কোন নির্দিষ্ট বস্তুধর্মী উদ্দীপকের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় না। তাকে তিনি অপারেন্ট (Operent) নামে অভিহিত করেন। যেমন সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বে খাদ্য পাওয়ার প্রত্যাশায় ইঁদুরের বহুমুখী আচরণ সম্পাদন।

সক্রিয় বা Operent অনুবর্তনের পরীক্ষা (Experiment of Operent Conditioning):

সক্রিয় অনুবর্তনের ওপর পরীক্ষা করার জন্য স্কিনার একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে নির্বাচন করেন এবং একটি বিশেষ ভাবে নির্মিত বাক্স ব্যবহার করেন যা 'Skinner Box' নামে পরিচিত। এই বাক্সে একটি ট্রে আছে, ট্রে-টি একটি যন্ত্রের দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে একটি বোতামের ওপর চাপ দিলেই ট্রেতে খাবার চলে আসে।

চিত্র : Skinner Box

পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ (Experiment and Observation):

স্কিনার একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে তাঁর তৈরি বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করান। পরীক্ষার সঙ্গে ইদুরটিকে পরিচিত করানোর জন্য প্রথমে ট্রেতে খাবার রাখা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ইদুরটি খাদ্যগ্রহণ করে। মনে রাখতে হবে এখানে বোতামে চাপ দিয়ে ট্রেতে খাবার আনা হয়নি। পরবর্তী ক্ষেত্রে ইদুরটিকে বাক্সে রাখা অবস্থায় বোতামে চাপ দিয়ে খাবার আনা হয়। প্রথম পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ইঁদুরকে ট্রের মধ্যে খাদ্য থাকা সম্পর্কে পরিচিত করানো। আর দ্বিতীয় পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ইঁদুরটিকে স্কিনারের পরীক্ষা সম্পর্কে পরিচিত করানো। এরপর ইঁদুরটিকে পুনরায় বাক্সে প্রবেশ করানো হয়। ইঁদুরটি ট্রের দিকে ছুটে যায় খাবারের আশায় কিন্তু খাবার না পাওয়ায় নানারকম সঞ্চালনমূলক আচরণ করতে থাকে। হঠাৎ ইঁদুরটি বাক্সের মধ্যে অবস্থিত বোতামে চাপ দেওয়ার ফলে ট্রেতে খাবার এসে পড়ে।

এই পরীক্ষা বারবার চালানোর পর দেখা যায় ইদুরটিকে বাক্সের মধ্যে রাখামাত্র সে সোজা বোতামের কাছে গিয়ে বোতামে চাপ দিয়ে ট্রেতে খাবার নিয়ে আসে। অর্থাৎ, এই প্রক্রিয়ায় বোতামে চাপ দেওয়া

প্রতিক্রিয়া সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছে শক্তিদায়ী উদ্দীপক খাদ্য।এইভাবে বোতামে চাপ দেওয়া এবং খাবার পাওয়ার মধ্যে অনুবর্তন ঘটে। এই অনুবর্তনে ইঁদুরের সক্রিয়তা একান্তভাবে প্রয়োজন বলে একে সক্রিয় অনুবর্তন বলে।

সক্রিয় অনুবর্তনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (Different Characteristics of Operant Conditioning):

A) **প্রবলক (Reinforcement):** সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী যখন কোন উদ্দীপক প্রাণীর আচরণের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে, তখন সেই উদ্দীপক কে প্রবলক বলা হয়। প্রবলক্ষে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

- ❖ **ধনাত্মক প্রবল (Positive Reinforcement):** অর্থাৎ কোন কাঙ্ক্ষিত আচরনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন কিছু উদ্দীপক দেওয়া যেখানে আচরণের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে। এটি হলো এক ধরনের সুখ দায়ক উদ্দীপক। যেমন কোন কাজের পরিপ্রেক্ষিতে বাচ্চাদের প্রশংসা করা বা চকলেট দেওয়া।
- ❖ **ঋণাত্মক প্রবলক ((Negative Reinforcement):** যখন কোন উদ্দীপক আচরণের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে কিন্তু সেটি সুখকর ভাবে হয় না, বিরক্তিকর ভাবে সম্পন্ন হয়। সেই ধরনের প্রবলককে ঋণাত্মক প্রবলক বলা হয়। যেমন বাচ্চা ফোন দেখছে, সেটির জন্য মা বারবার ফোন দেখে পড়াশোনা করতে বলছে। একটি সময় বাচ্চা বিরক্ত হয়ে ফোন রেখে পড়তে বসলো। এখানে পড়তে বসার পিছনে বিরক্তি কাজ করলো এবং মায়ের বারবার ফোন রাখার নির্দেশ হলো ঋণাত্মক প্রবলক।

B) **শাস্তি (Punishment):** হলো প্রবলকের বিপরীত প্রক্রিয়া, যা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কমাতে বা বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। শাস্তি আচরণ হ্রাস করে, কিন্তু প্রবলক আচরণ বৃদ্ধি করে। এটি দুই প্রকার:

- ❖ **ধনাত্মক শাস্তি (Positive Punishment):** অপছন্দের উদ্দীপক উপস্থাপনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়, যেমন তিরস্কার করা বা অতিরিক্ত কাজ দেওয়া।
- ❖ **ঋণাত্মক শাস্তি (Negative Punishment):** পছন্দের উদ্দীপক সরিয়ে নেওয়া হয়, যেমন টিভি দেখা বন্ধ করা বা বসার স্থান পরিবর্তন।

C) **শেপিং (Shaping):** শেপিং হলো অপারেন্ট কন্ডিশনিং-এর একটি কৌশল যেখানে কোনো জটিল বা দীর্ঘ আচরণকে ছোট ছোট ধাপে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ধাপ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রবলক দেওয়া হয়, যা ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত আচরণ তৈরি করে। Coleman-এর মতে, এটি কাঙ্ক্ষিত আচরণের কাছাকাছি প্রয়াসগুলিকে পর্যায়ক্রমে প্রবলক দিয়ে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। Parson, Hinson & Brown শেপিংকে লক্ষ্য আচরণের দূরবর্তী ধাপগুলোকে পুরস্কৃত করার কৌশল বলে উল্লেখ করেছেন। এটি জটিল আচরণ শেখানোর কার্যকর উপায়।

D) **প্রবলকের সিডিউল (Schedule of Reinforcement):** স্কিনার বলেন শক্তিদায়ক উদ্দীপক বিভিন্নভাবে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ সিডিউল বিভিন্ন রকমের হতে পারে-

- ❖ অবিচ্ছিন্ন সিডিউল (Continuous Schedule): প্রতিটি সঠিক আচরণের পর প্রবলক উপস্থাপন করাকে অবিচ্ছিন্ন সিডিউল বলে। যেমন, শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী ঠিক উত্তর দিলেই 'খুব ভলো উত্তর দিয়েছো' বলা। এটি এই ধরনের সিডিউলের উদাহরণ।
- ❖ স্থির অনুপাতভিত্তিক সিডিউল (Fixed Ratio Schedule): এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক সঠিক আচরণের পর যদি একবার করে প্রবলকের উপস্থাপন করা হয়। যেমন, কোনো কুইজে পর পর চারটি ঠিক উত্তর দিলে একটি বোনাস পয়েন্ট দেওয়া।
- ❖ স্থির সময় ব্যবধানভিত্তিক সিডিউল (Fixed Interval Schedule): এখানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রবলক উপস্থাপিত হয়। যেমন, প্রতিদিন চার পিরিয়ড ক্লাস করার পর যে টিফিনের সময় দেওয়া হয়, সেটি এক ধরনের উদাহরণ।
- ❖ পরিবর্তনীয় অনুপাতভিত্তিক সিডিউল (Variable Ratio Schedule): এখানে প্রবলক কখন দেওয়া হবে সেটা বোঝা আগে থেকে সম্ভব নয়। কতবার আচরণটি করলে প্রবলক উপস্থাপন করা হবে সেটি পরিবর্তনশীল। যেমন লটারির টিকিট কেটে পুরস্কার পাওয়াটা এই শ্রেণির উদাহরণ।
- ❖ পরিবর্তনীয় সময় ব্যবধানভিত্তিক সিডিউল (Variable time Schedule): এখানে কত সময় পরে প্রবলক উপস্থাপিত হবে তা পরিবর্তনীয় এবং পূর্ব অনুমান সম্ভব নয়। যেমন, বেশ কিছুদিন টানা কাজ করার পর হঠাৎ করে ছুটি দেওয়া এই শ্রেণির উদাহরণ।

স্কিনারের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Implications of Skinner's Theory):

(1) **শাস্তির ব্যবহারযোগ্যতা (Usability of punishment):** শাস্তি কিন্তু কোনো কাঙ্ক্ষিত আচরণকে উৎসাহিত বা বৃদ্ধি করে না, এটি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণকে বন্ধ বা লোপ করে। সুতরাং শাস্তির চাইতে প্রবলক (reinforcement) অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(2) **প্রবলকের ব্যবহার (Use of reinforcement):** নতুন আচরণ সৃষ্টির সময় প্রবলকের উপস্থাপন শিক্ষণকে অত্যন্ত কার্যকরী করে। সুতরাং শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে এই ধরনের উদ্দীপককে ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে আর একটি পরিস্থিতির কথা মনে রাখতে হবে। যে, প্রবলক কিন্তু কাঙ্ক্ষিত আচরণের পরেই দিতে হবে, দীর্ঘসময় ব্যবধানে ওই উদ্দীপকের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। প্রবলক উপস্থাপনের বিভিন্ন সিডিউল আছে, সেগুলিকে চিন্তা করে প্রবলক উপস্থাপন করতে হবে।

(3) **বৃহৎ ও জটিল আচরণকে ক্ষুদ্র অংশে রূপান্তরিত করা (Transforming large and complex behaviors into smaller ones):** আমরা দেখেছি শেপিং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিখন-পদ্ধতি যখন কোনো আচরণ জটিল ও বৃহৎ হয়। আচরণটিকে বা কাজটিকে ছোটো অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশের সঠিক আচরণকে শক্তিদায়ক উদ্দীপক দিয়ে উৎসাহিত করলে পূর্ণ আচরণটি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে সুবিধে হয়। পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীর অনেক সময় সিলেবাসকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ

করে প্রতিদিনের অধ্যয়নের কর্মসূচি নির্ধারণ করে। এটিও এক ধরনের শেপিং। এটি শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(4) **শিক্ষার্থীর পূর্ব প্রস্তুতি (Student Pre-Preparation):** কোনো নতুন আচরণ তৈরির পূর্বে শিক্ষক বা শিক্ষিকার শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। অর্থাৎ তিনি দেখবেন ওই আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী কতটা প্রস্তুত। শিক্ষার্থীর যদি পূর্বজ্ঞান বা পূর্ব প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে কাঙ্ক্ষিত আচরণ তৈরি করা কষ্টসাধ্য হবে।

(5) **সংকেত প্রদান বা সাহায্য দান (Signaling or assistance):** শিক্ষার্থীর যখন প্রথম কোনো আচরণের শিখন হচ্ছে তখন শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি শিক্ষার্থীকে কোনো সঙ্কেত (clue) বা সাহায্য (prompt) দেন, তাহলে শিক্ষার্থীর শিখন সহজ হয় এবং সেতাড়াতাড়ি কাঙ্ক্ষিত আচরণে পৌঁছাতে পারে।

(6) **কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ (Desired and undesirable behaviour):** এই পদ্ধতিতে যেমন কাঙ্ক্ষিত আচরণ তৈরি সম্ভব, একইভাবে অনভিপ্রেত আচরণকেও দূর করা সম্ভব।

(7) **প্রোগ্রাম শিখন (Programmed Learning):** স্কিনারের এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই প্রোগ্রাম শিখন পদ্মতি আবিষ্কৃত হয়। এটি একটি স্বশিখন পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষার্থী নিজে থেকেই নিজের শিখন সম্পূর্ণ করে।

8.3.3. প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব ও সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Classical Conditioning and Operant Conditioning)

প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব (Classical Conditioning)	সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব (Operant Conditioning)
প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন রাশিয়ান শারীর বিজ্ঞানী আইভান প্যাভলভ (Ivan Pavlov)	সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন বিশিষ্ট আমেরিকান মনোবিদ বি. এফ. স্কিনার (B. F. Skinner)
এই অনুবর্তনে প্যাভলভ ক্ষুধার্ত কুকুরের উপর পরীক্ষা করেন ।	মনোবিদ স্কিনার ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে নিয়ে পরীক্ষা করেন ।
প্রাচীন অনুবর্তনে প্রাণী নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া করে ।	সক্রিয় অনুবর্তনে প্রাণী নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি একাধিক প্রতিক্রিয়া করে ।
এই অনুবর্তন তত্ত্বকে "Type - I" বা "S - Type" বলাহয় ।	এই অনুবর্তন তত্ত্বকে "Type - II" বা "R – Type" বলাহয় ।
প্রাচীন অনুবর্তনকে "Respondent" বলাহয় ।	সক্রিয় অনুবর্তনকে “Operant” বলা হয় ।

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগের ওপর গুরুত্ব দেয় ।	প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতার শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব দেয় ।
এখানে আচরণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়।	এই অনুবর্তনে অনুবর্তিত আচরণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন ।
প্রাচীন অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি প্রানির স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ।	সক্রিয় অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি প্রানির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
এখানে প্রতিক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাশামূলক ।	প্রতিক্রিয়াটি সবসময় নির্দেশনামূলক ।
এই অনুবর্তন সময় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ।	এই অনুবর্তন প্রেষণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ।
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আগেই শক্তিদায়ী উদ্দীপকের উপস্থাপন করা হয় (যেমন: খাদ্যের প্রয়োগে লালাক্ষরণ)	প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পরে শক্তিদায়ী উদ্দীপকের উপস্থাপন করা হয় (যেমন: লিভার/বোতাম চাপ দেওয়ার পরে খাদ্য প্রাপ্তি)

8.4. সারাংশ (Summary):

শিখনের আচারনবাদি তত্ত্বগুলি বর্তমান শিক্ষার সাথে প্রতক্ষ ভাবে যুক্ত । শিখন তত্ত্বগুলি শেখার বিস্তৃত নীতি এবং কৌশলগুলিকে উপস্থাপন করেন ও আমরা কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করি তাঁর প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগবাদ তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা গঠন করে। থনডাইক দ্বারা প্রস্তাবিত ভুল এবং প্রচেষ্টার তত্ত্ব বা সংযোজনবাদ তত্ত্ব আমাদেরকে শেখায় যে আমরা কিভাবে প্রচেষ্টা এবং ভুলের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করি। প্যাভলভ দ্বারা প্রবর্তিত প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বটি আচরণবাদের মধ্যে একটি অন্যতম তত্ত্ব। এখানে কুকুরের সাথে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্যাভলভ সফলভাবে দেখিয়েছেন যে একটি কৃত্রিম উদ্দীপক একটি প্রাকৃতিক উদ্দীপকের সাথে মিলিত হয়ে প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া করতে সচেষ্ট হয় এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্কিনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অপারেন্ট কন্ডিশনিং, যা আচরণ বাদের তত্ত্বের মধ্যে একটি অনাতম তত্ত্ব। স্কিনার জোর দিয়েছিলেন যে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য উদ্দীপকের উপস্থিতি অপরিবহার্য নয়। বেশিরভাগ শিখন পরিস্থিতিতে আমাদের আচরণ তার পরিণতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

8.5. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

1) শিখনের আচারনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা দাও।
2) প্রচেষ্টা ভুলের মতবাদ বা সংযোজনবাদ সম্পর্কে লেখো ।
3) সংযোজনবাদী তত্ত্ব হিসবে থর্নডাইকের পরীক্ষাটি লেখো ।
4) থর্নডাইকের দেওয়া শিখনের সুত্র গুলি লেখো । এর শিক্ষাগত গুরুত্ব গুলি আলোচনা করো ।
5) শিখনের প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের পরীক্ষা বর্ণনা করো। এর শিক্ষাগত গুরুত্ব গুলি আলোচনা করো ।
6) স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বটি আলোচনা করো । শিক্ষাগত গুরুত্ব গুলি আলোচনা করো ।

8.6. গ্রন্থপঞ্জি (References)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt, Lted. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Pal, D., Dhar, D., Das, M., and Banerjee, P. (2012). Psychology of Teaching and Learning. Rita Book Agency, Kolkata.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modern Educational Psychology", Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata

Roy, S. (2010). Educational Psychology. Soma Book Agency, Beniatola Lane, Kolkata.

UNIT - 9 শিখনের জ্ঞানমূলক তত্ত্ব (Cognitive Theories)

9.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

9.2. ভূমিকা (Introduction)

9.3 শিখনের জ্ঞানমূলক ধারণ (Cognitive Aspect of Learning)

9.3.1 তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্ব (Information Processing Theory)

9.3.2 অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insightful Learning)

9.3.3 কোহলারের পরীক্ষা (Kohler's Experiment)

9.4 সারাংশ (Summary):

9.5 স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

9.6 গ্রন্থপঞ্জি (References)

9.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

- শিক্ষার্থীরা জ্ঞানমূলক শিখন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গঠন করতে পারবে।
- শিখনের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্বটি জানতে পারবে।
- অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন কৌশল বিষয়ক ধারণা পাবে।
- অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বা অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের প্রভাব সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতি পাবে।

9.2. ভূমিকা (Introduction)

মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়ার রহস্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মনোবিদ পৃথক পৃথক দৃষ্টি কোণ থেকে গবেষণা করেছেন। মনোবিদ্যার যে শাখায় মানুষের চিন্তান প্রক্রিয়া, চিন্তনের বিষয় এবং বিভিন্ন বয়সে এর বিকাশ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই শাখা কে প্রজ্ঞামূলক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology) বলা হয়। মানব শিশু বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যেভাবে জানতে পারে বা জানার চেষ্টা করে তাই হল প্রজ্ঞা (Cognition)। অর্থাৎ প্রজ্ঞা হল জানার বা জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া (Cognition is the process of knowledge and way of knowing)। প্রজ্ঞা বলতে ব্যক্তির চিন্তন প্রক্রিয়া, যুক্তি করন, স্মরণ প্রক্রিয়া, সমস্যা সমাধানের উপায়, ইত্যাদির সমন্বয়ে কে বোঝায়। পরিবেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং তা প্রক্রিয়াকরণের জন্য যে ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তার সমন্বিত রূপকে প্রজ্ঞা বলা হয়। জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে জানার প্রক্রিয়াটি বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন পরিমাণে ঘটে। ব্যক্তির জানার প্রক্রিয়া কোন পর্যায়ে কেমন হবে তা নিয়ে যে সকল মনোবিদ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পিঁয়াজের (Piaget) দেওয়া তত্ত্বটি । সেই সাথে বর্তমান সময়ে জ্ঞানমূলক ধারণার অন্যতম প্রধান তত্ত্ব

হল তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্ব। আবার শিক্ষার্থীর উপযুক্ত শিখনে সামগ্রিক প্রতক্ষন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; যার উপর ভিত্তিকরে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insightful Learning) কৌশলের উদ্ভব ঘটে ।

9.3 শিখনের জ্ঞানমূলক ধারণ (Cognitive Aspect of Learning)

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)-এ জ্ঞানমূলক ধারণা (Cognitive Concepts) শিখনের অন্তর্নিহিত মানসিক প্রক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণ করে। এটি শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান, স্মৃতি, মনোযোগ এবং শিখন কৌশল গুলির বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শিক্ষার্থীরা কীভাবে জ্ঞান আহরণ করে, সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োগ করে তা মূলত জ্ঞানতত্ত্বের (Cognitive Theory) মূল বিষয় । জ্ঞানমূলক ধারণাগুলি মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, চিন্তার বিকাশ ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের (Self-Regulation) সাথে যুক্ত। নম্নে শিখনের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (Information Processing) তত্ত্বটি বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

9.3.1 তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্ব (Information Processing Theory)

জ্ঞানমূলক তত্ত্ব (Cognitive Theory) অনুযায়ী মানুষ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের (Sense Organs) মাধ্যমে পরিবেশ থেকে উদ্দীপক সম্পর্কিত ধারণা গ্রহণ করে এবং সেই ধারণা সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী সেটির পুনরুদ্রেক করে। জ্ঞানমূলক এই ধারণাটি কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণের সাথে তুলনা করা হয়। কম্পিউটারে যেমন কাজ করার জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু তথ্য সরবরাহ করা হয় যাকে ইনপুট (Input) বলে, সেই তথ্যগুলি কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ (Process) করে সেটি বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দ্বারা বাইরে পাঠায় এই প্রক্রিয়াকে আউটপুট (Output) বলা হয়।

অনুরূপভাবে মানব মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করে বলা হয় - মানুষ পরিবেশ থেকে তার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্দীপক সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে, যেটি কম্পিউটার প্রক্রিয়ার ইনপুটের সাথে তুলনা করা হয়। সংগৃহীত তথ্য গুলি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে স্মৃতির (Memory) স্তরে জমা রাখা হয় এবং সেটি প্রয়োজন বোধে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, এই প্রকাশ পদ্ধতিকে কম্পিউটারের আউটপুটের সাথে তুলনা করা যায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই ধারণাকে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল (Information Processing Model) বলা হয়। জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানের (Cognitive Psychology) আলোচনার ক্ষেত্রে এই মডেলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকগণ মানব তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটি স্মরণ ক্রিয়ার সাথে যুক্ত করেন। এই তত্ত্বের সাথে জুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে **অ্যাটকিনসন এবং সিফরিন** (Attkinson & Shiffrin) এর "Strong and Transfer Model" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার এই তত্ত্বে বলা হয় যে ব্যক্তির জ্ঞান মূলক প্রক্রিয়ার সাথে স্মরণ ক্রিয়ার তুলনা করে স্মৃতির তিনটে পর্যায়ে (Stage) বিভক্ত করা হয়। যথা :

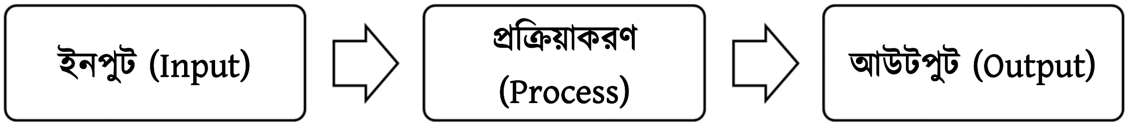

A) **ইনপুট (Input):** প্রথম ধাপে ব্যক্তি বাইরের পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে, এটিই হলো ইনপুট। সাধারণত ব্যক্তি তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরের জগত থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

B) **প্রক্রিয়াকরণ (Process):** দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যক্তি ইনপুটের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করে, যাকে কম্পিউটার প্রসেস বলা হয়। মানব মস্তিষ্কে তথ্যগুলি প্রধানত তিনটি পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। যথা :

1) সেন্সরি রেজিস্টার (Sensory Register)
2) ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি (Short Term Memory বা STM)
3) দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long Term Memory বা LTM)

1) **সেন্সরি রেজিস্টার (Sensory Register):** পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রথমে মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এসে আঘাত করে এবং এই স্তরে পৌঁছায়। একসাথে অনেক তথ্য গ্রহণ করতে পারলেও এই স্তরে তথ্যের স্থায়িত্ব খুব কম (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 1 সেকেন্ডেরও কম)। অর্থাৎ অধিকাংশ তথ্যই বিস্মৃতিতে চলে যায়। এখানে তথ্যগুলি অর্থহীনভাবে থাকে। এই স্তর থেকে কিছু তথ্য পরবর্তী পর্যায় বা স্তরে পৌঁছায়। যে তথ্যগুলি অর্থপূর্ণ এবং যে তথ্যগুলির উপর আমরা বিশেষ মনোযোগ দিই সেগুলিই শুধুমাত্র পরবর্তী STM স্তরে নির্বাচিত হয়। এই তথ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যপ্তির তথ্য সম্বন্দে পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

2) **ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি (Short Term Memory বা STM):** সেন্সরি রেজিস্টার থেকে কিছু নির্বাচিত তথ্য এই পর্যায়ে আসে। এখানেও কিন্তু তথ্য স্থায়ীভাবে থাকে না। এখানে তথ্য কমবেশি 30 সেকেন্ডের কাছাকাছি সস্থায়ী হয়। এই স্তর থেকে কিছু তথ্য LIM স্তরে প্রবেশ করে বাকি তথ্যের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে। এই পর্যায়ে স্থির হয় কোন তথ্যগুলি LIM-এ যাবে এবং কোনগুলি বর্জিত হবে।

কার্যকরী স্মৃতি (Working memory): ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি বা STM হল কার্যকরী স্মৃতি। সেন্সরি রেজিস্টার দিয়ে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে যে তথ্য প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনমত দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে তথ্য নিয়ে কার্যকরী স্মৃতি কাজ করে। কম্পিউটারে যেমন একসাথে অনেক তথ্য নিয়ে কাজ করা হয় না, কার্যকরী স্মৃতিতেও তেমনি প্রয়োজনীয় তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে নিয়ে কাজ করা হয়।

3) **দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long Term Memory বা LTM):** তথ্য প্রক্রিয়াকরণের এটি শেষ বা অন্তিম পর্যায়। এই স্তরে তথ্য পৌঁছালে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই পর্যায়ের পরিসর চানেক বেশি। এই স্তরে যেসব তথ্য থাকে সেগুলি সম্পর্কে আমরা সচেতন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে স্বাভাবিকভাবে যায় না, সেটির জন্য কিছু কৌশল প্রয়োজন। যেমন-

- **পুনরাবৃত্তি (Repetition):** সংগৃহীত তথ্য বারংবার মনে করার চেষ্টা করলে তথ্যটি LTM এ পৌঁছায়।
- **বিস্তৃতিকরণ (Elaboration):** এর মানে হল নতুন তথ্যকে অর্জিত জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে অর্থপূর্ণ করা। (Adding meaning to new information by connecting with already existing knowledge)
- **বিভাজিত অনুশীলন (Distributed practice):** এর অর্থ হল বিশ্রাম ও বিরাম সহযোগে অল্প অল্প সময় ধরে অনুশীলন করা। পরীক্ষার আগে অনেক তথ্য একসাথে টানা মনে রাখার চেষ্টা করলে সমস্যা তৈরি হয় এবং তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্তরে পৌঁছাতে পারে না। ফলে পরীক্ষার পর ঐ তথ্যগুলির বিলুপ্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এটিকে বলে 'mass practice', এর বিপরীত প্রক্রিয়া হল বিভাজিত অনুশীলন, যেখানে বিরাম সহকারে অল্প অল্প তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

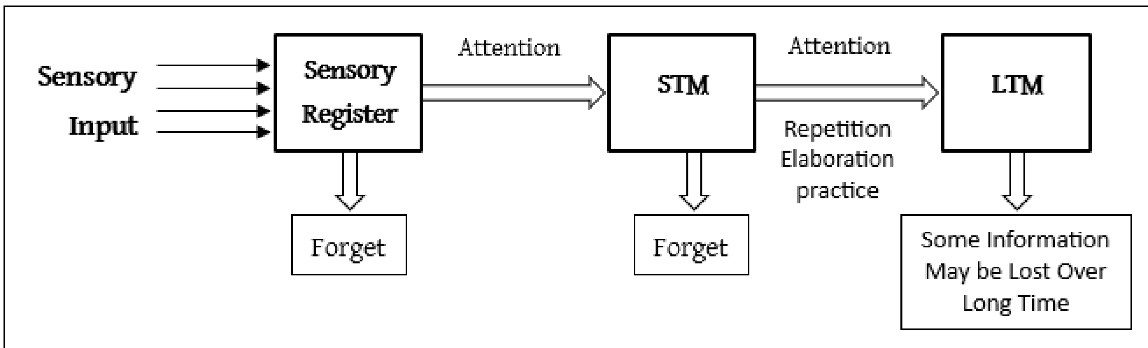

চিত্র : তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল

C) **আউটপুট (Output):** তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণের তথ্যগুলি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল আকারে প্রকাশ করে, এটিকে আউটপুট বলা হয়। যেমন ব্যক্তি কথার মাধ্যমে, লেখার মাধ্যমে বা বিভিন্ন ধরনের কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে আউটপুট দিয়ে থাকে।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ দৃষ্টিভঙ্গীর শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Implication of Information Processing Approach):

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা শিক্ষার্থীদের তথ্য বোঝা, সংরক্ষণ এবং প্রয়োগ করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, কারণ তারা এমন পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যবহার করবেন যা শিক্ষার্থীদের তথ্যকে অর্থপূর্ণ এবং সহজলভ্য করে তুলবে। সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে এবং শিক্ষার ফলাফল উন্নত করতে পারেন। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান শিক্ষাগত তাৎপর্যগুলি হল-

(১) মনোযোগের ব্যবস্থাপনা (Attention Management): তথ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রাথমিক ধাপগুলিতে মনোযোগ অপরিহার্য। শিক্ষকদের এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং ধরে রাখতে সাহায্য করে। যেমন – শিক্ষক মহাশয় এক্ষেত্রে ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা, গল্প বলার পদ্ধতি বা ইন্টারঅ্যাকটিভ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

(২) পূর্বজ্ঞান সংযোগ (Linking with Prior Knowledge): তথ্য তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন এটি শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত হয়। শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। **উদাহরণ:** নতুন বিষয় পড়ানোর আগে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা বা তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান উদ্ঘাটন করা।

(৩) সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা (Organized Presentation): যে কোনো বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপিত করলে শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কোরতে সহজ হয়। তাই সিক্ষকের উচিত পাঠকে সুসংগঠিতভাবে ও ধারাবাহিকতায় উপস্থাপন করতে হবে। যেমন - বিষয়টি বোঝাতে শিরোনাম, উপশিরোনাম এবং ক্রমান্বয়ে ধাপগুলো ব্যাখ্যা করা।

(৪) গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ওপর জোর দেওয়া (Highlighting Key Points): শিক্ষার্থীদের সব কিছু মনে রাখতে হয় না, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলাদা করে চিহ্নিত করলে তা স্মৃতিতে সহজে ধরে রাখা যায়। শ্রেণীকক্ষে আলোচনার সময় বা বোর্ডে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিকে আন্ডারলাইন বা বোল্ড করা প্রয়জন।

(৫) স্মৃতি সংরক্ষণের পদ্ধতি শেখানো (Providing Memory Strategies - Mnemonic Techniques): শিক্ষার্থীদের তথ্য মনে রাখার সহজ পদ্ধতি শেখানো উচিত, যেমন- মেনোমনিক্স, সংক্ষিপ্ত রূপ বা নিয়ম। **উদাহরণ:** গণিতে BODMAS নীতির (Brackets, Orders, Division, Multiplication, Addition, Subtraction) সাহায্যে অঙ্ক সহজে সমাধান করা যায়।

(৬) বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত করা (Relating Information to Real-Life): নতুন তথ্যকে বাস্তব জীবনের উদাহরণের সাথে সম্পর্কিত করলে তা বুঝতে এবং মনে রাখতে সহজ হয়।

অর্থাৎ তথ্য প্রক্রিয়াকরণের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কার্যকর শিক্ষণ কৌশল শিক্ষার্থীদের শিখন ও সংরক্ষণ ক্ষমতাকে উন্নত করে। মনোযোগ ব্যবস্থাপনা, পূর্বজ্ঞান সংযোগ, সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা, এবং স্মৃতি সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক শিখনকে অর্থবহ এবং দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেন। এই পদ্ধতিগুলি শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে এবং নতুন বিষয় শেখার প্রতি তাদের উৎসাহিত করে।

9.3.2 অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insightful Learning)

অন্তর্দৃষ্টি হল এক ধরনের সমস্যাসমাধানমূলক শিখন পদ্ধতি, যেখানে কোনো প্রাণী বা ব্যক্তি সমস্যামূলক পরিস্থিতির স্বরূপ সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করার পর হঠাৎ করেই তার সমাধান করতে সক্ষম হয়। এটি প্রচেষ্টা ও ভুলের (Trial and Error) শিখনের বিপরীতধর্মী পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বার বার করা প্রচেষ্টা ছাড়াই একটি সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা প্রদান করে। অন্তর্দৃষ্টি মূলক শিখন (Insightful Learning) এমন একটি শিখন প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষার্থী আচমকা বা হঠাৎ করেই কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পায় এবং বিষয়বস্তুর গভীর বোধ গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী শুধুমাত্র বাহ্যিক অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না, বরং পূর্বের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও উপলব্ধি ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা তৈরি করে। এটি শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং বাস্তব জীবনে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা উন্নত করে।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে, শিখনের ক্ষেত্রে পৃথক্করণ এবং সামান্যীকরণ- এই দুটি মানসিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব আছে। অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি সরিয়ে দিয়ে শিখনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেওয়ার প্রক্রিয়াই হল পৃথক্করণ (Discrimination)। তারপর প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে সামান্যধর্মী সূত্র গঠিত হয়। প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির সামান্যীকরণের (Generalization) ফলে প্রাণী সামগ্রিক রূপটি প্রত্যক্ষণ করতে পারে। সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে হঠাৎ প্রত্যক্ষণ মনোবিদদের ভাষায় অন্তর্দৃষ্টি এবং তার দ্বারা শিখনকে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন বলে। যে-সমস্ত সমগ্রতাবাদীরা অন্তর্দৃষ্টির কথা বলেন তাঁরা হলেন কুর্ট কফকা (Kurt Koffka), উলফগ্যাং কোহলার (Wolfgang Kohler), ম্যাক্স ওয়ারদাইমার (Max Wertheimer) প্রমুখ। এই তিন জন মনোবিদকে গেস্টাল্টবাদী বা অন্তর্দৃষ্টি মূলক শিখনের প্রবক্তা বলা হয়।

অন্তর্দৃষ্টি মূলক শিখনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Insightful Learning)

১. হঠাৎ করে উপলব্ধি: শিক্ষার্থী কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ না করেও হঠাৎ করে সমস্যার সমাধান বুঝতে পারে। এটি ধাপে ধাপে শেখার পরিবর্তে আচমকা উপলব্ধির মাধ্যমে ঘটে, যা শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও চিন্তন ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

২. **গভীর বোঝাপড়া:** অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন কেবল মুখস্থ শেখার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর গভীর বোধগম্যতা বাড়ায়। এটি নিয়মের অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে শেখার সুযোগ তৈরি করে।

৩. **গঠনমূলক চিন্তা:** শিক্ষার্থী বিদ্যমান তথ্য ও পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে নতুন উপায়ে সমস্যার সমাধান করে। এটি চিন্তার পুনর্গঠনকে উৎসাহিত করে, যার ফলে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪. **সম্পূর্ণতা (Whole Perception):** গেশটাল্ট তত্ত্ব অনুসারে, অন্তর্দৃষ্টি মূলক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সমস্যাকে খণ্ডিতভাবে নয়, বরং সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে। ফলে সমস্যা ও তার সমাধানের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক তৈরি হয়।

৫. **সৃজনশীলতা বৃদ্ধি:** অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তা শক্তি ও নতুন ধারণা তৈরির ক্ষমতা বাড়ায়। এটি শিক্ষার্থীকে নতুন উপায়ে সমস্যা সমাধানের কৌশল শেখায়, যা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে।

৬. **সামগ্রিকভাবে সমস্যা প্রত্যক্ষণ:** এই শিখন পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থী সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তার গভীর তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করে। সমস্যা সমাধানের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭. **পৃথককরণ ও সামান্যীকরণ:** অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনে শিক্ষার্থী সমস্যার প্রাসঙ্গিক অংশগুলো আলাদা করতে শেখে, যা পৃথককরণ (Differentiation) নামে পরিচিত। এরপর সে ওই অংশগুলোর মধ্যে সাধারণ সূত্র নির্ণয় করতে পারে, যাকে সামান্যীকরণ (Generalization) বলে।

৮. **সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধিকরণ:** পৃথককরণ ও সামান্যীকরণের পর শিক্ষার্থী সমস্যার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে। এটি সমস্যার মূল কারণ ও সমাধান প্রক্রিয়াকে বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯. **পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়:** শিক্ষার্থী যখন সমস্যার স্বরূপ বুঝতে পারে, তখন সে সমস্যার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। এটি সমস্যার একটি কার্যকর ও যৌক্তিক সমাধানের দিকে তাকেগ্গ করে।

১০. **হঠাৎ সমস্যার সমাধান করা:** সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি এবং বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার পর শিক্ষার্থী আচমকা সমস্যার সমাধান করতে পারে। এটি অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের মূল দিক, যেখানে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং যুক্তি একত্রে কাজ করে।

১১. **অন্তর্দৃষ্টি জাগানো:** গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিখন তখনই সম্ভব যখন শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হয়। সমস্যার প্রতি গভীর মনোযোগ ও বিশ্লেষণী চিন্তার মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি তৈরি হয়, যা শেখার কার্যকারিতা বাড়ায়।

১২. **মানসিক ক্ষমতা:** অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়; এটি শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, চিন্তা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং যুক্তিকরণের ওপর নির্ভরশীল। ফলে এটি উচ্চ মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য অধিক কার্যকর।

১৩. প্রত্যক্ষণ : অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনে প্রত্যক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী সমস্যার গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করে এবং পরিস্থিতির সাথে তার অভিজ্ঞতাকে সংযোগ ঘটিয়ে সমাধানে পৌঁছায়। সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন সম্ভব নয়।

9.3.3 কোহলারের পরীক্ষা (Kohler's Experiment)

গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানী কোহলার তার গবেষণায় সুলতান নামক এক শিম্পাঞ্জিকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি দেখান যে, যখন কোনো প্রাণী সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন শুরুতে সে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর, সে ঐ সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং হঠাৎ করেই সমাধানের সূত্র খুঁজে পায়। কোহলারের গবেষণার ভিত্তিতে সমগ্রতাবাদ শিক্ষন মতবাদ গড়ে ওঠে, এই ধারণা অনুযায়ী শিখন কেবল ধাপে ধাপে, চেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে হয় না, বরং বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান পাওয়া সম্ভব হয়। এটি গেস্টাল্ট মতবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।

পরীক্ষার উপকরণ (Experimental Materials): কোহলার পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করার জন্য সুলতান নামে একটি শিম্পাঞ্জি, একটি খাঁচা, দুটি বাঁশের লাঠি (যা একটির মধ্যে অন্যটি প্রবেশ করিয়ে জোড়া লাগানো যায়) এবং কয়েকটি কলা ব্যবহার করেন। এই উপকরণগুলোর মাধ্যমে তিনি শিম্পাঞ্জির সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও শেখার ক্ষমতা পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষণ (Experimentation): প্রথমে তিনি সুলতানকে খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। এরপর, খাঁচার বাইরে কলাগুলো এমন দূরত্বে রাখেন, যাতে সেগুলো একটি লাঠি ব্যবহার করেও পৌঁছানো সম্ভব না হয়। খাঁচার ভেতরে দুটি বাঁশের লাঠি রাখা হয়, যা জোড়া লাগানো সম্ভব। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দেখা, শিম্পাঞ্জি কীভাবে সমস্যার সমাধান করে এবং কলা সংগ্রহের জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করে।

পর্যবেক্ষণ (Observation): কোহলার পর্যবেক্ষণ করেন যে, প্রথমে শিম্পাঞ্জিটি এক-একটি লাঠি ব্যবহার করে কলার ছড়াকে কাছে টানার চেষ্টা করে (ছবিতে : A), কিন্তু লাঠিগুলো যথেষ্ট লম্বা না হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। এরপর, সে একটি লাঠিকে অন্য লাঠির সাহায্যে ঠেলে কলার দিকে এগিয়ে দেয়, কিন্তু লাঠিগুলো জোড়া লাগাতে না পারায় সেটিও ব্যর্থ হয়। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর, শিম্পাঞ্জিটি হতাশ হয়ে লাঠি দুটি নিয়ে খেলতে শুরু করে (ছবিতে : B)। একটি সময়, কোহলার লাঠি দুটি জোড়া লাগানোর ইঙ্গিত দেন, তবে শিম্পাঞ্জিটি তা বুঝতে পারেনি। অবশেষে, লাঠি নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ সে একটি লাঠিকে অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত করে (ছবিতে : C) এবং সেই দীর্ঘ লম্বা লাঠি ব্যবহার করে কলার ছড়াকে কাছে টেনে নেয় (ছবিতে : D)। এভাবেই সে সমস্যাটির সমাধান করে।

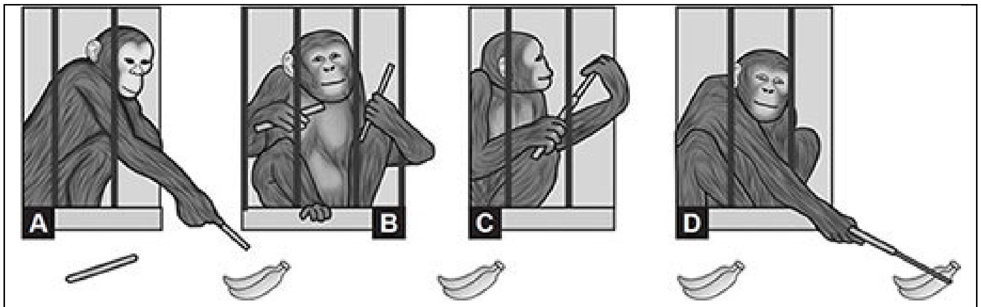

চিত্র : কোহলারের শিম্পাঞ্জির উপর পরীক্ষা

সিদ্ধান্ত (Conclusion): পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোহলার সিদ্ধান্ত করেন যে, শিম্পাঞ্জিটি পরিস্থিতির সামগ্রিক সত্তা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক উপলব্ধি করে এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়। অর্থাৎ, কলার ছড়ার অবস্থান, লাঠির দৈর্ঘ্য ও নিজের অবস্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক সে সামগ্রিকভাবে বুঝতে পারে, যার ফলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। তাই গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে, শিখন শুধুমাত্র অংশভিত্তিক নয়, বরং পরিস্থিতির সামগ্রিক রূপ উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল।

গেস্টাল্ট মতবাদ বা অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন কৌশলের শিক্ষাগত গুরুত্ব : (Educational Significance of Gestalt Theory or Insightful Learning Strategy)

১. সমগ্রতার তত্ত্ব: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু প্রথমে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করবেন, এরপর সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড অংশে ভাগ করে বিশ্লেষণ করবেন। এই নীতির উপর ভিত্তি করে 'সমগ্র থেকে অংশের' দিকে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে।

২. শ্রেণিকক্ষে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন: গেস্টাল্ট তত্ত্ব অনুযায়ী শিখন হয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। সুতরাং, শিক্ষককে পাঠদানের সময় বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে ও তাদের অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হয়।

৩. শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও যান্ত্রিক প্রচেষ্টা নিরসন: এই কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তুলতে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন, যা তাদের অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত করবে। এ ছাড়া, এই কৌশল শিক্ষার্থীদের যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করার পরিবর্তে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধিতে সহায়তা করে।

৪. শিক্ষাদানে সামঞ্জস্য ও শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা: গেস্টাল্টবাদীদের মতে, শিখন ফলপ্রসূ করতে হলে বিষয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে উপস্থাপন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন করতে হবে।

৫. মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে অগ্রসর হওয়া: গেস্টাল্ট শিখন তত্ত্ব 'মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে' নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সুতরাং, শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে প্রথমে বাস্তব, অর্থাৎ মূর্ত বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতে হবে, এরপর ধীরে ধীরে বিমূর্ত বিষয়ের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

৬. শিখনের অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন: অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন কৌশলে সমস্যাসমাধানের জন্য পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। তাই, শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এমনভাবে সমস্যার উপস্থাপন করবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারে।

৭. পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ: গেস্টাল্ট তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রথমে পৃথকীকরণ এবং পরে সামান্যধর্মী সূত্র গঠনের মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি জাগে। শিক্ষার্থীরা যাতে সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে সামান্যধর্মী সূত্র গঠন করতে পারে, সেদিকে শিক্ষক সচেতন থাকবেন এবং প্রয়োজনে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে তাদের উৎসাহিত করবেন।

৮. বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক উপস্থাপনা: শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহজে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত করতে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবে এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখতে পারবে।

9.4 সারাংশ (Summary):

মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মনোবিদের গবেষণার বিষয় হয়ে এসেছে। মনোবিজ্ঞানের যে শাখায় চিন্তন প্রক্রিয়া, চিন্তার বিষয়বস্তু এবং বয়সভেদে এর বিকাশ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেটিকে প্রজ্ঞামূলক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology) বলা হয়। প্রজ্ঞা (Cognition) বলতে বোঝায় জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া, যেখানে চিন্তন, যুক্তিকরণ, স্মরণশক্তি, সমস্যা সমাধানের কৌশলসহ মানসিক কার্যাবলির সমন্বয় ঘটে। পরিবেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে এবং তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া ভিন্নভাবে বিকশিত হয়, যা বোঝার জন্য বিভিন্ন মনোবিদ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে পিঁয়াজের (Piaget) প্রজ্ঞাবিকাশ তত্ত্ব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, আধুনিক যুগে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্ব জ্ঞানমূলক ধারণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষায় সামগ্রিক প্রত্যক্ষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিখন নিশ্চিত করে। এই নীতির ভিত্তিতেই অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insightful Learning) কৌশলের উদ্ভব ঘটে, যা শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে এবং শিখনকে আরও কার্যকর করে তোলে।

9.5 স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

1) শিখনের জ্ঞানমূলক ধারণা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো ।
2) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বলতে কি বোঝো ?

3) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্বটির শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।

4) অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ধারণা দাও।

5) অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের পরিপ্রেখিতে কোহলারের পরীক্ষাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

6) শিক্ষায় অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের গুরুত্ব আলোচনা করো।

9.6 গ্রন্থপঞ্জি (References)

- Aggarwal, J. C. (2001). Essentials of Educational Psychology. Vikas Publishing House.
- Bhatia, K. K., & Bhatia, B. (2005). Psychology of Learning and Development. Kalyani Publishers.
- Boesch, C., & Houghton, R. A. (2000). The role of instincts in human and primate behavior. Evolutionary Psychology, 5(2), 45-67.
- Chauhan, S. S. (2003). Advanced Educational Psychology. Vikas Publishing House.
- Darwin, C. (1871). The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. John Murray.
- Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric & Distance.
- Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.
- Lorenz, K. (1965). On Aggression. Harcourt Brace & World.
- McDougall, W. (1908). An Introduction to Social Psychology. John W. Luce & Co.
- Mangal, S. K. (2007). Educational Psychology (2nd ed.). Prentice-Hall of India.
- Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modern Educational Psychology", Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.
- Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata
- Pal, D., Dhar, D., Das, M., & Banerjee, P. (2012). *Psychology of Teaching and Learning*. Rita Book Agency.
- Ray, S. (2010). *Educational Psychology*. Soma Book Agency, Beniatola Lane, Kolkata.
- Ghosh, A. (2001). *Psychology Related to Education*. Educational Enterprise, Ramnath Majumdar Street, Kolkata.
- Islam, N. (2017). *Outline of Educational Psychology*. Sridhar Prakashani, Bidhan Sarani, Kolkata.

Unit- 10 মনোভাব (ATTITUDE)

গঠন (Structure)

1.1. উদ্দেশ্য (Objectives)

1.2. ভূমিকা (Introduction)

1.3. মনোভাবের ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and Definitions of Attitude)

1.4. মনোভাবের প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Attitude)

1.5.মনোভাবের উপাদান (Components of Attitude)

1.6. মনোভাবের কার্যকারিতা (Functions of Attitude)

1.7. মনোভাব পরিবর্তনের কৌশল (Techniques to Bring Changes in Attitude)

1.8. মনোভাবের প্রধান তত্ত্বসমূহ (Major Theories of Attitude)

1.9. শিক্ষা কীভাবে মনোভাব গঠন করে (How Education Shapes Attitude Formation)

1.10. সারাংশ (Summary)

1.11. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1.12. গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

1.1. উদ্দেশ্য (Objectives)

1. শিক্ষার্থীরা মনোভাবের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবে।
2. শিক্ষার্থীরা মনোভাবের তিনটি উপাদান চিহ্নিত করতে পারবে।
3. শিক্ষার্থীরা মনোভাবের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং উদাহরণ দিতে পারবে।
4. শিক্ষার্থীরা মনোভাবের কার্যকারিতা ও এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
5. শিক্ষার্থীরা মনোভাব পরিবর্তনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
6. শিক্ষার্থীরা মনোভাবের প্রধান তত্ত্বসমূহ চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
7. শিক্ষার্থীরা শিক্ষা কীভাবে মনোভাব গঠনে ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
8. শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে মনোভাবের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

1.2. Introduction:

সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সূচনালগ্ন থেকে মনোভাব (Attitude) একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নের বিষয় হয়ে এসেছে। এটি ব্যক্তি কীভাবে মতামত গঠন করে, সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার চারপাশের পরিবেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে, তা বোঝার একটি মূল উপাদান। সাধারণত, মনোভাব আমাদের অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণ ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়—বিশেষ করে ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, ঘটনা এবং পরিস্থিতির প্রতি। এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন উদ্দীপনার (stimuli) প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে "মনোভাব" শব্দটি খুবই প্রচলিত। আমরা প্রায়শই বিভিন্নভাবে আমাদের মনোভাব প্রকাশ করি, যেমন:

"আমি আমার প্রতিবেশীর সাথে সময় কাটাতে ভালোবাসি, কিন্তু তার উচ্চস্বরে গান বাজানো অপছন্দ করি।"

"আমি বৈদ্যুতিক যানবাহনকে গ্যাসোলিন চালিত গাড়ির চেয়ে বেশি পছন্দ করি।"

"মীরা একজন সহকর্মী হিসেবে খুবই অসহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করে।"

"আমি দূষণ কমানোর জন্য কঠোর পরিবেশগত আইনকে সমর্থন করি।"

এই সমস্ত বিবৃতি কোনো না কোনোভাবে মূল্যায়নমূলক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে, যা মনোভাবের মূল বৈশিষ্ট্য।

মনোভাব হল একটি প্রবণতা, যা মানুষকে বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। এটি কেবল একটি আবেগগত প্রতিক্রিয়াই নয়; বরং জ্ঞানমূলক (cognitive), অনুভূতিমূলক (affective) এবং আচরণগত (behavioral) উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এই তিনটি উপাদান একসাথে মিলে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে এবং তার প্রতিক্রিয়াকে পরিচালিত করে। এই অধ্যায়ে, আমরা বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনোভাবের সংজ্ঞা ও অর্থ ব্যাখ্যা করব। আমরা মনোভাবের উপাদান ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এটি কীভাবে মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করব। এছাড়াও, আমরা মনোভাব গঠনের প্রক্রিয়া ও তত্ত্বগুলি অন্বেষণ করব এবং কীভাবে সময়ের সাথে সাথে মনোভাব পরিবর্তিত হতে পারে তা বোঝার চেষ্টা করব।

1.3. মনোভাবের ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and Definitions of Attitude):

আপনি কি কখনো খেয়াল করেছেন যে, যখনই আমরা কারও সাথে দেখা করি তখনই তার সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তুলি ও আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে মানুষকে মূল্যায়ন করি। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আপনার বন্ধুকে বিশ্বাসযোগ্য, সহানুভূতিশীল এবং সহায়ক মনে করেন তাহলে তার প্রতি আপনার ইতিবাচক ও অনুকূল মনোভাব তৈরি হবে। অন্যদিকে, যদি আপনি আপনার প্রতিবেশীকে খুব উচ্চস্বরে কথা বলা বা ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপকারী মনে করেন, তাহলে তার প্রতি আপনার নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। আমাদের পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধু, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যরা আমাদের মনোভাব ও বিশ্বাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই মনোভাবগুলি আমাদের চারপাশের পরিবেশ এবং প্রতিদিনের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। নিজেদের এবং অন্যদের মনোভাব বোঝার মাধ্যমে আমরা আমাদের চারপাশের সামাজিক বাস্তবতাকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি।

আপনি প্রতিদিন আপনার বাবা-মা, পরিবারের সদস্য, বন্ধু, শিক্ষক এবং অনেকের সঙ্গে দেখা করেন এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আচরণ সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেন। তাদের প্রতি আপনার নির্দিষ্ট অনুভূতি তৈরি হয় এবং সেই অনুযায়ী আপনি তাদের সঙ্গে আচরণ করেন। সহজ কথায়, আমরা মানুষের প্রতি যে মনোভাব গড়ে তুলি, তা মূলত আমাদের চিন্তা (Thinking), অনুভূতি (Feeling) এবং আচরণ (Behaving) দ্বারা গঠিত হয়। এই মনোভাব কেবল ব্যক্তি নয়, বিভিন্ন ঘটনা, বস্তু এবং সামাজিক পরিবেশের প্রতিও গড়ে ওঠে।

মনোভাব বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ইতিবাচক বা নেতিবাচক মূল্যায়ন। আমরা আমাদের মনোভাব প্রকাশ করি বিভিন্ন উপায়ে, যেমন: "আমি ফুটবল খেলা উপভোগ করি", "আমি ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরতে ভালোবাসি", অথবা "আমি কফির চেয়ে চা বেশি পছন্দ করি"। যখন আমরা 'ভালো লাগে', 'পছন্দ করি', 'অপছন্দ করি', 'ভালো-মন্দ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করি, তখন আমরা আমাদের

দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব প্রকাশ করছি, যা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে।

বিভিন্ন মনোবিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মনোভাবের সংজ্ঞা দিয়েছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

Eagly and Chaiken (1993) define attitude as "a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor." অর্থাৎ "একটি মানসিক প্রবণতা যা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।"

According to Allport (1935), attitude is "a mental and neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to all objects and situations with which it is related." অর্থাৎ "এটি হলো মানসিক এবং স্নায়বিক প্রস্তুতির একটি অবস্থা, যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গঠিত হয় এবং ব্যক্তি যে সমস্ত বস্তু ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তার প্রতি প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।"

Fishbein and Ajzen (1975) describe attitude as "a learned predisposition to respond in a consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given object." অর্থাৎ "একটি শিখন প্রবণতা যা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রদানে সহায়তা করে।"

Baron and Byrne (2003) define attitude as "relatively enduring evaluations of people, objects, or ideas that might influence an individual's responses and behaviors." অর্থাৎ "মনোভাব হলো মানুষের, বস্তুর বা ধারণার প্রতি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী মূল্যায়ন, যা ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া ও আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে।"

Schwarz and Bohner (2001), attitude is "a summary evaluation of an object of thought," অর্থাৎ "মনোভাব হলো চিন্তার বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন।"

1.4. **মনোভাবের প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য** (Nature and Characteristics of Attitude):

মনোভাব হল মানুষের মানসিক প্রবণতা, যা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা বা পরিস্থিতির প্রতি তার মূল্যায়নকে নির্দেশ করে। এটি আমাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং আচরণকে প্রভাবিত করে। মনোভাব ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে শিখন সম্পূর্ণ হয়, যেমন পরিবার, সমাজ, গণমাধ্যম, শিক্ষা ইত্যাদি। নিচে মনোভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো:

১. মূল্যায়নমূলক প্রকৃতি (Evaluative Nature): আমরা যখন কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করি, তখন সেটি সম্পর্কে ইতিবাচক, নেতিবাচক বা নিরপেক্ষ ধারণা গঠন করি। এটি আমাদের মনোভাব প্রকাশ করে।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলে, "আমি বই পড়তে ভালোবাসি," তাহলে এটি একটি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে। আবার কেউ যদি বলে, "আমি ধূমপান পছন্দ করি না," তাহলে এটি নেতিবাচক মনোভাব বোঝায়।

২. শিখনলব্ধ ও অর্জিত (Learned and Acquired): মনোভাব জন্মগত নয়; এটি আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা, পরিবার, বন্ধু, শিক্ষক ও সমাজের মাধ্যমে অর্জন করি। যদিও কিছু স্বভাব বা আবেগগত প্রতিক্রিয়া জেনেটিক হতে পারে, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা, সামাজিক পরিবেশ ও চারপাশের ঘটনা মূলত মনোভাব গঠনে ভূমিকা রাখে (Eagly & Chaiken, 1993)। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিশু দেখে যে তার পরিবার সবসময় স্বাস্থ্যকর খাবার খায়, তাহলে সে স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে পারে।

৩. আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল (Relatively Stable): একবার কোনো বিষয়ে মনোভাব গঠিত হলে, এটি সাধারণত দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী থাকে। তবে পরিস্থিতি বা নতুন অভিজ্ঞতার কারণে এটি পরিবর্তিতও হতে পারে। যেমন, কেউ ছোটবেলায় সবজি খেতে না চাইলে পরে বড় হয়ে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে সবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে।

৪. মনোভাবের তিনটি উপাদান (Three Components of Attitude - ABC Model): মনোভাবকে তিনটি প্রধান উপাদানে ভাগ করা যায়-

(ক) অনুভূতিমূলক উপাদান (Affective Component): এটি আমাদের অনুভূতি বা আবেগের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, "আমি ফুটবল খেলতে ভালোবাসি," এখানে ভালোবাসা একটি আবেগীয় প্রতিক্রিয়া।

(খ) আচরণগত উপাদান (Behavioral Component): এটি আমাদের আচরণকে নির্দেশ করে। যেমন, "আমি প্রতিদিন ব্যায়াম করি," এটি একটি ইতিবাচক আচরণ।

(গ) জ্ঞানমূলক উপাদান (Cognitive Component): এটি আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তার সাথে সম্পর্কিত। যেমন, "নিয়মিত পড়াশোনা ভালো ফলাফল আনতে সাহায্য করে," এটি একটি জ্ঞানমূলক মনোভাব।

৫. প্রকট বা প্রচ্ছন্ন হতে পারে (Can Be Explicit or Implicit): কিছু মনোভাব আমরা সচেতনভাবে প্রকাশ করি, যা প্রকট মনোভাব (Explicit Attitude) নামে পরিচিত। যেমন, "আমি সংগীত পছন্দ করি।" আবার কিছু মনোভাব অবচেতনভাবে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে, যা প্রচ্ছন্ন মনোভাব (Implicit Attitude) নামে পরিচিত। যেমন, কেউ হয়তো সামাজিকভাবে ভদ্র, কিন্তু অবচেতনভাবে অন্য জাতির মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারে।

৬. আচরণকে প্রভাবিত করে (Influences Behavior): আমাদের মনোভাব আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে। যদি কেউ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রাখে, তাহলে সে নিয়মিত ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করবে।

৭. পরিবর্তনযোগ্য (Can Be Changed): মনোভাব পরিবর্তন করা সম্ভব বিশেষ করে যখন নতুন তথ্য, অভিজ্ঞতা বা সামাজিক প্রভাব কাজ করে। যেমন, কেউ যদি ধূমপান সম্পর্কে নেতিবাচক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পায় তাহলে সে ধূমপান ছাড়ার জন্য উৎসাহিত হতে পারে।

৮. শক্তি ও প্রবেশযোগ্যতায় পার্থক্য থাকতে পারে (Vary in Strength and Accessibility): সব মনোভাব সমানভাবে শক্তিশালী নয়। কিছু মনোভাব আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্রুত প্রকাশ পায়, অন্যদিকে কিছু মনোভাব তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী ও ধীরে প্রকাশিত হয়। যেমন, রাজনৈতিক মনোভাব সাধারণত শক্তিশালী হয়, কিন্তু নতুন কোনো পোশাকের রঙ পছন্দ করার মতো মনোভাব তুলনামূলকভাবে দুর্বল হতে পারে।

৯. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব দ্বারা গঠিত হয় (Influenced by Social and Cultural Factors): মনোভাব গঠনে পরিবার, বন্ধু, সমাজ, গণমাধ্যম, ধর্ম, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু সংস্কৃতিতে বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো গুরুত্বপূর্ণ মনোভাব হিসেবে বিবেচিত হয়।

১০. দ্বৈততা থাকতে পারে (Can Be Ambivalent): কিছু বিষয়ে আমাদের মনোভাব দ্বৈত হতে পারে, যেখানে আমরা একই বিষয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় অনুভূতি পোষণ করি। যেমন, কেউ হয়তো ফাস্ট ফুডের স্বাদ উপভোগ করে, কিন্তু একই সাথে জানে এটি স্বাস্থ্যকর নয়। এ ধরনের দ্বৈত মনোভাবকে Ambivalent Attitude বলে।

মনোভাব আমাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং আচরণকে গঠন করে এবং এটি বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত হতে পারে। এটি পরিবর্তিত হতে পারে এবং সময়ের সাথে স্থিতিশীল থাকতে পারে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অন্যদের সাথে সম্পর্ক ও সামগ্রিক জীবনযাপনে প্রভাব ফেলে।

1.5.মনোভাবের উপাদান (Components of Attitude):

মনোভাব (Attitude) হল নির্দিষ্ট কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রতি ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রবণতা। এটি আচরণ, উপলব্ধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। মনোভাবের কাঠামো ABC মডেল (ABC Model of Attitude) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়, যা তিনটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত: অনুভূতিমূলক (Affective), আচরণগত (Behavioral), এবং জ্ঞানমূলক (Cognitive)। এই উপাদানগুলো পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ মনোভাব গঠন করে।

১. অনুভূতিমূলক উপাদান (Affective Component - Emotional or Feeling-Based)

অনুভূতিমূলক উপাদান হল কোনো ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতি বা ধারণার প্রতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া, অনুভূতি বা আবেগ। এটি প্রকাশ করে যে কেউ কী অনুভব করে, যা তার জ্ঞান বা কর্মকাণ্ডের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। আবেগ প্রায়শই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আচরণকে প্রভাবিত করে, তাই এটি মনোবিদ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার আগে উদ্বিগ্ন অনুভব করে।
- কেউ সমাজে দুর্নীতি দেখে বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ বোধ করে।
- একজন ব্যক্তি তার জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হতে দেখে গর্বিত ও দেশপ্রেম অনুভব করে।

অনুভূতিমূলক উপাদানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Affective Component):

- এটি ব্যক্তিনির্ভর এবং ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে।
- এটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক পটভূমির দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- এটি ইতিবাচক, নেতিবাচক বা নিরপেক্ষ হতে পারে।
- এটি তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী বা মৃদু এবং সাময়িক হতে পারে।
- এটি প্রায়ই যুক্তির তুলনায় অধিক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে, যার ফলে মানুষ অনেক সময় আবেগের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়।

অনুভূতিমূলক উপাদান কীভাবে মনোভাবকে প্রভাবিত করে (How the Affective Component Influences Attitude):

- ইতিবাচক আবেগ মনোভাবকে শক্তিশালী করে: যদি কেউ কোনো পণ্যের সাথে ভালো অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তবে সে সেটির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলবে।
- নেতিবাচক আবেগ প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে: যদি কেউ কোনো রেস্টুরেন্টে খারাপ অভিজ্ঞতা লাভ করে, তবে সে ভবিষ্যতে সেখানে যেতে অপছন্দ করবে।
- প্রভাব তৈরির জন্য আবেগ ব্যবহার করা হয়: বিজ্ঞাপন, রাজনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে আবেগের ব্যবহার করে মানুষের মনোভাব পরিবর্তন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, পরিবারের সুখী মুহূর্ত দেখিয়ে বিজ্ঞাপনদাতারা একটি পণ্যের প্রতি ইতিবাচক আবেগ তৈরি করতে চায়।

২. আচরণগত উপাদান (Behavioral Component - Action-Based or Behavioral Intentions)

আচরণগত উপাদান হল কোনো ব্যক্তি কিভাবে একটি বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানায় বা প্রতিক্রিয়া জানাতে চায়। এটি মনোভাবের সেই দিকটি প্রকাশ করে, যা ব্যক্তির বাস্তব বা সম্ভাব্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। অন্য কথায়, এটি মনোভাবের ব্যবহারিক দিক যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করা হবে তা নির্দেশ করে।

- পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি দায়বদ্ধ ব্যক্তি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার এড়িয়ে চলে।

- কেউ যদি শিক্ষার গুরুত্ব বোঝে, তবে সে তার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য সচেষ্ট হয়।

আচরণগত উপাদানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Behavioral Component):

- এটি ব্যক্তির পূর্ববর্তী, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আচরণকে প্রতিফলিত করে।
- এটি সরাসরি পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং মূল্যায়নযোগ্য।
- এটি ব্যক্তির ইচ্ছা ও কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, কেউ ধূমপানকে ক্ষতিকর মনে করলেও অভ্যাসের কারণে ধূমপান চালিয়ে যেতে পারে।
- এটি সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

আচরণগত উপাদান কীভাবে মনোভাবকে প্রভাবিত করে (How the Behavioral Component Influences Attitude):

- আচরণ ও মনোভাবের সামঞ্জস্য: সাধারণত, ব্যক্তি তার বিশ্বাস ও অনুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে।
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব: ব্যক্তি কখনও কখনও সামাজিক নিয়ম বা পরিস্থিতির চাপে এমন কিছু করে যা তার আসল বিশ্বাসের সাথে মিল নাও থাকতে পারে।
- পরিস্থিতিগত বাধা: কেউ স্বাস্থ্য সচেতন হলেও ব্যস্ততার কারণে ব্যায়াম করতে পারে না।

৩. জ্ঞানমূলক উপাদান (Cognitive Component - Belief or Thought-Based)

জ্ঞানমূলক উপাদান হলো কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বাস, ধারণা এবং জ্ঞান। এটি মনোভাবের সেই অংশ, যা যুক্তি, অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। এই উপাদানটি ব্যাখ্যা করে কেন একজন ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব গঠন করে। এটি বাস্তব তথ্য, পূর্ব অভিজ্ঞতা, এবং শিখনর মাধ্যমে গঠিত হয়।

- একজন ব্যক্তি মনে করে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং একটি গুরুতর সমস্যা, তাই সে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সংরক্ষণে সচেতন হয়।
- একজন ব্যক্তি মনে করে যে ধূমপান ক্যান্সারের কারণ, তাই সে ধূমপান এড়িয়ে চলে।

জ্ঞানমূলক উপাদানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Cognitive Component):

- এটি যুক্তি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত।
- এটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- এটি ব্যক্তি বিশ্ব সম্পর্কে কী ভাবে তা প্রতিফলিত করে।

- এটি সঠিক বা ভুল উভয়ই হতে পারে, কারণ ব্যক্তির বিশ্বাস সব সময় বাস্তবতার সাথে মিল নাও হতে পারে।

জ্ঞানমূলক উপাদান কীভাবে মনোভাবকে প্রভাবিত করে (How the Cognitive Component Influences Attitude):

- তথ্য ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মনোভাব: মানুষ সাধারণত তাদের অভিজ্ঞতা ও শিখন এর উপর ভিত্তি করে বিশ্বাস গঠন করে।
- বিজ্ঞাপন এর প্রভাব: কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানগত উপাদানকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে, যেমন— "এই প্রসাধনী ত্বক উজ্জ্বল করে।"
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব: ধর্ম, শিক্ষা, এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ব্যক্তির মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

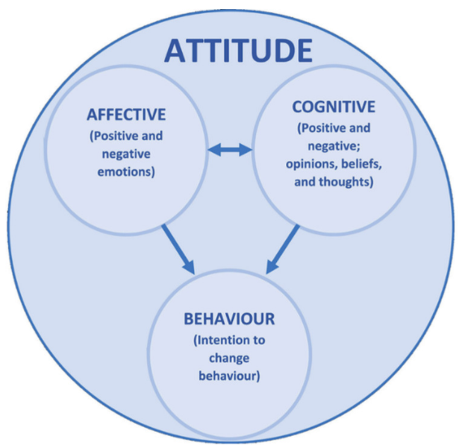

Source: https://www.researchgate.net/figure/Adapted-ABC-model-diagram-demonstrating-relationships-between-different-attitude_fig1_366718055

1.6. মনোভাবের কার্যকারিতা (Functions of Attitude):

মনোভাব মানুষের চিন্তা, আচরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। এটি নির্ধারণ করে যে একজন ব্যক্তি কীভাবে পরিস্থিতি বুঝবে, সিদ্ধান্ত নেবে এবং প্রতিক্রিয়া জানাবে। মনোভাব বিভিন্ন মানসিক ও সামাজিক কাজ সম্পাদন করে, যা ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে, আত্মসম্মান বজায় রাখতে এবং নিজের মূল্যবোধ প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

১. জ্ঞানমূলক কার্যকারিতা (Knowledge Function): মনোভাব ব্যক্তিকে তথ্য সংগঠিত করতে, ব্যাখ্যা করতে এবং বোঝার সহজ উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের চারপাশের পরিবেশকে বুঝতে সাহায্য করে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।কেউ যদি বিশ্বাস করে যে স্বাস্থ্যকর খাদ্য দীর্ঘ জীবন নিশ্চিত করে, তাহলে সে এই সম্পর্কিত তথ্য সহজেই গ্রহণ করবে এবং বিপরীত তথ্য উপেক্ষা করতে পারে। একইভাবে,

যদি কেউ নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক মতবাদকে নেতিবাচকভাবে দেখে তবে সে সম্পর্কিত যে কোনো খবরকে পক্ষপাতমূলকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- মানুষকে তার চারপাশের ঘটনা, ব্যক্তি এবং বস্তু শ্রেণীবদ্ধ করতে সাহায্য করে।
- অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তি কমাতে ভূমিকা রাখে।
- পূর্ব অভিজ্ঞতা ও শিখনর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজ করে।

২. উপযোগিতা বা অভিযোজনমূলক কার্যকারিতা (Instrumental or Adaptive Function): মনোভাব মানুষের পুরস্কার লাভ ও শাস্তি এড়াতে সাহায্য করে। মানুষ সাধারণত এমন মনোভাব গ্রহণ করে যা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। একজন কর্মচারী যদি বুঝতে পারে যে কর্মক্ষেত্রে সময়নিষ্ঠতা প্রশংসিত হয়, তবে সে সময়মতো অফিসে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। একইভাবে, একজন ছাত্র যদি দেখে যে শিক্ষকরা শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণকে পছন্দ করেন, তবে সে তার আচরণকে সে অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সহায়ক।
- ইতিবাচক ফলাফল অর্জন ও নেতিবাচক পরিস্থিতি এড়াতে সাহায্য করে।
- সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য মনোভাব পরিবর্তিত হতে পারে।

৩. অহং-রক্ষামূলক কার্যকারিতা (Ego-Defensive Function): মনোভাব ব্যক্তির আত্মসম্মান রক্ষা করতে এবং মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করে। যখন কেউ তার আত্মবিশ্বাসের জন্য হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন সে মনোভাব গঠন করে যা তাকে মানসিক অস্বস্তি থেকে রক্ষা করে। যদি একজন ছাত্র পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করে, তবে সে বলতে পারে, "এই বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়," যা তাকে ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- ব্যক্তিকে নেতিবাচক সত্য থেকে রক্ষা করে।
- আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে সহায়তা করে।
- ব্যর্থতা বা অপূর্ণতাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

৪. মূল্যবোধ প্রকাশের কার্যকারিতা (Value-Expressive Function): মনোভাব ব্যক্তির মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও পরিচয় প্রকাশের একটি উপায়। এটি মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায় এবং অন্যদের সাথে

তার মতামত ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। পরিবেশবাদী ব্যক্তিরা পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী ব্যবহারের পক্ষে কথা বলে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- ব্যক্তির মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটায়।
- নিজেকে সৎ ও নীতিবান ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরতে সহায়তা করে।
- যারা একই মূল্যবোধ ধারণ করে তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৫. সামাজিক সামঞ্জস্যের কার্যকারিতা (Social Adjustment Function); মনোভাব ব্যক্তিকে সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। এটি ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে এবং অন্যদের সাথে মিশতে সহায়ক হয়। কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীরা যদি কোম্পানির নীতিগুলোর প্রশংসা করে, তবে একজন নতুন কর্মচারীও একই মনোভাব গ্রহণ করতে পারে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য করে।
- বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে যুক্ত হতে সাহায্য করে।
- পারস্পরিক সম্পর্ক ও টিমওয়ার্ক উন্নত করতে সহায়তা করে।

৬. পরিবর্তনশীলতার সাথে মানিয়ে নেওয়া (Adjustment to Changing Situations): মনোভাব স্থির নয়, এটি সময় ও অভিজ্ঞতার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। নতুন অভিজ্ঞতা, সামাজিক প্রবণতা বা বিশ্বাস পরিবর্তনের ফলে একজন ব্যক্তি তার মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে। একজন ব্যক্তি যিনি একসময় প্রযুক্তির ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন, তিনি প্রযুক্তির সুবিধা বুঝতে পারার পর এটি সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে পারেন।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে।
- শিখন ও ব্যক্তিগত বিকাশে সহায়ক।
- উদার মনোভাব ও নতুন ধারণাগুলোর প্রতি গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

৭. প্রভাব বিস্তার ও বোঝানো (Persuasion and Influence): মনোভাব মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার ও বোঝানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি মানুষকে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য গ্রহণ, মত পরিবর্তন এবং অন্যদের বোঝাতে সহায়তা করে। বিজ্ঞাপনগুলো যেমন "৯৫% ডাক্তার এই টুথপেস্ট সুপারিশ করেন" বলে গ্রাহকদের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- মানুষকে নতুন ধারণা গ্রহণে সহায়তা করে।
- বিজ্ঞাপন, প্রচার, ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজকে প্রভাবিত করে।
- নেতাদের নেতৃত্ব ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে।

মনোভাবের বিভিন্ন কার্যকারিতা আমাদের চিন্তা, সিদ্ধান্ত, সম্পর্ক এবং পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা নির্ধারণ করে। এটি আমাদের তথ্য বোঝার, সামাজিকভাবে মানিয়ে নেওয়ার, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার, মূল্যবোধ প্রকাশের এবং অন্যদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা বাড়ায়। মনোভাবের কার্যকারিতা বোঝা ব্যক্তি, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সাহায্য করতে পারে।

1.7. **মনোভাব পরিবর্তনের কৌশল** (Techniques to Bring Changes in Attitude)

মনোভাব পরিবর্তন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা প্রভাবশালী যোগাযোগ, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, অভিজ্ঞতা, এবং মানসিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে ঘটে। মানুষ নতুন তথ্য, সামাজিক চাপ বা ব্যক্তিগত বিকাশের কারণে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে। মনোভাব পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন কৌশল রয়েছে যা প্রভাবশালী যোগাযোগ, মানসিক কৌশল, আচরণগত কৌশল, এবং সামাজিক প্রভাবের মাধ্যমে কার্যকর করা যায়।

১. প্রভাবশালী/কার্যকরী যোগাযোগ (Persuasive Communication): পরিস্থিতি সম্পর্কে যুক্তি, তথ্য এবং আবেগমূলক আবেদন উপস্থাপন করে মনোভাব পরিবর্তন করা যায়। কোম্পানিগুলো সেলিব্রিটি দ্বারা পণ্যের প্রচার করিয়ে মানুষের কেনার মনোভাব গড়ে তোলে।

কৌশল (Techniques):

I. **কেন্দ্রীয় প্রভাব (Central Route to Persuasion):** যুক্তি, কারণ এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে মনোভাব পরিবর্তন করা।

II. **পার্শ্বীয় প্রভাব (Peripheral Route to Persuasion):** আবেগপ্রবণ প্রচার, বিজ্ঞাপন, এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিদের ব্যবহার করে মনোভাব পরিবর্তন।

III. **দ্বি-পার্শ্বিক যুক্তি (Two-Sided Argument):** যখন উভয় দিকের মতামত উপস্থাপন করা হয়, তখন মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে বেশি আগ্রহী হয়।

IV. **পুনরাবৃত্তি (Repetition and Reinforcement):** একটি বার্তাকে বারবার উপস্থাপন করা হলে তা মনোভাব পরিবর্তনে সহায়ক হয়।

২. মানসিক অসঙ্গতি দূরীকরণ (Cognitive Dissonance): যখন একজন ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস বা আচরণ পোষণ করে তখন মানসিক চাপ তৈরি হয়। এই অসঙ্গতি দূর করতে মানুষ তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে। একজন ব্যক্তি পরিবেশ সচেতন কিন্তু প্লাস্টিক ব্যবহার করেন, তিনি তার ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে পরিবেশবান্ধব জীবনধারা গ্রহণ করতে পারেন।

কৌশল (Techniques):

I. ব্যক্তির কাছে তার বিশ্বাস এবং আচরণের মধ্যে বৈপরীত্য তুলে ধরা।
II. তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অনুভব করানো যাতে তারা পরিবর্তনে আগ্রহী হয়।
III. নতুন ব্যাখ্যা বা যুক্তি প্রদান করে মানসিক অস্বস্তি দূর করা।

৩. সামাজিক প্রভাব ও গোষ্ঠীর ভূমিকা (Social Influence and Group Dynamics): মানুষের মনোভাব পরিবর্তনে গোষ্ঠী ও সামাজিক চাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের ফ্যাশন, স্বাস্থ্য, ও রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রাখে।

কৌশল (Techniques):

I. **সম্মতি (Conformity):** মানুষ তার সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে খাপ খাওয়াতে মনোভাব পরিবর্তন করে।
II. **মান্যতা (Compliance):** সামাজিক চাপে সাময়িক মনোভাব পরিবর্তন ঘটে।
III. **আনুগত্য (Obedience):** ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা নেতার আদেশ মানতে গিয়ে মনোভাব পরিবর্তন হতে পারে।
IV. **ভূমিকা পালন** (Role-Playing): কোনো বিশেষ ভূমিকা পালন করলে তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়।

৪. প্রশংসা ও পুরস্কার প্রদান (Reinforcement and Reward): মনোভাব পরিবর্তনের জন্য ইতিবাচক আচরণকে পুরস্কৃত করা কার্যকর পদ্ধতি। কর্মক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হলে কর্মচারীরা সচেতন হয়ে ওঠে।

কৌশল (Techniques):

I. **অপারেন্ট কন্ডিশনিং (Operant Conditioning):** ইতিবাচক মনোভাব গঠনে পুরস্কার ও নেতিবাচক মনোভাব এড়াতে শাস্তি ব্যবহার করা।
II. **পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষা (Observational Learning):** অন্যরা পুরস্কৃত হলে মানুষ তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে আগ্রহী হয়।
III. **অভ্যন্তরীণ-প্রেষণা (Intrinsic Motivation):** ব্যক্তি যখন অভ্যন্তরীণভাবে ইতিবাচক পরিবর্তনের গুরুত্ব বুঝতে পারে।

৫. অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা (Direct Experience and Education): নতুন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা মানুষের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে। সমাজে সচেতনতা কর্মসূচি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারে।

কৌশল (Techniques):

I. **প্রায়োগিক শিখন** (Experiential Learning): বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানসিক পরিবর্তন আনা।
II. **শিক্ষাগত কর্মসূচি** (Educational Programs): শিক্ষার মাধ্যমে ভুল ধারণা দূর করা।

III. **ভূমিকা পালন ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা (Role-Playing & Immersive Learning):** নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

৬. আবেগপ্রবণ প্রচার ও গণমাধ্যমের ভূমিকা (Emotional Appeal and Media Influence): আবেগ মানুষের মনোভাব পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যম প্রায়শই আবেগপ্রবণ বার্তা ব্যবহার করে এটি প্রভাবিত করে। ধূমপানবিরোধী প্রচারণায় ফুসফুসের ক্ষতির ছবি দেখানো হয়।

কৌশল (Techniques):

I. **ভয় সৃষ্টিকারী প্রচার (Fear Appeal):** নেতিবাচক আচরণ রোধে ভীতিকর বার্তা ব্যবহার করা।

II. **হাস্যরস (Humor Appeal):** পণ্য বা ধারণার সাথে ইতিবাচক সংযোগ তৈরি করা।

III. **সহানুভূতি বৃদ্ধিকারী বার্তা (Empathy-Inducing Messages):** অন্যের অবস্থান বোঝাতে সহায়ক।

1.8. মনোভাবের প্রধান তত্ত্বসমূহ (Major Theories of Attitude)

মনোভাবের অনেকগুলি তত্ত্ব রয়েছে, নিম্নে মনোভাবের কয়েকটি প্রধান তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হলো।

তত্ত্বের নাম **(Theory)**	**মূল ধারণা** **(Key concept)**
কার্যকরী তত্ত্ব **(Functional Theory of Attitudes)** ***Daniel Katz (1960)***	এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মনোভাব মানুষের চারটি প্রধান মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করে: 1. জ্ঞানমূলক কার্যকারিতা (Knowledge Function) – মানুষ তার চারপাশের জগৎ বুঝতে ও তথ্য শ্রেণিবদ্ধ করতে মনোভাব ব্যবহার করে। 2. যান্ত্রিক কার্যকারিতা (Instrumental Function) – মানুষ এমন মনোভাব গঠন করে যা পুরস্কার বৃদ্ধি ও শাস্তি কমায়। 3. অহং রক্ষামূলক কার্যকারিতা (Ego-Defensive Function) – মনোভাব ব্যক্তিকে আত্মসম্মান রক্ষা করতে সাহায্য করে। 4. মূল্যবোধ প্রকাশমূলক কার্যকারিতা (Value-Expressive Function) – ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রকাশের জন্য মনোভাব ব্যবহার করে। উদাহরণ: একজন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে "নিয়মিত ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো", তবে সে এই সম্পর্কিত তথ্য গ্রহণে আগ্রহী হবে (জ্ঞানমূলক কার্যকারিতা)।
মানসিক অসঙ্গতি তত্ত্ব **(Cognitive Dissonance Theory)** **Leon Festinger** **(1957)**	এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যখন একজন ব্যক্তির মনোভাব ও আচরণের মধ্যে অসঙ্গতি থাকে, তখন তার মানসিক অস্বস্তি (dissonance) তৈরি হয়। এই অস্বস্তি কমানোর জন্য, ব্যক্তি হয় তার মনোভাব পরিবর্তন করে, নয়তো তার আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যা তৈরি করে। উদাহরণ: একজন ধূমপায়ী জানে যে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু সে ধূমপান চালিয়ে যেতে চায়, তাই সে ভাবতে পারে, "আমি মাঝেমধ্যে ধূমপান করি, তাই এটি ক্ষতিকর নয়।"

স্ব-উপলব্ধি তত্ত্ব (Self-Perception Theory) Daryl Bem (1972)	এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ তার নিজস্ব আচরণ পর্যবেক্ষণ করে নিজের মনোভাব গঠন করে। যখন কেউ নিজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকে, তখন সে তার অতীতের কাজ বিশ্লেষণ করে এবং তার সাথে মিল রেখে মনোভাব গঠন করে। উদাহরণ: একজন ব্যক্তি যদি নিয়মিত দান করে, তবে সে বিশ্বাস করতে পারে যে সে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল ও দয়ালু ব্যক্তি।
সামঞ্জস্য তত্ত্ব (Balance Theory) Fritz Heider (1946)	এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ তাদের মনোভাব ও সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে চায়। যদি কারো সম্পর্ক ও মনোভাবের মধ্যে ভারসাম্য না থাকে, তবে তারা নিজেদের মনোভাব সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চায়। উদাহরণ: যদি একজন ব্যক্তি তার সবচেয়ে ভালো বন্ধুকে পছন্দ করে কিন্তু সেই বন্ধু এমন একটি রাজনৈতিক দল সমর্থন করে যা সে অপছন্দ করে, তাহলে ভারসাম্য বজায় রাখতে সে হয় তার রাজনৈতিক মত পরিবর্তন করবে, নয়তো বন্ধুর সাথে দূরত্ব তৈরি করবে।
প্রত্যাশা-মূল্য তত্ত্ব (Expectancy-Value Theory) Martin Fishbein & Icek Ajzen (1975)	এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মনোভাব নির্ধারিত হয় প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সেই ফলাফলের মূল্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার উপর। মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে একটি নির্দিষ্ট কাজ তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনতে পারে, তখন সে সেই কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গঠন করে। উদাহরণ: একজন শিক্ষার্থী যদি বিশ্বাস করে যে "কঠোর পরিশ্রম করলে পরীক্ষায় ভালো ফল পাওয়া যাবে", তবে তার পড়াশোনার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গঠিত হবে।

1.9. শিক্ষা কীভাবে মনোভাব গঠন করে (How Education Shapes Attitude Formation):

শিক্ষা মানুষের মনোভাব গঠনে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এটি মানুষের চিন্তা, অনুভূতি এবং আচরণকে প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করে। মনোভাব গঠন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা শিখন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, অভিজ্ঞতা এবং নতুন ধারণার সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে ঘটে। শিক্ষা এই প্রক্রিয়াকে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বিকাশ, নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার মাধ্যমে পরিচালিত করে।

১. জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি (Knowledge and Awareness Development): শিক্ষা সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং গবেষণাভিত্তিক তথ্য প্রদান করে যা মানুষকে ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তে বাস্তব সত্যের উপর ভিত্তি করে মনোভাব গঠনে সহায়তা করে। বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সামাজিক শিক্ষা মানুষের যুক্তিনির্ভর ও প্রমাণভিত্তিক মনোভাব গঠনে সাহায্য করে। একজন শিক্ষার্থী যদি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে পড়াশোনা করে তবে তার পরিবেশ সচেতনতার মনোভাব গড়ে উঠতে পারে।

- শিক্ষা মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।
- যুক্তিনির্ভর চিন্তাধারা বিকাশ করে এবং অমূলক কুসংস্কার ও প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করে।
- জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তথ্যনির্ভর মনোভাব গড়ে উঠে।

২. সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারা বিকাশ (Critical Thinking and Analytical Skills): শিক্ষা সমালোচনামূলক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে যা মানুষকে অন্ধভাবে কোনো কিছুকে গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। শিক্ষা মানুষকে বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ভিত্তিহীন গুজবে বিশ্বাস না করে সত্যতা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেয়।

- প্রশ্ন করা ও যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ায়।
- মানুষকে ভিত্তিহীন গুজব ও ভুল ধারণা থেকে দূরে রাখে।
- তথ্য যাচাই করে গ্রহণ করার প্রবণতা তৈরি করে।

৩. সামাজিকীকরণ ও পারস্পরিক যোগাযোগ (Socialization and Interaction): শিক্ষা মানুষকে বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত করে যা সহানুভূতি, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে। একজন শিক্ষার্থী যদি বহু-সংস্কৃতির পরিবেশে পড়াশোনা করে তবে সে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তুলবে।

- সামাজিক বৈচিত্র্য গ্রহণ করতে শেখায়।
- অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব তৈরি করে।
- টিমওয়ার্ক ও সহযোগিতার প্রবণতা বাড়ায়।

৪. নৈতিক ও মূল্যবোধ গঠন (Moral and Ethical Development): শিক্ষা নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং সামাজিক দায়িত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মানুষকে ন্যায়বিচার, সততা, দায়িত্বশীলতা এবং সহানুভূতির শিক্ষা দেয়। গান্ধীর অহিংসার নীতি সম্পর্কে পড়াশোনা করলে একজন শিক্ষার্থী শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারে।

- নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ন্যায়বোধ ও মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়।
- সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়।
- সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণ গড়ে তোলে।

৫. নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি উন্মুক্ততা তৈরি (Exposure to New Perspectives): শিক্ষা মানুষকে বিভিন্ন মতবাদ, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে জানার সুযোগ দেয়, যা নতুন ধারণার প্রতি গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। একজন শিক্ষার্থী যদি লিঙ্গ সমতা (Gender Equality) সম্পর্কে পড়াশোনা করে, তবে সে নারীদের অধিকার সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে পারে।

- বহুমুখী চিন্তা ও নতুন ধারণা গ্রহণের মনোভাব গড়ে তোলে।
- সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাতদুষ্ট চিন্তাভাবনা কমায়।

- পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়।

৬. কুসংস্কার ও পক্ষপাত দূর করা (Reducing Superstitions and Prejudices): শিক্ষা মানুষের কুসংস্কার, ভুল ধারণা এবং বৈষম্যমূলক চিন্তা দূর করে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি জানে যে গ্রহণ (Eclipse) একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, কুসংস্কার নয়।

- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।
- অপ্রমাণিত ধারণার পরিবর্তে বাস্তববাদী চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটায়।
- ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভেদ কমায়।

৭. নাগরিক দায়িত্ববোধ তৈরি (Encouraging Civic Responsibility): শিক্ষা গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। একজন শিক্ষার্থী যদি সংবিধান ও মানবাধিকার সম্পর্কে পড়াশোনা করে, তবে সে গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে পারে।

- ভোটদান ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রবণতা বাড়ায়।
- মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে।
- পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে সচেতনতা বাড়ায়।

শিক্ষা মনোভাব গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব, ও নতুন ধারণার প্রতি উন্মুক্ততা বৃদ্ধি করে। শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত, উদার ও ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে যা একটি অগ্রসর ও সহিষ্ণু সমাজ গঠনে সহায়ক।

1.10. সারাংশ (Summary)

মনোভাব (Attitude) হলো মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি আমাদের চারপাশের ব্যক্তি, বস্তু ও পরিস্থিতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে। ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব তৈরি করে যা তার দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে। মনোভাব শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চিন্তার বিষয় নয়; এটি সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। মনোভাবের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বোঝার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে এটি কেবল একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকেই প্রকাশ করে না বরং তার আবেগ ও আচরণের ওপরও প্রভাব ফেলে। মনোভাবের তিনটি প্রধান উপাদান আছে–জ্ঞানগত (Cognitive), আবেগগত (Affective) এবং আচরণগত (Behavioral)। এই উপাদানগুলো একসঙ্গে মিলে আমাদের মনোভাব তৈরি করে এবং আমাদের সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করে।

মনোভাব আমাদের জীবন ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইতিবাচক মনোভাব আমাদের সফলতা, সম্পর্ক ও মানসিক সুস্থতার জন্য সহায়ক হতে পারে আর নেতিবাচক মনোভাব মানুষকে

সংকীর্ণ চিন্তার দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই, মনোভাব পরিবর্তনের কৌশল জানা দরকার, যাতে মানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করতে পারে। মনোভাব পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে, যেমন- ভারসাম্য তত্ত্ব (Balance Theory), সামাজিক শিখন তত্ত্ব (Social Learning Theory) এবং পরিকল্পিত আচরণ তত্ত্ব (Theory of Planned Behavior)। এই তত্ত্বগুলো আমাদের শেখায় কীভাবে মানুষ তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে এবং নতুন চিন্তা গ্রহণ করে।

শিক্ষা মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি আমাদের নৈতিকতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সমালোচনামূলক চিন্তার বিকাশে সাহায্য করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবার ও সমাজ একসঙ্গে কাজ করলে একজন ব্যক্তি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারে। সবশেষে, বলা যায় যে মনোভাব কেবল ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং এটি সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সঠিক শিক্ষা ও ইতিবাচক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মনোভাব গঠন ও পরিবর্তন সম্ভব, যা ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতিতে সহায়তা করে। তাই শিক্ষার্থীদের জন্য মনোভাবের ধারণা ও এর পরিবর্তনের কৌশল বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হতে পারে।

1.11. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. মনোভাব কী? এটি মানুষের আচরণের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে?
2. বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী মনোভাবকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
3. মনোভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।
4. মনোভাবের তিনটি প্রধান উপাদান কী কী? প্রতিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন।
5. মনোভাব পরিবর্তনের জন্য প্রধান কৌশলসমূহ কী কী?
6. মনোভাব গঠনের প্রধান তত্ত্বগুলো কী কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
7. শিক্ষা কীভাবে একটি ইতিবাচক মনোভাব গঠনে সহায়তা করে?
8. স্কুল ও শিক্ষকের ভূমিকা কীভাবে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মনোভাব গঠনে সাহায্য করে?

1.12. গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

1. Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality, and behavior (2nd ed.). McGraw-Hill.
2. Albarracín, D., Johnson, B. T., & Zanna, M. P. (Eds.). (2005). The handbook of attitudes. Lawrence Erlbaum Associates.
3. Allport, G. W. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.), Handbook of social psychology (pp. 798–844). Clark University Press.
4. Bohner, G., & Dickel, N. (2011). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 62(1), 391–417. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.121208.131609

5. Crano, W. D., & Prislin, R. (2006). Attitudes and persuasion. Annual Review of Psychology, 57(1), 345–374. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190034
6. Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Harcourt Brace Jovanovich.
7. Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.
8. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Addison-Wesley.
9. Oskamp, S., & Schultz, P. W. (2005). Attitudes and opinions (3rd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
10. Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. Springer.
11. Rokeach, M. (1968). Beliefs, attitudes, and values: A theory of organization and change. Jossey-Bass.
12. Sherif, M., & Hovland, C. I. (1961). Social judgment: Assimilation and contrast effects in communication and attitude change. Yale University Press.
13. Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in social psychology. Cambridge University Press.
14. Thurstone, L. L. (1928). Attitudes can be measured. American Journal of Sociology, 33(4), 529–554. https://doi.org/10.1086/214483
15. Zimbardo, P. G., & Leippe, M. R. (1991). The psychology of attitude change and social influence. McGraw-Hill.

UNIT-11 ব্যক্তিগত বৈষম্য (INDIVIDUAL DIFFERENCE)

গঠন (Structure)

1.1. উদ্দেশ্য (Objectives)

1.2. ভূমিকা (Introduction)

1.3. ব্যক্তিগত বৈষম্যের ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and Definitions of Individual differences)

1.4. ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Individual differences)

1.5 ব্যাক্তি বৈষম্যের বিভিন্ন দিকসমূহ (Difference aspects of individual difference):

1.6. ব্যক্তিগত বৈষমতাকে প্রভাবিতকারী উপাদানসমূহ (Factors affecting Individual differences)

1.7. রবার্ট প্লোমিনের মতে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণসমূহ (Causes of Individual Differences according to Robert Plomin)

1.8. ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে বংশগতির ভূমিকা (Role of Heredity in individual difference)

1.9. ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা (Role of Environment in Individual Difference)

1.10. শ্রেণিকক্ষে ব্যক্তিবৈষম্যের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Significance of Individual Difference in Education/Classroom):

1.11. সারাংশ (Summary)

1.12. **স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন** (Self-Assessment Questions)

1.13. **গ্রন্থপঞ্জি** (Reference)

1.1. উদ্দেশ্য (Objectives):

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- ব্যক্তিগত বৈষম্যের সংজ্ঞা ও ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ব্যক্তিগত বৈষমতাকে প্রভাবিতকারী প্রধান উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রবার্ট প্লোমিনের মতে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে বংশগতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পার্থক্যকৃত শিক্ষাদান (Differentiated Instruction) ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার (Inclusive Education) গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র শিখনশৈলী অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারবে।
- ব্যক্তিগত বৈষম্যকে বিবেচনায় রেখে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে।

1.2 ভূমিকা (Introduction):

প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে বৈষম্য বা স্বতন্ত্রতা রয়েছে। এই বৈষম্য শুধুমাত্র প্রাণীকুলের মধ্যে নয়, উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যের বা বিভেদের অন্ত নেই। কখনও দু'জন ব্যক্তি হুবহু একই রকম হয় না। তারা যদি একই মায়ের সন্তানও হয়, তাও তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। এমনকি যমজ সন্তান হলেও নানা দিক থেকে তাদের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। যেমন- হার্দিক পান্ডিয়া ও কুনাল পান্ডিয়া একই মায়ের দুই সন্তান হলেও একজন ডান হাতে ব্যাট করে অন্যজন বাম হাতে ব্যাট করেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই পৃথক বৈষম্যের অধিকারী এবং প্রত্যেকেই তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকে। প্রতিটি ব্যক্তি আকার, আয়তন, রুচি, প্রবনতা, ক্ষমতা, ইচ্ছে, আগ্রহ, বুদ্ধি, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ প্রভৃতির দিকে থেকে অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক। এককথায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে ব্যক্তি বৈষম্য সর্বজনীন। প্রতিটি মানুষের এমন কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে অন্য মানুষ থেকে আলাদা করে।

এই পাঠটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উত্থাপিত এমন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে। মনোবিজ্ঞানে, এই পার্থক্যগুলোকে ব্যক্তিগত পার্থক্য (individual differences) বলা হয়, যা মানুষের বুদ্ধিমত্তা (intelligence), ব্যক্তিত্ব (personality), আগ্রহ (interest) এবং দক্ষতা (aptitude)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মানসিক দিকগুলোতে তাদের মধ্যে কতটা এবং কী ধরনের বৈচিত্র্য বা সাদৃশ্য রয়েছে তা বোঝায়।

1.3. ব্যক্তিগত বৈষম্যের ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and Definitions of Temperament)

প্রায়ই বলা হয় যে দুইজন ব্যক্তি কখনোই সম্পূর্ণ একই রকম হয় না; তারা কোনো না কোনো দিক থেকে ভিন্ন। তাই মনোবিজ্ঞানীদের কাজ হলো মানুষের এই স্বকীয়তা (uniqueness) চিহ্নিত করা এবং তা বোঝা। এই সাদৃশ্য বা পার্থক্যই ব্যক্তিগত পার্থক্যের ধারণাকে প্রকাশ করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা আমাদের চারপাশের মানুষদের পর্যবেক্ষণ করি, তখন এই পার্থক্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন মনে প্রশ্ন জাগে—মানুষ কীভাবে এবং কেন একে অপরের থেকে আলাদা বা একই রকম হয়?

যেমন, যদি আমরা কারও শারীরিক গঠনের কথা চিন্তা করি, তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে—কেন কিছু মানুষের চুল সোজা, আর কিছু মানুষের চুল কোঁকড়ানো? কেন কেউ খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে, আর কেউ তুলনামূলক ধীরে চলে? কেন কিছু মানুষের কণ্ঠস্বর মোলায়েম, আর কিছু মানুষের কণ্ঠস্বর বেশ কর্কশ? একইভাবে, যদি আমরা মানসিক বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবি, তাহলে দেখতে পাই যে কেউ খুব আত্মবিশ্বাসী, আবার কেউ সংকোচ বোধ করে; কেউ পড়াশোনায় খুব মনোযোগী, আবার কেউ একটু অমনোযোগী; কেউ খুব কল্পনাপ্রবণ, আবার কেউ বাস্তববাদী চিন্তাধারা পছন্দ করে।

ব্যক্তিগত পার্থক্য বলতে ব্যক্তিদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য, সক্ষমতা এবং আচরণের স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যকে বোঝায়। এই পার্থক্যগুলি বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, শেখার শৈলী, আগ্রহ, দক্ষতা এবং আবেগগত প্রতিক্রিয়ার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এই ধারণাটি জোর দেয় যে, এমনকি একই পরিবেশে বেড়ে উঠলেও দুইজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ একরকম নাও হতে পারেন। মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত পার্থক্য জিনগত (বংশগত) এবং পরিবেশগত (লালন-পালন, সংস্কৃতি, শিক্ষা) উভয় কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই পার্থক্যগুলো বোঝা শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী শেখার পদ্ধতি, ক্যারিয়ার পরামর্শ এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া উন্নত করতে সাহায্য করে। শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত পার্থক্যের ধারণা ব্যক্তি উপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এটি পার্থক্যকৃত নির্দেশনা (differentiated instruction) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শেখার গতি, শক্তি ও দুর্বলতা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের সংজ্ঞা (Definition of Individual Difference): ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা গুলি নিম্নরূপ ভাবে উপস্থাপন করা হলো

- C.V. Good (1973): "Individual differences refer to the psychological variations among individuals in regard to mental, physical, and emotional characteristics that differentiate one person from another." "ব্যক্তিগত পার্থক্য বলতে মানসিক, শারীরিক এবং আবেগগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকা মনোবৈজ্ঞানিক পার্থক্য বোঝায়, যা একজন ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।"
- Woodworth & Marquis (1948): "Individual differences refer to the variations or deviations among individuals in regard to a single characteristic or a number of characteristics which distinguish one individual from another." "ব্যক্তিগত পার্থক্য হলো ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে বিদ্যমান এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য বা ভিন্নতা, যা একজনকে অন্যজন থেকে পৃথক করে।"
- Crow & Crow (1956): "Individual differences are those differences which distinguish one individual from another and make one a unique individual." "ব্যক্তিগত পার্থক্য সেই সকল ভিন্নতা বোঝায়, যা একজন ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র এবং অনন্য করে তোলে।"
- Skinner (1959): "Individual differences refer to variations in abilities, interests, attitudes, aptitudes, and personality traits of individuals." "ব্যক্তিগত পার্থক্য বলতে ব্যক্তির দক্ষতা, আগ্রহ, মনোভাব, প্রবণতা এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতাকে বোঝায়।"
- Bingham (1937): "Every individual is a unique creation, and individual differences refer to the characteristics that distinguish one person from another in various aspects such as intelligence, temperament, and learning abilities." "প্রত্যেক ব্যক্তি অনন্য সৃষ্টি, এবং ব্যক্তিগত পার্থক্য বলতে বুদ্ধিমত্তা, স্বভাব এবং শেখার সক্ষমতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝায়।"
- Anastasi (1958): "Individual differences are the measurable variations among individuals in their physical and psychological characteristics." "ব্যক্তিগত পার্থক্য হলো ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিমাপযোগ্য পার্থক্য।"
- Freeman (1965): "Individual differences are the variations or dissimilarities in mental and physical traits found among individuals." "ব্যক্তিগত পার্থক্য হলো ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকা ভিন্নতা বা পার্থক্য।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে বোঝা যায় যে, ব্যক্তিগত পার্থক্য হলো শারীরিক, মানসিক, আবেগগত এবং আচরণগত দিক থেকে একজন ব্যক্তির অন্যদের থেকে ভিন্ন হওয়া। এই পার্থক্যগুলি বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব,

দক্ষতা, আগ্রহ, শেখার ধরণ এবং মানুষের সাথে মেলামেশার ধরনে দেখা যায়। এটি মূলত বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিস্থিতির দ্বারা গঠিত হয়।

1.4. ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকৃতি (Nature of Individual Differences)

ব্যক্তি বৈষম্যের প্রকৃতিগুলি হল-

১. সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য (Universal Phenomenon): ব্যক্তিগত পার্থক্য প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় এবং এটি মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের একটি অংশ। শারীরিক গঠন বা মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কেউই পুরোপুরি এক নয় (Anastasi, 1958)।

২. বংশগত এবং পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত (Influenced by Heredity and Environment): ব্যক্তিগত পার্থক্য বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত উপাদান দ্বারা গঠিত হয়। বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য বংশগত উপাদানের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়, অন্যদিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তির আচরণ এবং দক্ষতা গঠনে ভূমিকা রাখে (Plomin, DeFries, & McClearn, 1990)।

৩. স্থিতিশীল তবে পরিবর্তনযোগ্য (Stable but Modifiable): কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সময়ের সাথে স্থিতিশীল থাকে, তবে দক্ষতা ও জ্ঞান শেখার মাধ্যমে উন্নত করা যায় এবং পরিবর্তন আনা সম্ভব (Crow & Crow, 1956)।

৪. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান (Exist in All Aspects of Life): ব্যক্তিগত পার্থক্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেমন বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, দক্ষতা, আবেগগত প্রতিক্রিয়া এবং শেখার ক্ষমতা । এটি একাডেমিক সাফল্য, পেশা নির্বাচন এবং সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

৫. পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য (Quantitative and Qualitative Differences): ব্যক্তিগত পার্থক্য পরিমাণগত এবং গুণগত উভয়ভাবেই পরিমাপ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বুদ্ধিমত্তা IQ স্কোরের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায় (পরিমাণগত), অন্যদিকে সৃজনশীলতা বা নেতৃত্বের দক্ষতা গুণগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৬. পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য (Observable and Measurable): বুদ্ধিমত্তা, প্রবৃত্তি এবং ব্যক্তিত্বের মতো ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়। এই পরিমাপগুলি ব্যক্তিদের পার্থক্য বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

৭. বহুমাত্রিক (Multidimensional): ব্যক্তিগত পার্থক্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেমন জ্ঞানীয় ক্ষমতা (বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতি), ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য (বহির্মুখিতা, নিউরোটিসিজম), আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া (সংবেদনশীলতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ), শারীরিক বৈশিষ্ট্য (উচ্চতা, ওজন), আগ্রহ ও পছন্দ (শখ, কর্মজীবন), এবং সামাজিক আচরণ (যোগাযোগের শৈলী, নেতৃত্বের দক্ষতা)।

1.5. ব্যাক্তি বৈষম্যের বিভিন্ন দিকসমূহ (Difference aspects of individual difference):

শিশুদের মধ্যে যেসব বিষয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি, দেহের গঠন, সাফল্যের মাত্রা, সৃজনশীলতা, মনোযোগ, আগ্রহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ক্ষমতা, মনোভাব, সহজাত বিশেষ কর্মপ্রবণতা, ব্যক্তিত্ব, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলিরমধ্যে আমরা এখানে বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনশীলতা, মনোযোগ, আগ্রহ ও সহজাত বিশ্বে কর্মপ্রবণতাগত বৈষম্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

1. **দৈহিক বৈষম্য (physical differences):** শিশুদের মধ্যে দৈহিক বা শারীরিক গঠনগত বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন -ওজন, উচ্চতা, গায়ের রং, হাত পায়ের গঠন, চোখ মুখের আকার আকৃতি, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, আটার ধরন ইত্যাদি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ।
2. **বুদ্ধিবৃত্তিগত বৈষম্য (Intellectual Difference):** শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিগত দিক দিয়েও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।মনোবিজ্ঞানীরা শিশুদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিগত যে বৈষম্য রয়েছে তার পরিমাপ কা বুদ্ধ্যঙ্কের সাহায্যে বুদ্ধির মাত্রা নির্ণয় করার ব্যবস্থা করেছেন। বুদ্ধির মাত্রা নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় প্রত্যেকটি ব্যক্তির বুদ্ধাংক আলাদা আলাদা। অর্থাৎ ব্যক্তির বুদ্ধিগত বৈষম্য বিদ্যমান।
3. **সৃজনশীলতাগত বৈষম্য (Difference in Creativity):** সৃজনশীলতা বলতে সাধারণত আমরা নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে বুঝি। যেমন – সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, প্রভৃতি বিষয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করা হলে ঐ সৃী করার ক্ষমতাকে আমরা বলি সৃজনশীলতা। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদেরা সৃজনশীলত শব্দটিকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি কাজের মধেই সৃজনশীলতার কিছু না কিছু উপাদান থাকে। শিশুদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে মনোবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য

করেছেন যে প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কিছু-না-কিছু সৃজনক্ষমতা থাকলেও, শিশুদের মধ্যে সৃজনক্ষমতার মাত্রার তারতম্য থাকে।

4. **মনোযোগগত বৈষম্য (Difference in Attention)** :মনোযোগ হল এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা অসংখ্য উদ্দীপকের মধ্য থেকে একটি উদ্দীপকে নির্বাচন করে তার প্রতি সাড়া দিয়ে থাকি। আমাদের চেতনার পরিধিকে যদি একটা বৃত্তের আকারে কল্পনা করি তাহলে এই পরিধির মধ্যে অবস্থিত বস্তুগুলির অধিকাংশই আমাদের চেতনার পরিধির প্রান্তসীমায় অবস্থিত। এদের মধ্যে যদি আমরা কোন বস্তুকে চেতনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে তার স্বরূপকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের যে মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করতে হয় তাকেই আমরা মনোযোগ আখ্যা দিয়ে থাকি। শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোযোগের বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়; যেমন- কোন শিশু গল্পের বই পেলে মনোযোগ দিয়ে সেটি পড়ে, আবার আর একজন শিশু গল্পের বইয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, অথচ খুব মনোযোগ দিয়ে টিভিতে কার্টুন ফিল্ম দেখে। এইভাবে শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রবণতার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তাকেই মনোবিজ্ঞানীরা মনোযোগগত বৈষম্য বলেছেন।

5. **আগ্রহগত বৈষম্য (Difference in Interest):** 'আগ্রহ' বলতে আমরা কোন বিষয়ের প্রতি বিশেষ মানসিক আকর্ষণকে বুঝি। জন্মের পর থেকে শিশুরা যত বড় হতে থাকে ততই তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার হতে দেখা যায়। শৈশবের সূচনায় শিশুদের আগ্রহের বিষয়গুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা না গেলেও, যতই তারা বড় হতে থাকে ততই তাদের আগ্রহের বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়; যেমন কোন শিশু হয়তো ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ বোধ করে, আবার অন্য কেউ হয়তো খেলাধূলায় আগ্রহী হয়। এইভাবে শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহের যে পার্থক্য থাকে তাকেই মনোবিজ্ঞানীরা আগ্রহগত বৈষম্য বলেছেন।

6. **সহজাত বিশেষ কর্মপ্রবণতাগত বৈষম্য (Difference in Aptitude):**সহজাত বিশেষ কর্মপ্রবণতা বলতে আমরা বুঝি একজন ব্যক্তির কোন বিশেষ কাজ করার সামর্থ্য; যেমন কোন ব্যক্তির গান করার সহজাত বিশেষ কর্মপ্রবণতা আছে একথা বললে আমরা বুঝি যে ঐ ব্যক্তি সহজেই গান শিখতে পারে এবং গানে পারদর্শিতা লাভ করতে পারে, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির 'গান'-রূপ বিশেষ কাজ করার সামর্থ্য আছে। অল্পবয়স থেকেই শিশুদের মধ্যে নানারকম সহজাত বিশেষ কর্মপ্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়; যেমন কোন শিশু রং-তুলি পেলে তা দিয়ে কিছু আঁকতে ভালবাসে, আবার অন্য কেউ যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে। এইভাবে শিশুদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কাজের প্রতি যে প্রবণতা থাকে তাকেই মনোবিজ্ঞানীরা সহজাত বিশেষ কর্মপ্রবণতাগত বৈষম্য বলেছেন।

7. **সামাজিক বৈষম্য (Social Difference):**ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশ ও পারিবারিক সংস্কৃতি তার আচরণ, ভাবভঙ্গি, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, সহানুভূতি প্রকাশের ধরনকে প্রভাবিত করে। ফলে এক

ব্যক্তির সামাজিক আচরণ অন্যজনের থেকে ভিন্ন হতে পারে। যেমন-কেউ বন্ধুত্বপূর্ণ হয়, আবার কেউ অন্তর্মুখী স্বভাবের হয়। এই পার্থক্যগুলো পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে।

8. **সাংস্কৃতিক বৈষম্য (Cultural Difference):** একটি ব্যক্তি যে সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠে, তার জীবনধারা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণ সেই সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন-বিভিন্ন সংস্কৃতির পোশাক, ধর্মীয় চর্চা ও জীবনধারায় পার্থক্য থাকে। সাংস্কৃতিক বৈষম্য মানুষের সামাজিক মেলামেশা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর প্রভাব ফেলে।
9. **শিক্ষাগত বৈষম্য (Educational Difference):** শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শেখার দক্ষতা, অনুধাবন ক্ষমতা, ও একাডেমিক পারফরম্যান্স একরকম হয় না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক পার্থক্যের কারণে শিক্ষাগত বৈষম্য সৃষ্টি হয়। যেমন-কেউ দ্রুত শিখতে পারে, আবার কেউ ধীরগতিতে শেখে।শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের এই পার্থক্য বিবেচনায় রেখে শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা, যাতে সবাই কার্যকরভাবে শিখতে পারে।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আবেগিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এসব পার্থক্য মানুষকে স্বতন্ত্র করে তোলে এবং সমাজের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। শিক্ষাব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক জীবনকে আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে ব্যক্তিগত বৈষম্যগুলোর প্রতি সংবেদনশীল হওয়া জরুরি।

1.6. ব্যক্তিগত বৈষমতাকে প্রভাবিতকারী উপাদানসমূহ (Factors affecting Individual differences)

প্রত্যেক ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বতন্ত্র। ব্যক্তিগত বৈষম্য বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার মধ্যে শারীরিক (Physical Factors) ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক (Socio-Cultural Factors) উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই শারীরিক ও সমাজ সংস্কৃতিক উপাদান গুলি নিম্নরূপভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

1. **শারীরিক উপাদান (Physical Factors):** শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও গঠন ব্যক্তির দক্ষতা, আচরণ ও বিকাশকে প্রভাবিত করে। শারীরিক উপাদানের মধ্যে প্রধানত নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত-

A.বংশগতি (Genetic): ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রধান কারণ হল বংশগতি। ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকটাই তার বংশগতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যক্তির আকার, আয়তন, ফর্সা, কালো টাক প্রভৃতি শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধি, বিমূর্ত চিন্তন ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি বংশগতি দ্বারা প্রভাবিত।

B. **লিঙ্গগত (Gender):** ছেলে এবং মেয়েদের বিকাশ গত দিক থেকেও পার্থক্য দেখা যায়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শারীরিক বিকাশ ২বছর আগেই ঘটে। আবার কৈশোর কালের প্রাথমিক দিকে মেয়েরা লম্বা বেশি হয় এবং কৈশোর এব শেষ দিকে ছেলেরা তুলনামূলকভাবে মেয়েদের থেকে বেশি লম্বা হয়।

C.**শারীরিক গঠন (Physical Structure):**ব্যক্তির উচ্চতা, ওজন, শক্তি, পেশির গঠন ইত্যাদি তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ: ভালো শারীরিক গঠনের মানুষ সাধারণত আত্মবিশ্বাসী হয়, অন্যদিকে শারীরিক দুর্বলতা বা অক্ষমতা মানুষের আচরণ ও কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

D. **বয়স এবং বৃদ্ধি (Age and Intelligence):** বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিদের মধ্যে শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেকটা ব্যক্তির শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সমানভাবে হয় না। কারো বৃদ্ধি বেশি হয় কারো বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে মন্থর হয়।

2.**সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান (Socio-Cultural Factors):** একজন ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তার চিন্তাভাবনা, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজ সংস্কৃতির দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্যকে প্রভাবিত করে। যেমন-

E.**পরিবেশ (Environment):** ব্যক্তিগত পার্থক্য পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশু যে পরিবেশে বসবাস করে সেই পরিবেশ দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। পরিবেশ, শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদান নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক ব্যক্তি তার এই উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়।

F. **জাতি (Caste):** আমাদের মানবকূলে জতিগত বৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পৃথক পৃথক সংস্কৃতি ও আচার আচরণ দেখা যায়। যেমন-বাঙ্গালী এবং বিহারীদের বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য সংস্কৃতিগত দেখা যায়। আবার ভারতীয় এবং বাংলাদেশীদের মধ্যে আলাদা আলাদা জাতিগত বৈষম্য রয়েছে।

G. **স্বভাব ও মানসিক স্থিতিশীলতা (Habit and Mental Stability):** স্বভাবের দিক থেকে কোনো ব্যক্তি চঞ্চল ও সক্রিয় হয় আবার কোনো ব্যক্তি শান্ত ও ধীর প্রকৃতির হয়ে থাকে। ব্যক্তির মানসিক স্থিতিশীলতা, শারীরিক মানসিক এবং পরিবেশগত কারণগুলি দ্বারা প্রভাবিত।

H. **অর্থনৈতিক অবস্থা (Financial Condition):** সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির আয়ের দিক থেকেও পৃথক হয়ে থাকে অর্থাৎ সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকেও পার্থক্য দেখা যায়।

I. **শিক্ষা (Education):** ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান হল শিক্ষা। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের মনোভাব ও আচরণের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ শিক্ষা হল ব্যক্তি বৈষম্যের একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

1.7. রবার্ট প্লোমিনের মতে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণসমূহ (Causes of Individual Differences (According to Robert Plomin)

Robert Plomin, একজন বিশিষ্ট আচরণগত জিনতত্ত্ববিদ, ব্যক্তিগত পার্থক্যকে প্রভাবিত করার কারণগুলি নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করেছেন, বিশেষ করে জেনেটিক্স এবং পরিবেশের প্রসঙ্গে। তাঁর কাজ মানব আচরণ, ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতা গঠনে প্রকৃতি (জেনেটিক্স) এবং পুষ্টি (পরিবেশ) এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জোর দেয়। Plomin অনুসারে ব্যক্তিগত পার্থক্যকে প্রভাবিত করার মূল কারণগুলি নিচে দেওয়া হল:

১. জেনেটিক প্রভাব (Genetic Influences):

I. **বংশগতিবিদ্যা (Heritability):** Plomin-এর গবেষণা তুলে ধরে যে জেনেটিক ফ্যাক্টরগুলি ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের মতো বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যক্তিগত পার্থক্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য দায়ী। যমজ এবং দত্তক নেওয়া শিশুদের উপর গবেষণায় ধারাবাহিকভাবে দেখা গেছে যে আলাদাভাবে বেড়ে ওঠা একই যমজরা ভ্রাতৃপ্রতিম যমজদের চেয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলিতে বেশি মিল রয়েছে, যা জেনেটিক্সের ভূমিকাকে তুলে ধরে।

II. **পলিজেনিক বৈশিষ্ট্য (Polygenic Traits):** বেশিরভাগ মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনেক জিন দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার প্রতিটি ছোট প্রভাব ফেলে। Plomin পলিজেনিক স্কোরের ধারণাটি চালু করেছেন, যা হাজার হাজার জেনেটিক বৈচিত্র্যের প্রভাবগুলিকে একত্রিত করে শিক্ষাগত অর্জন এবং মানসিক রোগের ঝুঁকির মতো বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যক্তিগত পার্থক্য ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করে।

২. পরিবেশগত প্রভাব (Environmental Influences):

I. **অ-ভাগ করা পরিবেশ (Non-Shared Environment):** Plomin জোর দিয়েছেন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (অ-ভাগ করা পরিবেশ) পরিবারগত পরিবেশের চেয়ে ব্যক্তিগত পার্থক্য গঠনে বেশি ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, একই পরিবারে বেড়ে ওঠা ভাইবোনদের সহপাঠী, শিক্ষক বা জীবনের ঘটনাগুলির সাথে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, যা তাদের বিকাশে পার্থক্য তৈরি করে।

II. **জিন-পরিবেশ মিথস্ক্রিয়া (Gene-Environment Interaction):** Plomin জোর দেন যে জেনেটিক্স এবং পরিবেশ একসঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে ব্যক্তিগত পার্থক্য গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো

শিশুর জেনেটিকভাবে উচ্চ বুদ্ধিমত্তার প্রবণতা থাকে, তবে সে স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উদ্দীপক পরিবেশ খুঁজে নিতে পারে, যা তার জ্ঞানীয় সক্ষমতাকে আরও উন্নত করে।

৩. জিন-পরিবেশ সম্পর্ক (Gene-Environment Correlation - rGE)

I. **প্যাসিভ rGE (Passive rGE):** শিশুরা শুধু তাদের পিতামাতার কাছ থেকে জিনই পায় না, বরং তাদের তৈরি করা পরিবেশেও বড় হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শিশুর পিতামাতা বুদ্ধিমান হন, তাহলে তারা সাধারণত এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেন যেখানে বই-পড়া, আলোচনা, এবং শেখার সুযোগ বেশি থাকে। এতে শিশুর বুদ্ধিমত্তা আরও বিকশিত হয়। যেহেতু এখানে জিন ও পরিবেশ একসঙ্গে কাজ করে, তাই কোনটির প্রভাব বেশি তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়।

II. **ইভোকেটিভ rGE (Evocative rGE):** একজন ব্যক্তির জেনেটিক বৈশিষ্ট্য তার চারপাশের মানুষদের প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শিশুর স্বভাবগতভাবে আগ্রাসী প্রবণতা থাকে, তাহলে সে হয়তো বন্ধু বা শিক্ষকদের কাছ থেকে বেশি শাসন বা কঠোর প্রতিক্রিয়া পেতে পারে। একইভাবে, যদি কোনো শিশু খুব মেধাবী হয়, তাহলে শিক্ষকরা তাকে বেশি মনোযোগ দিতে পারেন, যা তার শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করে।

III. **অ্যাক্টিভ rGE (Active rGE):** মানুষ সাধারণত এমন পরিবেশ বেছে নেয় যা তার জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানানসই। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারও স্বভাবগতভাবে খেলাধুলার প্রতি ঝোঁক থাকে, তাহলে সে হয়তো খেলাধুলায় বেশি অংশ নেবে এবং ক্রীড়ামুখী পরিবেশ খুঁজে নেবে। একইভাবে, যদি কেউ বই পড়তে ভালোবাসে, তাহলে সে লাইব্রেরিতে সময় কাটাতে পছন্দ করবে বা এমন বন্ধু বেছে নেবে যারা বই পড়তে ভালোবাসে।

৪. এলোমেলো বিকাশ (Random Developmental Noise): Plomin বলেন যে কখনও কখনও কিছু অনিয়ন্ত্রিত বা আকস্মিক জৈবিক ও পরিবেশগত কারণ ব্যক্তির বিকাশে ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, গর্ভাবস্থায় শিশুর ওপর কিছু অপ্রত্যাশিত স্বাস্থ্যগত প্রভাব পড়তে পারে, বা জন্মের পর এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে যা তার ব্যক্তিত্ব ও আচরণকে পরিবর্তন করে। এই প্রক্রিয়াগুলি অনেক সময় পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয় না, কিন্তু ব্যক্তিগত পার্থক্য গঠনে ভূমিকা রাখে।

৫. এপিজেনেটিক্স (Epigenetics): Plomin মূলত জেনেটিক ও পরিবেশগত কারণের ওপর গুরুত্ব দেন, তবে তিনি এপিজেনেটিক্স নামক প্রক্রিয়াটিকেও স্বীকার করেন। এটি এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে ডিএনএ (DNA) পরিবর্তন না হলেও পরিবেশের প্রভাবের কারণে জিনের কার্যকারিতা বদলে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ, খাদ্যাভ্যাস, বা জীবনযাত্রার ধরন জিনের আচরণ বদলে দিতে পারে, যা ব্যক্তির স্বাস্থ্যে বা ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আনতে পারে।

৬. প্রকৃতি বনাম লালন-পালন (The Nature of Nurture): Plomin-এর মতে, আমরা সাধারণত "পরিবেশ" যাকে বলি, সেটিও অনেক সময় জেনেটিকভাবে প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতার লালন-পালন শৈলী অনেকাংশে তাদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে।

1.8. ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে বংশগতির ভূমিকা (Role of Heredity in individual difference)

এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি আলাদা কেন? এর কারণ কী হতে পারে? এই প্রশ্নোগুলি নিয়ে বহুকাল থেকে মনোবিদ ও গবেষকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মতভেদ বংশগতি ও পরিবেশ নিয়ে বেশি দেখা যায়। কোনো মনোবিদ ও গবেষক বলেন-ব্যক্তি বৈষম্য বা এক ব্যক্তি থেকে অন্য রাক্তি আলাদা হওয়ার কারণ হল বংশগতি। আবার কেউ কেউ বলেছেন ব্যক্তি বৈষম্যের জন্য দায়ী পরিবেশ। এই মতভেদ প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত চলে আসছে।

- Mc Iver এবং page এর মতে- "ব্যক্তির জীবন হল বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই গুণফল, প্রতিটির জন্যই অন্যটি প্রয়োজনীয় কোনোটিই বাতিল করা যায় না এবং বিচ্ছিন্ন করা যায় না।"
- R.S. Woodworth এর মতে- "Individual is the product of heredity and Environment" অর্থাৎ ব্যক্তি হল বংশগতি ও পরিবেশের উৎপাদিত ফল।
- Watson বলেছেন, ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য পরিবেশ দায়ী।
- Curtstern এর মতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশ সমানভাবে দায়ী।

বংশগতির ধারণা (Concept of Heredity): ব্যক্তি জন্মের সময় পূর্বপুরুষের যেসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে তার সমবায়কে সেই ব্যক্তির বংশগতি বলা হয়। বংশগতির ধারক ও বাহক হল জিন'। বংশগতির মাধ্যমে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী প্রজন্মে প্রায় অবিকলভাবে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। বংশগতির শ্রেণীবিভাগ (Type of Individual difference): বংশগতিকে অনেকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন-জৈবিক বংশগতি ও মানসিক বংশগতি।

a) জৈবিক বংশগতি (Biological Heredity): যেসব দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি শিশু তার পূর্ব পুরুষ থেকে পায় তার সমবায়কে বলে জৈবিক বংশগতি। জৈবিক বা দেহগত বংশগতি জ্ঞান, উচ্চতা, শারীরিক গঠন, চোখের রং, চুলের রং প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

b) মানসিক বংশগতি (Mental Heredity): মানসিক বংশগতি বলতে বোঝায় শিশুর সেইসব মানসিক বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা এবং প্রবণতার সমন্বয় যা জন্ম মুহূর্তে তার মধ্যে থাকে। মানসিক বংশগতি প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বুদ্ধি বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলি (Hereditary Characteristics):

- বংশগতির একক হল- জিন।
- পিতৃকোশ এর নাম শুক্রাণু এবং মাতৃকোশ হল ডিম্বাণু।
- পিতৃকোশ ও মাতৃকোশের মিলনের কাল মায়ের গর্ভে জীবনের সূচনা ঘটে।
- প্রতিটি জননকোশে 23টি জোড়া করে ক্রোমোজোম থাকে।
- শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনের ফলে মাতৃগর্ভে যে জাইগোটের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে 46টি ক্রোমোজোম থাকে। এদের মধ্যে 22 জোড়া হল অটোজোম এবং শেষ একজোড়া ক্রোমোজোমকে যৌন নির্ধারক ক্রোমোজোম (Sex Chromosome) বলে।
- পুরুষদের ক্রোমোজোম হল XYএবং নারীদেহের ক্রোমোজোম হল XX।
- প্রতিটি ক্রোমোজোমের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মতো রাসায়নিক পদার্থ আছে যাকে বলা হয় জিন। এই জিন হল বংশগতির ধারক ও বাহক।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে বংশগতির ভূমিকা (Role of Heredity in individual Differences):

(1) দৈহিক গঠন (Physical structure): বংশগতি প্রতিটি ব্যক্তির দৈহিক গঠনে সাহায্য করে। পিতা-মাতার দৈহিক গঠন শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের থেকে ভিন্ন তার কারণ হল ব্যক্তির জিনগত বৈচিত্র্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চুলের আকৃতি, দৈহিক ক্ষমতা, চোখের আকৃতি, আঙ্গুলের ছাপ ইত্যাদি ব্যক্তির মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

(2) মানসিক বৈশিষ্ট্য (Mental characteristics): শিশুর মানসিক বৈশিষ্ট্য যেমন- আগ্রহ, মনোযোগ, প্রেণষরা, চিন্তা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, প্রবণতা, চেতনা, স্মৃতি ইত্যাদি প্রত্যেকটি মানসিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যায়, এর কারণ হল বংশগতি। এই সমস্ত মানসিক বৈশিষ্ট্য পিতামাতার থেকে সন্তানের উপর সঞ্চালিত হয়।

(3) প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য (Emotional characteristics) : প্রতিটি ব্যক্তির রাগ, দুঃখ, চিন্তা, হতাশা, হাসি, কান্না, তার বংশগতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের মধ্যে একেকটি বিষয়ের কম বেশি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ তাদের নিজস্ব বংশের ধারার মধ্য দিয়ে বিষয়গুলি প্রাপ্ত হয়।

(4) শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ (Gender Determination): শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করতে বংশগতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বংশগতির উপাদানগুলি সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে সাহায্য করে। শিশুটি ছেলে হবে না মেয়ে হবে সেটি সম্পূর্ণরূপে ক্রোমোজোমের সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে।

(5) **জিনের ভূমিকা (Role of Genes):** বংশগতির ক্ষেত্রে জিনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক সবরকম বৈশিষ্ট্যই জিনগুলির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। একই পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক সন্তানের দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয় কারণ প্রত্যেক সন্তানের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জিনের সমাবেশ ঘটে।

(6) **যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে ভূমিকা (Role in Twin children):** বহু পিতামাতা যমজ সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। যমজ সন্তান বাইরে থেকে দেখতে একই রকম মনে হলেও তারা কিন্তু ভিন্ন। একই মায়ের যমজ সন্তান হলেও তাদের মধ্যে আচার, আচরণ, রুচি, প্রবণতা, ইচ্ছা মানসিকতা, দেহ গঠনের পার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ হল বংশগতি থেকে পাওয়া জিনগত বৈচিত্র্য।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে বংশগতি ব্যক্তি বৈষম্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

1.9. ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা (Role of Environment in Individual Difference):

পরিবেশের ধারণা (Environment): জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে যেসব উদ্দীপক উত্তেজিত করে তার সমবায় হল পরিবেশ। পরিবেশ বলতে ব্যক্তির জীবনের উপর প্রভাব বিচারকারী বিভিন্ন উপাদানকে বোঝায়। প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক, সংস্কৃতিগত, ধর্মীয় ইত্যাদি ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার পরিবেশগত উপাদান। আবার মনোবিজ্ঞানে পরিবেশ বলতে ব্যক্তির সঙ্গে তার বহির্জগতের পরিবেশ ও অন্তরের পরিবেশের মিথস্ক্রিয়াকে বোঝায়। এই মিথস্ক্রিয়ায় যে প্রতিফলন সম্পাদিত হয় তাই হল ব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ।

ব্যক্তির জীবনে বংশগতির প্রভাব ব্যাপক হলেও উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে তা বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তির কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য কতটুকু বিকশিত হবে তা অনেকটায় নির্ভর করে তার উপযুক্ত পরিবেশের উপর। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ যেমন প্রয়োজন তেমনি জন্মের পর তার সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার জন্য আদর্শ ও উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিবেশ না দিতে পারলে তার মধ্যেকার অনেক সম্ভাবনা সুপ্ত অবস্থায় থেকে যাবে।

পরিবেশের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Environment): মনোবিদরা শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশক দু'ভাগে ভাগ করেছেন।-মাতৃগর্ভকালীন পরিবেশ ও জন্মের পরবর্তী পরিবেশ।

(1) **মাতৃগর্ভকালীন পরিবেশ (Maternal Environment):** মাতৃগর্ভে থাকাকালীন যে সমস্ত উপাদান ভ্রূণকে প্রভাবিত করে তাই হল শিশুর মাতৃগর্ভকালীন পরিবেশ। যেমন-মা অসুস্থ হলে, আঘাত প্রাপ্ত হলে, সাথে বেশি

বেশি ওষুধ সেবন করলে শিশুকে, তা প্রভাবিত করে। অর্থাৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন যে পরিবেশ তাই হল মাতৃগর্ভকালীন পরিবেশ। এই পরিবেশ শিশুর বিকাশকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে বাধ্য করে। তাই এই অবস্থায় মায়ের সাবধানতা আবশ্যিক।

(2) জন্মের পরবর্তী পরিবেশ (Post-Matel Environment): শিশুর জন্মের পর মৃত্যু পর্যন্ত যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে তাই হল জন্মের পরবর্তী পরিবেশ। ব্যক্তিরা জীবনের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মতাদর্শ নৈতিকতা, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি এই পরিবেশের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে। তাই ব্যক্তির পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা অনুযায়ী এই পরিবেশ বিভিন্ন রকম হয়। এগুলি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে আলোচনা করা হল-

A. প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment): শিশুর আশেপাশের গাছপালা, নদনদী, জলবায়ু, জীবজন্তু, পশুপাখি, মৃত্তিকা ইত্যাদি হল প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের সমস্ত কিছুই শিশুর জীবন-প্রণালীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়ের ওপরও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব দেখা যায়, যা তার শক্তি ও সামর্থ্যকে প্রভাবিত করে। মানুষের আকার-আকৃতি, বর্ণ, স্বভাব, বসবাসের ধরণ, খাদ্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

B. পারিবারিক পরিবেশ (Family Environment): পরিবারের পরিবেশ শিশুকে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তা করে। পরিবারের অন্তর্গত বিভিন্ন উদ্দীপকের সমবায় হল পারিবারিক পরিবেশ। পারিবারিক পরিবেশ শিশুর মধ্যে ব্যক্তি বৈষম্য সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। শিশু জন্মের পর থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বেড়ে ওঠে। ফলে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য দ্বারাই সে প্রভাবিত হয়। মা-বাবা, ভাই-বোন ও অন্যান্য সদস্যদের আচরণ শিশুর বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

C. বিদ্যালয় পরিবেশ (School Environment): শিশু বিদ্যালয়ে যে সমস্ত উদ্দীপকের সম্মুখীন হয় তার সমবায় হল বিদ্যালয় পরিবেশ। শিশুর বিকাশে পরিবারের পরেই বিদ্যালয় পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বিদ্যালয় পরিবেশ, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, শিক্ষকদের আচরণ শিক্ষার্থীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন, শৃঙ্খলাপরায়ণ, নিয়ানুবর্তিতা, শিক্ষকের জীবনাদর্শন, কথাবার্তা ইত্যাদি শিশুর বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

D. সামাজিক পরিবেশ (Social Environment): শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর শিশু ধীরে ধীরে সামাজিক পরিবেশ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। শিশু পরিণত হয়ে ওঠার পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ, সংস্কৃতি অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রভাবে ব্যক্তি সমাজে বিশেষভাবে মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগ পায়। এই সব সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও সংস্থার প্রভাবের তারতম্যের অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়।

E. সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment): সাংস্কৃতিক পরিবেশ শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং শিশুর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সকলের সামনে তুলে ধরে। যেমন- নাচ, গান, কবিতা, আবৃত্তি, অঙ্কন ইত্যাদি শিশুর সাংস্কৃতিক দিকের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা (Role of Environment in Individual Difference):

(1) গর্ভকালীন পরিবেশের ভূমিকা (Role of Maternal Environment): গর্ভকালীন পরিবেশ শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন পরিবেশে কমবেশি ১০ মাস ১০ দিন থাকে। এই সময়কালটা শিশু সম্পূর্ণরূপে মায়ের উপর নির্ভরশীল। মায়ের শারীরিক অবস্থা, হাঁটাচলা, খাদ্যগ্রহণ, কাজকর্ম, মানসিক অবস্থা প্রভৃতি শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে, ফলে বলা যেতেই পারে শিশুর ব্যক্তিগত বৈষম্য অনেকাংশে গর্ভকালীন পরিবেশের উপর নির্ভর করে। মা যতটা সুস্থ থাকবে শিশুর পরবর্তী কালে জীবন বিকাশে ততটায় স্বাভাবিক হবে।

(II) প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা (Role of Natural Environment): প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের কারণেই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন রকমের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- দৈহিক গঠন, বর্ণ, স্বভাব ইত্যাদি প্রাকৃতিক জীবনযাত্রার মধ্যেও বৈষম্য দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ অধিক কর্মঠ, পরিশ্রমী হয় সমতলের মানুষের থেকে। আবার ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষ, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষ ইত্যাদি অঞ্চল ভিত্তিক ব্যক্তির মধ্যে খাদ্যাভাস, স্বভাব আচার আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে বৈষম্য দেখা যায়।

(III) পারিবারিক পরিবেশের ভূমিকা (Role of Family Environment): প্রতিটা পরিবার তার নিজস্ব কতগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবনযাপন করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অন্য পরিবার থেকে স্বতন্ত্র হয়। অর্থাৎ প্রতিটি পরিবারের বৈষম্য সেই পরিবারের সদস্যদেরকে প্রভাবিত করে যা তাদের ব্যক্তিগত বৈষম্য সৃষ্টি করে। প্রতিটা পরিবারের রীতিনীতি, খাদ্যাভাস, নিয়মকানুন অপর পরিবার থেকে আলাদা, আর এই বৈষম্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়।

(IV) বিদ্যালয় পরিবেশের ভূমিকা (Role of School Enviroment): শিশুর ব্যক্তি বৈষম্য সৃষ্টিকারী আর একটি মাধ্যম বা সংস্থা হল বিদ্যালয় পরিবেশ। শিশু পারিবারিক পরিবেশ থেকে বিদ্যালয় পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হলে বিদ্যালয় পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপক যেমন- বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন, শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণ, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সৃজনশীলমূলক কর্মসূচী বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা শিশুকে ব্যক্তি বৈষম্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শিশু জীবনের একটা বড় অংশ বিদ্যালয় পরিবেশে অতিবাহিত করে ফলে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে এই পরিবেশের ভূমিকা অতুলনীয়।

(V) সামাজিক পরিবেশে ভূমিকা (Role of Social Environment): সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তির জীবনে সরাসরিভাবে যুক্ত থাকে। মানুষ সামাজিক জীব তাই সমাজ পরিবেশ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ফলে সামাজিক পরিবেশ এর মাধ্যমে ব্যক্তি বৈষম্য গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কেননা আমাদের প্রতিটি সমাজের আর্থ সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, সাক্ষরতা, নিরক্ষতা, দারিদ্র্য, চাকুরী জীবিতা, বেকারত্ব, বন্ধুত্ব, ধর্মীয় অবস্থা ইত্যাদি পৃথক। যার ফলে এক সমাজের ব্যক্তি অন্য সমাজের ব্যক্তি থেকে অনেক দিক দিয়েই আলাদা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তি বৈষম্য গড়ে তুলতেই অনেকটাই সাহায্য করে।

সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শুধুমাত্র বংশগতি নয়, পরিবেশও আমাদের ব্যক্তি বৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে অসামান্য কৃতিত্ব রেখে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে শিশুর যাতে সার্বিক বিকাশে কোনো বাধা না পায় তারজন্য তাদের আদর্শ পরিবেশ দিতে হবে।

1.10. শ্রেণিকক্ষে ব্যক্তিবৈষম্যের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Significance of Individual Difference in Education/Classroom):

শিক্ষা একটি সার্বজনীন বিষয় হলেও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্র বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যক্তিবৈষম্য রয়েছে। একটি শ্রেণিকক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী অন্যদের তুলনায় বুদ্ধি, শিখন দক্ষতা, পারদর্শিতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আলাদা। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যাক্তি বৈষম্য সম্পর্কে জানা একজন শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয়। কারণ-

১. শিক্ষানীতি প্রণয়ন (Formulation of Education Policy): একজন দক্ষ শিক্ষকের শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা, দক্ষতা, আগ্রহ, মনোভাব এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ চাহিদা ও সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে নীতি প্রণয়ন করা জরুরি।

২. পাঠ্যক্রম সংগঠন (Curriculum Organisation): শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বিবেচনায় রেখে পাঠ্যক্রম নমনীয় ও বৈচিত্র্যময় হওয়া উচিত। বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তার (Gardner's Multiple Intelligences Theory) ভিত্তিতে উপযুক্ত বিষয় সংযোজন করলে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও আগ্রহের ক্ষেত্রকে সমর্থন করা সম্ভব হয়।

৩. শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ (Determination of Teaching Method): শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ, আগ্রহ, পারিবারিক পরিবেশ ও মানসিক গঠনে পার্থক্য থাকে। কার্যকর শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের উচিত প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল নির্ধারণ করা, যা শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত করতে সহায়তা করবে।

৪. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকরণ (Classification of Learners): শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা প্রয়োজন হতে পারে, বিশেষত প্রকল্পভিত্তিক কাজ বা দলগত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত পার্থক্য অনুযায়ী উপযুক্ত শ্রেণিকরণ শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও কার্যকর করে তোলে।

৫. ব্যক্তিগত নির্দেশনা (Personal Guidance): শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী সঠিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য ব্যক্তিগত নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের শক্তি ও দুর্বলতা বুঝতে পারেন, তবে তারা যথাযথ দিকনির্দেশনা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মোন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারেন।

৬. আগ্রহভিত্তিক শিক্ষা (Interest-Based Education): শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ, মানসিক প্রবণতা ও আগ্রহ একে অপরের থেকে ভিন্ন। কেউ গণিত ও বিজ্ঞান পছন্দ করে, আবার কেউ সাহিত্য, সংগীত বা ক্রীড়ায় আগ্রহী হয়। এই পার্থক্য বিবেচনা করে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি সাজানো হলে শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ ও দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পায়।

৭. সফলতার জন্য প্রস্তুতি (Preparation for Achievement): শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, দক্ষতা, মানসিক গঠন, আগ্রহ ও শেখার ক্ষমতা ভিন্ন। সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা যদি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করে, তবে তারা ভবিষ্যতে জীবনে সফল হতে পারবে।

৮. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা (Classroom Management): শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ ও শেখার ধরন ভিন্ন হওয়ায় শিক্ষকদের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ করা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ শক্তির শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে শেখার মাধ্যমে বেশি উপকৃত হতে পারে, যেখানে কিছু শিক্ষার্থী কাঠামোবদ্ধ ও নীরব পরিবেশে ভালো শেখে।

৯. শিক্ষামূলক অন্তর্ভুক্তি (Inclusive Education): বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষকেরা যদি ব্যক্তিগত পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে তারা সহায়ক প্রযুক্তি, পিয়ার টিউটরিং এবং নমনীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে পারবেন।

1.11. সারাংশ (Summary)

ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual Differences) হল মানুষের বুদ্ধিমত্তা, শিখন দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, আগ্রহ এবং মানসিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য। এই পার্থক্যগুলি গঠিত হয় মূলত বংশগত ও পরিবেশগত উপাদানের মাধ্যমে, যা রবার্ট প্লোমিনের গবেষণায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে জেনেটিক ও পরিবেশগত প্রভাবের মিথস্ক্রিয়া মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকা এই পার্থক্যগুলো চিহ্নিত

করে উপযুক্ত শিক্ষানীতি, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা শিক্ষকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বংশগতির প্রভাব যেমন শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রাখে, তেমনি পরিবেশও শেখার সুযোগ, সামাজিক যোগাযোগ ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তাদের বিকাশে সহায়ক হয়।

শ্রেণিকক্ষে ব্যক্তিগত বৈষম্য বোঝা এবং তার ভিত্তিতে শিক্ষাদান কৌশল গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। আগ্রহভিত্তিক শিক্ষা, পার্থক্যকৃত শিক্ষাদান (Differentiated Instruction) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার (Inclusive Education) মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাদের নিজস্ব শক্তি অনুযায়ী বিকশিত হতে সাহায্য করা যায়। অতএব, ব্যক্তিগত বৈষম্যকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং শিক্ষাব্যবস্থায় এটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা শিক্ষার মানোন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। একটি সমন্বিত শিক্ষাকাঠামোর মাধ্যমে শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র চাহিদা ও দক্ষতার প্রতি যত্নবান হওয়া, যাতে তারা ভবিষ্যতে সামাজিক ও পেশাগত জীবনে সফল হতে পারে।

1.12. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. ব্যক্তিগত বৈষম্য বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
2. ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?
3. ব্যক্তিগত বৈষম্য কীভাবে শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে?
4. ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রধান দুটি কারণ কী কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
5. রবার্ট প্লোমিন ব্যক্তিগত পার্থক্যের কী কী কারণ উল্লেখ করেছেন?
6. বংশগতি কীভাবে ব্যক্তিগত বৈষম্য তৈরি করে? ব্যাখ্যা করুন।
7. পরিবেশ কীভাবে ব্যক্তিগত পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে?
8. পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তিগত বৈষম্য গঠনে কীভাবে ভূমিকা রাখে?
9. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের জন্য ব্যক্তিগত বৈষম্য বোঝা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
10. শিক্ষকেরা কীভাবে পার্থক্যকৃত শিক্ষাদান (Differentiated Instruction) প্রয়োগ করতে পারেন?
11. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য মোকাবিলায় কীভাবে সাহায্য করে?

1.13. গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

1. Canli, T. (Ed.). (2006). *Biology of personality and individual differences.* Guilford Press.
2. Chamorro-Premuzic, T. (2007). *Personality and individual differences.* Wiley.

3. Chamorro-Premuzic, T. (2013). *Confidence: Overcoming low self-esteem, insecurity, and self-doubt*. Hudson Street Press.
4. Chamorro-Premuzic, T. (2017). *The talent delusion: Why data, not intuition, is key to unlocking human potential*. Piatkus.
5. Chamorro-Premuzic, T. (2019). *Why do so many incompetent men become leaders? (And how to fix it)*. Harvard Business Review Press.
6. Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2005). *Personality and intellectual competence*. Routledge.
7. Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2010). *The psychology of personnel selection*. Cambridge University Press.
8. Chamorro-Premuzic, T., von Stumm, S., & Furnham, A. (Eds.). (2011). *The Wiley-Blackwell handbook of individual differences*. Wiley-Blackwell.
9. Corr, P. J. (Ed.). (2008). *The reinforcement sensitivity theory of personality*. Cambridge University Press.
10. Corr, P. J., & Matthews, G. (Eds.). (2009). *The Cambridge handbook of personality psychology*. Cambridge University Press.
11. Fisher, D. N., Brachmann, M., & Burant, J. B. (2018). Complex dynamics and development of behavioural individuality. *arXiv preprint arXiv:1803.08440*. Retrieved from arxiv.org.
12. Hogan, R., Johnson, J., & Briggs, S. (Eds.). (1997). *Handbook of personality psychology*. Academic Press.
13. Kaufman, S. B., & Sternberg, R. J. (2007). *The Cambridge handbook of intelligence*. Cambridge University Press.
14. Plomin, R., DeFries, J. C., Knopik, V. S., & Neiderhiser, J. M. (2013). *Behavioral genetics*. Worth Publishers.
15. Revelle, W. (2007). Individual differences and differential psychology. In *Handbook of research methods in personality psychology* (pp. 37-61). Guilford Press. Retrieved from personality-project.org.
16. Revelle, W., Wilt, J., & Condon, D. M. (2011). Individual differences and differential psychology: A brief history and prospect. In T. Chamorro-Premuzic,

S. von Stumm, & A. Furnham (Eds.), *The Wiley-Blackwell handbook of individual differences* (pp. 3-38). Wiley-Blackwell.

17. Roberts, B. W., & Hogan, R. (Eds.). (2001). *Personality psychology in the workplace*. American Psychological Association.
18. Williams, B., Myerson, J., & Hale, S. (2008). Individual differences, intelligence, and behavior analysis. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 90*(2), 219-231. Retrieved from researchgate.net.

UNIT-12 মেজাজ (TEMPERAMENT)

গঠন (Structure)

1.1. উদ্দেশ্য (Objectives)

1.2. ভূমিকা (Introduction)

1.3. মেজাজের ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and Definitions of Temperament)

1.4. মেজাজের প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Temperament)

1.5. রথবার্টের মেজাজের তিনটি বিস্তৃত মাত্রা (Rothbart's Three Broad Dimensions of Temperament)

1.6. মেজাজের ধরন (Types of Temperament)

1.7. মেজাজ এবং ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক (Relation Between Temperament and Personality)

1.8. মেজাজের শিক্ষাগত প্রভাব (Educational Implications of Temperament)

1.9. শিক্ষা ও মেজাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship Between Education and Temperament)

1.10. সারাংশ (Summary)

1.11. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1.12. গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

1.1. উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায় সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা করা হয় যে তারা:

1. মেজাজের সংজ্ঞা প্রদান করতে সক্ষম হবে এবং মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
2. মেজাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে এবং এটি ব্যক্তিত্বের সাথে পার্থক্য করতে শিখবে।
3. রথবার্টের মেজাজের তিনটি বিস্তৃত মাত্রা চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং উদাহরণসহ তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
4. বিভিন্ন ধরনের মেজাজ শ্রেণীবদ্ধ করতে পারবে এবং তাদের মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
5. মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারবে এবং যথাযথ উদাহরণ প্রদান করতে সক্ষম হবে।
6. শিক্ষার ক্ষেত্রে মেজাজ কীভাবে শেখার শৈলীকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
7. মেজাজের শিক্ষাগত প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে এবং শিক্ষণ পদ্ধতিকে এর সাথে খাপ খাওয়ানোর উপায় সুপারিশ করতে পারবে।
8. মেজাজ ও শিক্ষাগত সাফল্যের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
9. বিভিন্ন মেজাজের শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা পরীক্ষা করতে পারবে এবং পার্থক্যভিত্তিক শিক্ষণ কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
10. মেজাজ কীভাবে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করতে পারবে।

1.2. ভূমিকা (Introduction)

মেজাজ (Temperament) হল এমন সহজাত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি যা ব্যক্তির আবেগগত প্রতিক্রিয়া, আচরণ এবং পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এটি ব্যক্তিত্বের জৈবিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, যা জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে গঠিত হয় এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা মেজাজকে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি হিসেবে বর্ণনা করেন, যা নির্ধারণ করে কিভাবে একজন ব্যক্তি উদ্দীপনার (stimuli) প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাবে, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া করবে। এটি মূলত জিনগত উপাদান এবং প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ, যা ব্যক্তির মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, শক্তির মাত্রা এবং আবেগের তীব্রতাকে প্রভাবিত করে। এই পাঠসামগ্রীতে মেজাজের সংজ্ঞা ও ধারণা, এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, রথবার্টের মেজাজের তিনটি বিস্তৃত মাত্রা, মেজাজের বিভিন্ন ধরন, এবং মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে।

পাশাপাশি, শিক্ষার ক্ষেত্রে মেজাজের ভূমিকা ও এর শিক্ষাগত প্রভাবও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ, আচরণ এবং একাডেমিক সাফল্যের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

1.3. মেজাজের ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and Definitions of Temperament)

মেজাজ (Temperament) হল জন্মগত এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি সমষ্টি, যা ব্যক্তির আবেগগত প্রতিক্রিয়া (emotional responses), আচরণ (behavior) এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে (adaptability) প্রভাবিত করে। এটি জন্ম থেকেই বিদ্যমান এবং এটি নির্ধারণ করে যে একজন ব্যক্তি কীভাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সামাজিক পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। যদিও এটি প্রধানত জৈবিকভাবে নির্ধারিত (biologically based), তবে মেজাজ পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এবং সময়ের সাথে ব্যক্তিত্ব (personality) বিকাশে ভূমিকা রাখে।

মেজাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জৈবিক ভিত্তি (biological basis), যা শিশুর জন্ম থেকেই স্পষ্ট হয়। কিছু শিশু স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল ও কৌতূহলী, আবার কেউ লাজুক ও শান্ত প্রকৃতির হয়। এটি কর্মতৎপরতার মাত্রা (activity level) নির্ধারণ করে, অর্থাৎ কেউ বেশি সক্রিয় থাকে, আবার কেউ কম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (self-regulation), যা ব্যক্তি কীভাবে আবেগ, আবেগপ্রবণতা এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তা নির্ধারণ করে। যারা উচ্চ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন, তারা রাগ, হতাশা এবং হতাশা ভালোভাবে সামলাতে পারে, যেখানে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাব থাকলে ব্যক্তি হঠাৎ রেগে যাওয়া বা আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সামাজিকতা (sociability) মেজাজের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা নির্ধারণ করে যে একজন ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কেউ সহজেই মানুষের সাথে মিশতে পারে এবং দলগত পরিবেশে আনন্দ পায়, আবার কেউ বেশি একা থাকতে পছন্দ করে বা নতুন মানুষের সাথে মানিয়ে নিতে সময় নেয়। এটি মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা (adaptability) এর সাথে সম্পর্কিত, যা নির্ধারণ করে যে কেউ নতুন পরিবর্তনের সাথে কত সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। অত্যন্ত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি দ্রুত নতুন পরিবেশ ও কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে, যেখানে কম মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অসুবিধা অনুভব করতে পারে।

একজন ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা (mood) তার মেজাজ দ্বারা গঠিত হয়। কিছু মানুষ মেজাজগতভাবে ইতিবাচক ও আনন্দময় মনোভাব রাখে, অন্যদিকে কেউ কেউ তুলনামূলকভাবে গুরুতর বা বিষণ্ণ প্রকৃতির হতে পারে। এছাড়াও, নিয়মিততা (rhythmicity or regularity) হল মেজাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা ঘুম, খাওয়া এবং দৈনন্দিন অভ্যাসের ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে। কিছু ব্যক্তি প্রতিদিনের নির্দিষ্ট রুটিন অনুসরণ করে, যেখানে অন্যরা অনিয়মিত অভ্যাস বজায় রাখে। মেজাজ ব্যক্তিত্ব, শেখার ক্ষমতা (learning ability) এবং সামাজিক সম্পর্ককে (social relationships) গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যদিও এটি মূলত

জন্মগত, তবুও অভিভাবকত্ব, সংস্কৃতি এবং জীবন অভিজ্ঞতা মেজাজের প্রকাশের ধরনকে প্রভাবিত করে। মেজাজ বোঝা অভিভাবক, শিক্ষক এবং মনোবিজ্ঞানীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে এবং ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ প্রদান করতে পারে।

মেজাজ (Temperament) সম্পর্কিত গবেষণায় বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এবং গবেষকরা বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিচে মেজাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হলো:

থমাস ও চেস (Thomas & Chess, 1977): "Temperament refers to the biologically based individual differences in emotional and behavioral responses that are relatively stable over time and across situations." অর্থাৎ "মেজাজ হল জীববৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত এমন ব্যক্তিগত পার্থক্য যা আবেগ ও আচরণগত প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পায় এবং যা সময় ও পরিস্থিতির সাথে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে।"

বাস ও প্লোমিন (Buss & Plomin, 1984): "Temperament consists of early-appearing, stable individual differences in emotionality, activity level, and sociability that are primarily influenced by genetic factors." অর্থাৎ "মেজাজ হল শৈশব থেকেই দৃশ্যমান, আবেগপ্রবণতা, কার্যকলাপের মাত্রা ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্য, যা মূলত জিনগত প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হয়।"

কাগান (Kagan, 1994): "Temperament is an individual's biologically based tendency to respond to certain environmental stimuli in predictable ways, particularly in terms of inhibition and reactivity." অর্থাৎ "মেজাজ হল একটি ব্যক্তির জীববৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত প্রবণতা, যা নির্দিষ্ট পরিবেশগত উদ্দীপনার প্রতি পূর্বনির্ধারিত উপায়ে প্রতিক্রিয়া জানায়, বিশেষত প্রতিরোধ (inhibition) ও প্রতিক্রিয়াশীলতার (reactivity) ক্ষেত্রে।"

গোল্ডস্মিথ (Goldsmith et al., 1987):"Temperament is an individual's characteristic way of experiencing and expressing emotions, which remains relatively stable throughout life." অর্থাৎ "মেজাজ হল একজন ব্যক্তির আবেগ অনুভব এবং প্রকাশ করার একটি বৈশিষ্ট্যমূলক ধরন, যা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে।"

রথবার্ট ও ডেরিবেরি (Rothbart & Derryberry, 1981): "Temperament refers to individual differences in reactivity and self-regulation, influenced by biological processes that

shape behavior and emotional responses." অর্থাৎ "মেজাজ হল ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াশীলতা (reactivity) এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (self-regulation) এর পার্থক্য, যা আচরণ ও আবেগগত প্রতিক্রিয়াকে গঠনে জৈবিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়।"

স্ট্রেলাউ (Strelau, 1987): "Temperament is a set of biologically rooted personality traits that determine an individual's typical reactions to the environment, including energy levels, emotionality, and adaptability." অর্থাৎ "মেজাজ হল কিছু জৈবিকভাবে নির্ধারিত ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি, যা একজন ব্যক্তির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ার ধরন নির্ধারণ করে, যার মধ্যে শক্তির মাত্রা, আবেগপ্রবণতা এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকে।"

অলপোর্ট (Allport, 1937): "Temperament is the characteristic phenomenon of an individual's emotional nature, including their susceptibility to emotional stimulation, the speed and strength of response, and the quality of mood." অর্থাৎ "মেজাজ হল ব্যক্তির আবেগগত প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা, যা আবেগজনিত উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীলতা, প্রতিক্রিয়ার গতি ও শক্তি এবং মনের গুণগত মানকে অন্তর্ভুক্ত করে।"

আইজেনক (Eysenck, 1967): "Temperament is largely determined by genetic factors and influences personality dimensions such as extraversion, neuroticism, and psychoticism." অর্থাৎ "মেজাজ প্রধানত জিনগত কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং এটি ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন মাত্রাকে প্রভাবিত করে, যেমন বহির্মুখিতা (extraversion), স্নায়বিকতা (neuroticism) এবং মনোবৈকল্য (psychoticism)।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে বোঝা যায় যে মেজাজ মূলত জন্মগত, যা আবেগ, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। এটি সময়ের সাথে কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে, তবে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণত স্থিতিশীল থাকে। এটি নির্ধারণ করে কিভাবে একজন ব্যক্তি উদ্দীপনার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানায়, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সামাজিকভাবে মিথস্ক্রিয়া করে, যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি তৈরি করে।

1.4. মেজাজের প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Temperament)

মেজাজ (Temperament) হল ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতা, যা তার আবেগ, আচরণ এবং পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এটি প্রধানত বংশগত এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। নিচে মেজাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সহজাত এবং বংশগত (Innate and Hereditary): মেজাজ জন্মগত এবং মূলত জিনগত কারণ দ্বারা নির্ধারিত। ব্যক্তিত্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গঠিত হলেও, মেজাজ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা শিশুর জীবনের

শুরুতেই প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু শিশু জন্ম থেকেই শান্ত ও পরিতৃপ্ত হয়, আবার কেউ কেউ সংবেদনশীল বা তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে।

২. সময়ের সাথে স্থিতিশীল (Stable Over Time): মেজাজ সাধারণত জীবনের শুরুতেই গঠিত হয় এবং সময়ের সাথে খুব বেশি বদলায় না। যদিও শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা এর প্রকাশের ধরনকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে একজন মানুষ তার মূল মেজাজ ধরে রাখে।

৩. আচরণ এবং আবেগকে প্রভাবিত করে (Influences Behavior and Emotions): মেজাজ মানুষের প্রতিক্রিয়া, আবেগ ও মেজাজের উপর প্রভাব ফেলে। কেউ সহজেই রেগে যায়, আবার কেউ ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলায়। এই পার্থক্য মূলত মেজাজের কারণে হয়।। কিছু মানুষ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে শক্তিশালী আবেগপ্রবণ হতে পারে, আবার কেউ শান্ত থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সংবেদনশীল শিশু সহজেই কেঁদে ফেলতে পারে, যেখানে আরেকটি শিশু একই পরিস্থিতিতে শান্ত থাকতে পারে।

৪. ব্যক্তিভেদে পার্থক্য হয় (Varies Among Individuals): প্রত্যেক ব্যক্তির মেজাজ অনন্য, যার ফলে একই পরিস্থিতিতে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। একজন শিশু নতুন পরিবেশে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে, আবার অন্যজন নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সময় নিতে পারে।

৫. সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে (Affects Social Interactions): মেজাজ ব্যক্তির অন্যদের সাথে যোগাযোগের ধরনকে নির্ধারণ করে। বহির্মুখী (extroverted) এবং সামাজিক ব্যক্তিরা সহজেই সম্পর্ক গড়তে পারে, যেখানে অন্তর্মুখী (introverted) ব্যক্তিরা নতুন মানুষের সাথে মিশতে বেশি সময় নিতে পারে। এটি বন্ধুত্ব, দলগত কাজ এবং এমনকি কর্মজীবনের পছন্দেও প্রভাব ফেলে।

৬. ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে সংযুক্ত (Linked to Personality Development): মেজাজ হল ব্যক্তিত্বের জৈবিক ভিত্তি, তবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটি পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয় শিশু যদি উৎসাহিত হয়, তবে সে একজন সাহসী প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে, কিন্তু যদি তার শক্তিকে দমিয়ে রাখা হয়, তবে সে সতর্ক বা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠতে পারে।

৭. শৈশব থেকেই পর্যবেক্ষণযোগ্য (Observable from Early Childhood): শিশুর মেজাজ জন্মের পর থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কিছু শিশু অত্যন্ত সক্রিয়, কৌতূহলী বা মানিয়ে নিতে পারদর্শী হয়, যেখানে অন্যরা সংবেদনশীল, ধীরে ধীরে মানিয়ে নেওয়া বা পরিবর্তনের প্রতি প্রতিরোধী হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক জীবনেও কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান থাকে।

৮. বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিবদ্ধকরণ (Categorized into Different Types): গবেষকরা মেজাজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, থমাস ও চেস (Thomas & Chess, 1977) তিনটি শ্রেণি চিহ্নিত করেন-

I. সহজ (Easy) – সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে, ইতিবাচক এবং স্বাভাবিক অভ্যাসযুক্ত।
II. কঠিন (Difficult) – আবেগপ্রবণ, অনিয়মিত এবং খাপ খাওয়াতে কঠিন।
III. ধীরে মানিয়ে নেওয়া (Slow to Warm Up) – নতুন পরিস্থিতিতে দ্বিধাগ্রস্ত, তবে সময়ের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।

৯. শেখার ক্ষমতা এবং অভিযোজনকে প্রভাবিত করে (Influences Learning and Adaptation): একজন ব্যক্তির মেজাজ নির্ধারণ করে যে তারা কীভাবে নতুন জিনিস শেখে এবং নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। একটি অত্যন্ত সক্রিয় শিশু সাধারণ শ্রেণিকক্ষে বসে মনোযোগ ধরে রাখতে সমস্যা অনুভব করতে পারে, যেখানে একজন সাবধানী শিশু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার আগে সময় নিতে পছন্দ করতে পারে। এই পার্থক্যগুলো বোঝা শিক্ষক এবং অভিভাবকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১০. পরিবেশগত উপাদানের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে (Interacts with Environmental Factors): যদিও মেজাজ মূলত জৈবিক, এটি পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। অভিভাবকত্বের ধরণ, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সংস্কৃতি মেজাজের প্রকাশের ধরনকে পরিবর্তন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন একজন শিশু যদি সহায়ক নির্দেশনা পায়, তবে সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে, আবার উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন একজন শিশু যদি উপযুক্ত পরিবেশ পায়, তবে তার শক্তি ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

মেজাজ মানব আচরণের একটি মৌলিক দিক, যা আবেগ, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, শেখার ধরন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশকে প্রভাবিত করে। মেজাজ বোঝার মাধ্যমে অভিভাবক, শিক্ষক এবং মনোবিজ্ঞানীরা এমন পরিবেশ তৈরি করতে পারেন যা ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতাগুলোকে সমর্থন করে এবং ইতিবাচক বিকাশকে উৎসাহিত করে।

থমাস ও চেস (১৯৭৭) অনুযায়ী মেজাজের প্রকৃতি (Nature of Temperament According to Thomas & Chess, 1977): থমাস ও চেস (১৯৭৭) তাদের নিউ ইয়র্ক লংগিটিউডিনাল স্টাডি (New York Longitudinal Study - NYLS) এর মাধ্যমে মেজাজ নিয়ে একটি অগ্রগামী গবেষণা পরিচালনা করেন, যেখানে তারা মেজাজকে জৈবিকভাবে নির্ধারিত ও তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা শিশুর আচরণ ও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। তাদের গবেষণায় মেজাজের প্রকৃতির কয়েকটি মূল দিক তুলে ধরা হয়েছে:

1. জন্মগত ও জৈবিকভাবে নির্ধারিত (Innate and Biologically Based) – মেজাজ জন্মের পর থেকেই বিদ্যমান এবং এটি মূলত জিন দ্বারা নির্ধারিত।
2. সময়ের সাথে স্থিতিশীল (Stable Over Time) – মূল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয় না, তবে পরিবেশ এর প্রকাশকে প্রভাবিত করতে পারে।

3. মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা প্রভাবিত করে (Influences Adaptability) – কিছু শিশু সহজেই নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, আবার কেউ পরিবর্তনে অসুবিধা অনুভব করে।
4. ব্যক্তিভেদে পার্থক্য থাকে (Individual Differences) – মেজাজ সবার ক্ষেত্রে আলাদা হয় এবং এটি সহজ (Easy), কঠিন (Difficult) ও ধীরে মানিয়ে নেওয়া (Slow-to-Warm-Up) এই তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত।
5. সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে (Affects Social Behavior) – এটি মানুষের বন্ধু, পরিবার ও শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক গঠনে ভূমিকা রাখে।
6. পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে (Interacts with Environment) – পরিবেশ ও অভিভাবকত্ব মেজাজের প্রকাশকে প্রভাবিত করে এবং সঠিক পরিবেশ শিশুর বিকাশে সহায়ক হয়।
7. ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি তৈরি করে (Foundation for Personality) – ভবিষ্যতের ব্যক্তিত্ব ও আচরণগত প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

1.5. রথবার্টের মেজাজের তিনটি বিস্তৃত মাত্রা (Rothbart's Three Broad Dimensions of Temperament)

মনোবিজ্ঞানী মেরি রথবার্ট (Mary Rothbart) মেজাজের একটি আধুনিক মডেল উপস্থাপন করেন যা ব্যক্তির আবেগ, মনোযোগ, ও আচরণগত প্রতিক্রিয়া বোঝার একটি কাঠামো প্রদান করে। তিনি মেজাজের (Temperament) তিনটি বিস্তৃত মাত্রা চিহ্নিত করেছেন:

১. সার্জেন্সি/বহির্মুখিতা (Surgency/Extraversion): সার্জেন্সি বা বহির্মুখিতা হল ব্যক্তির ইতিবাচক আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা, নতুন অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহ ও সক্রিয়ভাবে পরিবেশের সাথে মেলামেশার প্রবণতা। এটি সেই প্রবৃত্তি নির্দেশ করে যেখানে একজন ব্যক্তি উৎসাহী, উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন ও সামাজিকভাবে সক্রিয় হন। এই বৈশিষ্ট্যটি মূলত ডোপামিনার্জিক সিস্টেম (Dopaminergic System) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা পুরস্কার, প্রেরণা ও আনন্দ অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে। বহির্মুখী ব্যক্তিরা সাধারণত বড় সামাজিক গোষ্ঠীতে যুক্ত হতে ও নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে আগ্রহী হন।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- উচ্চ কার্যকলাপের মাত্রা – চলাফেরা, খেলা ও শারীরিক কার্যকলাপে সক্রিয়তা।
- সামাজিকতা ও উদ্দীপনা – নতুন মানুষের সাথে মেলামেশা করার আগ্রহ।
- উদ্দীপনা ও রোমাঞ্চ-প্রীতি – চ্যালেঞ্জিং কাজ বা ঝুঁকি নেওয়ার প্রতি আকর্ষণ।
- ইতিবাচক আবেগপ্রকাশ – আনন্দ, উত্তেজনা ও হাসি-খুশি মনোভাব।

২. নেতিবাচক আবেগপ্রবণতা (Negative Affectivity): নেতিবাচক আবেগপ্রবণতা হল নেতিবাচক আবেগ (যেমন: ভয়, হতাশা, বিরক্তি ও দুঃখ) অনুভব ও প্রকাশ করার প্রবণতা। এই মাত্রার মাধ্যমে বোঝা যায় একজন ব্যক্তি কতটা সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ। নেতিবাচক আবেগপ্রবণতা অ্যামিগডালা (Amygdala) ও লিম্বিক সিস্টেম (Limbic System) এর কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। এই স্নায়বিক কেন্দ্রগুলি আবেগগত প্রতিক্রিয়া ও বিপদের প্রতি সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- উত্তেজিত হওয়ার প্রবণতা ও হতাশা – বাধা পেলে দ্রুত রেগে যাওয়া বা কষ্ট পাওয়া।
- ভয় ও উদ্বেগ অনুভব করা – নতুন বা অজানা পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তা বোধ করা।
- দুঃখ ও অস্বস্তি অনুভব করা – সহজে মন খারাপ হয়ে যাওয়া।
- নিজেকে সহজে শান্ত করতে না পারা – আবেগ নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা অনুভব করা।

৩. সচেতন নিয়ন্ত্রণ (Effortful Control): সচেতন নিয়ন্ত্রণ হল মনোযোগ, আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। এটি ব্যক্তির পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করার দক্ষতা ও আবেগ সামলানোর ক্ষমতা নির্দেশ করে। এই বৈশিষ্ট্য প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স (Prefrontal Cortex) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এর জন্য দায়ী।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ – নির্দিষ্ট কাজের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখা ও দরকারে দৃষ্টি পরিবর্তন করা।
- আবেগ নিয়ন্ত্রণ – তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দমন করা ও পরিস্থিতি বুঝে কাজ করা।
- পরিকল্পনা ও সমস্যা সমাধান – কাজের জন্য পূর্বপরিকল্পনা তৈরি করা ও সমস্যার সমাধান বের করা।

1.6. মেজাজের ধরন (Types of Temperament)

মেজাজ (Temperament) হল ব্যক্তির সহজাত, জৈবিকভাবে নির্ধারিত ব্যক্তিত্বের একটি দিক, যা তার আবেগগত, আচরণগত এবং প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমে মেজাজের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। নিচে সর্বাধিক স্বীকৃত মেজাজের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করা হলো–

১. থমাস ও চেস-এর তিনটি মেজাজের ধরন (Thomas and Chess's Three Temperamental Types): আলেকজান্ডার থমাস এবং স্টেলা চেস (Alexander Thomas & Stella Chess, 1977) শিশুদের মেজাজ বিশ্লেষণ করে তিনটি প্রধান ধরন চিহ্নিত করেন–

i. সহজ মেজাজের শিশু (Easy Children) – (৪০% শিশু): সহজে মানিয়ে নিতে পারে, ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন এবং নিয়মিত অভ্যাস অনুসরণ করে। সাধারণত খুশি থাকে, সহজে যত্ন নেওয়া যায় এবং নতুন পরিস্থিতিতে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে। উদাহরণ: নতুন স্কুল বা রুটিনের সাথে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে পড়া।

ii. কঠিন মেজাজের শিশু (Difficult Children) – (১০% শিশু): আবেগপ্রবণ, অনিয়মিত অভ্যাসের অধিকারী এবং পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে ধীরগতি সম্পন্ন। নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে, পরিচালনা করা কঠিন এবং পরিবর্তনের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়। উদাহরণ: খেলাধুলা থেকে ঘুমের সময়ে পরিবর্তন হলে বারবার রাগ বা কান্নাকাটি করা।

iii. ধীরে মানিয়ে নেওয়া শিশু (Slow-to-Warm-Up Children) – (১৫% শিশু): আবেগগত প্রতিক্রিয়ায় মৃদু এবং নতুন পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক। সময় নেয় মানিয়ে নিতে, তবে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়। উদাহরণ: নতুন খেলাধুলার দলে প্রথমে অংশ নিতে অনীহা দেখানো, তবে পরে ধীরে ধীরে যুক্ত হওয়া।

২. কাগানের আচরণগত সংযম (Kagan's Behavioral Inhibition): মনোবিজ্ঞানী জেরোম কাগান (Jerome Kagan) মেজাজকে নতুন ও অপরিচিত পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে দুটি ভাগে ভাগ করেন–

i. সংযত শিশু (Inhibited Children): সতর্ক, লাজুক এবং নতুন উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীল। অপরিচিত পরিস্থিতি ও মানুষের সামনে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। উদাহরণ: নতুন মানুষের সামনে বাবা-মায়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা।

ii. অসংযত শিশু (Uninhibited Children): আত্মবিশ্বাসী, সাহসী এবং নতুন পরিবেশে দ্রুত খাপ খাওয়াতে সক্ষম। নতুন অভিজ্ঞতায় দ্রুত আগ্রহী হয় এবং সামাজিকভাবে সক্রিয় থাকে। উদাহরণ: নতুন খেলনা বা শিশুদের সাথে সঙ্গে সঙ্গে খেলা শুরু করা।

৩. রথবার্টের তিনটি বিস্তৃত মাত্রা (Rothbart's Three Broad Dimensions): মেরি রথবার্ট (Mary Rothbart) মেজাজকে তিনটি বিস্তৃত মাত্রায় শ্রেণিবদ্ধ করেছেন–

i. সার্জেন্সি/বহির্মুখিতা (Surgency/Extraversion): উচ্চ শক্তির মাত্রা, সামাজিকতা এবং ইতিবাচক আবেগ।

ii. নেতিবাচক আবেগপ্রবণতা (Negative Affectivity): ভয়, হতাশা এবং বিরক্তির প্রতি সংবেদনশীলতা।

iii. সচেতন নিয়ন্ত্রণ (Effortful Control): মনোযোগ, আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা।

৪. ক্লোনিঙ্গারের মেজাজ ও চরিত্র মডেল (Cloninger's Temperament and Character Model): রবার্ট ক্লোনিঙ্গার (Robert Cloninger) মেজাজকে চারটি মাত্রায় ভাগ করেছেন–

i. নবীনতা অনুসন্ধান (Novelty Seeking): নতুন অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহী ও উদ্দীপনাময়। উদাহরণ: অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ব্যক্তি, যারা স্কাইডাইভিং উপভোগ করে।

ii. ক্ষতির পরিহার (Harm Avoidance): সতর্ক, উদ্বিগ্ন ও ঝুঁকি এড়াতে পছন্দ করে। উদাহরণ: জনবহুল স্থান বা অপরিচিত পরিবেশ এড়িয়ে চলে।

iii. পুরস্কার নির্ভরতা (Reward Dependence): সামাজিক, প্রশংসা পেতে পছন্দ করে ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রতি সংবেদনশীল। উদাহরণ: কাজের জন্য স্বীকৃতি বা প্রশংসা পেতে চায়।

iv. অধ্যবসায় (Persistence): কঠোর পরিশ্রমী, লক্ষ্যমুখী এবং বাধা অতিক্রমে সক্ষম। উদাহরণ: যে ব্যক্তি কঠিন প্রকল্প সম্পন্ন করতে অবিচল থাকে।

1.7. মেজাজ এবং ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক (Relation Between Temperament and Personality)

মেজাজ (Temperament) এবং ব্যক্তিত্ব (Personality) একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত হলেও, তারা স্বতন্ত্র মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা। মেজাজ হলো জন্মগত বৈশিষ্ট্য, যা ব্যক্তির আবেগগত প্রতিক্রিয়া এবং আচরণগত প্রবণতাকে প্রভাবিত করে (Rothbart & Bates, 2006)। অন্যদিকে, ব্যক্তিত্ব একটি বিস্তৃত ধারণা, যা মেজাজের পাশাপাশি অভিজ্ঞতা, শেখার প্রক্রিয়া এবং সামাজিক প্রভাব দ্বারা গঠিত হয়। এই সম্পর্ক বোঝা ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং পৃথক পৃথক মানুষের আচরণের তারতম্য ব্যাখ্যা করতে সহায়ক।

১. ব্যক্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে মেজাজ (Temperament as the Foundation of Personality): মেজাজ ব্যক্তিত্বের জৈবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি এমন সহজাত বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত যা কোনো ব্যক্তি আবেগগত এবং আচরণগতভাবে কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে তা নির্ধারণ করে (Goldsmith et al., 1987)। এই বৈশিষ্ট্যগুলি শৈশব থেকেই স্পষ্ট হয় এবং সাধারণত আজীবন স্থিতিশীল থাকে। উদাহরণস্বরূপ: একটি শিশু যদি খুব সংবেদনশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল হয়, তবে সে ভবিষ্যতে সতর্ক ও অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে। একটি শিশু যদি উৎসাহী এবং সামাজিক হয়, তবে সে আত্মবিশ্বাসী ও বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে পারে। এই মেজাজের ধরনগুলো ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করে (Thomas & Chess, 1977)।

২. স্থায়িত্ব বনাম পরিবর্তন: কিভাবে ব্যক্তিত্ব মেজাজ থেকে বিকশিত হয় (Stability vs. Change: How Personality Develops from Temperament): যদিও মেজাজ সাধারণত স্থায়ী, ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীল এবং এটি অভিজ্ঞতা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত হয় (Caspi, Roberts, & Shiner, 2005)।

মেজাজ সহজাত – এটি প্রধানত জিনগত ও জৈবিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় (Kagan, 1994)। ব্যক্তিত্ব শেখা হয় – এটি পরিবার, সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত দ্বারা গঠিত হয় (McCrae et al., 2000)।

উদাহরণস্বরূপ: একটি শিশু যদি প্রকৃতিগতভাবে লাজুক হয়, তবে সামাজিক পরিবেশে উৎসাহ এবং ইতিবাচক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে। একটি শিশু যদি সাহসী এবং উচ্চপ্রাণ মেজাজের হয়, তবে কঠোর বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সে সংযত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারে। অতএব, ব্যক্তিত্ব গঠনে সহজাত মেজাজ এবং পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা উভয়ই ভূমিকা রাখে (Shiner et al., 2003)।

৩. পরিবেশের ভূমিকা: মেজাজ থেকে ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রভাব (The Role of the Environment in Shaping Personality): যদিও মেজাজ প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, ব্যক্তিত্ব গঠনে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, শেখার অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশমূলক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Larsen & Buss, 2018)। উদাহরণস্বরূপ, কঠিন মেজাজের একটি শিশু যদি ইতিবাচক সামাজিক সমর্থন পায়, তবে সে সহনশীলতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ বিকাশ করতে পারে, কিন্তু কঠোর ও নেতিবাচক পরিবেশে সে আক্রমণাত্মক বা আত্মসংকোচনমূলক হয়ে উঠতে পারে (Bates et al., 1998)।

মেজাজ থেকে ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রভাবক (Factors That Influence Personality Development from Temperament):

I. পিতামাতার ভূমিকা (Parental Influence) – সহানুভূতিশীল এবং ইতিবাচক অভিভাবকত্ব একটি শিশুর মেজাজকে ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যে রূপান্তর করতে পারে (Eisenberg et al., 2005)।
II. শিক্ষা ও সংস্কৃতি (Education & Culture) – শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (McCrae & Terracciano, 2005)।
III. সামাজিক অভিজ্ঞতা (Social Experiences) – বন্ধু, সহপাঠী ও সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রভাব ফেলে (Roberts & DelVecchio, 2000)।

৪. মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ: মেজাজ এবং ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক (Psychological Theories Linking Temperament and Personality): বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী মেজাজ এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন:

I. আইজেনকের ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব (Eysenck's Personality Theory, 1967): হান্স আইজেনক (Hans Eysenck) দেখান যে, জৈবিক উপাদান ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য যেমন বহির্মুখিতা, স্নায়বিকতা ও মনস্তাত্ত্বিকতা গঠনে ভূমিকা রাখে (Eysenck, 1991)। উদাহরণস্বরূপ:স্নায়বিকতা (Neuroticism); যা আবেগগত প্রতিক্রিয়াশীলতা (emotional reactivity) এর সাথে সম্পর্কিত।

II. বিগ ফাইভ ব্যক্তিত্ব মডেল (The Big Five Personality Model, Costa & McCrae, 1992): পাঁচটি প্রধান ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য (উন্মুক্ততা, সচেতনতা, বহির্মুখিতা, সহমর্মিতা, এবং স্নায়বিকতা) মেজাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত (McCrae et al., 2000)। উদাহরণস্বরূপ: বহির্মুখিতা (Extraversion); উচ্চ সার্জেন্সি/বহির্মুখিতা (surgency/extraversion) মেজাজের সাথে সম্পর্কিত।

III. বাস ও প্লোমিনের মেজাজ তত্ত্ব (Buss and Plomin's Temperament Theory, 1984): এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মেজাজ তিনটি মাত্রায় বিভক্ত – আবেগপ্রবণতা (Emotionality), কার্যকলাপ (Activity) এবং সামাজিকতা (Sociability) – যা ব্যক্তিত্ব বিকাশকে প্রভাবিত করে (Buss & Plomin, 1984)।

এই তত্ত্বগুলি দেখায় যে মেজাজ ব্যক্তিত্বের জৈবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যা পরবর্তী সময়ে পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়।

৫. মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে সম্পর্কের সারসংক্ষেপ (The Dynamic Interaction Between Temperament and Personality): মেজাজ এবং ব্যক্তিত্ব গভীরভাবে সংযুক্ত । মেজাজ জন্মগত, জৈবিকভাবে নির্ধারিত এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল (Kagan, 1994)। ব্যক্তিত্ব হলো মেজাজ, সামাজিক প্রভাব, অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের সমন্বিত ফলাফল (Caspi et al., 2005)। যদিও মেজাজ ব্যক্তির প্রাথমিক আবেগগত ও আচরণগত প্রবণতা নির্ধারণ করে, ব্যক্তিত্ব জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিবর্তিত ও অভিযোজিত হয়। সুতরাং, ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র মেজাজের প্রতিফলন নয়, বরং এটি প্রকৃতি (মেজাজ) এবং লালন-পালন (পরিবেশগত প্রভাব) এর মধ্যে একটি গতিশীল মিথস্ক্রিয়া।

1.8. মেজাজের শিক্ষাগত প্রভাব (Educational Implications of Temperament)

শিক্ষার্থীদের **শেখার ধরন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া** মেজাজ (Temperament) দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিক্ষকদের জন্য মেজাজ বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি **একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহায়ক এবং কার্যকর শেখার পরিবেশ** তৈরিতে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের মেজাজগত পার্থক্য চিহ্নিত করে এবং তাদের উপযোগী শিক্ষাদান কৌশল প্রয়োগ করে, শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও সামাজিক বিকাশকে সহায়তা করতে পারেন। নিচে মেজাজের শিক্ষাগত প্রভাবের মূল দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

১. শিক্ষাদান কৌশল নির্ধারণ (Tailoring Teaching Strategies): শিক্ষার্থীদের মেজাজ অনুযায়ী শিক্ষাদান কৌশল পরিবর্তন ও মানিয়ে নেওয়া তাদের শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও কার্যকর করে।

- উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য চলমান শিক্ষাদান কৌশল, যেমন ভূমিকা পালন (Role-playing), হাতে-কলমে কার্যক্রম (Hands-on activities) এবং দলগত প্রকল্প (Group projects) উপযুক্ত।
- নিম্ন-শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য নিরিবিলি ও গঠনমূলক কার্যক্রম, যেমন স্বতন্ত্র পড়াশোনা, গবেষণা ও রচনা লেখা কার্যকর হতে পারে।
- ধীরে মানিয়ে নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যবেক্ষণের সুযোগ এবং নতুন কার্যক্রমের ধাপে ধাপে সংযুক্তির (Gradual participation) সুযোগ প্রয়োজন।
- উচ্চ সংবেদনশীল শিক্ষার্থীদের জন্য চাপ কমানোর কৌশল, যেমন মননশীলতা ব্যায়াম (Mindfulness exercises) এবং পূর্বানুমানযোগ্য শ্রেণিকক্ষ রুটিন সহায়ক।

২. সহায়ক শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ (Supportive Classroom Environment): একটি শ্রেণিকক্ষ যা শিক্ষার্থীদের **বিভিন্ন মেজাজের প্রতি সংবেদনশীল**, সেটি তাদের শেখার আগ্রহ ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারে।

- নমনীয় বসার ব্যবস্থা (Flexible Seating): কিছু শিক্ষার্থী স্ট্যান্ডিং ডেস্ক, বিন ব্যাগ বা নিরিবিলি কোণ (Quiet Corners) পছন্দ করতে পারে, যা তাদের কার্যকলাপের মাত্রা ও সংবেদনশীল চাহিদা পূরণ করবে।
- গঠিত রুটিন (Structured Routines): নির্দিষ্ট সময়সূচি ও পূর্বপরিকল্পিত ক্লাসরুম কার্যক্রম কম অভিযোজিত (Low Adaptability) শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রদান করে।
- ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া (Positive Reinforcement): প্রশংসা ও পুরস্কার মনোযোগের অভাব বা অধ্যবসায়ের অভাবে ভুগতে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে সহায়ক হতে পারে।

৩. সামাজিক ও আবেগিক শিক্ষা (Social-Emotional Learning - SEL): মেজাজগত পার্থক্যের কারণে শিক্ষার্থীদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক দক্ষতা শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- আবেগ নিয়ন্ত্রণ (Emotional Regulation): গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, ধ্যান বা শারীরিক ব্যায়াম উচ্চ সংবেদনশীল শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

- সহানুভূতি ও সহযোগিতা (Empathy and Cooperation): দলগত কার্যক্রম ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া শিক্ষার্থীদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়ক।

- সহনশীলতা (Resilience) ও সমস্যা সমাধান দক্ষতা: শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতাকে শেখার একটি অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে শেখানো তাদের ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক হবে।

৪. পার্থক্যভিত্তিক শিক্ষাদান (Differentiated Instruction): একই ক্লাসরুমে ভিন্ন মেজাজের শিক্ষার্থীদের শেখার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে বৈচিত্র্যময় শিক্ষাদান কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- বিভিন্ন শেখার উপকরণ (Varied Learning Materials): দৃশ্যমান (Visual), শ্রবণযোগ্য (Auditory), স্পর্শনীয় (Kinesthetic) উপকরণ ব্যবহার শিক্ষার্থীদের শেখার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।

- নমনীয় দলবদ্ধকরণ (Flexible Grouping): শিক্ষার্থীদের শেখার শৈলী ও মেজাজের সাথে মানানসই দলগত কাজ শেখার আগ্রহ বাড়াতে পারে।

- পর্যায়ক্রমিক কাজ (Scaffolded Tasks): বড় কাজকে ছোট ধাপে ভাগ করা নিম্ন অধ্যবসায়ী ও মনোযোগ কম থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর হতে পারে।

৫. আচরণগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা (Addressing Behavioral Challenges): শিক্ষার্থীদের মেজাজ বুঝতে পারলে আচরণগত সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে সমাধান করা সম্ভব।

- উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সহজেই অস্থির হতে পারে, তাই নিয়মিত বিশ্রামের সুযোগ (Movement Breaks) ও শারীরিক কার্যক্রম তাদের জন্য উপকারী।

- উচ্চ সংবেদনশীল শিক্ষার্থীদের জন্য চাপ বা উদ্বেগ মোকাবিলায় শান্ত পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

- ধীরে মানিয়ে নেওয়া শিক্ষার্থীদের নতুন কার্যক্রমে ধাপে ধাপে সংযুক্তির সুযোগ দেওয়া উচিত।

৬. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Teacher-Student Relationships): একজন শিক্ষকের **সহানুভূতি ও** বোঝাপড়া শিক্ষার্থীদের মেজাজগত চ্যালেঞ্জ কমাতে সাহায্য করে।

- সহানুভূতি ও বোঝাপড়া (Empathy and Understanding): শিক্ষকেরা যদি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলো বুঝতে পারেন, তবে তারা তাদের শেখার কৌশল পরিবর্তন করতে পারেন।

- ব্যক্তিগত মনোযোগ (Individual Attention): শিক্ষার্থীদের শক্তি ও দুর্বলতা অনুযায়ী সহায়তা প্রদান শেখার দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক।

- উন্মুক্ত যোগাযোগ (Open Communication): শিক্ষার্থীদের তাদের অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দিলে শ্রেণিকক্ষে সহযোগিতার সম্পর্ক উন্নত হয়।

৭. অভিভাবক ও পরিচর্যাকারীদের সহায়তা (Supporting Parents and Caregivers): শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উন্নতিতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- অভিভাবকদের শিক্ষা প্রদান (Parent Education): শিশুর মেজাজ ও শেখার চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা শিক্ষার উন্নতিতে সহায়ক।
- সমন্বিত কৌশল (Consistent Strategies): বিদ্যালয় ও বাড়ির শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে সঙ্গতি বজায় রাখা শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী।
- নিয়মিত প্রতিক্রিয়া (Regular Feedback): অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

৮. দীর্ঘমেয়াদী উপকারিতা (Long-Term Benefits): মেজাজভিত্তিক শিক্ষাদান দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষার্থীদের **ব্যক্তিগত, সামাজিক ও একাডেমিক বিকাশে** সহায়ক।

- একাডেমিক সাফল্য (Academic Achievement): শিক্ষার্থীরা তাদের মেজাজের সাথে মানানসই শেখার পরিবেশে ভালো ফলাফল করতে পারে।
- সামাজিক দক্ষতা (Social Skills): মেজাজভিত্তিক শিক্ষাদান সহানুভূতি, নেতৃত্ব ও সহানুভূতিশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
- মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health): সময়মতো সহায়তা প্রদান উদ্বেগ, আত্মবিশ্বাসের অভাব ও আচরণগত সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক।

1.9. শিক্ষা ও মেজাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship Between Education and Temperament)

শিক্ষা এবং মেজাজের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মেজাজ হলো ব্যক্তির সহজাত মেজাজ, যা তার শেখার ধরন, শ্রেণীকক্ষের আচরণ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। শিক্ষকরা যদি শিক্ষার্থীদের মেজাজ বুঝতে পারেন, তাহলে তারা আরও কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। নিচে শিক্ষা ও মেজাজের সম্পর্কের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা হলো।

১. মেজাজ শেখার শৈলীকে প্রভাবিত করে (Temperament Influences Learning Style): মেজাজ শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ ও মনোযোগের স্তর নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু শিক্ষার্থী সহজেই মনোযোগ ধরে রাখতে পারে, আবার কিছু শিক্ষার্থীর মনোযোগ দ্রুত বিঘ্নিত হয়। উচ্চ অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থীরা শেখার কাজে গভীর মনোযোগ দিতে পারে, যেখানে কম অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষণীয় পাঠ বেশি কার্যকরী হতে পারে (Rothbart & Bates, 2006)।

২. মেজাজ শ্রেণীকক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করে (Temperament Affects Classroom Behavior): শিক্ষার্থীদের মেজাজ শ্রেণীকক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করে। উচ্চ কার্যকলাপসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে চঞ্চল হতে পারে এবং চলন-ভিত্তিক শেখার উপায়ে ভালো ফলাফল করতে পারে। অন্যদিকে, শান্ত প্রকৃতির শিক্ষার্থীরা কাঠামোবদ্ধ পরিবেশে ভালো শিখতে পারে (Keogh, 2003)।

৩. আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও একাডেমিক সাফল্য (Emotional Regulation and Academic Performance): শিক্ষার্থীর আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার একাডেমিক সাফল্যের উপর প্রভাব ফেলে। সহজেই উদ্বিগ্ন বা হতাশাগ্রস্ত হওয়া শিক্ষার্থীরা আবেগ নিয়ন্ত্রণে সমস্যায় পড়তে পারে, যা তাদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ কমিয়ে দেয়। শিক্ষকেরা যদি তাদের সহায়ক কৌশল শেখান, তাহলে তারা ভালো ফল করতে পারে (Eisenberg et al., 2005)।

৪. মেজাজ এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Temperament and Social Interaction): কিছু শিক্ষার্থী সহজে অন্যদের সঙ্গে মিশতে পারে, যেখানে কিছু শিক্ষার্থী লাজুক হয় এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় সমস্যা অনুভব করে। শিক্ষকরা যদি ধীরে ধীরে লাজুক শিক্ষার্থীদের দলে কাজ করতে উৎসাহিত করেন, তাহলে তারা ভালোভাবে সামাজিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে (Chess & Thomas, 1996)।

৫. মেজাজ অনুযায়ী শিক্ষার পদ্ধতি মানিয়ে নেওয়া (Adapting Teaching Methods Based on Temperament): শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মেজাজ অনুযায়ী শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ধীরগতির শিক্ষার্থীদের জন্য ধাপে ধাপে শেখানোর কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে, যেখানে দ্রুত শিখতে সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য চ্যালেঞ্জিং কাজ দেওয়া যেতে পারে (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000)।

৬. দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাগত ফলাফল (Long-Term Educational Outcomes): মেজাজ শিক্ষার্থীদের দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাগত ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে। যে শিশুরা মনোযোগ ধরে রাখতে পারে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তারা সাধারণত ভালো ফলাফল করে এবং শ্রেণীকক্ষে কম সমস্যার সম্মুখীন হয় (Valiente et al., 2007)।

শিক্ষা ও মেজাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একজন শিক্ষার্থী কিভাবে শেখে, যোগাযোগ করে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে, তা তার মেজাজের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষকেরা যদি শিক্ষার্থীদের মেজাজ অনুযায়ী শিক্ষা পদ্ধতি মানিয়ে নিতে পারেন, তাহলে তারা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পারবেন। এটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত সাফল্য, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করে।

1.11. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. মেজাজ (Temperament) বলতে কী বোঝায়? এটি কীভাবে ব্যক্তিত্বের থেকে ভিন্ন?
2. মেজাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
3. রথবার্টের মেজাজের তিনটি বিস্তৃত মাত্রা (Rothbart's Three Broad Dimensions of Temperament) কী কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
4. মেজাজের বিভিন্ন ধরন (Types of Temperament) কী কী? একটি তালিকা তৈরি করুন।
5. মেজাজ এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?
6. শিক্ষার্থীদের শেখার শৈলীর ওপর মেজাজ কীভাবে প্রভাব ফেলে?
7. শ্রেণীকক্ষের আচরণে মেজাজের ভূমিকা কী? উদাহরণ দিন।
8. শিক্ষার ক্ষেত্রে মেজাজের প্রভাব কীভাবে পড়ে? শিক্ষকদের জন্য এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
9. মেজাজ ও শিক্ষাগত সাফল্যের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে?
10. শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মেজাজ অনুযায়ী শিক্ষার কৌশল কীভাবে মানিয়ে নিতে পারেন?
11. দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাগত ফলাফলের ওপর মেজাজের প্রভাব কী?
12. শিক্ষার্থীদের মেজাজ অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ কীভাবে উপযোগী করা যায়?
13. শিক্ষকরা কীভাবে বিভিন্ন মেজাজসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করতে পারেন?

1.12. গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

1. Buss, A. H., & Plomin, R. (1984). *Temperament: Early developing personality traits.* Lawrence Erlbaum Associates.
2. Chess, S., & Thomas, A. (1996). *Temperament: Theory and practice.* Brunner/Mazel.
3. Cloninger, C. R. (2004). *Feeling good: The science of well-being.* Oxford University Press.
4. Eisenberg, N., Sadovsky, A., & Spinrad, T. L. (2005). Associations of emotion-related regulation with language skills, emotion knowledge, and academic

outcomes. *New Directions for Child and Adolescent Development, 2005*(109), 109–118. https://doi.org/10.1002/cd.143

5. Goldsmith, H. H., & Campos, J. J. (1982). Toward a theory of infant temperament. In R. N. Emde & R. J. Harmon (Eds.), *The development of attachment and affiliative systems* (pp. 161–193). Springer.
6. Kagan, J. (1994). *Galen's prophecy: Temperament in human nature*. Basic Books.
7. Kagan, J., & Snidman, N. (2004). *The long shadow of temperament*. Harvard University Press. https://www.hup.harvard.edu
8. Keogh, B. K. (2003). *Temperament in the classroom: Understanding individual differences*. Brookes Publishing.
9. Rimm-Kaufman, S. E., & Pianta, R. C. (2000). An ecological perspective on the transition to kindergarten: A theoretical framework to guide empirical research. *Journal of Applied Developmental Psychology, 21*(5), 491–511. https://doi.org/10.1016/S0193-3973(00)00051-4
10. Rothbart, M. K. (2011). *Becoming who we are: Temperament and personality in development*. Guilford Press. https://www.guilford.com
11. Rothbart, M. K., & Bates, J. E. (2006). Temperament. In N. Eisenberg (Ed.), *Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality development* (6th ed., pp. 99–166). Wiley.
12. Shiner, R. L., & DeYoung, C. G. (2013). The structure of temperament and personality traits: A developmental perspective. In P. D. Zelazo (Ed.), *The Oxford handbook of developmental psychology* (Vol. 2, pp. 113–141). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199958474.013.0005
13. Thomas, A., & Chess, S. (1977). *Temperament and development*. Brunner/Mazel.
14. Valiente, C., Lemery-Chalfant, K., Swanson, J., & Reiser, M. (2007). Prediction of children's academic competence from their effortful control, relationships, and classroom participation. *Journal of Educational Psychology, 99*(1), 108–119. https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.1.108
15. Zentner, M., & Shiner, R. L. (Eds.). (2012). *Handbook of temperament*. Guilford Press. https://www.guilford.com

<u>UNIT-13 মানব চাহিদা (HUMAN NEEDS)</u>

13.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

13.2. ভূমিকা (Introduction)

13.3. মানব চাহিদা: ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and definitions of Human needs)

13.4. মানব চাহিদার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Human needs)

13.5. মানব চাহিদার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (Perspectives of Human Needs)

13.6. মানব চাহিদার ধরন (Types of Human needs)

13.7. শিক্ষার ক্ষেত্রে মানব চাহিদার গুরুত্ব (Educational Significance of Human needs)

13.8. সারাংশ (Summary):

13.9. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

13.10. গ্রন্থপঞ্জি (References)

13.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

এই অধ্যায়টি সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে-

- ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং শিক্ষাগত প্রেক্ষাপটে মানব চাহিদার অর্থ ও গুরুত্ব বুঝতে পারবে।
- বিভিন্ন গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের দেওয়া মানব চাহিদার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- মানব চাহিদার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
- মানব চাহিদাকে শারীরিক (physiological), মানসিক (psychological), সামাজিক (social) এবং জ্ঞানসংক্রান্ত (intellectual) বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবে।
- কীভাবে মানব চাহিদা শিক্ষণ ও শিখন (teaching and learning) প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

13.2. ভূমিকা (Introduction)

মানব চাহিদা হলো মানুষের এমন সব প্রয়োজন, যা জীবনধারণ ও মানসিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এই চাহিদাগুলো মৌলিক শারীরিক চাহিদা (যেমন খাদ্য, পানিয়, বাসস্থান) থেকে শুরু করে মানসিক, সামাজিক ও আত্ম-উন্নয়নমূলক চাহিদা পর্যন্ত বিস্তৃত। মানব চাহিদার ধারণা ও সংজ্ঞা বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও গবেষকরা ব্যাখ্যা করেছেন, যা ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান এবং সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Maslow-এর চাহিদার শ্রেণিবিন্যাস (Hierarchy of Needs) অনুযায়ী, মানুষের চাহিদা ধাপে ধাপে পূরণ হয়। প্রথমে মৌলিক চাহিদা পূরণ হলে, মানুষ উচ্চ স্তরের মানসিক ও আত্ম-উন্নয়নের চাহিদা পূরণের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। মানব চাহিদার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি সর্বজনীন, অর্থাৎ সব মানুষই এই চাহিদাগুলো অনুভব করে, তবে সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী চাহিদার ধরন পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্ন গবেষক চাহিদাকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন, যেমন মৌলিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, সামাজিক চাহিদা ও আত্ম-উন্নয়নের চাহিদা। শিক্ষার ক্ষেত্রে মানব চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ একটি ভালো শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে হলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক চাহিদাগুলো পূরণ করা জরুরি। শিক্ষার্থীরা যদি নিরাপত্তাহীনতা, অপুষ্টি বা মানসিক চাপে থাকে, তাহলে তাদের শেখার আগ্রহ ও ক্ষমতা কমে যেতে পারে। তাই একটি সফল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক চাহিদা পূরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে তারা দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে।

13.3. মানব চাহিদা: ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and definitions of Human needs)

মানব চাহিদা হল এমন মৌলিক এবং সার্বজনীন প্রয়োজনসমূহ যা মানুষের টিকে থাকা, উন্নয়ন এবং জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে অপরিহার্য। বিভিন্ন গবেষকের মতে, এগুলি শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আত্ম-উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। মানব চাহিদা (Human Needs) ব্যক্তির বৃদ্ধি, শিখন (Learning), এবং সামগ্রিক কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। এই চাহিদাগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিকাশকে নয়, বরং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাকেও প্রভাবিত করে, যা শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতি সম্পৃক্ততা এবং সাফল্য নির্ধারণ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মানব চাহিদা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষকদের, নীতিনির্ধারকদের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি এমন একটি সহায়ক শিখন পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করে যেখানে শিক্ষার্থীরা আরও ভালোভাবে বিকশিত হতে পারে।

মানব চাহিদা সাধারণত মৌলিক শারীরবৃত্তীয় (Physiological) ও মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) বিভাগে বিভক্ত করা যায়। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, এবং নিরাপত্তা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। যদি এই মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ না হয়, তবে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলি যেমন প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তা (Emotional Security), সম্পৃক্ততার অনুভূতি (Sense of Belonging), আত্মসম্মানবোধ (Self-Esteem), এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনা (Intellectual Stimulation)

শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি করে। যখন শিক্ষার্থীরা উৎসাহ এবং স্বীকৃতি পায় তখন তারা আত্মবিশ্বাসী হয় এবং শেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

মানব চাহিদার বিভিন্ন তত্ত্ব শিক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। Maslow-এর Hierarchy of Needs (1943) অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের মৌলিক চাহিদাগুলি যেমন খাদ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সংযোগ (Social Connection) পূরণ না হলে, তারা উচ্চতর স্তরের শিখন (Higher-Order Learning) এবং সৃজনশীলতায় মনোযোগ দিতে পারে না। একইভাবে, Deci এবং Ryan-এর Self-Determination Theory (2000) অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসন (Autonomy), দক্ষতা (Competence), এবং সম্পর্কবোধ (Relatedness) পূরণ করা হলে তারা শেখার প্রতি আরও অনুপ্রাণিত হয় এবং তাদের শিক্ষাগত সাফল্য বৃদ্ধি পায়। একটি সহায়ক পরিবেশ (Supportive Environment) শিক্ষার্থীদের সক্রিয়, সম্পৃক্ত এবং স্ব-প্রণোদিত (Self-Driven) শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মানব চাহিদার গুরুত্ব কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর সাথেও সম্পর্কিত। Amartya Sen-এর Capability Approach (1999) অনুসারে, শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা (Skills) অর্জন করতে সাহায্য করে এবং তাদের জীবনকে অর্থবহ করার জন্য প্রস্তুত করে। এর অর্থ হলো, সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষার (Quality Education) সুযোগ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা (Problem-Solving Skills) বিকাশ করা। Doyal এবং Gough-এর Theory of Human Need (1991) আরও জোর দেয় যে, শিক্ষা এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা মৌলিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি উচ্চতর জ্ঞানীয় দক্ষতা (Higher-Level Cognitive Abilities) গড়ে তুলতে পারে, যা তাদের সমাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে।

মানব চাহিদা পূরণের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) ও কার্যকরী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। যে স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত পুষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কৌশল (Inclusive Teaching Practices) প্রদান করে, তারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সহায়তা করে এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা উন্মোচন করতে সাহায্য করে। একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র জ্ঞান প্রদান করে না; এটি কৌতূহল (Curiosity), প্রাক্ষোভিক বুদ্ধি (Emotional Intelligence), এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করে।

(Maslow, 1943)"Human needs are organized into a hierarchy, beginning with physiological necessities and culminating in self-actualization, the desire to become

everything one is capable of becoming.” "মানব চাহিদাগুলি একটি ক্রমবিন্যাসে সংগঠিত, যা শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনীয়তা দিয়ে শুরু হয় এবং আত্ম-সাধনার (Self-actualization) আকাঙ্ক্ষায় শেষ হয়।"

ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ড/ (McClelland, 1961):“Human behavior is largely driven by needs for achievement, the desire for affiliation with others, and the need for control or influence.” "মানব আচরণ মূলত সাফল্যের চাহিদা, অন্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা (affiliation), এবং নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার করার প্রয়োজনীয়তা (control or influence) দ্বারা পরিচালিত হয়।"

ম্যানফ্রেড ম্যাক-নীফ/ (Max-Neef, 1991):“Human needs are the fundamental aspects of human existence that are finite, few, and classifiable, such as subsistence, protection, affection, understanding, participation, leisure, creation, identity, and freedom.” "মানব চাহিদা হল মানব অস্তিত্বের মৌলিক দিক, যা সীমিত এবং শ্রেণিবদ্ধযোগ্য, যেমন- বেঁচে থাকা, সুরক্ষা, স্নেহ, বোঝাপড়া, অংশগ্রহণ, অবসর, সৃষ্টিশীলতা, পরিচয় এবং স্বাধীনতা।"

ক্লেটন অ্যান্ডারফার / (Alderfer, 1969):“Basic conditions that individuals seek to satisfy for survival, connection, and personal development.” "মানব চাহিদা হল মৌলিক শর্ত, যা ব্যক্তি টিকে থাকা, সংযোগ স্থাপন এবং ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য পূরণ করতে চায়।"

জন বার্টন/ (Burton, 1990):“Human needs are universal, non-negotiable elements essential for human development and survival, such as identity, security, recognition, and autonomy” "মানব চাহিদা হল সার্বজনীন এবং অপরিহার্য উপাদান, যা মানব উন্নয়ন এবং টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য, যেমন- পরিচয়, নিরাপত্তা, স্বীকৃতি, এবং স্বায়ত্তশাসন।"

রিচার্ড রায়ান এবং এডওয়ার্ড ডেসি/(Ryan & Deci, 2000):“Human needs are the basic psychological necessities of autonomy, competence, and relatedness that are essential for motivation and optimal functioning” "মানব চাহিদা হল স্বায়ত্তশাসন, যোগ্যতা, এবং সম্পর্কের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা, যা প্রেষণা এবং সর্বোত্তম কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।"

13.4. মানব চাহিদার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Human needs)

চাহিদা মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই চাহিদাগুলি আমাদের কাজকর্ম এবং আচরণের উপর প্রভাব ফেলে। নিচে মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো, যাতে এটি সহজে বোঝা যায়।

1. **ক্রমধারাবাহিক প্রকৃতি (Hierarchical in Nature):** মানব চাহিদাগুলি সাধারণত একটি ক্রমধারাবাহিক কাঠামোতে সাজানো হয়। এটি বোঝানো হয় যে, আমাদের প্রথমে মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে হবে যেমন- খাবার, পানিয় এবং আশ্রয়। একবার এই চাহিদাগুলি পূরণ হলে আমরা নিরাপত্তা, সামাজিক সম্পর্ক, মর্যাদা, এবং সবশেষে স্ব আত্ম-উন্নয়ন (নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিকাশিত করা) নিয়ে ভাবতে পারি। মাসলোয়ের চাহিদা পিরামিড (Maslow's Hierarchy of Needs, ১৯৪৩) এই ধারণাটির একটি উদাহরণ।
2. **সর্বজনীনতা (Universality):** কিছু চাহিদা সব মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, খাবার, পানিয় এবং নিরাপত্তার চাহিদা সবার জন্য অপরিহার্য। এসব মৌলিক চাহিদাগুলি সময়, সংস্কৃতি, এবং ভৌগোলিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে।
3. **সংস্কৃতি ও প্রেক্ষিতভিত্তিক বৈচিত্র্য (Cultural and Contextual Variability):** যদিও কিছু চাহিদা সর্বজনীন তবুও কিছু চাহিদা মানুষের সংস্কৃতি এবং প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক সম্পৃক্ততার (social belonging) চাহিদা ভিন্ন সংস্কৃতিতে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিবাদী সমাজে এটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দেয়, যেখানে সমষ্টিবাদী সমাজে এটি পরিবার বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।
4. **গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা (Dynamic and Evolving):** মানব চাহিদাগুলি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। একজন ব্যক্তি যখন তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন তার চাহিদার অগ্রাধিকারও বদলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন তরুণ ব্যক্তি হয়তো শিক্ষার জন্য আগ্রহী, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তিনি শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন।
5. **চাহিদার আন্তঃসম্পর্ক (Interconnectedness of Needs):** মানুষের চাহিদাগুলি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। একটি চাহিদা পূরণ হলে অন্য চাহিদাগুলি পূরণ করা সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ করতে পারেন, তবে তিনি আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বা মর্যাদার মতো উচ্চতর চাহিদাগুলি পূরণে মনোযোগ দিতে পারেন।
6. **অন্তর্নিহিত এবং বাহ্যিক চাহিদা (Intrinsic and Extrinsic Needs):** মানুষের চাহিদা দুই ধরনের হতে পারে: অন্তর্নিহিত (Intrinsic): এটি আমাদের ভেতর থেকে আসে, যেমন স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত উন্নতির চাহিদা। বাহ্যিক (Extrinsic): এটি বাইরের পরিবেশ বা পরিস্থিতি থেকে আসে, যেমন সামাজিক অনুমোদন বা পুরস্কারের চাহিদা। Deci এবং Ryan-এর আত্ম-সিদ্ধিকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী, অন্তর্নিহিত চাহিদাগুলি আমাদের দীর্ঘমেয়াদী সন্তুষ্টি এবং মানসিক স্বাস্থ্য বাড়ায়।
7. **ব্যক্তিভিত্তিক অভিজ্ঞতা (Subjective Experience):** মানুষের চাহিদাগুলি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন হতে পারে। একজনের কাছে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ, অন্য কারো কাছে তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে

পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি ভালোবাসা এবং সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিতে পারেন, অন্যদিকে কেউ তার পেশাগত সাফল্যকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারেন।

8. **প্রাক্ষোভ ও মানসিক দিক (Emotional and Psychological Components):** মানব চাহিদাগুলি শুধু শারীরিক নয়, অনেক সময় মানসিক এবং প্রাক্ষোভিক দিকেও গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ভালোবাসা এবং সম্পর্কের চাহিদা শুধু শারীরিক উপস্থিতির নয় বরং একজনের অনুভূতিতে গ্রহণযোগ্যতা এবং সংযোগের অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন।

9. **প্রেষণাদায়ক প্রকৃতি (Motivational in Nature):** চাহিদাগুলি মানুষের আচরণে প্রেষণা যোগায়। যখন কোনো চাহিদা অপূর্ণ থাকে, তখন মানুষ সেই চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করে। মাসলো এবং ডেসি ও রায়ানের তত্ত্বে বলা হয়েছে যে চাহিদাগুলি পূরণ হলে মানুষ আরও সুস্থ, সুখী এবং উদ্যমী হয়ে ওঠে।

10. **পরিস্থিতি নির্ভরশীলতা (Context-Dependent):** কোনো চাহিদা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নির্ভর করে ব্যক্তির পরিস্থিতির উপর। উদাহরণস্বরূপ, একজন অসুস্থ ব্যক্তি সেই মুহূর্তে তার স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেবেন, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় হয়তো তিনি সামাজিক সম্পর্ক বা ক্যারিয়ারের দিকে মনোযোগ দেবেন।

13.5. মানব চাহিদার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (Perspectives of Human Needs)

মানুষের চাহিদা বুঝতে হলে বিভিন্ন দিক থেকে তা দেখতে হয়। গবেষকরা মানুষের জীবন, মন, সমাজ এবং অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে মানব চাহিদা ব্যাখ্যা করেছেন। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. শারীরিক দৃষ্টিভঙ্গি (Biological Perspective): মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কিছু মৌলিক চাহিদা আছে, যেমন খাদ্য, পানি, ঘুম ও আশ্রয়। যদি এসব চাহিদা পূরণ না হয়, তাহলে জীবন চালানো কঠিন হয়ে যায়। Maslow-এর মতে, আগে এই মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হতে হবে তারপর মানুষ আরও বড় লক্ষ্য ঠিক করতে পারবে।

২. মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি (Psychological Perspective): শুধু শারীরিক চাহিদা নয়, মানুষের মানসিক চাহিদাও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও সম্মান চায়। যখন কেউ নিজের কাজে সফল হয় বা ভালো সম্পর্ক পায়, তখন সে সুখী হয়। Ryan & Deci-এর মতে, মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করতে (Autonomy), দক্ষতা অর্জন করতে (Competence) এবং অন্যদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে (Relatedness) চায়।

৩. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি (Sociological Perspective): মানুষ একা থাকার পরিবর্তে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে বেশি সচেষ্ট। পরিবার, বন্ধু, শিক্ষক ও সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকলে মানুষ ভালোভাবে গড়ে ওঠে। Vygotsky বলেছিলেন, মানুষ অন্যদের থেকে শেখে এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া শেখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (Economic Perspective): মানুষের আর্থিক চাহিদাও গুরুত্বপূর্ণ। ভালো জীবনযাত্রার জন্য আয়, চাকরি ও অর্থের প্রয়োজন হয়। যদি কারো ভালো আয় থাকে, তাহলে সে সহজেই তার চাহিদা পূরণ করতে পারে। Amartya Sen-এর মতে, শুধু টাকা থাকলেই হবে না, সেই টাকা কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও গুরুত্বপূর্ণ।

৫. রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (Political Perspective): সরকার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। Bronfenbrenner-এর মতে, মানুষ শুধু নিজের চেষ্টায় বড় হয় না, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করে।

৬. শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি (Educational Perspective): শিক্ষা মানুষের উন্নতির বড় হাতিয়ার। এটি শুধু বই পড়ার জন্য নয়, বরং ভালো কাজ পাওয়া, দক্ষতা অর্জন করা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি করার জন্যও দরকার। Knowles-এর মতে, যদি শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে, তাহলে মানুষ শেখার প্রতি আরও আগ্রহী হয়।

মানুষের চাহিদা অনেক রকম এবং তা জীবনের নানা দিকের সঙ্গে জড়িত। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ হলে মানুষ ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

13.6. মানব চাহিদার ধরন (Types of Human needs):

মানব চাহিদার উপরে ভিত্তি করে যেসব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব রয়েছে সেই তত্ত্ব গুলি অনুযায়ী মানব চাহিদার ধরন নিম্নে আলোচনা করা হলো।

1. **Maslow-এর চাহিদার শ্রেণিবিন্যাস (Hierarchy of Needs)**

মাসলোয়ের (Maslow) মূল মানব চাহিদার তত্ত্বটি প্রথমে ১৯৪৩ সালে প্রস্তাবিত হয়েছিল। ১৯৭০ সালে আব্রাহাম মাসলো তাঁর মূল চাহিদার ক্রমানুসারকে সংশোধন করেন, এই উন্নত সংস্করণটি নতুন মাত্রা যুক্ত করে এবং কিছু ধারণাকে পরিমার্জিত করে, যা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জন্য তত্ত্বটিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। নিচে এই বিস্তৃত ক্রমানুসারটি উল্লেখ করা হলো:

সংশোধিত চাহিদার ক্রমানুসার (The Revised Hierarchy of Needs)

মাসলোয়ের চাহিদার তত্ত্বের উন্নত সংস্করণে মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সংশোধিত ক্রমানুসারে মোট আটটি স্তরের চাহিদা রয়েছে, যেগুলি মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। নিচে প্রতিটি স্তরের চাহিদা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো:

1. **শারীরিক চাহিদা (Physiological Needs):** এই স্তরের চাহিদাগুলি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। এটি সবচেয়ে প্রাথমিক চাহিদা, যা পূরণ না হলে অন্যান্য সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। উদাহরণ: খাদ্য, পানি, ঘুম, শ্বাসপ্রশ্বাস, শারীরিক আশ্রয় এবং অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজনীয়তা।
2. **নিরাপত্তার চাহিদা (Safety Needs);** নিরাপত্তা সম্পর্কিত চাহিদাগুলি মানুষের শারীরিক এবং মানসিক নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত। এটি ব্যক্তির জীবন এবং জীবিকা নিরাপদ রাখতে সহায়ক। উদাহরণ: স্বাস্থ্য, আর্থিক স্থিতিশীলতা, কর্মসংস্থান, শারীরিক সুরক্ষা, আঘাত বা ক্ষতির থেকে মুক্তি এবং মানসিক শান্তি।
3. **সামাজিক চাহিদা (Social Needs):** এই স্তরের চাহিদাগুলি মানুষের অন্তর্গত সম্পর্কের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, বন্ধুত্ব, প্রেম এবং সম্পর্কের গভীরতা এই স্তরের অংশ। উদাহরণ: পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক, বন্ধু-বান্ধবের সংস্পর্শ, প্রেমিক বা প্রেমিকার সম্পর্ক এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি।
4. **মর্যাদার চাহিদা (Esteem Needs):** এটি আত্মসম্মান এবং সামাজিক মর্যাদার চাহিদা। মানুষের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি তাদের আত্মবিশ্বাস এবং নিজস্ব মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণ: আত্মসম্মান, প্রশংসা, সাফল্য, অন্যদের দ্বারা স্বীকৃতি, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন।
5. **জ্ঞানমূলক চাহিদা (Cognitive Needs):** মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়, বরং তাদের মস্তিষ্কের জন্যও প্রয়োজনীয় খাদ্য পেতে চায়। জ্ঞানমূলক চাহিদা মানুষকে চিন্তা, বোঝা, শিখতে এবং নতুন জ্ঞান অর্জন করতে প্রেষণা দেয়। উদাহরণ: নতুন বিষয়ে জানার আগ্রহ, বই পড়া, গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা এবং মননের বিকাশ।
6. **সৌন্দর্য চাহিদা (Aesthetic Needs):** এই স্তরের চাহিদাগুলি মানুষের সৌন্দর্য এবং সৃজনশীলতার প্রতি আগ্রহের সাথে সম্পর্কিত। এটি জীবনের ভারসাম্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এবং শিল্পের প্রতি মানুষের প্রশংসার প্রয়োজনীয়তা। উদাহরণ: শিল্পকর্ম, সঙ্গীত, প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর্কিটেকচার এবং সৃজনশীল বহিঃপ্রকাশ।
7. **স্ব-উপলব্ধি (Self-Actualization):** এটি মানুষের নিজের পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাওয়ার চাহিদা। এটি একে অপরের যোগ্যতা, লক্ষ্য এবং ক্ষমতাগুলির সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছানোর প্রক্রিয়া। উদাহরণ: নিজের সৃজনশীলতা বা প্রতিভা প্রকাশ, পেশাগত বা ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জন, সাফল্য ও নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া।
8. **অতীন্দ্রিকতার চাহিদা (Transcendence Needs):** এই স্তরের চাহিদা একেবারে সর্বোচ্চ স্তরের, যেখানে মানুষ নিজেকে একে অপরের চেয়ে বৃহত্তর কিছুতে অবদান রাখতে চায়। এটি শুধুমাত্র

ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, বরং অন্যদের সাহায্য এবং সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত। উদাহরণ: মানবতার জন্য কাজ করা, সামাজিক বা পরিবেশগত কারণে অবদান রাখা, আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় অনুসন্ধান, মানবতাবাদী কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করা।

এই সংশোধিত চাহিদার ক্রমানুসারটি মানব আচরণ, মানসিক উন্নতি এবং প্রেষণাকে আরও সঠিকভাবে বোঝাতে সহায়ক। এটি মানুষের জীবন যাত্রার বিভিন্ন স্তরে প্রভাব ফেলতে পারে এবং একটি সমৃদ্ধ, পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন করতে সাহায্য করতে পারে।

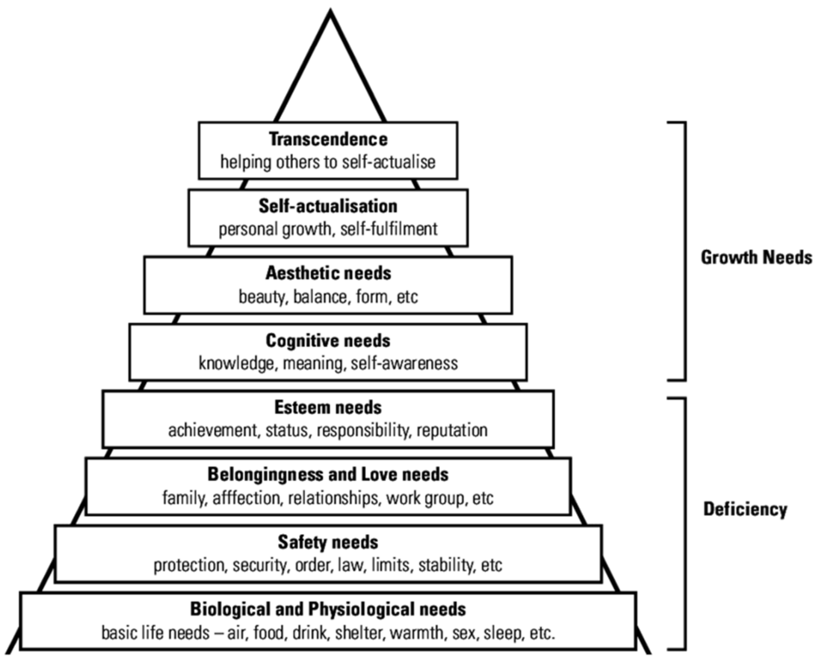

Source: https://www.advergize.com/cb/maslows-hierarchy-of-needs-theory-pyramid/

2. "Social Motives Theory" by Susan T. Fiske

সুসান টি. ফিস্কের (১৯৯২) "Social Motives Theory" অনুযায়ী মানব চাহিদাগুলি এমন কিছু মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা যা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আচরণকে চালিত করে। ফিস্ক তার তত্ত্বে এই চাহিদাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রেষণা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যা মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, জীবনযাপন এবং সামাজিক জগৎকে বোঝার পদ্ধতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের আচরণ এবং সামাজিক কার্যকলাপের গঠনমূলক ভিত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। ফিস্কের মূল সামাজিক চাহিদাগুলি অন্তর্ভুক্ত:

1. **অংশগ্রহণ (Belonging):** অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হতে এবং একটি গোষ্ঠীর অংশ হতে চাওয়ার চাহিদা। এই চাহিদাটি মানুষকে সম্পর্ক গড়ে তুলতে, সমর্থন পেতে এবং সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে

সাহায্য করে। অন্যদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার অনুভূতি মানসিক শান্তি এবং সামাজিক পরিচয় তৈরি করতে সাহায্য করে।

2. **বোধগম্যতা (Understanding):** আমাদের চারপাশের মানুষের আচরণ বুঝতে চাওয়ার চাহিদা। এই চাহিদাটি সামাজিক পরিস্থিতি, আচরণ এবং ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করতে মানুষের মনোযোগ এবং জ্ঞানকে প্রভাবিত করে। অন্যদের কাজ বোঝার মাধ্যমে অনিশ্চয়তা কমানো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য পাওয়া যায়।
3. **নিয়ন্ত্রণ (Control):** একজন ব্যক্তি তার পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে প্রভাব ফেলতে বা ফলাফল পূর্বানুমান করতে চায়। মানুষের মধ্যে তাদের জীবন, পরিস্থিতি এবং কর্মকাণ্ডে নিয়ন্ত্রণের চাহিদা থাকে। নিয়ন্ত্রণের অনুভূতি ব্যক্তিগত সক্ষমতা এবং স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত যা আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং চাপ কমাতে সাহায্য করে।
4. **স্ব-উন্নতি (Self-enhancement):** নিজের সম্পর্কে ভালো অনুভব করার চাহিদা যার মধ্যে আত্মসম্মান, স্বীকৃতি এবং সামাজিক মূল্যায়ন পাওয়ার ইচ্ছা অন্তর্ভুক্ত। মানুষ সাধারণত আত্মবিশ্বাস, প্রশংসা এবং সফলতার মাধ্যমে তাদের আত্ম-ধারণা উন্নত করার চেষ্টা করে। এই চাহিদাটি ব্যক্তিগত অর্জন, প্রশংসা এবং অন্যদের সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।
5. **বিশ্বাস (Trust):** সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস এবং নিরাপত্তা অনুভব করার চাহিদা। বিশ্বাস সহযোগিতামূলক আচরণ এবং সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি মৌলিক উপাদান। এটি তখন গড়ে ওঠে যখন কেউ বিশ্বাস করে যে অন্যরা নির্ভরযোগ্য, সত্ এবং ভালো উদ্দেশ্যে কাজ করছে। এটি শক্তিশালী এবং স্থায়ী সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

ফিস্কের এই তত্ত্বটি দেখায় কীভাবে এই মৌলিক চাহিদাগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আচরণকে প্রভাবিত করে, যেমন ব্যক্তিগত সম্পর্ক, কাজের পরিবেশ এবং বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো। এই চাহিদাগুলি মানুষের কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য, কারণ এটি তাদের নিজেদের এবং অন্যদের সম্পর্কে কিভাবে ধারণা গড়ে তোলে, এবং সামাজিক নীতিমালা, দলগত গতিবিধি এবং সহযোগিতামূলক আচরণে অবদান রাখে।

3. Self-Determination Theory (SDT) by Edward Deci and Richard Ryan (1980)

Self-Determination Theory (SDT), যা এডওয়ার্ড ডেসি এবং রিচার্ড রায়ান 1980-এর দশকে প্রবর্তন করেছিলেন, এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো যা মানুষের সিদ্ধান্তের পিছনের প্রেষণা এবং সেই সমস্ত উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করে যা ব্যক্তিগত উন্নতি এবং কল্যাণকে উৎসাহিত বা বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এই তত্ত্বটি মানুষের স্বাধীনতা, সক্ষমতা, এবং সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা কে গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা হিসেবে

চিহ্নিত করে যা ব্যক্তির সর্বোত্তম কার্যকারিতা এবং সুস্থতা নিশ্চিত করতে অপরিহার্য। SDT অনুযায়ী তিনটি মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা রয়েছে যা মানুষের ভালভাবে উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয়:

1. **স্বাধীনতা (Autonomy):** নিজের কাজ এবং সিদ্ধান্তের প্রতি নিয়ন্ত্রণ অনুভব করার চাহিদা। স্বাধীনতা এমন একটি অনুভূতি যা আমাদের নিজেদের মূল্যবোধ এবং আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করার অনুভূতি প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যদি তার আগ্রহের ভিত্তিতে নিজের পেশা নির্বাচন করে, তবে সে তার স্বাধীনতার চাহিদা পূর্ণ করছে।
2. **সক্ষমতা (Competence):** নিজের কাজ এবং পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় কার্যকর এবং সক্ষম অনুভব করার চাহিদা। যখন মানুষ সক্ষম অনুভব করে, তারা সেই সমস্ত কার্যকলাপে বেশি জড়িত হয় যা তাদের দক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন খেলোয়াড় যখন অনুশীলন এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে তার পারফরম্যান্স উন্নত করে, তখন সে সক্ষমতার চাহিদা পূর্ণ করছে।
3. **সম্পর্ক (Relatedness):** অন্যদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার এবং সম্পর্কের মাধ্যমে belonging অনুভব করার চাহিদা। মানুষ প্রকৃতপক্ষে সামাজিক প্রাণী, এবং সম্পর্কের চাহিদা পূরণ করতে হলে, আমাদের অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়, যত্নশীল অনুভব করতে হয়, এবং একটি সম্প্রদায়ের অংশ হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যদি তার কাছের বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সমর্থিত অনুভব করেন, তবে এটি তার সুস্থতা উন্নত করে।

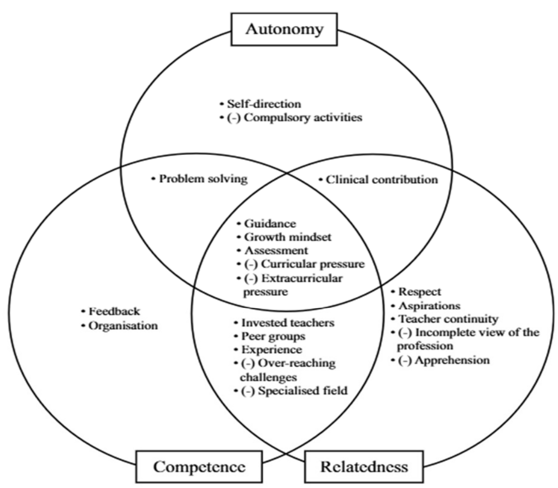

Figure 2. Factors that impact on students' perception of autonomy, competence and relatedness, (-) indicates factors with a negative impact.

Source:https://www.researchgate.net/publication/374077218_Selfdetermination_theory_in_ophthalmology_education_factors_influencing_autonomy_competence_and_relatedness_in_medical_students

SDT অনুযায়ী, যখন এই তিনটি চাহিদা পূর্ণ হয়, তখন ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেষণা (intrinsic motivation) অনুভব করেন (যা অভ্যন্তরীণ পুরস্কারের দ্বারা চালিত, যেমন ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি), যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করে, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং কার্যকলাপে বেশি স্থিতিশীল অংশগ্রহণ ঘটে। অন্যদিকে, যদি এই চাহিদাগুলি ব্যাহত হয় (যেমন, যখন কেউ নিয়ন্ত্রিত, অক্ষম বা একক অনুভব করেন), তখন বাহ্যিক প্রেষণা (extrinsic motivation) (যা বাহ্যিক পুরস্কার, যেমন অর্থ বা প্রশংসা দ্বারা চালিত) প্রাধান্য পায়, যার ফলে কম সুস্থতা এবং প্রেষণা দেখা যায়।

এই তত্ত্বটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খেলাধুলা এবং সাংগঠনিক আচরণে, যেখানে মানুষকে প্রেষণা এবং সুস্থতা বৃদ্ধি করতে পরিবেশ তৈরি করা হয় যা স্বাধীনতা, সক্ষমতা এবং সম্পর্ককে সমর্থন করে।

চাহিদা (Needs)	**মূল বৈশিষ্ট্য (Key Characteristics)**	**উপাদান (Elements)**
স্বাধীনতা (Autonomy)	নিজের কাজ এবং সিদ্ধান্তের প্রতি নিয়ন্ত্রণ অনুভব করার চাহিদা	স্বাধীনতা, নির্ভরতা, পছন্দ, এবং আত্মনির্ভরতা
সক্ষমতা (Competence)	যা আমরা করি তাতে সক্ষম এবং কার্যকর অনুভব করার চাহিদা	দক্ষতা, দক্ষতা উন্নয়ন, সফলতা
সম্পর্ক (Relatedness)	অন্যদের সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং অর্থপূর্ণ সম্পর্কের অনুভূতির চাহিদা	সংযোগ, সমর্থন, সহানুভূতি, এবং অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি

1.7. মানব চাহিদার শিক্ষাগত গুরুত্ব (Importance of Human Needs in Education)

শিক্ষা ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শিক্ষাকে কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চাহিদা বিবেচনা করা জরুরি। এসব চাহিদা শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া, প্রেষণা, সম্পৃক্ততা এবং সফলতার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা স্বীকৃত যদি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা হয়, তবে তারা আরও ভালোভাবে শিখতে পারে। নিচে এসব চাহিদা শিক্ষার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করা হলো।

১. মৌলিক চাহিদা পূরণ: শেখার প্রথম শর্ত (Fulfilling Basic Needs for Learning): Maslow-এর চাহিদার শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী (1943), শিক্ষার্থীরা যদি তাদের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বাসস্থান ও নিরাপত্তা না পায়, তবে তারা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। ক্ষুধার্ত বা অসুস্থ শিক্ষার্থী সহজেই ক্লাসে মনোযোগ হারায়। তাই, শিক্ষার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্য, নিরাপদ পরিবেশ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার।

২. প্রেষণা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি (Enhancing Motivation and Engagement): Ryan & Deci (2000)-এর Self-Determination Theory (SDT) অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের শেখার জন্য তিনটি মূল চাহিদা রয়েছে: এই তিনটি চাহিদা পূরণ করা হলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেখার প্রতি আগ্রহী হয়।

- স্বায়ত্তশাসন (Autonomy): শিক্ষার্থীরা যদি স্বাধীনভাবে শিখতে পারে, তবে তাদের শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ে।
- দক্ষতা (Competence): শিক্ষার্থীরা যখন অনুভব করে যে তারা নতুন কিছু শিখতে পারছে, তখন তারা আরও উৎসাহী হয়।

- সম্পর্কবোধ (Relatedness): শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে ভালো সম্পর্ক শিক্ষাকে সহজ করে তোলে।

৩. জ্ঞানমূলক বিকাশের সহায়তা (Supporting Cognitive Development): Piaget-এর Cognitive Development Theory (1952) অনুযায়ী, শিশুর শেখার ক্ষমতা বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তিত হয়। তাই পাঠ্যক্রম এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে এটি শিক্ষার্থীর বয়স এবং বোঝার ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এটি করলে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে চিন্তা করতে ও সমস্যার সমাধান করতে শিখবে।

৪. সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক শিক্ষা (Promoting Social and Emotional Learning): Vygotsky-এর Sociocultural Theory (1978) অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের শেখার জন্য সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Interaction) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকের সাথে আলোচনা করলে তারা সহজেই নতুন ধারণা বুঝতে পারে। দলগত কাজ ও শ্রেণিকক্ষের সহযোগিতামূলক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ায়।

৫. প্রাক্ষোভিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ (Addressing Emotional and Psychological Needs): Goleman-এর Emotional Intelligence Theory (1995) অনুযায়ী, মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যের অনুভূতি বোঝার দক্ষতা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সফল হতে সাহায্য করে। যদি শিক্ষার মধ্যে প্রাক্ষোভিক বুদ্ধিমত্তা বিকাশে সহায়তা করা হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে।

৬. জীবনব্যাপী শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো (Encouraging Lifelong Learning): Knowles-এর Andragogy Theory (1984) অনুযায়ী, শিক্ষার পদ্ধতি এমন হতে হবে যা শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর সুযোগ দেয়। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীরা যদি শেখার স্বাধীনতা ও ব্যবহারিক শিক্ষা পায়, তবে তারা জীবনব্যাপী শেখার প্রতি আগ্রহী হবে।

৭. স্কুল পরিত্যাগ হ্রাস ও শিক্ষায় সমতা নিশ্চিতকরণ (Reducing Dropout Rates and Ensuring Equity): Bronfenbrenner-এর Ecological Systems Theory (1979) দেখিয়েছে যে শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তার শেখার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। দারিদ্র্য, পারিবারিক সমস্যা ও সামাজিক বৈষম্য শিক্ষার্থীর স্কুল ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। যদি এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়, তাহলে সবাই সমানভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষা পেতে পারে।

৮. শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা (Preparing Students for the Future): Sen-এর Capability Approach (1999) বলছে, শিক্ষা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং জীবনে উন্নতি করতে পারে। শিক্ষা যদি দক্ষতা ও সমালোচনামূলক চিন্তার ক্ষমতা তৈরি করে, তাহলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে আরও সফল হবে।

৯. শিক্ষকদের জন্য ব্যবহারিক পরামর্শ (Practical Implications for Educators): শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। তারা নিচের কিছু কৌশল অবলম্বন করতে পারেন:

- ➢ সহায়ক পরিবেশ তৈরি (Creating Supportive Environments): শিক্ষার্থীদের মৌলিক, আবেগিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণে নিরাপদ ও উৎসাহব্যঞ্জক শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা।
- ➢ ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা (Personalized Learning): শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী শেখার কৌশল ব্যবহার করা।
- ➢ পেশাগত উন্নয়ন (Professional Development): শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার সর্বোত্তম পদ্ধতি শেখানো।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মানব চাহিদা বিবেচনা করা শুধু একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয়, বরং এটি বাস্তবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যকারিতা বাড়ায়। যদি শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক চাহিদা পূরণ করা যায়, তবে তারা আরও অনুপ্রাণিত হবে এবং ভালো ফলাফল অর্জন করবে।

13.8. সারাংশ (Summary):

মানব চাহিদা মানুষের জীবন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারীরিক (Physiological), মানসিক (Psychological), সামাজিক (Social), এবং আত্মবিকাশমূলক (Self-Actualization) চাহিদাগুলো পূরণ না হলে একজন ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যকারিতা ও সাফল্য অনেকাংশে তাদের চাহিদা পূরণের উপর নির্ভর করে। Maslow-এর Hierarchy of Needs, Vygotsky-এর Sociocultural Theory এবং Ryan & Deci-এর Self-Determination

Theory দেখায় যে, শিক্ষার্থীদের মৌলিক চাহিদা (Basic Needs) যেমন—খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা পূরণ হলে তাদের শিখন আগ্রহ বাড়ে। একইভাবে, প্রাক্ষোভিক (Emotional) ও সামাজিক (Social) চাহিদা পূরণ হলে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং ভালোভাবে শিখতে পারে। তাই একটি সফল শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে মানব চাহিদাগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

একজন শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু পাঠদান নয়, বরং শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি সহায়ক ও অনুপ্রেষণামূলক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে তারা মানসিক ও প্রাক্ষোভিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী হবে। শিক্ষানীতিতে যদি মানব চাহিদার দিকগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করা হয়, তবে শিক্ষার্থীরা আরও দক্ষ, আত্মনির্ভরশীল এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। অতএব, মানব চাহিদার ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) ও সহায়তামূলক (Supportive) শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুললে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত করা সম্ভব। ভবিষ্যতে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদান কৌশলে মানব চাহিদার গুরুত্ব আরও গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারে।

13.9. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

1. মানব চাহিদা বলতে কী বোঝায়? একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিন।
2. Maslow-এর চাহিদার শ্রেণিবিন্যাস (Hierarchy of Needs) তত্ত্ব কীভাবে মানব চাহিদাকে ব্যাখ্যা করে?
3. মানব চাহিদা কীভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলে?
4. মানব চাহিদার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
5. মানব চাহিদার কয়টি প্রধান ধরন রয়েছে? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
6. শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মানব চাহিদাগুলো কী কী?
7. শিক্ষার ক্ষেত্রে মানব চাহিদা কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।
8. একজন শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদা যদি পূরণ না হয়, তবে তার শেখার (Learning) ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে?
9. শিক্ষকদের কীভাবে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও সামাজিক চাহিদাগুলো পূরণে ভূমিকা রাখা উচিত?

13.10. গ্রন্থপঞ্জি (References)

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bantam Books.

Knowles, M. S. (1984). The adult learner: A neglected species. Gulf Publishing.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346

Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. Harper & Row.

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. Norton.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Publications.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Free Press.

Tay, L., & Diener, E. (2011). Needs and subjective well-being around the world. Journal of Personality and Social Psychology, 101(2), 354–365. https://doi.org/10.1037/a0023779

UNESCO. (2015). Rethinking education: Towards a global common good? UNESCO Publishing.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Weiner, B. (1992). Human motivation: Metaphors, theories, and research. Sage Publications.

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66(5), 297–333. https://doi.org/10.1037/h0040934

UNIT-14 প্রবৃত্তি (INSTINCT)

14.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

14.2. ভূমিকা (Introduction)

14.3. প্রবৃত্তি: ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and definitions of Instinct)

14.4. প্রবৃত্তিগত আচরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and characteristics of Instinctive Behaviors)

14.5. প্রবৃত্তির ধরন (Types of Instinct)

14.6. শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির গুরুত্ব (Educational Significance of Instinct)

14.7. সারাংশ (Summary):

14.8. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

14.9. গ্রন্থপঞ্জি (References)

14.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

- প্রবৃত্তির ধারণা বুঝতে এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রবৃত্তিগত আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের মানব প্রবৃত্তি চিহ্নিত এবং শ্রেণীকরণ করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তির উদাহরণ বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- শিক্ষার প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্তির ভূমিকা এবং এটি শিশুদের বিকাশে কিভাবে প্রভাব ফেলে তা বুঝতে পারবে।
- প্রবৃত্তিগত আচরণ চিহ্নিত করা কীভাবে শিক্ষণ কৌশল এবং পাঠদানের পদ্ধতি উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

14.2. ভূমিকা (Introduction):

প্রবৃত্তি হলো জীবের সহজাত আচরণের প্রতি প্রবণতা।স্থির ক্রিয়া পদ্ধতিগুলো শেখা নয় বরং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। কোনো সময় এগুলোর উদ্দীপনা পরিবেশের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। প্রাণীদের মধ্যে এমন সহজাত আচরণের উদাহরণ দেখা যায় যেখানে তারা কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই কাজ করে। যেমন: সমুদ্র কচ্ছপ ডিম থেকে ফোটার পর সরাসরি সমুদ্রের দিকে যায়, মৌমাছি নাচের মাধ্যমে খাদ্যের দিক নির্দেশ করে। অন্য উদাহরণ হলো প্রাণীদের লড়াই, প্রজননের আচরণ, পালানোর চেষ্টা, বা বাসা তৈরি। এই ধরণের আচরণকে সহজাত আচরণ বলা হয়। সহজাত ক্রিয়াগুলো শেখার ওপর নির্ভর করে না এবং এগুলো আগে থেকেই শিখে রাখা থাকে। তবে কিছু সহজাত আচরণ শরীরের পরিণমন পর প্রকাশ পায়।প্রবৃত্তি বা Instinct মানুষের এবং অন্যান্য জীবের সহজাত আচরণ ও প্রতিক্রিয়া যা অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত নয় বরং জিনগতভাবে সঞ্চারিত হয়। মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় প্রবৃত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন ক্ষেত্র। এই ধারণাটি বহু যুগ ধরে আলোচিত এবং ব্যাখ্যা করে হয়েছে।প্রবৃত্তি হল স্বয়ংক্রিয়, জৈবিকভাবে পূর্বনির্ধারিত

প্রতিক্রিয়া, যেখানে শিখণ হল অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনভাবে জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন। শিখণ প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে এগুলিকে পরিশীলিত করে এবং জটিল পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে সহায়তা করে এবং লালনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রবৃত্তি মৌলিক বেঁচে থাকার ক্রিয়াগুলি চালিত করে তবে শিখণ উচ্চতর চিন্তা, নৈতিক বিকাশ এবং সামাজিক সহযোগিতা বিকাশ করে। যা মানুষকে মৌলিক জৈবিক প্রয়োজনের বাইরে যেতে এবং পরিবর্তিত চ্যালেঞ্জের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে। একসঙ্গে এগুলি মানব বিকাশ এবং অগ্রগতির ভিত্তি গঠন করে।

14.3. প্রবৃত্তি: ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and definitions of Instinct)

প্রবৃত্তি হলো একটি সহজাত, জৈবিকভাবে নির্ধারিত আচরণগত ধারা যা পূর্ব অভিজ্ঞতা বা শেখার প্রয়োজন ছাড়াই উদ্ভাসিত হয়। এটি একটি প্রাকৃতিক এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া যা নির্দিষ্ট উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় এবং জীবকে তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এবং টিকে থাকা ও প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম করে। প্রবৃত্তিগত আচরণ সাধারণত স্নায়ুতন্ত্রে নিহিত থাকে এবং একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে একরূপভাবে প্রকাশ পায়। উদাহরণ হিসেবে প্রাণীদের প্রজনন আচরণ, বাসা তৈরি এবং বিপদ থেকে পালানোর প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি প্রতিফলিত হতে পারে প্রতিক্রিয়া হিসেবে যেমন মৌলিক টিকে থাকার প্রেরণা, "ফাইট অর ফ্লাইট" প্রতিক্রিয়া, মাতৃত্বের যত্ন এবং সামাজিক বন্ধনের প্রবণতা। প্রবৃত্তিগত আচরণ সাধারণত চেতনাহীনভাবে কাজ করে এবং এটি আরও জটিল শিখনগত আচরণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

প্রবৃত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যেমন- মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞান। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রবৃত্তি কী এবং এর আচরণে ভূমিকা কী তা নিয়ে একাধিক ধারণা দিয়েছে। নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবৃত্তি সম্পর্কে তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

পণ্ডিত (Scholars)	প্রবৃত্তির কেন্দ্রবিন্দু (Instinct Focus)	মূল বৈশিষ্ট্য (Key Characteristics)
উইলিয়াম ম্যাকডগল *William McDougall*	মানব প্রবৃত্তির তালিকা (List of 14 human instincts)	• জন্মগত, অনুভূতি-চালিত (Emotion Driven) • প্রবৃত্তি হল জন্মগত প্রবণতা যা আচরণ পরিচালনা করে এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অনুভূতি জড়িত থাকে। • অনুভূতি এবং ইচ্ছার মাধ্যমে প্রভাবিত
সিগমন্ড ফ্রয়েড ***Sigmund Freud***	জীবন এবং মৃত্যু প্রবৃত্তি (Life and Death Instinct) 1.জীবন প্রবৃত্তি (Eros) 2.মৃত্যু প্রবৃত্তি (Thanatos)	• অচেতন, জীববৈজ্ঞানিকভাবে চালিত (biologically driven) • প্রবৃত্তি হল অচেতন শক্তি যা মানব আচরণ এবং মানসিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

চার্লস ডারউইন ***Charles Darwin***	বিবর্তনীয় প্রবৃত্তি (Evolutionary instincts)	• সার্বজনীন, অভিযোজনশীল • প্রবৃত্তি হল বিবর্তনগতভাবে সৃষ্ট বংশানুক্রমিক আচরণ যা টিকে থাকার এবং প্রজননের জন্য সহায়ক।
ইভান পাভলোভ ***Ivan Pavlov***	প্রবৃত্তি শর্তাধীনতার দ্বারা প্রভাবিত (Instinct influenced by conditioning)	• শর্তাধীনতার দ্বারা প্রভাবিত করা যেতে পারে • শেখার মাধ্যমে প্রভাবিত (Influenced by learning)
জন বি. ওয়াটসন ***John B. Watson***	প্রবৃত্তির ভূমিকা কম (Minimal role of instincts)	• শেখা আচরণগুলি প্রাধান্য পায় • পরিবেশগতভাবে প্রভাবিত
কনরাড লোরেঞ্জ ***Konrad Lorenz***	স্থির ক্রিয়া প্যাটার্ন (Fixed action patterns)	• নির্দিষ্ট উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপ্ত • সীমিত পরিবর্তনযোগ্যতা
উইলিয়াম জেমস ***William James***	মানব প্রবৃত্তির অভিযোজনযোগ্যতা (Adaptive instincts in humans)	• প্রবৃত্তি হল মানব আচরণের জন্য মৌলিক তবে এগুলি শেখা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরবর্তীতে পরিবর্তিত হতে পারে। • উচ্চ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে।
হার্বার্ট স্পেন্সার ***Herbert Spencer***	বিবর্তনীয় অভিযোজন (Evolutionary adaptation of instincts)	• প্রবৃত্তি হল বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া যা সচেতন চিন্তা ছাড়াই পরিচালিত হয়।
আব্রাহাম মাসলো ***Abraham Maslow***	মৌলিক চাহিদা হিসাবে প্রবৃত্তি (Instincts as basic needs)	• প্রেরণা গঠনে মৌলিক • উচ্চ চাহিদার জন্য ভিত্তি
বি. এফ. স্কিনার ***B. F. Skinner***	শেখানো আচরণের চেয়ে গৌণ (Secondary to learned behaviors)	• পরিবেশগতভাবে নিয়ন্ত্রিত • পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত

প্রবৃত্তির সংজ্ঞা Definitions of Instinct:

- ম্যাকডগল McDougall (1923): “An instinct is an inherited or innate psycho-physical disposition which determines its possessor to perceive and to pay attention to objects of certain class, to experience an emotional excitement of a particular quality upon perceiving such an object, and to act in regard to it in a particular manner or at least to experience an impulse to such action.” অর্থাৎ " প্রবৃত্তি হলো একটি সহজাত মানসিক ও শারীরিক প্রবণতা যা একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ধরণের বস্তু চিনতে ও সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে সহায়তা করে। এটি ওই বস্তুগুলো দেখার সময় একজনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধরনের আবেগ সৃষ্টি করে এবং সেই

আবেগের প্রভাবে সেই বস্তু বা পরিস্থিতির প্রতি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করার বা অন্তত সেই কাজের জন্য উদ্দীপ্ত হওয়ার অনুভূতি তৈরি করে।"

- সি.ডব্লিউ. ভ্যালেন্টাইন C.W. Valentine (1950):"An instinct is an innate impulse to act in a certain way of fulfilling some biological purpose." অর্থাৎ " প্রবৃত্তি হলো একটি সহজাত উদ্দীপনা, যা কোনো জৈবিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে উদ্দীপ্ত করে।"
- উইলিয়াম জেমস William James (1890):"Instinct is usually defined as the faculty of acting in such a way as to produce certain ends, without foresight of the ends and without previous education in performance." অর্থাৎ " প্রবৃত্তি সাধারণত এমন একটি ক্ষমতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা পূর্বানুমান বা পূর্ব শিক্ষা ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যসম্পাদন করতে সক্ষম করে।"
- উডওর্থ Woodworth (1945): "An instinct is an unlearned form of activity which enables an animal (or human being) to deal competently with something in the environment without preliminary experiences and practice." অর্থাৎ " প্রবৃত্তি হলো একটি অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের রূপ যা কোনো প্রাণী (বা মানুষ) কে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলন ছাড়াই পরিবেশের সঙ্গে দক্ষতার সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে।"

14.4. প্রবৃত্তিগত আচরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and characteristics of Instinctive Behaviors)

প্রবৃত্তিগত আচরণ জন্মগত হিসেবে পরিচিত এমন আচরণ যা পূর্ব অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা ছাড়াই সম্পন্ন হয়। এই আচরণগুলি প্রধানত জিনগত উপাদান দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এর ঘটনার প্যাটার্ন সাধারণত স্বয়ংক্রিয় এবং পূর্বানুমানযোগ্য। নিচে প্রবৃত্তিগত আচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো:

1. **জন্মগত (Innateness):** প্রবৃত্তিগত আচরণগুলি জন্মগত এবং এগুলির জন্য পূর্বশিক্ষা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। এগুলি জিনগতভাবে এবং নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পাখির অভিবাসন বা একটি নবজাতকের স্তন্যপান করার প্রবৃত্তি জন্মগত আচরণ যা শেখানোর প্রয়োজন পড়ে না (McDougall, 1908)।
2. **অভিন্নতা (Uniformity):** প্রবৃত্তিগত আচরণগুলি সাধারণত একটি প্রজাতির মধ্যে একরকম এবং অভিন্ন থাকে। এর মানে হল যে, এক প্রজাতির সমস্ত সদস্য একই পরিস্থিতিতে একই আচরণ প্রদর্শন করবে। উদাহরণস্বরূপ, বিপদ থেকে পালানোর প্রবৃত্তি অনেক প্রাণী প্রজাতিতে একরকম দেখা যায় (Lorenz, 1965)।
3. **পূর্বানুমানযোগ্যতা (Predictability):** এই আচরণগুলি অত্যন্ত পূর্বানুমানযোগ্য কারণ এগুলি নির্দিষ্ট উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়। এই উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া সাধারণত একটি স্থির আচরণের প্যাটার্ন তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি মা তার সন্তানদের বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দেখে তখন তাকে রক্ষা করার প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয় (Lorenz, 1965)।

4. **স্বয়ংক্রিয় এবং অচেতন (Automatic and Unconscious):** প্রবৃত্তিগত আচরণগুলি স্বয়ংক্রিয় এবং চেতনাশক্তি ছাড়াই ঘটে। এগুলি জীবের জন্মগত ক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এতে মানসিক চিন্তা বা সচেতনতা প্রয়োজন হয় না। যেমন- কুকুরের মাটি খোঁড়ার প্রবৃত্তি বা পাখির বাসা বানানোর প্রবৃত্তি (McDougall, 1908)।
5. **লক্ষ্যনির্দেশিত এবং অভিযোজিত (Purposeful and Adaptive):**এই আচরণগুলি প্রায়শই লক্ষ্যনির্দেশিত এবং অভিযোজিত হয় যা প্রজাতির টিকে থাকার এবং প্রজননের জন্য উপকারী। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতার প্রজনন এবং তাদের সন্তানদের রক্ষা করার প্রবৃত্তি প্রজাতির টিকে থাকার জন্য সহায়ক (Darwin, 1871)।
6. **পরিবর্তনের জন্য প্রতিরোধী (Resistance to Modification):** শিখনযোগ্য আচরণের বিপরীতে প্রবৃত্তিগত আচরণগুলি অভিজ্ঞতা বা পরিবেশের মাধ্যমে পরিবর্তন করা কঠিন। যদিও এগুলি কখনও কখনও পরিবেশগত উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, মূল আচরণ সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে (McDougall, 1908)। তবে কিছু আচরণ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বন্ধ বা পুনর্নির্দেশিত হতে পারে (Pavlov, 1927)।
7. **স্থির কার্যক্রমের প্যাটার্ন (Fixed Action Patterns, FAPs):** প্রবৃত্তিগত আচরণগুলি প্রায়শই স্থির কার্যক্রমের প্যাটার্ন হিসেবে ঘটে যা হল ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপের একটি সিকোয়েন্স যা সঠিক উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপ্ত হলে সম্পন্ন হয়। একবার উদ্দীপকটি ঘটলে এই আচরণগুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পূর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, পুরুষ পাখি প্রজননকালে স্ত্রী পাখির কাছে পৌঁছানোর জন্য নির্দিষ্ট একটি নৃত্য পরিচালনা করে (Lorenz, 1965)।
8. **প্রজাতি-ভিত্তিক সাদৃশ্য (Cross-Species Similarities):** যদিও নির্দিষ্ট প্রবৃত্তি প্রজাতি অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে, অনেক আচরণ বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতির মধ্যে সাধারণ। এটি প্রবৃত্তিগত আচরণের সার্বজনীন প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে, যেমন- খাদ্য খাওয়ার প্রবৃত্তি যা স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় এবং খারাপ আবহাওয়ার সময় আশ্রয় নেওয়ার প্রবৃত্তি (Darwin, 1871)।
9. **জিনগত নির্ধারণ (Genetic Determination):** প্রবৃত্তিগত আচরণগুলি প্রধানত জিন দ্বারা নির্ধারিত এবং সাধারণত প্রজন্মের পর প্রজন্মে স্থায়ী থাকে। এই জিনগত ভিত্তি এই আচরণগুলিকে সময় ও পরিবেশের সাথে টিকিয়ে রাখে। উদাহরণস্বরূপ, পাখির অভিবাসনের আচরণ জেনেটিকভাবে নিহিত এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ছাড়াই তৈরি হয় (Lorenz, 1965)।
10. **শিখনমূলক আচরণের সাথে মিথস্ক্রিয়া (Interaction with Learned Behavior):** প্রবৃত্তিগত আচরণগুলি শিখনমূলক আচরণের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে যা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশকে প্রভাবিত করে (McDougall, 1908)।

প্রবৃত্তিগত আচরণ এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল জন্মগত প্রকৃতি, অভিন্নতা, পূর্বানুমানযোগ্যতা, এবং পরিবর্তনের জন্য প্রতিরোধীতা। এই আচরণগুলি জীবের অভিযোজনের জন্য অপরিহার্য যাতে তারা তাদের মৌলিক প্রয়োজন যেমন খাদ্য, আশ্রয় এবং প্রজনন মেটাতে পারে। প্রবৃত্তিগত আচরণ বোঝার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই কিভাবে জীব (মানব সহ) তাদের পরিবেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং সময়ের সাথে বিবর্তিত হয়।

14.5. প্রবৃত্তির ধরন (Types of Instinct):

বিভিন্ন গবেষক মানব প্রবৃত্তিকে তাদের কার্যকারিতা, জৈবিক ভিত্তি এবং মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। নিচে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট গবেষক যেমন উইলিয়াম ম্যাকডগল, সিগমন্ড ফ্রয়েড এবং অন্যান্যদের মতে মানব প্রবৃত্তির শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হলো:-

1. **ম্যাকডগলের শ্রেণীবিভাগ (McDougall's Classification, 1908)**

উইলিয়াম ম্যাকডগল একজন প্রভাবশালী মনোবিজ্ঞানী। তিনি মানব আচরণ বোঝার জন্য প্রবৃত্তির একটি তালিকা প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানব আচরণ মূলত জন্মগত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত। তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তি চিহ্নিত করেন যা মানব কাজের মধ্যে মৌলিক ছিল। তিনি মানুষের আচরণের প্রাথমিক চালিকা শক্তি হিসেবে ১৪টি মৌলিক প্রবৃত্তি চিহ্নিত করেছিলেন। প্রতিটি প্রবৃত্তি একটি নির্দিষ্ট আবেগ বা প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

I) **আত্ম-প্রকাশ প্রবৃত্তি (Self-assertive Instincts):**

- কটুক্তি (Pugnacity): আক্রমণাত্মকতা এবং প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি।
- পালানো (Escape): বিপদ থেকে পালানোর প্রবৃত্তি।
- আত্ম-প্রকাশ (Self-assertion): নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবৃত্তি।

II) **সংরক্ষণমূলক প্রবৃত্তি (Preservative Instincts):**

- খাদ্য অনুসন্ধান (Food-seeking): খাদ্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি।
- যৌন প্রবৃত্তি (Sexual instinct): প্রজনন এবং যৌন সম্পর্কের প্রবৃত্তি।
- পিতৃত্ব প্রবৃত্তি (Parental instinct): সন্তানের সুরক্ষা এবং যত্ন নেওয়ার প্রবৃত্তি।

III) **সামাজিক প্রবৃত্তি (Social Instincts):**

- যূথবদ্ধতা (Gregariousness): সামাজিক দল তৈরি করার প্রবৃত্তি।
- সহানুভূতি (Sympathy or appeal): অন্যদের সহানুভূতি ও যত্ন প্রাপ্তির প্রবৃত্তি।

IV) **অন্বেষণমূলক প্রবৃত্তি (Exploratory Instincts):**

- কৌতূহল (Curiosity): পরিবেশ সম্পর্কে জানার এবং শিখতে আগ্রহ।
- আধিকার (Acquisitive): সম্পদ সংগ্রহের প্রবৃত্তি।

2. **ফ্রয়েডের শ্রেণীবিভাগ (Freud's Classification, 1905)**

মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েড তার মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বে মানব প্রবৃত্তি দেখেছিলেন। তিনি দুটি প্রধান শ্রেণিতে মানব প্রবৃত্তিগুলি ভাগ করেছিলেন:

I) **এরোস- জীবন প্রবৃত্তি (Eros- Life Instincts):**

এই প্রবৃত্তিগুলি জীবন, সুখ এবং প্রজননের সাথে সম্পর্কিত। এতে যৌন আকাঙ্ক্ষা, যত্নশীলতা এবং আত্ম-সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ: যৌন প্রবৃত্তি, মাতৃত্বের প্রবৃত্তি এবং সম্পর্কের জন্য আকাঙ্ক্ষা।

II) **থানাটোস- ধ্বংসের প্রবৃত্তি (Thanatos - Death Instincts):**

ফ্রয়েডের মতে মানুষের মধ্যে আক্রমণাত্মকতা এবং ধ্বংসের প্রবৃত্তি রয়েছে যা জীবন প্রবৃত্তির বিপরীত। এগুলি আক্রমণাত্মক আচরণ এবং আত্মঘাতী প্রবৃত্তি হিসেবে প্রকাশ পায়। উদাহরণ: আক্রমণ, সহিংসতা এবং আত্ম-ধ্বংসমূলক প্রবৃত্তি।

3. **ডারউইনের বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Darwin's Evolutionary View, 1871)**

চার্লস ডারউইন যদিও মানব প্রবৃত্তি সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা করেননি তবে তিনি ধারণা করেছিলেন যে প্রবৃত্তিগুলি বিবর্তনের অংশ হিসেবে বিকশিত হয়েছে। ডারউইনের মতে, এগুলি প্রজাতির টিকে থাকার এবং প্রজননের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

I) **বাঁচার / টিকে থাকার প্রবৃত্তি (Survival Instincts):** আত্মরক্ষা এবং বিপদ থেকে বাঁচার প্রবৃত্তি। যেমন- ভয় এবং পালানোর প্রবৃত্তি।

II) **প্রজনন প্রবৃত্তি (Reproductive Instincts):** যৌন আকাঙ্ক্ষা এবং প্রজননের প্রবৃত্তি, যা প্রজাতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে।

4. **আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (Modern Psychological View)**

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী প্রবৃত্তিগুলিকে তাদের বিবর্তন এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন:

- **বাঁচার / টিকে থাকার প্রবৃত্তি (Survival Instincts):** খাবার সন্ধান, পালানো এবং আত্মরক্ষা সংক্রান্ত আচরণ।
- **প্রজনন প্রবৃত্তি (Reproductive Instincts):** যৌন আকাঙ্ক্ষা, মাতৃত্ব এবং প্রজননের প্রতি আগ্রহ।
- **সামাজিক প্রবৃত্তি (Social Instincts):** সামাজিক সম্পর্ক তৈরি, সহযোগিতা এবং সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রবৃত্তি।
- **অন্বেষণ প্রবৃত্তি (Exploratory Instincts):** নতুন পরিবেশ এবং তথ্য অনুসন্ধানের জন্য কৌতূহল।

5. **টিনবার্গেনের শ্রেণীবিভাগ (Tinbergen's Classification, 1950s)**

নিকোলাস টিনবার্গেন একজন বিখ্যাত আচরণবিদ, প্রাকৃতিকভাবে টিকে থাকার জন্য যেসব আচরণ বিবর্তিত হয়েছে তা চিহ্নিত করেছিলেন:

- **খাদ্য অনুসন্ধান (Food-seeking):** খাদ্য সংগ্রহের প্রবৃত্তি যা টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য।
- **যৌন আকাঙ্ক্ষা (Mating):** প্রজননের জন্য যৌন প্রবৃত্তি।
- **এলাকা রক্ষা (Territorial defense):** এলাকা এবং সম্পদ রক্ষার প্রবৃত্তি।
- **পিতৃত্ব (Parenting):** সন্তানদের যত্ন নেওয়ার প্রবৃত্তি।

14.6. শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির গুরুত্ব (Educational Significance of Instinct)

প্রবৃত্তিগত আচরণ শিক্ষাদান কৌশল এবং শিখন প্রক্রিয়াকে গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের সহজাত প্রবণতা এবং আগ্রহ বোঝার মাধ্যমে শিক্ষকেরা এমন পদ্ধতি তৈরি করতে পারেন যা শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক চালিকা শক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিচে এর প্রধান শিক্ষাগত তাৎপর্য তুলে ধরা হলো:

1. **কৌতূহলের প্রবৃত্তি ব্যবহার (Use of Curiosity Instinct):** শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক কৌতূহল তাদের অনুসন্ধান এবং গবেষণা-ভিত্তিক শিক্ষায় প্রণোদিত করতে পারে। শিক্ষকেরা এমন কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে পারেন যা- প্রশ্ন তোলা, সমস্যার সমাধান এবং আবিষ্কারকে উৎসাহিত করে। যেমন- বিজ্ঞান পরীক্ষণ বা উন্মুক্ত প্রকল্প।

2. **সামাজিক প্রবৃত্তি উৎসাহিত করা (Encouraging Social Instincts):** শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ এবং সহযোগিতার সহজাত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। দলগত কার্যক্রম, আলোচনা এবং সহপাঠীদের মাধ্যমে শিখন এবং দলগত কাজের দক্ষতা বাড়ায়।
3. **আগ্রাসন নিয়ন্ত্রণ (Channeling Aggression - Pugnacity):** আগ্রাসন যদি সঠিকভাবে পরিচালিত না হয় তবে তা সংঘাত তৈরি করতে পারে। ক্রীড়া, বিতর্ক বা প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আগ্রাসনকে ইতিবাচক পথে ব্যবহার করা যায়।
4. **পিতৃত্ব প্রবৃত্তি বিকাশ করা (Nurturing Parental Instinct):** অন্যদের যত্ন নেওয়ার সহজাত প্রবণতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে লালন করা যায়। পরামর্শ কার্যক্রম, কমিউনিটি সেবা (Community service) এবং দল পরিচালনার কার্যক্রমের মাধ্যমে সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধ বিকাশ করা যায়।
5. **সৃষ্টিশীল প্রবৃত্তি কাজে লাগানো (Utilizing the Constructive Instinct):** শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিকভাবে কিছু তৈরি করতে এবং গড়ে তুলতে চায়। শিক্ষকেরা সৃজনশীল প্রকল্প, শিল্পকলা এবং মডেল তৈরির কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করতে পারেন।
6. **ভয় এবং পালানোর প্রবৃত্তি পরিচালনা (Adapting to Fear and Escape Instincts):** ভয় এবং এড়ানোর প্রবৃত্তি ঠিকমতো পরিচালিত না হলে শিখন ব্যাহত হতে পারে। সহায়ক এবং নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে উদ্বেগ হ্রাস করা এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ব্যর্থতার পরে উৎসাহ প্রদান।
7. **আত্মপ্রকাশের প্রবৃত্তি চর্চা (Fostering Instinct for Self-Assertion):** নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা একটি শক্তিশালী প্রেরণা হতে পারে। পুরস্কার, প্রশংসা বা নেতৃত্বের ভূমিকায় স্বীকৃতি দিয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায়।
8. **কৌতূহলের মাধ্যমে অনুসন্ধান উৎসাহিত করা (Encouraging Exploration Through Curiosity):** শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে পরিবেশ আবিষ্কার করতে চায়। মাঠ পরিদর্শন, হাতে-কলমে পরীক্ষণ এবং বাস্তব সমস্যার সমাধানের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত রাখতে পারে।
9. **অধিকার অর্জনের প্রবৃত্তি পরিচালনা (Managing Acquisition Instinct):** সম্পদ সংগ্রহের প্রবণতা অতিরিক্ত হলে ভোগবাদী মনোভাব আনতে পারে। সম্পদ ভাগাভাগি এবং উদারতার মূল্য শেখানো এবং নৈতিক সম্পদ ব্যবহারের পাঠ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
10. **খেলার প্রবৃত্তি ব্যবহার (Integration of Playful Instincts - Laughter):** হাসি এবং খেলা সহজাত আচরণ যা মনোযোগ বাড়ায় এবং চাপ কমায়। গেম, মিথস্ক্রিয়া কার্যক্রম এবং আনন্দদায়ক শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ এবং তথ্য ধারণক্ষমতা উন্নত করে।

প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা পদ্ধতির নকশা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আকর্ষণীয়, সহায়ক এবং বিকাশমূলক পরিবেশ তৈরি করতে সহায়ক। কৌতূহল, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং আত্মপ্রকাশের মতো প্রবৃত্তিগুলি পরিচালনা করে শিক্ষকেরা শিক্ষাগত পারদর্শিতা, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক দক্ষতার সমন্বয়ে একটি সমন্বিত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন।

14.7. সারাংশ (Summary):

প্রবৃত্তি (Instinct) সহজাত এবং জিনগতভাবে প্রাপ্ত এমন আচরণ যা শিখন বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত নয়। এটি একটি প্রাকৃতিক প্রবণতা যা মানুষ ও প্রাণীর স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিত করে। প্রবৃত্তিগত আচরণগুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য হল এগুলি স্বাভাবিক, অভিন্ন এবং স্বয়ংক্রিয়। যেমন- বিপদে পালানোর প্রবণতা বা কৌতূহল অনুসন্ধানের ইচ্ছা। উইলিয়াম ম্যাকডগল এবং অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের মতে, প্রবৃত্তি মানুষের আচরণের গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। ম্যাকডগল ১৪টি প্রবৃত্তির তালিকা দেন যার মধ্যে রয়েছে- পালানো, আক্রমণ, সামাজিকতা, কৌতূহল এবং সৃষ্টিশীলতার মতো বৈশিষ্ট্য। প্রবৃত্তির বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, যেমন জৈবিক প্রবৃত্তি (যেমন খাদ্য ও যৌনতা), সামাজিক প্রবৃত্তি (যেমন সহযোগিতা) এবং আত্ম-প্রকাশের প্রবৃত্তি।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তির গুরুত্ব অসীম। কৌতূহল, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, এবং সৃষ্টিশীলতা শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ ও দক্ষতা বাড়ায়। শিক্ষকেরা কার্যকর শিক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের সহজাত প্রবৃত্তি কাজে লাগাতে পারেন। সঠিক পরিবেশ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে সহায়ক হতে পারে। প্রবৃত্তির উপর ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রগুলি বিবর্তনগত ব্যাখ্যা, মস্তিষ্কের ভূমিকা (Neuroscience), এবং সংস্কৃতির প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করে। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ, আবেগের সাথে এর আন্তঃসম্পর্ক এবং প্রাণী ও মানুষের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। AI এবং রোবোটিক্সে প্রবৃত্তি মডেল এর ধারণাও একটি উদীয়মান ক্ষেত্র। এই অধ্যয়নশীল ক্ষেত্রগুলি প্রবৃত্তির জটিলতা সম্পর্কে গভীরতর বোঝাপড়া এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে সক্ষম।

14.8. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

1. প্রবৃত্তি বলতে কী বোঝায়? এর দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করুন।
2. প্রবৃত্তিগত আচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?
3. প্রবৃত্তিগত আচরণ কীভাবে অভিজ্ঞতা ও শেখার প্রভাব ছাড়াই কাজ করে?
4. উইলিয়াম ম্যাকডগলের চিহ্নিত করা ১৪টি প্রবৃত্তি উল্লেখ করুন।
5. সিগমন্ড ফ্রয়েডের প্রবৃত্তির শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
6. সামাজিক প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে শিক্ষকেরা কীভাবে দলগত কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে পারেন?
7. শিক্ষার্থীদের আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তিকে ইতিবাচক পথে পরিচালিত করার উপায় কী?
8. সৃজনশীল প্রবৃত্তি শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে শিক্ষার্থীদের উন্নতিতে সাহায্য করে?
9. প্রবৃত্তি এবং শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে শিক্ষকদের শেখানোর কৌশল পরিবর্তন করতে সাহায্য করে?

14.9. গ্রন্থপঞ্জি (References)

- Aggarwal, J. C. (2001). Essentials of Educational Psychology. Vikas Publishing House.
- Bhatia, K. K., & Bhatia, B. (2005). Psychology of Learning and Development. Kalyani Publishers.
- Boesch, C., & Houghton, R. A. (2000). The role of instincts in human and primate behavior. Evolutionary Psychology, 5(2), 45-67.

- Chauhan, S. S. (2003). Advanced Educational Psychology. Vikas Publishing House.
- Darwin, C. (1871). The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. John Murray.
- Lorenz, K. (1965). On Aggression. Harcourt Brace & World.
- McDougall, W. (1908). An Introduction to Social Psychology. John W. Luce & Co.
- Mangal, S. K. (2007). Educational Psychology (2nd ed.). Prentice-Hall of India.
- Pavlov, I. (1927). Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Nervous System. Oxford University Press.
- Panksepp, J., & Biven, L. (2012). The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotions. W.W. Norton & Company.
- Puri, M. (2011). Educational Psychology and Development of Learners. Vikas Publishing House.
- Sharma, R. A. (2005). Advanced Educational Psychology. Surya Publications.
- Tinbergen, N. (1951). The Study of Instinct. Oxford University Press.

UNIT-15 প্রক্ষোভ (EMOTION)

15.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

15.2. ভূমিকা (Introduction)

15.3. প্রক্ষোভ : ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and definitions of Emotion)

15.4. প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Emotion):

15.5. প্রক্ষোভের ধরন (Types of Emotion)

15.6. শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের গুরুত্ব (Educational Significance of Emotion)

15.7. সারাংশ (Summary):

15.8. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

15.9. গ্রন্থপঞ্জি (References)

15.1. শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)

5. শিক্ষার্থীরা প্রক্ষোভ এর ধারণাটি সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
6. তারা প্রক্ষোভ এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
7. শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরণের প্রক্ষোভ এবং তাদের উদাহরণ প্রদান করতে পারবে।
8. শিক্ষার্থীরা প্রক্ষোভ এর শিক্ষাগত প্রয়োগের দিকগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

15.2. ভূমিকা (Introduction)

মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রক্ষোভ গভীরভাবে যুক্ত, যা আমাদের চিন্তা, আচরণ এবং আন্তঃসম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। প্রক্ষোভ আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং অনেক সময় আমাদের সিদ্ধান্তের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। প্রক্ষোভকে বোঝা আমাদের আত্মসচেতনতা বাড়াতে, সম্পর্ক উন্নত করতে এবং প্রাক্ষোভিক বুদ্ধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। প্রক্ষোভ এমন একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যেখানে একটি মানসিক অভিজ্ঞতা, শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া এবং আচরণগত বা অভিব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া জড়িত। বিভিন্ন শাখার, যেমন- মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান, প্রক্ষোভ এর উপর আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা যেখানে আবেগের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে গুরুত্ব দেন, স্নায়ুবিজ্ঞানীরা সেখানে মস্তিষ্কের ভূমিকার উপর জোর দেন এবং সমাজবিজ্ঞানীরা প্রক্ষোভ কিভাবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয় তা বিশ্লেষণ করেন। প্রক্ষোভকে এর প্রকৃতি ও প্রভাবের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। প্রাথমিক আবেগ যেমন- আনন্দ, দুঃখ, রাগ, ভয়, বিস্ময়। জটিল আবেগ যেমন- ঈর্ষা, গর্ব এবং অপরাধবোধ।

15.3. প্রক্ষোভ : ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and definitions of Emotion)

যখন আমরা বহুদিন পর প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করি, তখন আমরা উচ্ছ্বাসে ভরে উঠি। যখন একটি ছোট শিশু তার বাবার কাঁধে উঠে খেলতে চায়, তখন সে ভালোবাসা এবং নির্ভরতার প্রকাশ করে। আবার, পরীক্ষার পরে শিক্ষক যদি বলেন, "তুমি খুব ভালো করেছ," তখন আমাদের মনে গর্বের অনুভূতি জাগে। তেমনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের আবেগ প্রকাশ পায়। ধরুন, আপনি একটি সুন্দর সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন- এটি আনন্দের প্রকাশ। আবার, রাস্তায় আচমকা একটি কুকুর তাড়া করলে আপনার মনে ভয় সৃষ্টি হয়। অথবা যদি একটি প্রতিযোগিতায় আপনার নাম ঘোষণা করা হয়, তখন আপনি উত্তেজিত ও গর্বিত বোধ করতে পারেন।

প্রক্ষোভের তিনটি মৌলিক দিক রয়েছে, যা আমাদের অনুভূতি এবং আচরণে প্রকাশিত হয়। এগুলি হল জ্ঞানগত দিক, শারীরবৃত্তীয় দিক এবং আচরণগত দিক। প্রতিটি দিককে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য আমরা বিভিন্ন উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি।

1. **জ্ঞানগত দিক (Cognitive aspect):** এটি সেই চিন্তা, বিশ্বাস এবং প্রত্যাশার সাথে সম্পর্কিত যা আমরা প্রক্ষোভ অনুভব করার সময় মনে করি। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনি এবং আপনার বন্ধু একই চলচ্চিত্র দেখছেন। আপনি সেই চলচ্চিত্রটিকে অনুপ্রেরণাদায়ক মনে করতে পারেন, কারণ সেটি

একটি দুঃসাহসিক যাত্রার গল্প বলে। কিন্তু আপনার বন্ধু হয়তো এটিকে অতিরঞ্জিত এবং অবাস্তব বলে মনে করতে পারে। আবার, পরীক্ষার ফলাফলের আগে কেউ কেউ আত্মবিশ্বাসী থাকে এবং ভাবে, "আমি ভালো করব," অন্য কেউ হয়তো মনে করে, "আমি নিশ্চিত ব্যর্থ হব।" এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের প্রক্ষোভকে প্রভাবিত করে।

2. **শারীরবৃত্তীয় দিক (Physiological aspect):** এটি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ধরুন আপনি একটি ভূতুড়ে গল্প শুনছেন বা অন্ধকার ঘরে ঢুকছেন। সেই মুহূর্তে আপনার হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে পারে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে এবং শরীরে ঘাম জমতে পারে। আবার, রাগের সময় আপনার মুখ লাল হয়ে যেতে পারে, শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে উঠতে পারে এবং হাত মুঠো হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, যখন আপনি খুব আনন্দিত হন, তখন আপনার মুখে হাসি ফুটে ওঠে এবং আপনি অজান্তেই হাততালি দিতে পারেন।
3. **আচরণগত দিক (Behavioural aspect):** এটি প্রক্ষোভের বহিরাগত প্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশুকে তার প্রিয় খেলনা দিলে সে উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেই খেলনাটি কেড়ে নিলে কান্নায় ভেঙে পড়তে পারে। একইভাবে, একজন ব্যক্তি যদি খুব রেগে যায়, তবে তার কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং চিৎকারময় হতে পারে, মুখ ভেঙে যেতে পারে এবং হাত নাড়তে পারে। অন্যদিকে, যখন কেউ খুব খুশি থাকে, তখন সে গান গাইতে বা নাচতে শুরু করতে পারে।

এই তিনটি দিক একসাথে কাজ করে আমাদের আবেগকে পুরোপুরি প্রকাশ করে। যেমন, পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার সময়, আপনি চিন্তায় (আমি পাস করব কি না), শারীরিক প্রতিক্রিয়ায় (হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া) এবং আচরণে (উল্লাস বা হতাশা প্রকাশ) এটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে পারবেন।

এখানে প্রক্ষোভের তিনটি দিকের সংক্ষিপ্ত সারাংশ টেবিল আকারে দেওয়া হলো:

দিক (Aspect)	**বিবরণ (Description)**	**উদাহরণ (Example)**
জ্ঞানগত দিক	চিন্তা, মূল্যায়ন এবং মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে আবেগ সৃষ্টি হয়।	পরীক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন অনুভব করা।
শারীরবৃত্তীয় দিক	শরীরের শারীরিক প্রতিক্রিয়া যেমন হার্টের গতি বাড়ানো, ঘাম হওয়া।	রাগের সময় হার্টের গতি বাড়ানো বা পেশী শক্ত করা।
আচরণগত দিক	আবেগের ফলস্বরূপ বাহ্যিক কাজকর্ম বা আচরণ প্রকাশ পায়।	সুখের অনুভূতিতে হাসা বা দুঃখিত হলে কাঁদা।

প্রক্ষোভের সংজ্ঞা (Definitions of Emotion): এখানে প্রক্ষোভের কিছু সংজ্ঞা দেওয়া হলো-

Ekman, P. (1992) “Emotions are brief, but intense, mental and physiological responses to significant situations that prepare individuals to respond to specific challenges.”

অর্থাৎ " প্রক্ষোভ হলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করে।"

James, W. (1884). "Emotions result from the perception of physiological reactions to stimuli." অর্থাৎ "প্রক্ষোভ শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলির উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত হয়।"

Cannon, W. B., & Bard, P. (1927). "Emotions and physiological responses occur simultaneously but independently." অর্থাৎ "আবেগ এবং শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া একসঙ্গে ঘটে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে।"

Schachter, S., & Singer, J. E. (1962). "Emotions are the result of both physiological arousal and cognitive interpretation of that arousal." অর্থাৎ "প্রক্ষোভ শারীরিক উত্তেজনা এবং সেই উত্তেজনার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ।"

Lazarus, R. S. (1991). "Emotions are the result of an individual's cognitive appraisal of a situation as being relevant to their personal well-being." অর্থাৎ "প্রক্ষোভ হল একজন ব্যক্তির পরিস্থিতির প্রতি মানসিক মূল্যায়ন, যা তার ব্যক্তিগত মঙ্গল সম্পর্কিত।"

Reeve, J. (2016). "Emotion is a motivational state that helps individuals achieve goals and adapt to changing circumstances." অর্থাৎ "প্রক্ষোভ হল একটি প্র প্রেষণাদায়ক অবস্থা যা ব্যক্তিকে লক্ষ্য অর্জন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে সহায়ক।"

Barrett, L. F. (2006). "Emotions are not biologically hardwired responses but are constructed by the brain through the combination of sensory information, past experiences, and cultural context." অর্থাৎ "প্রক্ষোভ জৈবিকভাবে নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এগুলি ইন্দ্রিয়গত তথ্য, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সমন্বয়ের মাধ্যমে মস্তিষ্ক দ্বারা নির্মিত হয়।"

প্রক্ষোভের সংজ্ঞা গুলি বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে, প্রক্ষোভ হলো একটি জটিল মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি আমাদের অনুভূতি, শারীরিক পরিবর্তন, চিন্তা এবং আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এটি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা দ্বারা উদ্ভূত হয় এবং সুখ, দুঃখ, রাগ, ভয়, ঘৃণা এবং বিস্ময়ের মতো মৌলিক আবেগ বা অপরাধবোধ, লজ্জা এবং গর্বের মতো সামাজিক আবেগের রূপে থাকতে পারে। আবেগের প্রধান ভূমিকা হলো পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলা, সম্পর্ক গঠন করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা। যদিও এগুলি সার্বজনীন, তবে সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাবে তাদের অভিজ্ঞতা এবং প্রকাশ ভিন্ন হতে পারে।

15.4. প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Emotion): প্রক্ষোভগুলি

১. সার্বজনীন প্রকৃতি (Universal Nature): কিছু মৌলিক প্রক্ষোভ যেমন আনন্দ, দুঃখ, রাগ, ভয়, বিস্ময় এবং ঘৃণা সর্বত্র অনুভূত হয়, যা মানবজাতির অভিন্ন আবেগ প্রকাশের ক্ষমতাকে তুলে ধরে (Ekman, 1999)।

২. জটিলতা (Complexity): প্রক্ষোভগুলি সরল (যেমন সুখ বা দুঃখ) থেকে জটিল (যেমন ঈর্ষা বা কৃতজ্ঞতা) পর্যন্ত হতে পারে। এগুলি প্রায়ই বিভিন্ন অনুভূতির মিশ্রণ এবং সময়ের সঙ্গে বিকশিত হয়।

৩. অভিযোজনমূলক কার্যকারিতা (Adaptive Function): প্রক্ষোভগুলি পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলোর প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন, ভয় যুদ্ধ বা পালানোর প্রতিক্রিয়া সক্রিয় করে, আর ভালবাসা সামাজিক বন্ধন ও যত্নশীলতা বাড়ায় (Darwin, 1872)।

৪. মানসিক মূল্যায়ন (Cognitive Appraisal): প্রক্ষোভের উৎপত্তি এবং তীব্রতা একটি পরিস্থিতির মানসিক মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। মানসিক মূল্যায়ন একটি ঘটনার অর্থ এবং গুরুত্ব নির্ধারণ করে, যা আমাদের আবেগের ধরন ও তীব্রতাকে প্রভাবিত করে। (Lazarus, 1991)।

৫. ভিন্ন তীব্রতা (Varied Intensity): প্রক্ষোভের তীব্রতা মৃদু থেকে তীব্র হতে পারে এবং এটি পরিস্থিতি বা ঘটনার গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। সামান্য বিরক্তি তীব্র রাগে রূপ নিতে পারে বা মৃদু সন্তুষ্টি গভীর আনন্দে পরিণত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোট প্রশংসা একটি হালকা আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের স্বীকৃতি গভীর সন্তুষ্টির অনুভূতি দেয়।

৬. উদ্দীপক ঘটনাগুলি (Triggering Events): প্রক্ষোভগুলি সাধারণত নির্দিষ্ট ঘটনা, স্মৃতি বা চিন্তার দ্বারা উদ্দীপিত হয়। বাহ্যিক উদ্দীপনা (যেমন, একটি সদয় কাজ) বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া (যেমন, একটি প্রিয় মুহূর্তের স্মৃতি) আবেগময় প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে।

৭. শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া (Physiological Responses): প্রক্ষোভ শরীরের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে, যেমন হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, হরমোনের পরিবর্তন এবং সংবেদনশীলতার বৃদ্ধি। এই শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়াগুলি প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাৎক্ষণিক হয় (Levenson, 2014)।

৮. প্রকাশ ও যোগাযোগ (Expression and Communication): প্রক্ষোভ মৌখিক এবং অ-মৌখিক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যেমন মুখের অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর। এই প্রকাশগুলো আমাদের আবেগের অবস্থা অন্যদের বোঝাতে সাহায্য করে।

৯. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (Subjective Experience): প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতাগুলি খুবই ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে কেন একই পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে (Mesquita & Walker, 2003)।

১০. প্রেষণাদায়ক ভূমিকা (Motivational Role): প্রক্ষোভগুলি আচরণের জন্য অনুপ্রেরণা দেয়, যা ব্যক্তির লক্ষ্য বা প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, রাগ সংঘাত সমাধানের জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারে, আর দুঃখ সাহায্যের জন্য অন্যদের কাছে যেতে প্ররোচিত করতে পারে (Izard, 2007)।

১১. সাংস্কৃতিক প্রভাব (Cultural Influence): কিছু প্রক্ষোভ সার্বজনীন হলেও, সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং মূল্যবোধ আবেগের অভিজ্ঞতা, প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে। প্রতিটি সংস্কৃতি অনুযায়ী মানুষের অনুভূতি প্রকাশের ধরন ভিন্ন হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যটি দেখায় কিভাবে জীববিদ্যা এবং সংস্কৃতি একসঙ্গে মিলে আবেগময় জীবনে প্রভাব ফেলে।

১২. সময়গত গতিশীলতা (Temporal Dynamics): প্রক্ষোভগুলি স্থির নয়; সময়ের সঙ্গে এগুলির পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক ভয় স্বস্তিতে পরিণত হতে পারে, বা সাময়িক রাগ দীর্ঘমেয়াদী ক্ষোভে রূপ নিতে পারে। এটি অনুভূতির গতিশীল প্রকৃতিকে চিত্রিত করে।

প্রক্ষোভের ধরন (Types of emotion):

প্রক্ষোভ এমন একটি অনুভূতি যা আমরা সবাই অনুভব করি। এগুলো কীভাবে শুরু হয় এবং কতটা সহজ বা জটিল হয় তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। এখানে প্রধান কিছু প্রক্ষোভ সম্পর্কে সহজভাবে আলোচনা করা হলো:

1. পল একম্যান-এর মৌলিক প্রক্ষোভ (Paul Ekman's Basic Emotions):

পল একম্যান, একজন খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী, ১৯৭০-এর দশকে তার আন্তঃসাংস্কৃতিক গবেষণার ভিত্তিতে মৌলিক প্রক্ষোভ তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি ছয়টি প্রধান প্রক্ষোভ চিহ্নিত করেছিলেন যা সার্বজনীন অর্থাৎ এগুলো সব সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে অভিজ্ঞতা হয় এবং শনাক্ত করা হয়। এই প্রক্ষোভগুলোকে স্বাভাবিক এবং জৈবিকভাবে মস্তিষ্কে সংযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা নির্দিষ্ট উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে উদ্ভূত হয়।

ছয়টি মৌলিক প্রক্ষোভ (Six Basic Emotions)

1. **আনন্দ (Happiness):** সুখ এবং সন্তুষ্টির অনুভূতি; যা সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলে।
2. **দুঃখ (Sadness):** ক্ষতি বা হতাশার অনুভূতি; যা সহায়তার প্রয়োজন বুঝায়।
3. **রাগ (Anger):** অবিচার বা হতাশার প্রতি প্রতিক্রিয়া; যা সমস্যা সমাধানের জন্য উৎসাহিত করে।
4. **ভয় (Fear):** বিপদ বা হুমকির অনুভূতি; যা পালাতে বা লড়াই করতে প্রস্তুত করে।

5. **ঘৃণা (Disgust):** অপ্রীতিকর বা ক্ষতিকর কিছু দেখে উদ্ভূত অনুভূতি; যা রক্ষা করে।
6. **বিস্ময় (Surprise):** অপ্রত্যাশিত কিছু দেখার পর অনুভূতি; যা মনোযোগ পুনরায় আকর্ষণ করে।

2. গৌণ/জটিল প্রক্ষোভ (Secondary/ Complex Emotions):

গৌণ বা জটিলগুলি প্রক্ষোভগুলি আরও জটিল এবং সাধারণত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা গঠিত হয়। এগুলি মৌলিক অনুভূতির মিশ্রণ এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উদ্ভূত হয়। কিছু সাধারণ গৌণ প্রক্ষোভ হল:

1. **অপরাধবোধ (Guilt):** নিজের কোনও ভুল বা ভুল কাজের জন্য অনুশোচনা।
2. **লজ্জা (Shame):** সামাজিক বা সাংস্কৃতিকভাবে অপমানিত বা অপরাধী মনে হওয়ার অনুভূতি।
3. **ঈর্ষা (Jealousy):** অন্যের কাছে কিছু হারানোর বা তাদের সফলতা দেখে হতাশা।
4. **গর্ব (Pride):** নিজস্ব সফলতার জন্য আত্মবিশ্বাস এবং আনন্দ।
5. **ভালবাসা (Love):** গভীর সংবেদনশীল সংযোগ এবং যত্ন।
6. **অস্বস্তি (Embarrassment):** জনসমক্ষে ছোট বা অপমানিত হওয়ার অনুভূতি।

3.রাসেল এর প্রক্ষোভের দ্বি-মাত্রিক মডেল (Russell‘s Dimensional Model of Emotion):

জেমস রাসেল তার Circumplex Model of Emotion-এ আবেগগুলি দুটি মাত্রার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন:

1. **মিশ্রণক্ষমতা (Valence):** অনুভূতির দিক যা ধনাত্মক (আনন্দদায়ক) থেকে ঋণাত্মক (অপ্রিয়) পর্যন্ত বিস্তৃত।
2. **উদ্রেগ করা/ জাগানো (Arousal):** অনুভূতির তীব্রতা যা কম (শান্ত) থেকে উচ্চ (উত্তেজিত) পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ:

উচ্চ উদ্রেগ + ধনাত্মক মিশ্রণক্ষমতা: উত্তেজনা (Excitement)

উচ্চ উদ্রেগ + ঋণাত্মক মিশ্রণক্ষমতা: রাগ (Anger)

নিম্ন উদ্রেগ + ধনাত্মক মিশ্রণক্ষমতা: সন্তুষ্টি (Contentment)

নিম্ন উদ্রেগ + ঋণাত্মক মিশ্রণক্ষমতা: দুঃখ (Sadness)

4. প্লাচিকের প্রক্ষোভের চক্র (Plutchik’s Wheel of Emotions)

রবার্ট প্লাচিক তার Wheel of Emotions-এ আটটি মৌলিক প্রক্ষোভ চিহ্নিত করেছেন যা বিরোধী জোড়ায় সাজানো। তিনি এটি প্রস্তাব করেছিলেন যে, এই মৌলিক প্রক্ষোভগুলি একত্রিত হয়ে আরও জটিল প্রক্ষোভ তৈরি করতে পারে। মৌলিক আটটি আবেগ:

1. আনন্দ (Joy) vs. দুঃখ (Sadness)
2. রাগ (Anger) vs. ভয় (Fear)
3. বিশ্বাস (Trust) vs. অবিশ্বাস (Distrust)
4. আশা (Anticipation) vs. বিস্ময় (Surprise)

জটিল প্রক্ষোভ (complex emotion) উদাহরণ: আনন্দ + বিশ্বাস: এই দুটি আবেগ একত্রিত হলে ভালবাসা তৈরি হয়।

5. ডারউইন বিবর্তনমূলক প্রক্ষোভ (Darwin's Evolutionary Emotions)

চার্লস ডারউইন তার বিবর্তনমূলক প্রক্ষোভের তত্ত্ব-এ দাবি করেছিলেন যে প্রক্ষোভগুলি জীববৈচিত্র্য এবং বংশবিস্তারের জন্য বিবর্তিত হয়েছে। তিনি আবেগগুলিকে তাদের অভিযোজনমূলক কার্যকারিতার ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, অর্থাৎ প্রতিটি প্রক্ষোভ মানুষের টিকে থাকার এবং পরিবেশে অভিযোজনের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

I. ভয় (Fear): বিপদ বা হুমকি থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। এটি আমাদের শরীরকে সজাগ করে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে, যেমন পালানো বা আক্রমণ করা।
II. রাগ (Anger): একে অপরের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ বা সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রস্তুত করে। এটি আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং আমাদের প্রতিক্রিয়া দ্রুত এবং কার্যকর করে।
III. ভালবাসা (Love): সম্পর্ক তৈরি এবং সামাজিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে, যা বংশবিস্তারে সাহায্য করে এবং একে অপরকে সমর্থন প্রদান করে।
IV. ঘৃণা (Disgust): ক্ষতিকারক বা বিষাক্ত কিছু থেকে দূরে রাখে, যেমন বিষাক্ত পদার্থের প্রতি প্রতিক্রিয়া। এটি শারীরিক এবং মানসিকভাবে নিরাপদ রাখে।

6. সামাজিক প্রক্ষোভ (Social Emotions):

সামাজিক প্রক্ষোভগুলি অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক বা যোগাযোগের প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে উদ্ভূত হয় এবং সামাজিক বন্ধন বজায় রাখার ও সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় সাধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি আমাদের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের গুণমান এবং গভীরতা নির্ধারণ করতে সহায়ক।

I. সহানুভূতি (Empathy): অন্যের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বোঝার এবং তাদের দুঃখ বা সুখে অংশগ্রহণের অনুভূতি। এটি সম্পর্কের মধ্যে সহানুভূতি এবং সমর্থন তৈরি করতে সাহায্য করে।
II. অপরাধবোধ (Guilt): নিজের আচরণ বা সিদ্ধান্তের জন্য অপরাধবোধ অনুভব করা, যা সম্পর্কের মধ্যে সমঝোতা এবং ক্ষমা প্রার্থনা উদ্দীপিত করে।
III. গর্ব (Pride): নিজের বা প্রিয়জনের অর্জন বা সফলতার জন্য সন্তুষ্টি এবং আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি। এটি সম্পর্কের মধ্যে আত্মসম্মান এবং স্বীকৃতির সৃষ্টি করে।
IV. ঈর্ষা (Jealousy): অন্যের প্রতি অনুভূত প্রতিযোগিতা বা উদ্বেগ, যা সম্পর্কের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বা অসন্তুষ্টি তৈরি করতে পারে।
V. অস্বস্তি (Embarrassment): সামাজিক পরিস্থিতিতে অপ্রত্যাশিত বা অপ্রিয় কিছু ঘটলে লজ্জা বা অস্বস্তি অনুভব করা, যা ব্যক্তির আত্মমর্যাদার উপর প্রভাব ফেলে।

5. স্ব-সচেতন প্রক্ষোভ (Self-Conscious Emotions)

স্ব-সচেতন প্রক্ষোভগুলি আমাদের নিজস্ব অনুভূতি এবং অন্যদের আমাদের প্রতি ধারণার উপর ভিত্তি করে উদ্ভূত হয়। এই প্রক্ষোভগুলি ব্যক্তির আত্মমর্যাদা, সামাজিক মূল্য, এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আমাদের আত্মবিশ্বাস বা অস্বস্তি প্রকাশ করে।

I. অস্বস্তি (Embarrassment): নিজের আচরণ বা পরিস্থিতির কারণে লজ্জা বা অস্বস্তি অনুভব করা। এটি সাধারণত সমাজের নজর এবং মূল্যায়নের কারণে হয়।
II. হেয়তা/অপমান (Humiliation): অন্যদের দ্বারা অপমানিত বা অবমানিত হওয়ার অনুভূতি, যা আত্মমর্যাদা হ্রাস বা সম্মানের ক্ষতি তৈরি করে।
III. গর্ব (Pride): নিজের অর্জন, সাফল্য, বা ভালো কাজের প্রতি গর্ব অনুভব করা, যা আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করে।
IV. অপরাধবোধ (Guilt): নিজের কোনও ভুল, অপরাধ, বা অন্যায়ের জন্য দায়িত্ব এবং অনুশোচনা অনুভব করা, যা সংশোধন বা ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের গুরুত্ব (Educational Significance of Emotion):

প্রক্ষোভ শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের প্রেরণা, মনোযোগ এবং জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করে। ইতিবাচক প্রক্ষোভ যেমন আনন্দ এবং আগ্রহ, সম্পৃক্ততা, সৃজনশীলতা এবং স্মৃতিধারণ উন্নত করে, যা ভালো শেখার ফলাফল তৈরি করে। বিপরীতে, নেতিবাচক প্রক্ষোভ যেমন উদ্বেগ এবং হতাশা মনোযোগ কমিয়ে দেয়, প্রেরণা হ্রাস করে এবং কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস এবং কাজের মূল্যবোধকেও প্রভাবিত করে, যা তাদের শেখার প্রতি মনোভাব গড়ে তোলে। শিক্ষাগত পরিবেশে প্রক্রিয়াগুলিকে বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ, যাতে একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা শিক্ষাগত সফলতা এবং প্রাক্ষোভিক সুস্থতা উভয়ই সমর্থন করে।

9. জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব (Influence on Cognitive Processes): প্রক্ষোভ মনোযোগ, স্মৃতি এবং সমস্যার সমাধানের দক্ষতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ইতিবাচক প্রক্ষোভ যেমন কৌতূহল ও আনন্দ বৃদ্ধি করে, যেখানে উদ্বেগের মতো নেতিবাচক আবেগ জ্ঞানীয় কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় (Goleman, 1995)।
10. প্রাক্ষোভিক বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা (Role in Emotional Intelligence): Goleman (1995)-এর মতে, প্রাক্ষোভিক বুদ্ধিমত্তা প্রাক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করা, এবং মানসিক স্থিতিশীলতা গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ প্রাক্ষোভিক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভালো শিক্ষাগত সাফল্য এবং আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।
11. প্রেষণাদায়ক এবং সম্পৃক্ততার উপর প্রভাব (Impact on Motivation and Engagement): Pekrun (2006)-এর Control-Value Theory অনুসারে, আনন্দের মতো প্রাক্ষোভ অন্তর্নিহিত প্রেরণা বৃদ্ধি করে, যেখানে ক্লান্তি এবং উদ্বেগের মতো প্রাক্ষোভ সম্পৃক্ততা হ্রাস করে। শিক্ষার্থীরা যেসব শিক্ষণ কার্যক্রমের প্রতি ইতিবাচক অনুভব করে তারা সাধারণত বেশি সময় ধরে মনোযোগী থাকে এবং ভালো ফলাফল করে।
12. শিক্ষার সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক প্রসঙ্গ (Social and Emotional Context of Learning): Vygotsky (1978)-এর মতে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় প্রাক্ষোভিক সমর্থন জ্ঞানমূলক বিকাশকে উন্নীত করে। সহযোগী এবং আবেগপূর্ণ সহায়ক পরিবেশে শিক্ষণ শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি ঘটায়।
13. সমগ্র বিকাশের উন্নয়ন (Enhancement of Holistic Development): Immordino-Yang & Damasio (2007)-এর মতে, প্রাক্ষোভ বিচার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে জড়িত, যা সমগ্র শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। প্রক্ষোভের যত্ন নিলে শিক্ষার্থীরা সমালোচনামূলক চিন্তাধারা এবং সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক পরিপক্কতা অর্জন করে।
14. স্ট্রেস এবং মোকাবিলা কৌশল (Stress and Coping Mechanisms): শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভজনিত চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং সেগুলো সামলানোর উপায় শেখানো তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং শিক্ষাগত সাফল্য বাড়ায়। প্রাক্ষোভ সম্পর্কে সচেতন শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ এবং সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পারেন।
15. সহপাঠীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব (Impact on Peer Interactions): প্রাক্ষোভ সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা, সহযোগিতা এবং সংঘাত মেটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইতিবাচক প্রাক্ষোভিক পরিবেশ এবং দলগত কাজ কার্যকর যোগাযোগকে উৎসাহিত করে।

16. শিক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical Applications in Pedagogy): শ্রেণিকক্ষে প্রাক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং সহানুভূতিশীল যোগাযোগের মতো কার্যক্রম যোগ করা শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভিক সুস্থতা বাড়াতে সহায়ক।

Reinhard Pekrun, একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিত, শিক্ষায় প্রক্ষোভের ভূমিকা ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তার Control-Value Theory of Achievement Emotions (২০১৪) প্রক্ষোভের শিক্ষাগত দিকগুলোর উপর মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। নিচে Pekrun-এর বর্ণিত আবেগের শিক্ষাগত দিকগুলি দেওয়া হলো:

A. আবেগ এবং বৈচিত্র্য বোঝা (Understanding Emotions and Diversity)

নীতি ১: প্রক্ষোভ বোঝা (Principle 1: Understanding Emotions): প্রক্ষোভের প্রকৃতি এবং শিক্ষায় এর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভের পরিচয় কিভাবে তাদের অনুভূতি শিখতে সাহায্য করে এবং প্রক্ষোভের অভিজ্ঞতা কিভাবে তাদের শিক্ষা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

নীতি ২: ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য (Principle 2: Individual and Cultural Differences): শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুসারে ভিন্ন হয়। এটি শিক্ষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য বুঝে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত সমর্থন দিতে পারেন।

B. কার্যকারিতা, পূর্বাপর কারণ এবং নিয়ন্ত্রণ (Functions, Antecedents, and Regulation)

নীতি ৩: ইতিবাচক প্রক্ষোভ এবং শিখণ (Principle 3: Positive Emotions and Learning): ইতিবাচক প্রক্ষোভ যেমন- আনন্দ, আগ্রহ, এবং গর্ব, শিক্ষার্থীদের প্রেরণা এবং সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে দেয়, যা শেখার দক্ষতা উন্নত করে। এই প্রক্ষোভগুলি ছাত্রদের মনোযোগ এবং সমস্যা সমাধানে সহায়ক।

নীতি ৪: নেতিবাচক প্রক্ষোভ এবং শিখণ (Principle 4: Negative Emotions and Learning): নেতিবাচক প্রক্ষোভ যেমন উদ্বেগ, বিরক্তি এবং হতাশা শেখার প্রক্রিয়া হ্রাস করে, কারণ এটি মনোযোগ প্রভাবিত করে। এগুলোর মোকাবিলা করতে শিক্ষকরা সহায়ক কৌশল তৈরি করতে পারেন।

নীতি ৫: আত্মবিশ্বাস, কাজের মূল্য এবং প্রক্ষোভ (Principle 5: Self-Confidence, Task Values, and Emotions): শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস এবং তারা যে কাজ করছে তার মূল্যবোধ তাদের প্রক্ষোভকে প্রভাবিত করে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার মান এবং অর্জিত ফলাফল শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভের উপর বড় প্রভাব ফেলে।

নীতি ৬: প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ (Principle 6: Emotion Regulation): শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক কৌশল শেখানো আবশ্যক, যা তাদের শেখার দক্ষতা এবং শিক্ষাগত সাফল্য উন্নত করতে সাহায্য করে। এটি বিশেষত পরীক্ষার সময় এবং চাপের পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ।

C. শিক্ষার মাধ্যমে প্রক্ষোভ পরিবর্তন (Modifying Emotions through Education)

নীতি ৭: শ্রেণিকক্ষ নির্দেশনা এবং শিক্ষকের প্রক্ষোভ (Principle 7: Classroom Instruction and Teacher Emotions): শিক্ষকরা যখন তাদের প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ইতিবাচক মনোভাব দেখান, তখন তা শিক্ষার্থীদের আবেগের উপর প্রভাব ফেলে এবং শ্রেণীকক্ষে ভালো পরিবেশ তৈরি হয়। শিক্ষকরা যদি সহানুভূতিশীল হন, শিক্ষার্থীরা আরো কার্যকরভাবে শেখে।

নীতি ৮: লক্ষ্য কাঠামো এবং সাফল্যের মানদণ্ড (Principle 8: Goal Structures and Achievement Standards): শিক্ষার লক্ষ্য এবং সাফল্যের মানদণ্ড শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। লক্ষ্যগুলির স্বচ্ছতা এবং অর্জনের মান শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস এবং মনের অবস্থাকে প্রভাবিত করে।

নীতি ৯: পরীক্ষা এবং প্রতিক্রিয়া (Principle 9: Test-Taking and Feedback): পরীক্ষা এবং প্রতিক্রিয়া প্রদান শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইতিবাচক এবং সহায়ক প্রতিক্রিয়া, শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ কমিয়ে তাদের শেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

নীতি ১০: পরিবার, সহপাঠী এবং স্কুল সংস্কার (Principle 10: Family, Peers, and School Reform): পরিবার, সহপাঠী এবং স্কুল সংস্কার শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভকে প্রভাবিত করে, কারণ এসব সামাজিক পরিবেশ তাদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার বাইরের সমর্থন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রাক্ষোভ তৈরি করতে সাহায্য করে।

15.7. সারাংশ (Summary):

প্রক্ষোভ বা আবেগ একটি মানসিক অবস্থা, যা সাধারণত শারীরিক, মানসিক এবং আচরণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এটি মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন বা অনুভূতির প্রতিফলন যা প্রায়ই বিশেষ কোনো পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনুভূত হয়। আবেগের সংজ্ঞা বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে দিয়েছেন, তবে সবগুলোতে একটি সাধারণ ধারণা থাকে, যে এটি মানুষের অনুভূতি এবং তার অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিনিধিত্ব। প্রক্ষোভ অনুভূতির মাধ্যমে মানুষ তার পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানায় যা তার শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন এবং মানসিক চিন্তা গঠনে সহায়ক।

প্রক্ষোভের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রথমত, এটি স্বল্পমেয়াদী এবং বিশেষ পরিস্থিতির প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রক্ষোভ শারীরিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে যেমন হার্ট রেট বৃদ্ধি বা

ঘাম আসা। তৃতীয়ত, এটি মনের মধ্যে একটি বিশেষ চিন্তা বা অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা আমাদের পরিবেশ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন পরিবর্তন করতে সহায়ক। প্রক্ষোভ একাধিক আঙ্গিক থেকে আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আবেগকে মানবিক অভিজ্ঞতার একটি অপরিহার্য অংশ করে তোলে।

প্রক্ষোভের ধরন বেশ বৈচিত্র্যময় এবং এগুলি সাধারণত দুইটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়- ইতিবাচক (positive) এবং নেতিবাচক (negative)। ইতিবাচক প্রক্ষোভের মধ্যে আনন্দ, গর্ব, এবং ভালবাসা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যে সম্পর্ক এবং সৃজনশীলতা বাড়ায়। নেতিবাচক প্রক্ষোভের মধ্যে উদ্বেগ, দুঃখ, এবং রাগ যেমন আক্রমণাত্মক বা প্রতিকূল অবস্থায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রক্ষোভের অন্যান্য ধরনও রয়েছে, যেমন মিশ্রিত আবেগ, যেখানে একাধিক আবেগ একই সময়ে অনুভূত হতে পারে। এসব প্রক্ষোভ আমাদের আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া প্রভাবিত করে, এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে মানুষের মনোভাব পরিবর্তিত হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের মনোভাব, আচরণ এবং শেখার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। ইতিবাচক প্রক্ষোভ যেমন আগ্রহ এবং আত্মবিশ্বাস শিক্ষার্থীদের প্রেরণা ও মনোযোগ বৃদ্ধি করে, যা শেখার গতি এবং দক্ষতা উন্নত করে। নেতিবাচক প্রক্ষোভ যেমন উদ্বেগ বা হতাশা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ হ্রাস করতে পারে এবং শেখার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। প্রক্ষোভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের বিকাশ ঘটে, যা তাদের শেখার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সহায়ক। শিক্ষকদের জন্য প্রক্ষোভের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ তারা শিক্ষার্থীদের আবেগ বুঝে কার্যকর পাঠদান করতে পারে। প্রক্ষোভের সঠিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ফলপ্রসূ এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে সহায়ক।

15.8. স্ব- মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-assessment Questions)

1. প্রক্ষোভ কী?
2. বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী কীভাবে প্রক্ষোভের সংজ্ঞা দিয়েছেন?
3. প্রক্ষোভের মৌলিক উপাদানগুলি কী কী?
4. প্রক্ষোভের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
5. প্রক্ষোভ কিভাবে শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে?
6. প্রক্ষোভের প্রধান ধরনগুলির কী কী ?
7. ইতিবাচক এবং নেতিবাচক আবেগের মধ্যে কী ধরনের?
8. প্রক্ষোভ শিক্ষার প্রক্রিয়ায় কীভাবে প্রভাব ফেলে?
9. কীভাবে ইতিবাচক প্রক্ষোভ শিক্ষার ফলাফল উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে?

10. নেতিবাচক প্রক্ষোভ কিভাবে শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে?
11. শিক্ষকদের জন্য প্রক্ষোভের প্রতি সচেতনতা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

15.9. গ্রন্থপঞ্জি (References):

1. Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology. Vikas Publishing House, Pvt, Ltd. New Delhi.
2. Chauhan, S. S. (1993). Advanced Educational Psychology. Vikas Publishing House.
3. Chaube, S. P. (2001). Educational Psychology. Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3.
4. Darwin, C. (1872). The expression of the emotions in man and animals. John Murray.
5. Ekman, P. (1999). Basic emotions. In T. Dalgleish & M. J. Power (Eds.), Handbook of cognition and emotion (pp. 45–60). Wiley.
6. Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1-26.
7. Izard, C. E. (2007). Basic emotions, natural kinds, emotion schemas, and a new paradigm. Perspectives on Psychological Science, 2(3), 260–280.
8. Izard, C. E. (2009). The psychology of emotions (2nd ed.). Guilford Press.
9. Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. Oxford University Press.
10. Levenson, R. W. (2014). The autonomic nervous system and emotion. Emotion Review, 6(2), 100–112.
11. Mangal, S. K. (2017). Educational psychology (2nd ed.). PHI Learning.
12. Mesquita, B., & Walker, R. (2003). Cultural differences in emotions: A context for interpreting emotional experiences. Behavioral Research and Therapy, 41(7), 777–793.
13. Pekrun, R. (2014). Emotions and learning. In International encyclopedia of the social & behavioral sciences (2nd ed., pp. 730–736). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.21129-2

14. Plutchik, R. (2001). The nature of emotions: A summary and assessment. American Scientist, 89(4), 344-350.
15. Sharma, R. A. (2011). Educational psychology. R. Lall Book Depot.
16. Woolfolk, A. (2016). Educational psychology (13th ed.). Pearson.